। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত ।

অর্থবিদ্যার ভূমিকা

দুইপত্র সংস্করণ

[বি. এ. কোর্সের জন্য]

[প্রথম খণ্ড]

অধ্যক্ষ অরুণকুমার সেন, এম্. এ. (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত),
এম্. এস্-সি. ইকন. (লণ্ডন), ব্যারিস্টার-এ্যাট্-ল
প্রণীত

পরিমার্জনকার্যে সহযোগী
অধ্যাপক সুশীলকুমার সেন, এম্. এ.
ও
অধ্যাপক সম্পৎ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ., এম্. এস্-সি. ইকন. (লণ্ডন)

। প্রাপ্তিস্থান ।
বুক্‌স এণ্ড এ্যালায়েড (প্রাঃ) লিমিটেড
৮/১ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ—জুলাই, ১৯৫৮

প্রকাশক :
সেণ্ট্রাল পাবলিশিং কনসার্নের পক্ষে
শ্রীঅভয় সেন, বি. কম্.
৮/১ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :
শিখা চৌধুরী
রূপা প্রেস
২০৯এ বিধান সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বি. এ. এবং বি. কম্. পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করিয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। রচনাকালে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি—যথা, বিষয়বস্তু হইতে প্রয়োজনীয় কোন কিছু যেন বাদ না পড়ে এবং আলোচ্য বিষয় যেন যথাসম্ভব পরিস্ফুট হয়। আলোচনাকালে যে-সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবন হইতে গৃহীত। আমার মতে, অনুধাবনের সুবিধার জন্য ইহাই করা প্রয়োজন।

গ্রন্থখানিতে ত্রুটিবিচ্যুতি অবশ্যই আছে। বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপনায় নিযুক্ত আমার সহকর্মীবৃন্দ এ-বিষয়ে যেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এই অনুরোধ জানাইতেছি। ইতি—

সিটি কলেজ, কলিকাতা
৩১শে জুলাই, ১৯৫৮

অরুণকুমার সেন

সূচীপত্র

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ (Growth of Firms)

মূল্যতত্ত্ব—ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ (Price Theory—Micro-Analysis)

পরিশিষ্ট

প্রথম খণ্ড

- ***প্রাথমিক বিশ্লেষণ*** (Preliminary Analysis)
- ***আয় ও উৎপাদন*** (Income and Production)
- ***উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ*** (Growth of Firms)
- ***মূল্যতত্ত্ব—ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ*** (Price Theory—Micro Analysis)
- ***ভোক্তার আচরণতত্ত্ব*** (Theory of Consumer Behaviour)

প্রাথমিক বিশ্লেষণ
(PRELIMINARY ANALYSIS)

১ | অর্থবিদ্যার প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র (NATURE AND SCOPE OF ECONOMICS)

অর্থ নৈতিক কাজকর্ম (Economic Activity) : ম্যাক্সিম গর্কী তাঁহার জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস 'মা' স্বরু করিয়াছেন এইভাবে : প্রতিদিন প্রত্যূষেই কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠে, কম্পিত স্বরে ধ্বনিত কর্কশ শব্দ শ্রমজীবীদের মাথার উপর ধূম্রধূসর ম্লান আকাশকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলে। যন্ত্রদানবের এই নিষ্করুণ আহ্বানে সাড়া না দিয়া উপায় নাই ; তাই অসংখ্য নরনারী কিছুক্ষণের মধ্যেই নতমস্তকে দলে দলে পথে বাহির হইয়া পড়ে।

ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক উপন্যাস 'মা'-এ গর্কী শুধু প্রভাতে কর্মে আহ্বানের একটা দিকই দেখিয়াছেন, অন্যান্য দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই। কিন্তু অর্থবিদ্যার পর্যালোচনায় আমাদের পক্ষে এই প্রযোজন হইল সমধিক। আমাদিগকে অর্থ-ব্যবস্থার সকল কাজকর্মের দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে।

বস্তুত, পৃথিবীর সকল দিকেই মানুষ কর্মে ব্যস্ত। প্রভাতে উঠিয়াই কৃষক তাহার ক্ষেতের দিকে যাত্রা করে, পশুপালক পশু চরাইতে বাহির হয়, শিল্প-শ্রমিক কারখানা বা খনি অভিমুখে ধাবিত হয়। তারপর দেখা যায় যে ক্রমে ক্রমে আর সকলেই বাহির হইয়া যাত্রা করিয়াছে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র অভিমুখে—দোকানদার পরিবহণ-কর্মচারী কেরানী উকিল মোক্তার ডাক্তার শিক্ষক কেহই বাদ নাই। দৈনন্দিন কর্মশেষে সকলেই বাসগৃহে ফিরিয়া আসে। পরের দিন আবার স্বরু হয় যাত্রা। এইভাবেই অর্থ নৈতিক কর্মচক্র ঘুরিতেছে।

কিন্তু অর্থ নৈতিক কর্মচক্র ঘুরিতেছে কেন ? অন্যভাবে প্রশ্ন করিতে পারা যায়, মানুষ কাজ করে কেন ? কেন যন্ত্রদানবের আহ্বানে শিল্প-শ্রমিক দলে দলে পথে বাহির হইয়া পড়ে ? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, সকলেই উপার্জন করিতে বাহির হয়—সকলেই কাজে যায় তাহার দৈনিক সাপ্তাহিক বা মাসিক আর্থিক মজুরি বা পারিশ্রমিক পাইবে বলিয়া।

অর্থ নৈতিক কর্মচক্র ও ইহার কারণ

মজুরি বা অর্থ লইয়া উপার্জনকারী কি করিবে ? মানুষ ত টাকাকড়ি সরাসরি ভোগ করিতে পারে না। সুতরাং অর্থোপার্জন তাহার প্রাথমিক লক্ষ্য মাত্র, চূড়ান্ত লক্ষ্য নহে। সে অর্থের আকাংক্ষা করে ইহার মাধ্যমে তাহার ভোগ্যদ্রব্যের অভাব মিটিবে বলিয়া। সুতরাং চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল ভোগ্যদ্রব্যের অভাব মিটানো।[১] মানুষকে

১. "... the vast majority of people engage in economic activity mainly in order to get a money income, and they want the money to purchase consumers' goods." Benham.

খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে, পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইবে, বাসগৃহে বাস করিতে হইবে, সংসার প্রতিপালন করিতে হইবে। এগুলি তাহার জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য ন্যূনতম সর্ত—এগুলি তাহার প্রাথমিক অভাব। ইহারা পরিতৃপ্ত হইলে সে অভাববোধ করিবে উন্নততর জীবনের—অধিক পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট জাতের ভোগ্যদ্রব্যের। তখন সে সচেতন হইবে এই সকল নূতন অভাব মিটাইতে। মাধ্যমিক এই সকল অভাব মিটিলে আবার দেখা দিবে নূতনতর অভাব। এইভাবে সীমাহীন অভাবের পশ্চাতে সে ছুটিয়াই চলিবে। সীমাহীন অভাব পরিতৃপ্তির জন্য অর্থোপার্জনের এই যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা, অর্থবিদ্যার আলোচনা ইহা হইতেই সুরু।

আপাতদৃষ্টিতে অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু হয় অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা হইতে

বিনিময় (Exchange): আর একটু তলাইয়া দেখিলে কিন্তু দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে অর্থবিদ্যার আলোচনার সুরু হইল বিনিময় (exchange) হইতে—অর্থোপার্জন হইতে নয়। কারণ, অর্থ বা টাকাকড়ির ব্যবহার বিনিময়ই নির্দেশ করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা সুরু হয় বিনিময় হইতে

পূর্বে বিনিময় ছিল প্রত্যক্ষ। লোকে সরাসরি দ্রব্য বিনিময় করিত। কিন্তু বর্তমানে ইহা পরোক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিনিময় পরোক্ষ রূপ গ্রহণ করিবার কারণ হইল বিশেষীকরণ (specialisation) বা শ্রমবিভাগ এবং তাহার ফলে উদ্ভূত জটিল অর্থ-ব্যবস্থা (complex economic system)। বিশেষীকরণের জন্য লোকে বর্তমানে উৎপাদনকার্যের একটা সামান্য অংশমাত্র সম্পাদন করে। হাজার হাজার লোকের সহযোগিতায় নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়। ফলে প্রয়োজন হয় সুষ্ঠু বিনিময়-ব্যবস্থার। বর্তমানে অর্থ বা টাকাকড়িই এই বিনিময়-ব্যবস্থার মাধ্যম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।[১] পাটকলের শ্রমিক তাহার শ্রমের বিনিময়ে অর্থলাভ করে এবং ঐ অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। সুতরাং বর্তমানে বিনিময়-ব্যবস্থা ত্রিভুজাকার ধারণ করিয়াছে—দ্রব্য বা সেবার (services) বিনিময়ে অর্থসংগ্রহ এবং অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা।

বর্তমানের ত্রিভুজাকার বিনিময়-ব্যবস্থা

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু—অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব (Subject Matter of Economics—The Theory of Scarcity and Choice): সাম্প্রতিক অর্থ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ির ভূমিকা এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময় ও পূর্বতন প্রত্যক্ষ বিনিময়ের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই। উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা হইল একই প্রকৃতির এবং এই সমস্যাই বর্তমানে 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্বে' (theory of scarcity and choice) পরিণত হইয়া অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

---

১. "The whole complex system by which we are provided with consumers' goods is impersonal. It works through the use of money." Benham।

অর্থবিদ্যার একটি সংজ্ঞা (A Definition of Economics) : অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্বের শাস্ত্র বা বিজ্ঞান হিসাবে আধুনিক অর্থবিদ্যার যে-সকল সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ হইল লর্ড রবিনস্ (Lord Robbins) প্রদত্ত সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটি এইরূপ : অসংখ্য উদ্দেশ্যে (ends) এবং বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য সীমাবদ্ধ উপকরণগুলির মধ্যে মানুষের কাজকর্ম যে-সম্পর্ক স্থাপন করে, অর্থবিদ্যা তাহারই পর্যালোচনাকারী বিজ্ঞান।[১]

অর্থনৈতিক সমস্যা (Economic Problem) : রবিনস্-প্রদত্ত আধুনিক অর্থবিদ্যার উক্ত সংজ্ঞাটি বিজ্ঞানসম্মত হইলেও সাধারণের নিকট একরূপ দুর্বোধ্য। অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় অর্থনৈতিক সমস্যা (economic problems) সম্বন্ধে তাহাদের একটা মোটামুটি জ্ঞান আছে। তাহারা জানে যে অর্থবিদ্যা মজুরি, মূল্য-বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, বেকার-সমস্যা ইত্যাদির পর্যালোচনা করে। এই সকল সমস্যা যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির ন্যায় রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা হইতে পৃথক, সে-সম্বন্ধেও তাহাদের মোটামুটি ধারণা আছে। কিন্তু পার্থক্য যে ঠিক কোথায় সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা তাহাদের নাই। রবিনসের সংজ্ঞার সূত্র ধরিয়া বলা যায়, তাহারা ঠিক বুঝিতে পারে না যে কোন্‌খানে 'অসংখ্য উদ্দেশ্য' (ends or multiple ends) এবং 'বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য সীমাবদ্ধ উপকরণ' (scarce means having alternative uses) আসিয়া সমস্যাকে 'অর্থনৈতিক সমস্যা'য় পরিণত করে।

অর্থনৈতিক সমস্যা এবং অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব : আমাদের প্রাত্যহিক সমস্যার দিক হইতে দেখিলে কিন্তু বিষয়টি বোধগম্য হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আমরা যদি 'বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য উপকরণ'কে আয়ের (income) অর্থে এবং 'অসংখ্য উদ্দেশ্য' বলিতে ঐ আয় বা অর্থ দ্বারা খাদ্যদ্রব্য পোশাকপরিচ্ছদ আসবাবপত্র আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি যে-সকল প্রয়োজনীয় ও কাম্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে চাই তাহা বুঝি, তাহা হইলে বিষয়টি বা রবিনস্-প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অনুধাবনে মোটেই অসুবিধা হয় না। আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই আয় বা অর্থ অপ্রচুর ; এই অপ্রচুর অর্থ দ্বারাই আমাদিগকে অসংখ্য অভাব পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টা করিতে হয়। ফলে আমাদিগকে বিভিন্ন অভাব এবং অভাবের বিভিন্ন পরিমাণের মধ্যে নির্বাচন করিতে হয়—যেমন, এ-মাসে একটি জামা কিনিব, না একখানি পাঠ্যপুস্তক কিনিব তাহা বিচার করিতে হয় ; বাজারে গিয়া আর একটু মাছ কিনিব, না আর কিছুটা আলু-বেগুন কিনিব, তাহা ঠিক করিতে হয়।

এই যে ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অপ্রাচুর্য ও নির্বাচনের সমস্যা তাহাই প্রতিফলিত হয় বৃহত্তর সামাজিক জীবনে এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এ-সম্বন্ধে তত্ত্বই হইল আধুনিক অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। নিম্নে এই বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

১. "Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between *ends* and *scarce means* which have *alternative uses*." Lord (Prof. Lionel) Robbins : *Essay on the Nature and Significance of Economic Studies*

● **বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (Analysis of the Subject Matter) :** বিশ্লেষণকার্য সুরু করিতে হয় অপ্রাচুর্য হইতে, কারণ অপ্রাচুর্যই মানুষের মৌলিকতম অর্থনৈতিক সমস্যা। কিন্তু এই অপ্রাচুর্যের প্রকৃতি আমরা সকল সময় ঠিক অনুধাবন করিতে পারি না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই দেশে আমরা শুধু টাকাকড়ির অভাব বোধ করিতাম। হাতে টাকা থাকিলে সব জিনিসই যথেষ্ট পরিমাণে কেনা যাইত। খাদ্যদ্রব্য জামাকাপড় ঔষধপত্র গাড়ীঘোড়া ইত্যাদি কোন কিছুরই যোগান অপ্রচুর বলিয়া মনে হইত না। লোকে কথায় বলিত, 'পয়সা দিলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়,—অর্থাৎ সকল জিনিসই পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলে। এইভাবে যখন আমাদের নিকট জিনিসপত্র পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হইত তখনই অর্থবিদ্যাবিদগণ বলিতেন যে উহাদের যোগান অপ্রচুর। ইহার দ্বারা তাঁহারা বলিতে চাহিতেন যে জিনিসপত্র চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর। উদাহরণ দিয়া লর্ড রবিনস্ বলিয়াছেন, পচা ডিম তাজা ডিম অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প হইলেও তাজা ডিমই অপ্রচুর (scarce), পচা ডিম নহে।[১]

অপ্রাচুর্যের প্রকৃতি

জিনিসপত্র যে চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর তাহা আমরাও ভালভাবে বুঝিতে পারি ঐ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন হাতে টাকা থাকিলেও আমরা অনেক জিনিসপত্র ইচ্ছামত কিনিতে পারিতাম না। চাউল-গম-চিনির জন্য আমাদিগকে কণ্ট্রোলের দোকানে লাইন দিতে হইত, কুপনের বদলে কণ্ট্রোলের ধুতি-শাড়ী যোগাড় করিতে হইত, ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন না থাকিলে অনেক সাধারণ ঔষধও পাওয়া যাইত না এবং অনেক সময় প্রেসক্রিপসন থাকিলেও নানা দোকান ঘুরিতে হইত, মোটরগাড়ী কেনার জন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া নাম রেজিস্ট্রী করিয়া রাখিতে হইত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোটর-চড়া বরাদ্দ পেট্রলেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইত।

বর্তমানে আমরা কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই অবস্থা হইতে মুক্ত হইলেও যে বিশেষভাবে অপ্রাচুর্যের সম্মুখীন আছি, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজও পয়সা দিলে অনেক কিছু পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও খোলা বাজারে পাওয়া যায় না। অর্থবিদ্যাবিদগণ অবশ্য বলেন যে, পরিমাণে একটু বেশী হইলেও আমরা চিরন্তন অপ্রাচুর্যেরই সম্মুখীন আছি। চিরন্তন বলিয়া এই অপ্রাচুর্যের সমস্যা কোনদিনই মিটিবে না—মিটিতে পারে না। যদি অপ্রাচুর্য বলিয়া কিছু না থাকিত, তাহা হইলে অর্থ-ব্যবস্থা (economic system) বলিয়া কিছু থাকিত না এবং অর্থবিদ্যার আলোচনারও প্রয়োজন হইত না।[২]

অপ্রাচুর্যের সমস্যা চিরন্তন

বস্তুত, অপ্রাচুর্যের সমস্যা কোনদিনই মিটিতে পারে না, কারণ মানুষের অভাব সীমাহীন এবং ক্রমবর্ধমান প্রকৃতির কিন্তু অভাবমোচনের উপকরণগুলি

১. "... Scarcity ... means limitation in relation to demand. Good eggs are scarce because, having regard to the demand for them, these are not enough to go round. But bad eggs of which ... there are fewer in existence, are not scarce at all in our sense. They are redundant."

২. "If there were no scarcity ... there would be no economic system and no economics." Stonier and Hague : *A Text-book of Economic Theory*

বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ও বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য।[১] কিভাবে এই সীমাবদ্ধ ও বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য উপকরণগুলিকে কাজে লাগাইয়া সীমাহীন ও ক্রমবর্ধমান অভাবমোচন করা যায় তাহাই আমাদের সমস্যা—আমাদের মৌলিকতম অর্থনৈতিক সমস্যা। এই কারণে রবিনস্ (L. Robbins) ও তাঁহার অনুগামী আধুনিক লেখকগণের মতে, প্রকৃতপক্ষে অর্থবিদ্যার আলোচনা এইখান হইতেই সুরু বলিয়া ধরিতে হয়, পূর্বোল্লিখিত (২ পৃষ্ঠা) বিনিময় হইতে নয়।

অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রকে যথাসম্ভব সুপ্রচুর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করি (make them less scarce)। অর্থবিদ্যায় ইহাকে ব্যয়সংক্ষেপ করা (economising) বলা হয়। ইহার জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহার মধ্যে অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে অভাবমোচনের উপকরণগুলির অংশবণ্টন (apportionment of resources or resource allocation) —সংক্ষেপে যাহাকে 'নির্বাচন' (choice) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই নির্বাচনের সংগে অংগাংগিভাবে জড়িত আছে উপকরণগুলির যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনা (administration of the resources)। অর্থাৎ, মাত্র উপকরণগুলির অংশবণ্টন করিলেই চলিবে না, যাহাতে উহাদের পূর্ণ ব্যবহার হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সমস্যার সমাধান-কল্পে 'ব্যয়সংক্ষেপ'-প্রচেষ্টা

নির্বাচন অপ্রাচুর্যেরই স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত। আমাদের অধিকাংশের আয় বা অর্থ অপ্রচুর বলিয়াই আমাদিগকে নির্বাচন করিতে হয়। সময় বা সামর্থ্য অপ্রচুর বলিয়াই উহাদের নিয়োগ সম্বন্ধে বিচার করিতে হয়। যেমন, অতিরিক্ত কাজ করার সুবিধা থাকিলেও অনেক সময় সামর্থ্যের অভাবে অথবা বিশ্রামের প্রয়োজনে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। ফলে আমাদিগকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্বাচন করিতে হয়—বিভিন্ন ব্যবহারের (uses) মধ্যে আমাদের অর্থ সময় ও সামর্থ্যের সুবণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

এই প্রচেষ্টা হইতে নির্বাচন-সমস্যা

সাধারণ ব্যক্তির মত ব্যবসায়ীকেও সর্বদা অনুরূপ নির্বাচন বা সুবণ্টনের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। পরিমিত মূলধন লইয়া তাহাকে প্রথমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় যে কোন্ ব্যবসায়ে সে প্রবেশ করিবে এবং কোন্‌খানে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবে। তারপর কিভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করিবে সে-সম্বন্ধে পদে পদে তাহাকে বিচারবিবেচনা করিয়া চলিতে হয়। অর্থবিদ্যার ভাষায় বলিতে গেলে, কি উৎপাদন করা হইবে, কোথায় উৎপাদন করা হইবে এবং কিভাবে উৎপাদন করা হইবে (what to produce, where to produce and how to produce)—এই সকল বিষয়ে ব্যবসায়ীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নির্বাচন করিয়াই চলিতে হয়।

সমগ্র জাতির ক্ষেত্রেও এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন রহিয়াছে, কারণ জাতির অভাবমোচনের উপকরণগুলিও সমভাবে সীমাবদ্ধ। তাই জাতিকেও প্রতিনিয়ত

১. "If the means are not scarce, there is no problem at all ; there is Nirvana." Milton Friedman : *Price Theory*

বিচার করিতে হয় 'কি উৎপাদন করা হইবে' (what to produce)। ফলে জাতিকেও নির্বাচন করিয়া চলিতে হয়—যেমন, বিচার করিয়া দেখিতে হয়, সীমাবদ্ধ কৃষি-জমির কতটা খাদ্যশস্য উৎপাদনে এবং কতটা বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে নিয়োগ করিবে, সীমাবদ্ধ বৈদেশিক মুদ্রার কতটা প্রতিরক্ষার সাজ-সরঞ্জাম এবং কতটা শিল্প-যন্ত্রপাতি আমদানিতে ব্যয় করা হইবে।

এইভাবে অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানকল্পে অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন'ই আধুনিক অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ●

অর্থবিদ্যার একটি পূর্ণাংগ সংজ্ঞা (A Strict Definition of Economics): বলা হইয়াছে, অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে রবিনস্-প্রদত্ত সংজ্ঞাটি দুর্বোধ্য হইলেও বিজ্ঞানসম্মত ও সমধিক প্রসিদ্ধ (৩ পৃষ্ঠা)। সংজ্ঞাটি কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক ('too wide') এবং ব্যাপক বলিয়াই কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ। সকলেরই অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন সংক্রান্ত সর্বাধিক সমস্যা সংজ্ঞাটির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, কিন্তু অন্যতম সামাজিক শাস্ত্র বলিয়া অর্থবিদ্যা সমাজবদ্ধ লোকেরই অভাবমোচনের প্রচেষ্টা লইয়া আলোচনা করে—সন্ন্যাসী-ফকির বা রবিনসন্ ক্রুসোর মত সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির আচরণ লইয়া নহে।

রবিনস্-প্রদত্ত সংজ্ঞার আর একটি ত্রুটি

সমাজে বাস করার ফলে মানুষকে অভাবমোচনের প্রচেষ্টায় অপর সকলের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। একজনের ব্যয়সংক্ষেপ অপরাপর ব্যক্তির অনুরূপ প্রচেষ্টার উপর আঘাত করে। অপরদিকে আবার সমাজভুক্ত ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্যলাভও করে। এই সকলের ফলে হয় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব। কিন্তু রবিনসন্ ক্রুসোর মত সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তির অভাবমোচনের প্রচেষ্টার ফলে কোন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে না। সামাজিক সমস্যাবিহীন কোন বিষয় অর্থবিদ্যার ন্যায় সামাজিক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না বলিয়া এইরূপ সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির আচরণ ইহার আলোচ্য বিষয় নহে।[১]

অর্থবিদ্যা সমাজবদ্ধ লোকের আচরণেরই আলোচনা করে

আবার সমাজবদ্ধ ব্যক্তির অভাবমোচনের সকল প্রচেষ্টাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নহে। পারিবারিক জীবনে আমাদের অনেক অভাব পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের সেবাযত্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়। এগুলি কিন্তু অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুভুক্ত নহে, কারণ সমাজের উপর এই সকল কাজকর্মের কোন প্রত্যক্ষ প্রতিফলন নাই।

কিন্তু সকল প্রকার আচরণের আলোচনা করে না।

সুতরাং অন্যতম সামাজিক শাস্ত্র অর্থবিদ্যায় অপরিসীম অভাববোধের পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টায় সম্পাদিত মানুষের সেই সকল কাজকর্মের পর্যালোচনাই করা হয় যাহাদের

১. "Economics is a *social* science, and is therefore concerned primarily with those economic problems whose solution involves the co-operation and interaction of different individuals." Milton Friedman : *Price Theory*

ফলাফল হইল সামাজিক। অবশ্যম্ভাবীভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল কাজকর্ম বিনিময়ের সহিত সম্পর্কিত। বর্তমানে মানুষ বিনিময়ের মাধ্যমেই অর্থোপার্জন এবং অর্থব্যয় করিয়া ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা করে। সুতরাং বিনিময়কে বাদ দিয়া অর্থবিদ্যার কোন সংজ্ঞা প্রদান করিলে ঐ সংজ্ঞা আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ হইতে বাধ্য। এই কারণে অনেক আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ রবিনসের সংজ্ঞার সহিত 'বিনিময়' যোগ করিয়া অর্থবিদ্যার পূর্ণাংগ সংজ্ঞা দিবারই পক্ষপাতী। এইরূপ অন্যতম সংজ্ঞা হইল অধ্যাপক কেয়ার্ণক্রসের। সংজ্ঞাটি নিম্নলিখিত রূপ : "লোকে কিভাবে তাহাদের অভাবের সহিত অপ্রাচুর্যের সামঞ্জস্যবিধানের প্রচেষ্টা করে এবং কিভাবে এই সকল প্রচেষ্টা বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে—অর্থবিদ্যা তাহারই পর্যালোচনাকারী একটি সামাজিক বিজ্ঞান।"[১]

বিনিময়ের সহিত সম্পর্কিত বিষয়েরই পর্যালোচনা করে

'বিনিময় ও নির্বাচন তত্ত্বে'র পূর্ণাংগ সংজ্ঞা।

অপ্রাচুর্য, নির্বাচন ও বিনিময় তত্ত্ব : এইরূপ পূর্ণাংগ সংজ্ঞাতেই 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব' পূর্ণভাবে ধরা পড়ে এবং এই 'পূর্ণাংগ অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব'ই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। ইহাকে 'অপ্রাচুর্য, নির্বাচন ও বিনিময় তত্ত্ব'ও (Theory of Scarcity, Choice and Exchange) বলা যায়।

অর্থবিদ্যার পরিধি (Scope of Economics) : অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই অর্থবিদ্যার পরিধি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইবে। প্রথমত, দেখা গিয়াছে যে অর্থবিদ্যা অন্যতম সামাজিক শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। সুতরাং ইহা মাত্র সমাজভুক্ত লোকেরই অভাবমোচনসংক্রান্ত কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে। সমাজ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির কোন কাজকর্ম ইহার আলোচ্য বিষয় নহে। দ্বিতীয়ত, আবার সমাজবদ্ধ লোকের অভাবমোচনসংক্রান্ত সকল কাজকর্মই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুভুক্ত নহে। ঐরূপ কাজকর্মের মধ্যে যেগুলি বিনিময়ের সহিত সম্পর্কিত এবং যেগুলির পরিমাপ সম্পদ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে করা সম্ভব, মাত্র সেগুলিই অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।[২] তৃতীয়ত, অর্থবিদ্যা শুধু সমস্যা ও তৎসংক্রান্ত কাজকর্ম লইয়া আলোচনাই করে না, সমস্যা সমাধানের ইংগিতও দেয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, অর্থবিদ্যা শুধু 'আলোক-সম্পাতিক' (light-bearing) বিজ্ঞান নহে, উদ্দেশ্যসাধক (fruit-bearing) শাস্ত্রও বটে। সুতরাং অর্থবিদ্যার পরিধি বিশেষ ব্যাপক।

১। অর্থবিদ্যা সমাজভুক্ত লোকের কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে

২। তবে মাত্র পরিমেয় কাজকর্মেরই আলোচনা করে

৩। অর্থবিদ্যা আলোক-সম্পাতক ও উদ্দেশ্য-সাধক বিজ্ঞান—উভয়ই

১. "Economics is a social science studying how people attempt to accommodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange." Alec Cairncross : *Introduction to Economics*

২. অধ্যাপক সামুয়েলসনের মতে অবশ্য বিনিময়কার্য টাকাকড়ির মাধ্যমে সম্পাদিত না হইলেও ('...with or without the use of money...') উহারা অর্থবিদ্যার আলোচনাভুক্ত হইতে পারে। Samuelson : *Economics*, 10th Edn. ('76)

বস্তুত, উদ্দেশ্যসাধক শাস্ত্র হিসাবেই বর্তমানে অর্থবিদ্যা প্রাণবন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উদ্দেশ্য হইল অর্থ-ব্যবস্থার 'সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' (growth and development) সম্ভব করা। ইহার দরুন অর্থবিদ্যাব সহিত যে নূতন অংশ সংযোজিত হইয়াছে তাহাকে বলা হয় 'সম্প্রসারণমূলক অর্থবিদ্যা' (Growth Economics)।

অর্থবিদ্যাব নবদিগন্ত

ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা (Microeconomics and Macroeconomics): বর্তমানে অর্থবিদ্যার আলোচনা-পদ্ধতি দুই প্রকারেব . (১) ব্যষ্টিগত আলোচনা বা অংশবিশেষেব আলোচনা এবং (২) সামগ্রিক বা সমষ্টিগত আলোচনা। প্রথম পদ্ধতিতে অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেব বিশ্লেষণ করা হয়, আব দ্বিতীয় পদ্ধতিতে অর্থ-ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলিয়া ধরা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে আলোচনার সুরু করা হয় ব্যক্তিগত অর্থ নৈতিক প্রেরণা ও আচরণ—যেমন, ব্যক্তিগত চাহিদা ইত্যাদি হইতে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও উহার কার্যপদ্ধতিব আলোচনাও কবা হয়। তারপর পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন শিল্পেব সংগঠন, উহাদের দোষত্রুটি, ব্যয়সংক্ষেপের সূত্র প্রভৃতির পর্যালোচনা কবা হয়। পরিশেষে, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ প্রভৃতির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে অর্থ-ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা কবিবাব প্রচেষ্টা কবা হয়। এইভাবে অর্থ-ব্যবস্থাব বিভিন্ন অংশেব পর্যালোচনাকে ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা (microeconomics) বলিয়া অভিহিত কবা হয়।

ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা

অপরদিকে আলোচনা সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা হইতেই সুরু করা যাইতে পাবে। ব্যক্তিগত অর্থ নৈতিক আচরণ, ব্যক্তিগত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, পৃথক পৃথক শিল্পের সংগঠন প্রভৃতি আলোচনা না করিয়া জাতীয় আয় বা মোট উৎপাদন, মোট চাহিদা ও ভোগ, মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং মোট নিয়োগের সর্ত ও সূত্রসমূহ এবং মূল্যস্তর লইয়া আলোচনা করিতে পারি। এইরূপে করা হইলে পদ্ধতিটিকে সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা (economics of aggregates or macroeconomics) বলা হয়।[১]

সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা

সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যার মধ্যে পার্থক্যের সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বেনহাম বলিয়াছেন, "সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা সমষ্টি লইয়া আলোচনা করে" (Macroeconomics deals with aggregates)—যথা, মোট উৎপন্ন, ভোগ্যপণ্যের উপর মোট ব্যয়, মোট বিনিয়োগ, মূল্যের গড়, মজুরি ও সুদের হারের গড, ইত্যাদি। ইহা দেখে যে, কিভাবে এই সকল সমষ্টি পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিয়া সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থার উপর কার্য করে। অপরদিকে "ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা মূলতত্ত্ব লইয়া অধিক আলোচনা করে এবং দাম, মজুরির হার প্রভৃতিতে পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করে।"

উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের সংক্ষিপ্তসাব

১. Meyers : ***Elements of Modern Economics***

ইহা নিশ্চয় ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই যে, ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত যে-কোন পদ্ধতির একটি অপরটি ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ। কোন ব্যক্তিগত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কতটা হইবে তাহা কেবল ঐ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংগতির উপর নির্ভর করে না। তাহা উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার-দাম, বাজারে কাঁচামাল ও শ্রমের চাহিদা প্রভৃতির উপরও নির্ভর করে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিগত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান তাহার উৎপন্ন দ্রব্য কতটা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে তাহা অনেকাংশে দেশের আর্থিক অবস্থা, নিয়োগের পরিমাণ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। যেমন ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি মন্দাবস্থা দেখা দেয় তবে নিয়োগহীনতার (unemployment) দরুন ব্যক্তিগত উৎপাদকের পক্ষে উৎপাদনের উপকরণগুলি সুলভে সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে, কিন্তু ঐ নিয়োগহীনতার দরুনই লোকের আয় কমিয়া যাওয়ায় তাহাকে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় ব্যাপারে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে।

পরস্পর হইতে পৃথক হইলেও উহারা পরস্পরের পরিপূরক

অপরপক্ষে আমরা কেবলমাত্র সমষ্টির আলোচনা করিয়া অর্থ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ চিত্র পাইতে পারি না। সামগ্রিক উৎপাদন অগণিত ব্যক্তি ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পৃথক পৃথক সিদ্ধান্তের ফল। ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণার বিভিন্নতার জন্য এই সকল সিদ্ধান্ত একমুখী হয় না। আবার ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে ধারণা অভিন্ন হইলেও এই সকল সিদ্ধান্ত একই প্রকারের হইতে পারে না। সাধারণভাবে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিলে সকল দ্রব্যের চাহিদা একইভাবে বৃদ্ধি পায় না। আবার সকল দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদনবৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়া উঠে না।

দেখা যাইতেছে, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক এবং অর্থবিদ্যার পূর্ণাংগ আলোচনা কাহাকেও বাদ দিতে পারে না। কিন্তু সেদিন পর্যন্ত অর্থবিদ্যাবিদগণ এই ভুলই করিয়াছিলেন—তাঁহারা সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ফলে অর্থবিদ্যার আলোচনাও পূর্ণাংগ হইতে পারে নাই। মাত্র ১৯৩৬ সালে লর্ড কেইনসের (Keynes) যুগান্তকারী পুস্তক The General Theory of Employment, Interest and Money প্রকাশিত হইলে এই ত্রুটি সংশোধিত হয় এবং আলোচনা পূর্ণাংগ রূপ ধারণ করে। এই কারণে কেইনসকে আধুনিক অর্থবিদ্যার জনক বলিয়া গণ্য করা হয়।

আধুনিক অর্থবিদ্যার জনক

অর্থবিদ্যা কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ? (Is Economics a Science ?) : অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায় কি না—এই লইয়া অর্থবিদ্যাবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। এই মতবিরোধের দরুন বিজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা লইয়া প্রথমেই আলোচনা করিতে হয়।

সপক্ষে যুক্তি: সংক্ষেপে বিজ্ঞান হইল "কোন এক শ্রেণীভুক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে শৃংখলিত জ্ঞান ; এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত এবং

এইভাবে নির্ণীত জ্ঞান হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করা যায়।" অর্থবিদ্যার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ প্রভৃতি পদ্ধতি দ্বারা মানুষের অর্থ নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে আমরা একরূপ শৃংখলিত জ্ঞানলাভ করিতে পারি। এই শৃংখলিত জ্ঞান হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্রের প্রতিষ্ঠাও করা যায় এবং এই সূত্রগুলি অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধানে ও অর্থ নৈতিক ভবিষ্যদ্বাণীতে সাধারণত সহায়তা করে। এই দিক দিয়া দেখিলে অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত করিতেই হইবে।

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীগণ (natural scientists) পরিমাণ (quantities) লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে পরিমেয় (measurable)। অর্থবিদ্যাবিদও মানুষের সেই সকল কাজকর্মের পর্যালোচনা করেন যাহাদের পরিমাণ টাকাকড়ির মাপকাঠিতে করা সম্ভব। বিজ্ঞানের এই লক্ষণ অন্য কোন সামাজিক শাস্ত্রের (social science) নাই। সুতরাং সামাজিক শাস্ত্রসমূহের মধ্যে অর্থবিদ্যাকেই সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান (exact science) বলিয়া গণ্য করা হয়।[১]

তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ—যথা, পর্যবেক্ষণ তথ্যসংগ্রহ পরীক্ষা প্রভৃতি অর্থবিদ্যাবিদদের অল্পবিস্তর করতলগত। অর্থবিদ্যার আলোচনায় তাঁহারা এই সকল পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। এই কারণেও অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিবার সপক্ষে যুক্তি রহিয়াছে।

বিপক্ষে যুক্তি: অপরদিকে অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করিবার বিরুদ্ধ যুক্তিও উপেক্ষণীয় নহে। প্রথমত, মানুষের অর্থ নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে শৃংখলিত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হইলেও ইহা ভুলিলে চলিবে না যে মানুষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জীব। এইজন্য অর্থবিদ্যাবিদকে সকল সময় অতি সতর্কভাবে চলিতে হয়। সকল সময় অর্থবিদ্যাবিদ ইহা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন না যে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ কি প্রকার আচরণ করিবে।[২]

দ্বিতীয়ত, অর্থবিদ্যায় টাকাকড়ির মাপকাঠিতে মানুষের আচরণের পরিমাপ করা হইলেও এই পরিমাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুমানিক (approximate) হইতে বাধ্য। বস্তুত, মানুষের আচরণ জটিল বলিয়া ইহার সঠিক পরিমাপ সম্ভব নহে। উদাহরণস্বরূপ, দাম কমিলে চাহিদা বাড়িবে ইহা বলা যায়, কিন্তু কতটা পরিমাণ বাড়িবে তাহা বলা কঠিন।

তৃতীয়ত, পর্যবেক্ষণ তথ্যসংগ্রহ পরীক্ষা প্রভৃতি অর্থবিদ্যার অনুসন্ধান-পদ্ধতি (methods) হইলেও অর্থবিদ্যাবিদ মাত্র আংশিকভাবে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ব্যবহার করিতে পারেন। বস্তুত, অর্থবিদ্যাবিদের পক্ষে মানুষকে গবেষণাগারে লইয়া

---

১. Economics is "the oldest of the arts, the newest of the sciences—indeed the queen of the social sciences." Samuelson

২. "The ... major difficulty of economics is that its raw material is human behaviour, which is far less uniform than the material of the natural sciences." Speight

গিয়া পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না ; সম্ভব হইলেও ইহা বিশেষ বিপজ্জনক পদ্ধতি।[১] রেলপথ ডাক বিভাগ প্রভৃতির ন্যায় রাষ্ট্রায়ত্ত সকল উদ্যোগকে ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন করিলে অর্থ-ব্যবস্থা কি রূপ ধারণ করে তাহা লইয়া পরীক্ষা করা অর্থবিদ্যাবিদের পক্ষে সম্ভব নয়, সম্ভব হইলেও সমীচীন নয়। সুতরাং অর্থবিদ্যাবিদকে অনেক সময়ই অনুমান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়। এইভাবে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া অর্থবিদ্যার সূত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অনুমানসিদ্ধ (hypothetical), পরীক্ষাসিদ্ধ নহে।

অর্থবিদ্যার সূত্রগুলি অনুমানসিদ্ধ

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অর্থবিদ্যার সূত্রগুলি মূল্যবান এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই মূল্যবত্তার মূলে আরও কয়েকটি বিশেষ কারণ রহিযাছে। প্রথমত, মানুষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জীব হইলেও তাহার সকল অভিজ্ঞতা ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। মানুষ ইচ্ছা করিলেই সুখ বা দুঃখের অনুভূতি লাভ করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুনাফা বৃদ্ধি পাইলে ব্যবসায়ী সুখী হইয়া অধিকতর উৎপাদনে উৎসাহী হইবেই। এক্ষেত্রে সে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা দুঃখ অনুভব করিয়া উৎপাদন কমাইয়া দিতে পারিবে না। এইরূপ অনিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা হইল অর্থনৈতিক সূত্রের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। দ্বিতীয়ত, মানুষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বলিয়া অবিবেচক নহে। সে বিবেচনার সহিতই আচরণ করিয়া থাকে। অবশ্য অবিবেচক লোকও আছে, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অত্যল্প। এইজন্য অর্থবিদ্যাব সূত্র বর্ণনায় 'সাধারণত' শব্দটি ব্যবহার কবা হয়। যেমন বলা হয়, সাধারণত আমরা অল্প দামে দ্রব্য ক্রয় করিতে চেষ্টা করি, ব্যবসায়ী সাধারণত সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে সচেষ্ট থাকে, ইত্যাদি। তৃতীয়ত, আমাদের কতকগুলি অর্থ নৈতিক অভিজ্ঞতা—যেমন, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns) বাহ্য প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত। এগুলি সর্বক্ষেত্রেই সত্য।

কিন্তু সূত্রগুলি মূল্যবান ও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য

উপসংহার : উপসংহারে বলা যাইতে পারে, অর্থবিদ্যা বিজ্ঞান কি না, তাহার বিচার নির্ভর করে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণার উপর। বিজ্ঞান বলিতে যদি আমরা বুঝি যে, ঐ শাস্ত্রের সূত্রসমূহ সর্বস্থানে ও সর্বকালে সত্য এবং ঐ সকল সূত্রের প্রয়োগ দ্বারা সকল সময়ই নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইবে তবে অর্থবিদ্যা বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত নহে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানকে এই সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয় না। বিজ্ঞান বলিতে বর্তমানে বুঝায় কোন বিষয় সম্বন্ধে শৃংখলিত জ্ঞান, যে-জ্ঞান হইতে 'সাধারণ' সূত্রের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই দ্বিতীয় অর্থে অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করিতেই হইবে, এবং বর্তমানে উহাই করা হয়।

ব্যাপক অর্থে অর্থবিদ্যা বিজ্ঞান, সংকীর্ণ অর্থে নহে

১. "By its nature, economics is an inexact science in which emotions play a great role and controlled experiments play almost no role." Samuelson

অর্থনৈতিক বিধির প্রকৃতি (Nature of Economic Laws): দেখা গেল, অর্থবিদ্যা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান না হইলেও বিজ্ঞান। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই কতকগুলি সাধারণ বিধি বা সূত্র থাকে। অর্থবিদ্যারও আছে। এখন প্রশ্ন, এই সকল অর্থনৈতিক বিধির প্রকৃতি কি? কোন্ জাতীয় বিধির সহিত ইহারা তুলনীয়? ব্যবহারিক জগতে ইহাদের কার্যকারিতা কতদূর?

বিধি বা সূত্র নানা প্রকারের হইতে পারে—যথা, প্রথাগত বিধি, নৈতিক বিধি, রাষ্ট্রীয় বিধি, বৈজ্ঞানিক বিধি প্রভৃতি। প্রথাগত বিধি সাম্প্রদায়িক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। নৈতিক বিধি (moral laws) ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়—যথা, সমাজজীবনের মঙ্গলসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত, হিংসা করা অনুচিত, ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় বিধি (statutory laws) রাষ্ট্রাভ্যন্তরে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং এই বিধি আদালত কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক বিধি (scientific laws) বলিতে বুঝায় কোন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত সূত্র যাহা কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্দেশ করে এবং যাহা হইতে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ইঙ্গিত দেওয়া যায়। যেমন, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় বা দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে প্রভৃতি হইল কার্যকারণ সম্বন্ধের নির্দেশক। ইহা হইতে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, মেঘ হইয়াছে, সুতরাং বৃষ্টি হইতে পারে। অথবা, দাম কমিয়াছে, সুতরাং চাহিদা বাড়িতে পারে। অনেক সময় অবশ্য এইরূপ সম্ভাবনাপূর্ণ ইঙ্গিত না দিয়া নির্ভুলভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়—যথা, বলা যায় যে ফলটি বৃন্তচ্যুত হইলে মহাকর্ষণের ফলে নীচেই নামিয়া আসিবে, উপরে উঠিয়া যাইবে না। অথবা, বিশেষ পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস বিশেষ চাপ ও উত্তাপে পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইলে জলে পরিণত হইবেই।

বিভিন্ন প্রকার বিধি বা সূত্র

অর্থবিদ্যা অন্যতম বিজ্ঞান বলিয়া ইহার বিধি বা সূত্রসমূহ বৈজ্ঞানিক বিধির পর্যায়ভুক্ত। অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিধির ন্যায় অর্থনৈতিক সূত্রও ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য বা কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। এই সকল অর্থনৈতিক সূত্র হইতে নির্ভুলভাবে না হইলেও কিছুটা—'বিস্তর' না হইলেও 'অল্প, অল্প' ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারা যায়।

অর্থনৈতিক বিধি বৈজ্ঞানিক বিধির পর্যায়ভুক্ত

পরবর্তী প্রশ্ন হইল, অর্থনৈতিক বিধি কোন্ জাতীয় বিজ্ঞানের বিধির সহিত তুলনীয়? এ-প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যেই একরূপ দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, অর্থনৈতিক বিধি বৈজ্ঞানিক বিধির পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু ইহারা মহাকর্ষণ সূত্রের ন্যায় নিশ্চিত নয়। বস্তুত, অর্থবিদ্যা ইচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন মানুষকে লইয়া কারবার করে বলিয়া ইহার বিধিগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের (natural sciences) বিধির মত নিশ্চিত বিধি হইয়া উঠিতে পারে নাই; অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের ব্যতিক্রম দেখিতে

তবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-সমূহের বিধির সহিত তুলনীয় নহে

পাওয়া যায়।[১] এই কারণে অর্থবিদ্যার বিধিগুলি হইতে মানুষের অর্থ নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে সকল সময় ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভবপর হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভোক্তা (consumer) সর্বদাই ন্যূনতম দামে পণ্যক্রয়ের চেষ্টা করিবে ইহা হইল অন্যতম অর্থ নৈতিক বিধি, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে জানিয়া শুনিয়াই বন্ধুত্বের খাতিরে সে অপেক্ষাকৃত অধিক দামেও পণ্য ক্রয় করিতে পারে। অবশ্য এ-ধরনের অর্থ নৈতিক আচরণ অতি অল্প ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। তাই অর্থবিদ্যাবিদ এই সকল ব্যতিক্রমকে একরূপ উপেক্ষা করিয়া সাধারণভাবে প্রযোজ্য সূত্রের প্রতিষ্ঠাতেই সচেষ্ট থাকেন। এইজন্যই অর্থবিদ্যার সূত্রগুলির সহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'সাধারণত' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

অর্থ নৈতিক বিধি সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের বিধির ন্যায় অর্থ নৈতিক সূত্র সরল ও নিশ্চিত নহে বলিয়া মার্শাল ইহাদিগকে জোয়ারভাঁটার নিয়মের (laws of tides) সহিত তুলনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন, মহাকর্ষণের নিয়মের সহিত নহে।[২] প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মহাকর্ষণের নিয়ম সরল ও নিশ্চিত। ইহা নির্ভুলভাবে বলা যায় যে, কোন দ্রব্যকে উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিলে পৃথিবীর আকর্ষণে উহা নিম্নে নামিয়া আসিবেই। দ্রব্যটির ওজন, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির পরিমাপ করিয়া কি বেগে উহা নিম্নে নামিবে তাহাও বলা যায়। অপরদিকে কিন্তু জোয়ারভাঁটার ক্ষেত্রে একরূপ নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। জোয়ার কখন লাগিবে তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কিন্তু জোয়ারের জল কতটা উঠিবে সে-সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র। অনুরূপ-ভাবে অর্থবিদ্যায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, বিশেষ পরিমাণ দাম কমিলে চাহিদা কতটা বাড়িবে।

ইহা জোয়ারভাঁটার নিয়মের সহিত তুলনীয়

অর্থ নৈতিক বিধির সাহায্যে যে-সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তাহারা যে কেবল আনুমানিক তাহাই নহে, ঐ সকল সূত্র পূর্বতন অনুমান (hypotheses) বা স্বীকৃতির উপরও নির্ভরশীল। অধ্যাপক সেলিগম্যানের ভাষায়, "অর্থ নৈতিক সূত্রসমূহ সম্পূর্ণভাবেই অনুমানসিদ্ধ" (Economic laws are essentially hypothetical)। এই কারণে অর্থবিদ্যার কোন বিধি বিবৃত করার সময় 'অপরাপর বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে' (*ceteris paribus* or other things being the same) —এই বাক্যাংশটি যোগ করা হয়। অর্থাৎ, বলা হয় যে, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত

অর্থ নৈতিক বিধি আবার অনুমান-সিদ্ধও বটে

১. Economic laws ... "are not ... in the same category as the laws of chemistry or natural science ... there may be—will be—innumerable exceptions to the general rule." G. Williams

২. "The laws of economics are to be compared with the laws of tides rather than with the simple and exact laws of gravitation." Marshall: *Principles of Economics*

থাকিলে তবেই নিয়মটি কার্যকর হইবে। যেমন, অপরাপর বিষয় অপরিবর্তিত থাকিয়া দাম কমিলে তবেই চাহিদা বাড়িবে। কিন্তু অপরাপর বিষয় যদি অপরিবর্তিত না থাকে—যেমন, দ্রব্যটি যদি ক্রমশ ফ্যাসান-বহির্ভূত হইয়া পড়ে, বা যদি ক্রেতার আয় কমিয়া যায়, তবে দাম কমিলেও চাহিদা বাড়িবে না।

অর্থবিদ্যার সকল বিধিই অবশ্য অনুমানসিদ্ধ নহে। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ন্যায় সূত্রও অর্থবিদ্যায় আছে যেগুলি অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে গৃহীত। এইগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিধির ন্যায়ই কার্যকর।

সংক্ষিপ্তসার

'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব'ই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। ইহাকে 'অপ্রাচুর্য, নির্বাচন ও বিনিময় তত্ত্ব'ও বলা হয়। অর্থবিদ্যা সমাজবদ্ধ লোকের এরূপ কাজকর্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করে যাহা পরিমেয়। এই পরিমাপ করা হয় টাকাকড়ির অংকে। ইহা সমস্যার বিশ্লেষণও করে আবার সমাধানেরও ইংগিত দেয়।

অর্থবিদ্যা দুই প্রকারের: ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত। ব্যাপক অর্থে অর্থবিদ্যা বিজ্ঞান, সংকীর্ণ অর্থে নহে।

অর্থ নৈতিক বিধিগুলি বিশেষভাবে অনুমানসিদ্ধ। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য।

অনুশীলনী

1. Define Economics. What is the subject matter of Economics ?

[অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ঠিক কি ?] (১-৩, ৬-৭ পৃষ্ঠা)

2. Distinguish between Microeconomics and Macroeconomics.

[ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।] (৮-৯ পৃষ্ঠা)

3. How far can economics is regarded as a science ?

[অর্থবিদ্যা কতদূর পর্যন্ত বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ?] (৯-১১ পৃষ্ঠা)

4. "The conclusions of economics are not, like the conclusions of mathematics true for all time and under all conditions." Discuss.

["অংকশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের মত অর্থবিদ্যার সিদ্ধান্তগুলি সর্বসময় ও সর্বাবস্থায় সত্য নহে।" আলোচনা কর।]

Or,

Discuss the nature of Economic Laws.

[অর্থ নৈতিক বিধিসমূহের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (১২-১৪ পৃষ্ঠা)

২ | কতকগুলি মৌলিক ধারণা
(SOME FUNDAMENTAL CONCEPTS)

কোন ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য যেরূপ বর্ণবোধের প্রয়োজন হয় তেমনি কোন শাস্ত্র বা বিজ্ঞান পর্যালোচনা করিবার জন্য প্রয়োজন হয় কতকগুলি মৌলিক ধারণার অনুধাবনের। নিম্নে অর্থবিদ্যার কয়েকটি মৌলিক ধারণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইতেছে।

দ্রব্য (Goods) : (অভাবমোচনের দ্রব্যাদি অপ্রচুর বলিয়াই মানুষের পক্ষে অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় বলিয়া দ্রব্যকেই অর্থবিদ্যার মৌলিকতম ধারণা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, যাহা কিছু মানুষের অভাববোধকে পরিতৃপ্ত করে তাহাই দ্রব্য। ইহা বস্তুগত (material) এবং অ-বস্তুগত (non-material) -উভয়ই হইতে পারে। বস্তুগত দ্রব্যকে সাধারণত 'সামগ্রী' (commodity) বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং অ-বস্তুগত দ্রব্যকে বলা হয় সেবা (service) ।)

বস্তুগত ও অ-বস্তুগত দ্রব্য

সামগ্রীকে (commodity) অবশ্য শুধু বস্তুগত দ্রব্য বলিয়া অভিহিত করিলে খানিকটা অসুবিধা থাকিয়া যায়, কারণ সামগ্রীর লক্ষণ হইল সমজাতীয়তা (homogeneity)।[১] দৃষ্টান্তস্বরূপ, ল্যাংড়া ও বোম্বাই আম সমজাতীয় নয় বলিয়া উভয়কে দুইটি পৃথক সামগ্রী হিসাবে ধরা যাইতে পারে। সুতরাং সামগ্রী হইল সেই সকল দ্রব্য যাহাদের এক একক অপর এককের পূর্ণ পরিবর্ত (perfect substitutes) হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সামগ্রী

(অবাধলভ্য (free) এবং অর্থনৈতিক (economic)—এইভাবেও দ্রব্যসমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হয়।) অবাধলভ্য দ্রব্য হইল নদীর জল অরণ্যের কাষ্ঠ ইত্যাদির ন্যায় সেই সকল দ্রব্য যাহাদের যোগান চাহিদার তুলনায় এত প্রচুর যে তাহাদের ইচ্ছামত ব্যবহারের পক্ষে কোন বাধা নাই বলিয়া তাহাদের সম্পর্কে ব্যয়সংক্ষেপ করার বা সুপ্রচুর করিয়া তোলারও (make them less scarce) কোন প্রশ্ন নাই। অধিকাংশ দ্রব্যের যোগানই অবশ্য চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর। এই সকল অপ্রচুর যোগানের (scarce) দ্রব্যকে অর্থনৈতিক পণ্য বা দ্রব্য বলা হয়। নদীতীরে জল অবাধলভ্য পণ্যের উদাহরণ; কিন্তু সহরে জল দুষ্প্রাপ্য। যদি নদী হইতে জল আনিয়া সহরে সরবরাহ করা হয় তবে ঐ অবাধলভ্য দ্রব্যই অর্থনৈতিক পণ্যে পরিণত হয়। দ্রব্য হিসাবে জলের এই পরিবর্তনের পশ্চাতে আছে মানুষের প্রচেষ্টা (human effort) বা পরিশ্রম যাহা অবাধলভ্য দ্রব্যকে অর্থনৈতিক পণ্যে রূপান্তরিত করে।

অবাধলভ্য এবং অর্থনৈতিক দ্রব্য

(দ্রব্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীবিভাগ হইল ভোগ্যদ্রব্য (consumption goods) এবং মূলধন বা বিনিয়োগ দ্রব্যের (capital or investmemt goods) মধ্যে। ভোগ্যদ্রব্য বলিতে সেই সকল পণ্যকেই বুঝায় যাহারা সরাসরি মানুষের অভাব দূর করে; আর যে-সকল দ্রব্য পরোক্ষভাবে মানুষের অভাব দূর করে—যেমন, কারখানা যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতি তাহাদের বলা হয় মূলধন-দ্রব্য। মূলধন-দ্রব্য উৎপাদকের দ্রব্য (producers' goods) বা বিনিয়োগ দ্রব্য (investment goods) নামেও অভিহিত হয়।)

ভোগ্যদ্রব্য এবং মূলধন-দ্রব্য

---

১. Joan Robinson : *The Economics of Imperfect Competition.*

উপযোগ (Utility) : অর্থবিদ্যায় উপযোগ বলিতে মানুষের অভাব তৃপ্ত করার জন্য দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমতাকে বুঝায়।[১] স্মরণ রাখিতে হইবে যে দ্রব্যটি উপযোগ নহে, ইহার গুণ বা ক্ষমতাই হইল উপযোগ। যে ঝর্ণা কলম দিয়া আমি লিখিতেছি তাহা উপযোগ নহে, আমাকে লেখায় সহায়তা করার জন্য ইহার যে ক্ষমতা তাহাই উপযোগ।

উপযোগ বলিতে অভাবমোচনের ক্ষমতা বুঝায়

আবার উপযোগ ও পরিতৃপ্তি (satisfaction) এক জিনিস নহে। উপযোগকে আকাঙ্ক্ষার অবস্থা (desiredness) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কোন দ্রব্যের প্রতি আমাদের যেরূপ আকাংক্ষা থাকে তাহা ভোগের পর আমরা যে সেইরূপ পরিতৃপ্তিই লাভ করিব এরূপ কোন কথা নাই।

উপযোগ একটি আপেক্ষিক (relative) এবং মানসিক (subjective) ধারণা। কোন দ্রব্য একজনের অভাব পরিতৃপ্ত করিতে পারে, অপর একজনের পারে না। আবার একই দ্রব্য দুই ব্যক্তির অভাব সমানভাবে পূরণ করিতে পারে না। সুতরাং উপযোগ আকাংক্ষার আপেক্ষিকতারই (relativity of desiredness) পরিমাপ করে, ইহা আকাংক্ষার বাঞ্ছনীয়তা (desirability) বা কাম্য-অকাম্যের বিচার করে না। উপযোগ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হইল ব্যক্তির আকাংক্ষা। মদ্যপ মদ্যের আকাংক্ষা করে, বিকৃতরুচি ব্যক্তি অশ্লীল চিত্র দেখিতে চায়, আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি বিষের খোঁজ করে। সুতরাং সাধারণের নীতি-বিচারে সমর্থিত না হইলেও মদ, অশ্লীল চিত্র, বিষ—সকলেরই উপযোগ আছে। এই প্রসংগে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উপযোগ বিচারে দ্রব্যটি উপকারী কি ক্ষতিকারক তাহা দেখা হয় না। দুগ্ধ উপকারী কিন্তু মদ্য ক্ষতিকারক। কিন্তু মানুষ উভয়ই আকাংক্ষা করে বলিয়া অর্থবিদ্যাবিদের নিকট উভয়েরই উপযোগ আছে।

উপযোগ অন্যতম মানসিক ও আপেক্ষিক ধারণা

সম্পদ (Wealth) : অর্থবিদ্যায় সংক্ষেপে অর্থনৈতিক দ্রব্যকে সম্পদ বলিয়া অভিহিত করা হয়। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের দৃষ্টিতে "সম্পদ হইল এইরূপ দ্রব্যসমুদয় যাহাদের অর্থমূল্য (money value) আছে।" অর্থমূল্যের জন্য দ্রব্যটিকে অন্তত তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে হইবে : (১) ইহার উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা থাকিবে ; (২) চাহিদার তুলনায় ইহার যোগান অপ্রচুর হইবে এবং (৩) ইহা বিক্রয়যোগ্য হইবে।

অর্থমূল্য সম্পদের নির্দেশক

সম্পদের তিনটি বৈশিষ্ট্য

প্রথমত, ইহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই যে, কোন দ্রব্যের উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা না থাকিলে কেহই সেই দ্রব্যের আকাংক্ষা করিবে না ; ফলে তাহার পরিবর্তে অর্থমূল্য প্রদান করিতেও স্বীকৃত হইবে না।

---

১. "Utility is the quality or capacity of a good which enables it to satisfy a human want." Meyers

দ্বিতীয়ত, উপযোগ থাকিলেই যে লোকে অর্থমূল্য প্রদান করিতে উৎসুক হইবে এরূপ কোন কথা নাই। দ্রব্যটির যোগান চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত হইতে পারে—অর্থাৎ দ্রব্যটি অবাধলভ্য (free) হইতে পারে। যে-দ্রব্য অবাধলভ্য—যাহা প্রত্যেকেই চাহিদামত সংগ্রহ করিতে পারে তাহা অর্থমূল্য দিয়া কেহই ক্রয় করিতে চাহিবে না। অন্যভাবে দেখিতে গেলে, অবাধলভ্য দ্রব্যের বেলায় ব্যয়সংক্ষেপের কোন প্রশ্ন নাই বলিয়া কোন অর্থ নৈতিক সমস্যাও নাই। সুতরাং ইহারা অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় সম্পদ বা অর্থ নৈতিক পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

তৃতীয়ত, কোন দ্রব্যের অভাবমোচনের ক্ষমতা থাকিলে এবং উহার যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হইলেই চলিবে না। সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য উহার পক্ষে বিক্রয়যোগ্য হওয়া চাই। স্বাস্থ্য আকাংক্ষিত বস্তু সন্দেহ নাই এবং উহার যোগানও অপ্রচুর, কিন্তু স্বাস্থ্য বিক্রয়যোগ্য বা হস্তান্তরযোগ্য (transferable) নয় বলিয়া অর্থবিদ্যায় উহা সম্পদ বলিয়া পরিগণিত নহে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হইবার জন্য দ্রব্যকে বিক্রয়োপযোগী হইতে হইবে এবং বিক্রয়োপযোগী হইবার জন্য হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইবে।[১] আবার হস্তান্তরযোগ্য হইবার জন্য বহিরবস্থিতির (externality) প্রয়োজন হইবে। যাহা মানুষের অংগীভূত তাহা হস্তান্তরিত হইতে পারে না। মানুষের স্বাস্থ্য পারদর্শিতা সংগঠন-নৈপুণ্য প্রভৃতি মানুষের অংগীভূত। এগুলির মালিকানা হস্তান্তর করা যায় না। সুতরাং ইহারা সম্পদ বলিয়া পরিগণিতও নয়। তবে ইহারা সম্পদ-সৃষ্টির সহায়ক (creative of wealth) এবং এইভাবেই ইহাদের অভিহিত করা যাইতে পারে।[২]

(সম্পদকে বিক্রয়যোগ্য হইতে হইবে; কিন্তু উহাকে যে বিক্রয় করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যাহাকে সামগ্রিক সম্পদ (collective wealth) বলা হয়—যথা, রাস্তাঘাট রেলপথ বন্দর পোতাশ্রয় সংসরণ-ব্যবস্থা প্রভৃতিকে কখনই বাজারে ক্রয়বিক্রয় করা যায় না। তবুও উহারা সম্পদ। জাতির এই সমস্ত সামগ্রিক সম্পদ ও প্রত্যেক স্বজনের (national) ব্যক্তিগত সম্পদ (individual wealth)—উভয়ের সমবায়ে জাতীয় সম্পদ (national wealth) গঠিত হয়।)

সামগ্রিক সম্পদ

জাতীয় সম্পদ

আয় (Income): (অনেক সময় 'আয়' ও 'সম্পদ' শব্দ দুইটিকে সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহা ভুল। সম্পদ বলিতে বুঝায় দ্রব্যসমষ্টি বা মানুষের অভাবমোচনের সঞ্চিত মাধ্যম। অপরদিকে আয় বলিতে বুঝায় এই সকল মাধ্যমে উৎপাদিত সেবাপ্রবাহ। সেলিগম্যানের ভাষায়, আয় হইল অর্থ নৈতিক পণ্য

১. হস্তান্তরযোগ্য বলিতে বুঝায় মালিকানার হস্তান্তর, সামগ্রীর স্থানান্তর নহে। জমি (land) স্থানান্তরিত হইতে পারে না; কিন্তু ইহার মালিকানা হস্তান্তরিত হইতে পারে। সুতরাং উহা হস্তান্তরযোগ্য।

২. এইজন্য ইহাদিগকে অনেক সময় ব্যক্তিগত মূলধন (personal capital) বলা হয়।

হইতে তৃপ্তিপ্রবাহ (inflow of satisfaction from economic goods)। সুতরাং আয় সম্পদেরই সৃষ্ট ফল। মোটরগাড়ী সম্পদের উদাহরণ। কিন্তু ইহার পরিবহণকার্য, যাহা মানুষের স্থানান্তর গমনের প্রয়োজন মিটায়, তাহা হইল আয়। অবশ্য কেবল অর্থ নৈতিক দ্রব্য হইতেই আয় বা তৃপ্তিসাধন হয় না, সেবামূলক কার্যও (services)—যথা, ভৃত্যের, শিক্ষকের বা চিকিৎসকের সেবামূলক কার্য—মানুষের অভাবমোচন করে। সুতরাং এই সকল কার্য হইতে যে-তৃপ্তি প্রবাহিত হয় তাহার মূল্যকেও আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। সাধারণ ক্ষেত্রে এই মূল্যের হিসাব করা হয় টাকাকড়ির অংকে এবং এইভাবে হিসাব করা হইলে উহাকে বলা হয় আর্থিক আয় (money income)। অপরদিকে ঐ পরিমাণ আর্থিক আয় দ্বারা যে-পরিমাণ দ্রব্যাদি ভোগ করা যায় তাহাকে বলা হয় আসল আয় (real income)।

দ্রব্য বা সেবা হইতে যে-তৃপ্তিপ্রবাহ হয় তাহাকেই আয় বলে

উৎপাদন ও উৎপাদনের উপাদান (Production and Factors of Production): যে-কোন 'অর্থ নৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা'র ফলে দ্রব্য ও সেবার সৃষ্টি হয় সংক্ষেপে তাহাকেই উৎপাদন (production) বলিয়া অভিহিত করা যায়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় বিনিময়ের সহিত সম্পর্কিত না হইলে এইরূপ কোন কর্মপ্রচেষ্টাকে উৎপাদন বলিয়া গণ্য করা যায় না। এইজন্য উৎপাদনের এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে: উৎপাদন হইল বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যাদি সৃষ্টি এবং মূল্যের বিনিময়ে সেবাকার্য সম্পাদন করা।[১] সুতরাং বিনিময়ের উদ্দেশ্যে বস্তুগত বা সেবাগত—যে-কোন প্রকার উপযোগের সৃষ্টিই হইল অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে উৎপাদন।

উৎপাদনের সংজ্ঞা

উপযোগ-সৃষ্টির সহিত কোন নীতিগত প্রশ্ন জড়িত নাই। ফলে অর্থবিদ্যায় মদ্য উৎপাদনের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা—উভয়ই উৎপাদন বলিয়া গণ্য। এইরূপ কর্মপ্রচেষ্টা বা উপযোগ-সৃষ্টির জন্য যে-সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় তাহাদিগকে উৎপাদনের উপাদান (factors of production) বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ উৎপাদনের উপাদানসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন: জমি শ্রম ও মূলধন। বর্তমানে আবার উহার সহিত সংগঠনকে যোগ করা হয়। অনেক লেখকের মতে অবশ্য উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় চারিটি নহে—অসংখ্য। চারিটি শ্রেণীতে বিভাগ মাত্র তখনই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যখন উহাদের মধ্যে সমজাতীয়তা (homogeneity) এবং পরিবর্তহীনতা (non-substitutability) পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উৎপাদনের উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে বিপরীতই ঘটিতে দেখা যায়। দুই খণ্ড জমি অবস্থান বা উৎপাদিকাশক্তিতে ঠিক সমান নহে, দুইজন শ্রমিকও কর্মদক্ষতা বা কর্মনিপুণতায় পরস্পরের সমান নহে। আবার কোন কারখানায় দুইজন শ্রমিকের

উৎপাদনের সহিত নীতিগত প্রশ্ন জড়িত নাই

উৎপাদনের উপাদান ও তাহাদের শ্রেণীবিভাগ

১। Cairncross: *Introduction to Economics*

পরিবর্তে একটি নূতন যন্ত্র স্থাপন করিলেও হয়ত চলে। সুতরাং আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের অনেকের মতে, উৎপাদনে যে-সকল শক্তি বা উপাদান অংশগ্রহণ করে তাহারা সংখ্যায় অগণিত এবং ইহাদিগকে উৎপাদনশীল কাজকর্ম (productive services) বলিয়াই অভিহিত করা উচিত। বর্তমানে অবশ্য অধিকাংশ সময় ইহাদিগকে অন্তর্নিয়োগ (inputs) আখ্যা দেওয়া হয়।[১]

ভোগ ও ভোক্তার আচরণ (Consumption and Consumer Behaviour) : উৎপাদন যেরূপ উপযোগের সৃষ্টি, ভোগ সেইরূপ উপযোগের ধ্বংস (destruction of utility)। অবশ্য উপযোগের সকল প্রকার ধ্বংসসাধনই ভোগ নহে। আসন হিসাবে চেয়ারের উপযোগ আছে। উহাকে পুড়াইয়া ফেলিয়া ধ্বংস করিলে ভোগ করা হয় না, ধীরে ধীরে ব্যবহারের দ্বারা উহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিলে তবেই ভোগ করা হয়। সুতরাং অভাবপূরণ-পদ্ধতিতে উপযোগের যে-ধ্বংস তাহাই ভোগ। খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আহার করিলে তবেই ভোগ করা হইল বলা যায় ; জলে ফেলিয়া দিলে উহাকে অপচয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অবশ্য ব্যক্তি যদি জলে ফেলিয়াই কোনরূপ তৃপ্তিলাভ করে তবে তাহার ক্ষেত্রে উহা ভোগ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ভোগ হইল উপযোগের ধ্বংস

এইভাবে তৃপ্তিলাভ বা অভাবমোচনের জন্য প্রত্যেক মানুষ কিছু-না-কিছু ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা করে। মাত্র বিনিময় বা ক্রয়ের সহিত সম্পর্কিত অভাবমোচনের প্রচেষ্টাই অর্থবিদ্যায় আলোচ্য বিষয় বলিয়া এইরূপ সংগ্রহকারীকে ভোক্তা (consumer) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ধরিয়া লওয়া হয় : (১) প্রত্যেক ভোক্তারই আয় সীমাবদ্ধ বলিয়া ক্রয়ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সুতরাং তাহাকে পদে পদে নির্বাচন করিতে হয়। (২) সে বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন (rational) জীব বলিয়া সকল সময়ই তাহার নির্বাচন সুষ্ঠু হয়। (৩) সে পরিতৃপ্তির পরিমাণকে সর্বদাই সর্বাধিক করিয়া তুলিতে (maximising satisfaction) চায়। এই সকল অনুমানের ভিত্তিতে ব্যক্তির ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ ব্যাপারে যে-তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে বলা হয় 'ভোক্তার আচরণ-তত্ত্ব' (Theory of Consumer Behaviour)। তত্ত্বটি অর্থবিদ্যার অন্যতম মূল উপাদান। তত্ত্বটি সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অর্থবিদ্যায় 'ভোক্তা' বলিতে ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া পরিবারকেই (household) বুঝায়, কারণ ভোগের একক (consuming unit) ব্যক্তি নহে—পরিবার।

ভোক্তার আচরণ-তত্ত্বের তিনটি অনুমান

'ভোক্তা' কাহাকে বলে

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্প (Firm and Industry) : পরিবার যেমন একদিকে ভোগের একক, অপরদিকে আবার তেমনি উৎপাদনের

১. অন্তর্নিয়োগ (input) শব্দটি উৎপন্নের (output) বিপরীত। উৎপাদনশীল কাজকর্ম বা অন্তর্নিয়োগের ফলই হইল উৎপন্ন। "Anything that forms a part of the 'input' ... is a factor of production." Benham

একক (producing unit) হইল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (firm)। এই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের (industry) মধ্যে পার্থক্য আধুনিক অর্থবিদ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (firm) বলিতে বুঝায় একই মালিকানাভুক্ত সমগোত্রীয় উৎপাদন-এককসমূহের (units of production or plants) সমষ্টি এবং এইরূপ সকল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান মিলিয়া হইল সমগ্র শিল্প (industry)। যেমন, একই মালিকানা ও পরিচালনাধীন সকল কাপড়ের কল লইয়া হইল একটি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এবং এইরূপ সকল প্রতিষ্ঠান লইয়া হইল কাপড়ের কল শিল্প। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে এই পার্থক্য বৃহদায়তন উৎপাদনের দিক দিয়া, দাম-নির্ধারণের দিক দিয়া, শিল্পজোট সৃষ্টি ইত্যাদির দিক দিয়া অর্থবিদ্যার আলোচনার সহিত বিশেষভাবে জড়াইয়া আছে।

মূল্য-ব্যবস্থা (Price System) : আধুনিক অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়—যথা, ভোক্তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, উৎপাদক বা ব্যবসায়ীদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, একধারে উৎপাদকগণ ও অন্যধারে ভোক্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি। এই প্রতিযোগিতার পশ্চাতে আছে সর্বাধিককরণের প্রচেষ্টা (attempt at maximisation)। ভোক্তারা চায় তাহাদের পরিতৃপ্তি বা উপযোগকে সর্বাধিক করিয়া তুলিতে এবং উৎপাদকেরা প্রচেষ্টা করে তাহাদের মুনাফা বা ব্যবসায়ের নিরাপত্তা বা ব্যবসায়-জগতে ক্ষমতা-প্রতিপত্তিকে সর্বাধিক করিয়া তুলিতে।[১] অবশ্য অনেকের মতে, উৎপাদকের বেলায় মুনাফাকে সর্বাধিক করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। যাহা হউক, এইরূপ বিভিন্ন প্রকার অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য নির্ধারিত লইয়া যে অবস্থা বা ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় বলিয়া ধরা হয়, সংক্ষেপে তাহাকেই বলে 'মূল্য-ব্যবস্থা।' (price system)।

অবাধ প্রতিযোগিতার সমর্থকদের মতে, এই মূল্য-ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে অদ্ভুতভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ইহার ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য নির্ধারিত হয় এবং বজায় থাকে, ভোক্তারা ন্যূনতম দামে জিনিসপত্র পাইয়া থাকে এবং ব্যবসায়ী স্বাভাবিক মুনাফার অধিক লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বিভিন্ন প্রকার অর্থ-ব্যবস্থার আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিব যে এইরূপ ধারণা কতদূর সত্য এবং অবাধ প্রতিযোগিতাই বা কতদূর কাম্য।

মূল্য ও দাম (Value and Price) : মূল্য শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূল্য বলিতে বুঝায় কখনও বা 'ব্যবহার-মূল্য' (value-in-use), কখনও বা 'বিনিময়-মূল্য' (value-in-exchange)। জলের ব্যবহার-মূল্য অসীম, কিন্তু যোগানও অপরিসীম বলিয়া সাধারণ ক্ষেত্রে ইহার কিছুই বিনিময়-মূল্য নাই। সুতরাং কোন দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য অসীম হইলেও উহার বিনিময়-মূল্য সম্পূর্ণ শূন্য হইতে পারে।

ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য

১. Stigler : *The Theory of Price*

ব্যবহার-মূল্য বলিতে বুঝায় 'উপযোগ' বা অভাবমোচনের ক্ষমতা। 'ব্যবহার-মূল্য' কথাটির পরিবর্তে 'উপযোগ' শব্দটি ব্যবহার করাই সুবিধাজনক, কারণ এরূপ করা হইলে 'মূল্য' শব্দটি সকল সময়েই বিনিময়ের অর্থে ব্যবহার করা চলে। অর্থবিদ্যায় তাহাই করা হয়।

অর্থবিদ্যায় বিনিময়ের অর্থে মূল্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়

এই অর্থে শান্তিপূর্ণ ও স্বেচ্ছাকৃত বিনিময়ের মাধ্যমে কোন দ্রব্যের পরিবর্তে অপরাপর যে-সকল দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাই হইল দ্রব্যটির (বিনিময়) মূল্য।[১] যদি এক কুইণ্টাল চাউলের পরিবর্তে দুই কুইণ্টাল গম পাওয়া যায়, তাহা হইলে এক কুইণ্টাল চাউলের মূল্য হইবে দুই কুইণ্টাল গম এবং এক কুইণ্টাল গমের মূল্য হইবে আধ কুইণ্টাল চাউল। চাউল ও গমের মধ্যে এই যে বিনিময়-সম্পর্ক ইহাকেই অর্থবিদ্যায় মূল্য বলে।

বিনিময়-মূল্যের সংজ্ঞা

এইভাবে কিন্তু একটি দ্রব্যের সহিত অপর একটি দ্রব্যের বিনিময়-সম্পর্ক নির্ধারণ করিলেই চলে না, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অন্যান্য দ্রব্যের সংগে বিনিময়-সম্পর্ক নির্ধারণ করাও প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহা কিন্তু কার্যে পরিণত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, এক কুইণ্টাল চাউলের মূল্য দুই কুইণ্টাল গম, পাঁচ কুইণ্টাল লবণ, চার কুইণ্টাল জোয়ার, একখানা বড় বাড়ীর লক্ষ ভাগের এক ভাগ, ছোট বাড়ীর দশ হাজার ভাগের এক ভাগ, এই মার্কা পেনসিল পাঁচশত, ঐ মার্কা ঝরণা-কলমের আধখানা ইত্যাদি। সুতরাং দ্রব্যমূল্য এইভাবে প্রকাশের প্রচেষ্টা করা হয় না, প্রকাশ করা হয় টাকাকড়ির অংকে। টাকাকড়ির দ্বারা প্রকাশিত মূল্যকে দাম বলে। সংজ্ঞা দিয়া বলিতে গেলে, দাম হইল কোন প্রামাণিক মুদ্রার এককে নির্ধারিত মূল্য।[২] যেমন, ভারতীয় টাকার অংকে চাউলের মূল্য নির্ধারণ করিয়া বলা যায় যে এক কিলোগ্রাম চাউলের দাম ২ টাকা।

দামের সংজ্ঞা

মূল্য ও দামের মধ্যে আর একটি পার্থক্য সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা হইল যে, সকল দাম একই সংগে বাড়িতে বা কমিতে পারে কিন্তু সকল মূল্য একই সংগে বাড়িতে বা কমিতে পারে না। গমের তুলনায় যদি চাউলের মূল্য বাড়ে তবে গমের মূল্য কমে। কিন্তু চাউল ও গমের দাম একই সংগে বাড়িতে বা কমিতে পারে। ইহার কারণ হইল যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উভয়কেই বিনিময় করা হইতেছে টাকাকড়ির পরিবর্তে। সুতরাং টাকাকড়ির যোগান বাড়িয়া গেলে চাউল ও গম উভয়ের জন্যই বেশী মুদ্রা ব্যয় হইবে, যোগান কমিলে উভয়ের জন্যই কম মুদ্রা ব্যয় হইবে। ফলে প্রথম ক্ষেত্রে উভয়েরই দাম বাড়িবে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উভয়েরই দাম কমিবে।

সকল দাম একই সংগে বাড়িতে বা কমিতে পারে, সকল মূল্য পারে না

---

১. "Value of any good is its power to command other goods in peaceful and voluntary exchange." Meyers

২. "The price of anything is its value measured in terms of a standard monetary unit." Meyers

ভারসাম্য (Equilibrium) : আধুনিক অর্থবিদ্যাকে অনেক সময় ভারসাম্যের অর্থবিদ্যা (Equilibrium Economics) বলা হয়, কারণ অর্থবিদ্যার কেন্দ্রস্থলাধিকারী মূল্যতত্ত্বের যে-আলোচনা প্রধানত তাহা ভারসাম্যেরই আলোচনা।

ভারসাম্যের অর্থবিদ্যা

ভারসাম্য সম্বন্ধে ধারণা গণিত হইতে আহৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহা দ্বারা বুঝায় 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা। যদি দেখা যায়, চাহিদা ও যোগান এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, তাহাদের কাহারও কোনরূপ পরিবর্তনের দিকে ঝোঁক নাই তবে তাহারা ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয়, উপযোগ ও দাম পরস্পরের সমান হইলেই এইরূপ হয়। তখন ক্রেতা অধিক কিনিতে বা উৎপাদক অধিক উৎপাদন করিতে চাহিবে না।[১] ভারসাম্য যে নানা প্রকারের এবং ভোক্তা, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান, সমগ্র শিল্প প্রভৃতি সকলের ক্ষেত্রেই হইতে পারে মূল্যতত্ত্বের আলোচনার সময় তাহা আমরা দেখিব।

ভারসাম্য বলিতে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা বুঝায়

সংক্ষিপ্তসার

দ্রব্য : অভাবমোচনের জন্য মানুষ দ্রব্যাদি উৎপাদন করে। দ্রব্যের নানা প্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। অন্যতম শ্রেণীবিভাগ হইল সামগ্রী (commodity) এবং সেবার (service) মধ্যে।

উপযোগ : উপযোগ বলিতে আকাঙ্ক্ষার আপেক্ষিকতা বুঝায়।

সম্পদ : উপযোগসম্পন্ন, অপ্রচুর এবং বিনিময়যোগ্য দ্রব্যকেই সম্পদ বলা হয়।

আয় : আয় বলিতে বুঝায় তৃপ্তিপ্রবাহ।

উৎপাদন : উপযোগ-সৃষ্টিকেই উৎপাদন বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং ইহার জন্য যে-উপকরণগুলি প্রয়োজন হয় তাহাদিগকে উৎপাদনের উপাদান আখ্যা দেওয়া হয়।

ভোক্তার আচরণ : ভোগ বলিতে বুঝায় তৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্যে উপযোগের ধ্বংস। অভাবমোচনের জন্য যে ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে তাহাকে বলা হয় ভোক্তা। অর্থবিদ্যায় 'ভোক্তা' বলিতে ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া বুঝায় পরিবারকে। এই পরিবার বা ভোক্তার আচরণের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে 'ভোক্তার আচরণ-তত্ত্ব'।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্প : একই মালিকানাভুক্ত সমগোত্রীয় উৎপাদনের উপাদানসমূহকে বলা হয় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এবং এইরূপ সকল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান মিলিয়া হইল সমগ্র শিল্প।

মূল্য-ব্যবস্থা : অবাধ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় মূল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে। মূল্য বলিতে বুঝায় বিনিময়-মূল্য। এই বিনিময়-মূল্য টাকাকড়ির অংকে প্রকাশিত হইলে উহাকে দাম বলে।

ভারসাম্য : ভারসাম্য অর্থবিদ্যার কেন্দ্রস্থলাধিকারী ধারণা। এইজন্য আধুনিক অর্থবিদ্যাকে ভারসাম্যের অর্থবিদ্যা বলা হয়।

অনুশীলনী

1. Review your understanding of each of the following concepts :
(*a*) Income, (*b*) Inputs, (*c*) Consumer Behaviour, (*d*) Price System, (*e*) Equilibrium.

[নিম্নলিখিত ধারণাগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কে কি বুঝিয়াছ তাহা ব্যাখ্যা কর :
(ক) আয়, (খ) অন্তর্নিয়োগ, (গ) ভোক্তার আচরণ, (ঘ) মূল্য-ব্যবস্থা, (ঙ) ভারসাম্য।]
(১৭-১৮, ১৮-১৯, ১৯, ২০ এবং ২২ পৃষ্ঠা)

---

১. "... in economic life we say that any quantity, e. g., a price—is in equilibrium if there are no forces acting on it, on balance, tending to change it one way or other." Boulding

৩ সমাজের মূল অর্থনৈতিক সমস্যা
(BASIC ECONOMIC PROBLEMS OF SOCIETY)

অর্থবিদ্যা আমাদের অভাবমোচনের সমস্যা লইয়া আলোচনা করে। এই আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করিবার জন্য (৩ পৃষ্ঠা) উল্লিখিত অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। আলোচনা সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই করা প্রয়োজন, কারণ অর্থবিদ্যা সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণেরই অভাব মিটানোর সমস্যা লইয়া আলোচনা করে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে যে-কোন সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে উহার তিনটি জিনিস রহিয়াছে। প্রথমত রহিয়াছে বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য উহার চাহিদা। দ্বিতীয়ত, অভাবমোচনকারী দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য ব্যবহারোপযোগী নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ বা সম্পদ (resources) রহিয়াছে। তৃতীয়ত রহিয়াছে ঐ সম্পদকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত করিবার জন্য উৎপাদনের কলাকৌশল (technologies)।

অর্থনৈতিক সমাজের তিনটি মৌলিক লক্ষণ

সমাজের অর্থ-ব্যবস্থার (economic system of society) কার্য হইল সম্পদ এবং কলাকৌশলের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের অপরিসীম অভাববোধের যথাসম্ভব পরিতৃপ্তি সাধনের ব্যবস্থা করা।

সমাজের অর্থ-ব্যবস্থার কার্য

তিনটি মৌলিক সমস্যা : এই কার্য সম্পাদনে অর্থ-ব্যবস্থাকে তিনটি মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

প্রথমত, উহাকে নির্ধারণ করিতে হয় যে কোন্ কোন্ দ্রব্যাদি উৎপাদন করা হইবে এবং কত কত পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে। যেমন, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও খাদ্য-উৎপাদনের (gun v. butter) মধ্যে কিভাবে অনুপাত নির্ধারণ করা হইবে।

দ্বিতীয়ত, কিভাবে উৎপাদন করা হইবে সে-সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ, বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয় যে কোন্ কোন্ উপকরণ এবং কলাকৌশলের সমবায়ে উৎপাদন করা হইবে। যেমন, কোন নূতন রেলপথ পাতা হইলে ঐ রেলপথে বাষ্পীয় এঞ্জিন না বৈদ্যুতিক এঞ্জিন চালানো হইবে—সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত লইতে হয়।[১]

তৃতীয়ত, উৎপাদন কাহার জন্য (for whom) করা হইবে, সে-বিষয়েও সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া চলিতে হইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, অর্থ-ব্যবস্থাকে ঠিক করিতে

১. ইহাকে ব্যয় ও সুবিধার মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ (cost-benefit analysis) বলিয়া অভিহিত করা হয়। স্যামুয়েলসন প্রভৃতির মতে, অর্থবিদ্যা সম্পদ-বণ্টনের পদ্ধতি উন্নয়নের ব্যয় ও সুবিধার মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ লইয়াও আলোচনা করে ("Economics analyses the costs and benefits of improving patterns of resource allocation.")।

হয় যে সমাজভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে মোট জাতীয় উৎপন্ন (Total National Product) বা জাতীয় আয় (National Income) কিভাবে বণ্টিত হইবে? জাতীয় আয়ের অধিকাংশই মুষ্টিমেয় লোকের হস্তগত হইবে, না ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানহ্রাসের জন্য জাতীয় আয়ের ন্যায্য বণ্টনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইবে?

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমস্যা মূলত তিনটি যাহাদিগকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যায়: কি, কিভাবে এবং কাহার জন্য (What, How and For Whom?)।[১]

সমস্যা তিনটির সহিত সুষ্ঠু মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তা

এই সমস্যা তিনটির মূলে আছে অপ্রাচুর্য। উৎপাদনের উপকরণ যদি অপ্রচুর না হইত, তবে কি উৎপাদন করা হইবে, কিভাবে উৎপাদন করা হইবে এবং কাহার জন্য উৎপাদন করা হইবে—এই তিনটি সমস্যার কোনটিরই উদ্ভব ঘটিত না। যাহা হউক, অপ্রাচুর্যের দরুন সমস্যাগুলি যখন বর্তমান তখন দেখিতে হইবে যে কিভাবে উহাদের সহিত মোকাবিলা করা হয় এবং কোন্ পথে চলিলে মোকাবিলা আরও সুষ্ঠু হইতে পারে। এই কার্য সুরু করা যাইতে পারে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে। কারণ, জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে কত পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতেছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে কি না, উৎপাদনবৃদ্ধির আর সম্ভাবনা আছে কি না, উৎপন্ন দ্রব্যাদি কিভাবে বণ্টিত হইতেছে, ইত্যাদি। পরবর্তী অধ্যায়ে এই আলোচনাই করা হইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

প্রত্যেক অর্থ নৈতিক সমাজের তিনটি সমস্যা রহিয়াছে: (ক) কি উৎপাদন করা হইবে, (খ) কিভাবে উৎপাদন করা হইবে এবং (গ) কাহার জন্য উৎপাদন করা হইবে। এই সমস্যাগুলির মূলে আছে অপ্রাচুর্য। যাহা হউক, সমস্যাগুলির সহিত সুষ্ঠু মোকাবিলা করা প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইল উহাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা। এই কার্য সুরু করা যাইতে পারে জাতীয় আয়ের পর্যালোচনা হইতে।

অনুশীলনী

1. **Indicate briefly the basic economic problems of every society.**
[সংক্ষেপে প্রত্যেক সমাজের মূল অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলি বিবৃত কর।] (২৩-২৪ পৃষ্ঠা)

---

১. **Samuelson:** ***Economics***

৪ জাতীয় আয় ও আর্থিক কল্যাণ (NATIONAL INCOME AND ECONOMIC WELFARE)

জাতীয় আয়ের ধারণা ও গুরুত্ব (Concept of National Income and Its Importance) : অর্থনৈতিক সমস্যার উল্লেখ না করিয়াও জাতীয় আয়ের গুরুত্ব অনুভব করা যাইতে পারে। সংক্ষেপে বিষয়টি হইল এইরূপ : ব্যক্তিগত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মোটামুটি মাপকাঠি যেমন ব্যক্তির আয়, তেমনি সমাজের সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণও প্রধানত নির্ভর করে জাতীয় আয়ের উপর। কোন দেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে যে-সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাই হইল ঐ দেশের জাতীয় আয়। উহা হইতেই বর্তমান চাহিদা পূরণ ও বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। অতএব, জাতীয় আয়ের পরিমাণই নির্দিষ্ট করিয়া দেয় জীবনযাত্রার মান কি হইবে। অবশ্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেই যে সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হইবে এমন কোন কথা নাই, কারণ উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি ব্যতীত আরও অনেক বিষয় আছে যাহার দ্বারা সামগ্রিক কল্যাণ প্রভাবান্বিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বর্ধিত আয়ের অধিকাংশ যদি মুষ্টিমেয়ের করতলগত হয় তবে ধনবৈষম্য বাড়িয়া যাইবে এবং সাধারণের জীবনযাত্রায় কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে না। অথবা, জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে গিয়া যদি স্বাস্থ্যের হানি করা হয় তবে অধিক উৎপাদন সত্ত্বেও কল্যাণ সাধিত হইবে না। তবুও মোটামুটিভাবে বলা যায়, জাতীয় আয়ই জাতীয় আর্থিক কল্যাণের (Economic Welfare) মাপকাঠি।[১] অতএব, আর্থিক কল্যাণ সম্প্রসারণের জন্য—অর্থাৎ অধিক পরিমাণে অভাবমোচনের জন্য জাতীয় আয়বৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। এই দিক দিয়া একজন আধুনিক লেখক উক্তি করিয়াছেন : "এই দুষ্প্রাপ্যতার জগতে ব্যক্তির ন্যায় জাতি বা সমাজের প্রাথমিক লক্ষ্য হইল আয়কে সর্বাধিক করিয়া তোলা।"[২]

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের তাৎপর্য

অবশ্য ইহাই যথেষ্ট নহে। বর্ধমান জাতীয় আয় যাহাতে অব্যাহত থাকে তাহাও দেখিতে হইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, জাতীয় আয়ের আয়তন ও বণ্টনের ন্যায় উহার স্থায়িত্বও সমান গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় আয়ের হ্রাসের ফলে দেখা দেয় ব্যাপক নিয়োগহীনতা এবং তজ্জনিত অভাব-অনটন ও বুভুক্ষা। জাতীয় আয়ের গুরুত্ব নির্দেশ করিতে গিয়া বেনহাম বলিয়াছেন : "জাতীয় আয়ের বিশদ পর্যালোচনাই কোন দেশের আর্থিক অবস্থা

১. স্যামুয়েলসন প্রভৃতি অর্থবিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক তত্ত্ব অনুসারে এই আর্থিক কল্যাণকে নীট বা প্রকৃত কল্যাণ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। এ-সম্পর্কে Net Economic Welfare (-সংক্ষেপে NEW) নামে তত্ত্বেরও উদ্ভব ঘটিয়াছে। পরে সংক্ষেপে তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করা হইবে।

২. "In a world of scarcity, the first task of any individual, or any society, is to maximise income." Speight : *Economics*

সম্বন্ধে ধারণা করিবার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।"[১] "প্রকৃতপক্ষে, কোন দেশের অর্থ-ব্যবস্থার আলোচনা উহার জাতীয় আয়ের আয়তন, বণ্টন ও স্থায়িত্ব নির্ধারক উপাদানগুলির আলোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।" এখন দেখা যাউক, জাতীয় আয় বলিতে সঠিক কি বুঝায় এবং উহার পরিমাপের পদ্ধতি কি।

জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝায়? (What is National Income ?) : উৎপাদন হইতেই আয় হয়। দেশের বিভিন্ন দিকে এই উৎপাদন-কার্য অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। ইহার ফলে মানুষের অভাব-পূরণের বিভিন্ন উপকরণ উৎপন্ন হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি হইল বস্তুগত দ্রব্য আর কতকগুলি অ-বস্তুগত দ্রব্য বা সেবা। এই উপকরণসমূহের অর্থমূল্যের সমষ্টিই জাতীয় আয়।

১। উৎপন্ন দ্রব্যাদির মোট অর্থমূল্যই জাতীয় আয়

দ্বিতীয়ত, যাহারা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তাহাদের হাতেই উৎপন্ন দ্রব্য আয় হিসাবে গিয়া পৌছায়। অর্থাৎ, উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যেই উৎপাদনজনিত আয় বণ্টিত হয়। যেমন, কোন কারখানায় উৎপাদনকার্যের ফলে যে-আয় হয় তাহার একাংশ শ্রমিকরা পায় মজুরি হিসাবে, একাংশ পায় জমির মালিক খাজনা হিসাবে, একাংশ যায় মূলধন সরবরাহকারীদের নিকট সুদ হিসাবে এবং বাকিটা সংগঠক মুনাফা হিসাবে ভোগ করে। সুতরাং মোট মজুরি খাজনা সুদ ও মুনাফা একত্র করা হইলে জাতীয় আয় পাওয়া যাইবে।

২। দেশের মোট মজুরি খাজনা সুদ ও মুনাফা যোগ দিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়

তৃতীয়ত, দেশে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তাহার একাংশ দেশের লোক ভোগ করে এবং অপরাংশ সঞ্চয় করিয়া রাখে। সুতরাং মোট ভোগ ও সঞ্চয়ের সমষ্টি গণনা করিলেও দেশের জাতীয় আয়ের হিসাব পাওয়া যায়।

৩। মোট ভোগ ও সঞ্চয় যোগ দিলেও জাতীয় আয় পাওয়া যায়

অতএব, জাতীয় আয়কে আমরা মোটামুটিভাবে তিন দিক হইতে দেখিতে পারি: (ক) জাতীয় উৎপাদন (the National Product) বা ব্যক্তিসমুদয়ের উৎপাদনের সমষ্টি হিসাবে, (খ) জাতীয় আয় বা উৎপাদনকার্যের ফলে অর্জিত ব্যক্তিসমূহের আয়ের সমষ্টি বা সরাসরি জাতীয় আয় (the National Income) হিসাবে এবং (গ) জাতীয় ব্যয় (the National Outlay) বা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ভোগব্যয় এবং সঞ্চয় বা বিনিয়োগের সমষ্টি হিসাবে।

কিন্তু যে-কোন দিক হইতেই জাতীয় আয়ের বিচার করা হউক না কেন, ফল একই হইবে, কারণ একই জিনিসকে আমরা তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে দেখি। একটি অতি সহজ কল্পিত উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, একদল স্কুলের ছাত্র সন্দেশ আম ও কেক লইয়া পিকনিক করিতে গেল।

---

১. "The best way to get a general picture of the economic life of a country is to study the detailed estimates of its national income."

তাহারা কত সন্দেশ আম ও কেক লইয়া গিয়াছিল তাহা তিনটি উপায়ে জানা যাইতে পারে। প্রথমত, আমরা সন্দেশ ও কেকের দোকান এবং আমওয়ালার কাছ হইতে সংবাদ লইতে পারি যে তাহারা কত সন্দেশ কেক ও আম সরবরাহ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে কে কয়টি করিয়া সন্দেশ আম ও কেক পাইয়াছে। তৃতীয়ত, তাহাদের ইহাও জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাহারা কে কয়টি আম সন্দেশ ও কেক খাইয়াছে এবং কে কয়টি পকেটে পুরিয়া লইয়া আসিয়াছে। এই তিন প্রকার অনুসন্ধানেরই ফল এক হইবে।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income) : তিন দিক হইতে দেখা যায় বলিয়া জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিও তিনটি : (ক) উৎপাদন-পদ্ধতি, (খ) আয়-পদ্ধতি, এবং (গ) ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি।

পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি

জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য এই তিনটি পদ্ধতির সাধারণত প্রথম দুইটিই অবলম্বিত হয়। সুতরাং উহাদের সম্বন্ধেই বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমে আমরা বিদেশের সহিত ব্যবসাবাণিজ্যের কথা বাদ দিয়া এই আলোচনা করিব। কারণ, তাহা না হইলে আলোচনা কিছুটা জটিল হইয়া পড়িবে।

ক। উৎপাদনসুমারি পদ্ধতি (Census of Production Method) : উৎপাদন-পদ্ধতির পুরা নাম হইল উৎপাদনসুমারি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় অর্থের মাপকাঠিতে তাহার সমষ্টির পরিমাপ করা হয়। অবশ্য এইভাবে অর্থমূল্যে জাতীয় আয় পরিমাপের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি রহিয়াছে। এমন অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদি আছে যাহার পরিমাপ অর্থমূল্যে করা যায় না। আবার অনেক সেবাও আছে যাহার সঠিক অর্থমূল্য নির্ধারণ করা কষ্টকর। উপরন্তু, অর্থের নিজস্ব মূল্য বা ক্রয়শক্তিও পরিবর্তিত হইয়া থাকে, ইহার ফলে প্রকৃত জাতীয় আয় কি তাহা সহজে ধরা পড়ে না। যেমন, কোন দুই বৎসরের উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা একই থাকিলেও প্রথম বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরে দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হইয়া যাইতে পারে। এ-অবস্থায় অর্থমূল্যের সমষ্টি হিসাবে জাতীয় আয় দ্বিগুণ হইয়াছে দেখা যাইবে। কিন্তু আসলে জাতীয় আয় মোটেই বাড়ে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাপ করিয়া উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টিকে সংশোধিত করিয়া লইতে হইবে। যাহা হউক, ত্রুটি সত্ত্বেও অর্থমূল্যে জাতীয় আয় পরিমাপ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টি গণনা করা হয়

অর্থমূল্যে জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার অসুবিধা

উৎপাদন-পদ্ধতিতে প্রথমে নির্দিষ্ট বৎসরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টি পরিমাপ করা হয়। এই অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বলা হয় মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product বা সংক্ষেপে GNP)।

মোট জাতীয় উৎপাদন

পরবর্তী প্রশ্ন হইল, যে-সকল দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের সহিত ক্রয়বিক্রয়ের সম্পর্ক নাই তাহাদিগকে জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কি না? হইলে কোন্‌গুলিকে করা হইবে এবং কিভাবে করা হইবে? এ-বিষয়ে সংক্ষেপে কতকগুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য ও সেবার বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, উৎপাদক উৎপন্ন দ্রব্য নিজেই ভোগ করিতে পারে—যেমন, কৃষক তাহার খামারে উৎপাদিত দ্রব্যের একাংশ বিক্রয় না করিয়া নিজেই ভোগ করিতে পারে, অথবা বাড়ীর মালিক বাড়ীর অন্যান্য অংশ ভাড়া দিয়া একাংশে নিজে বাস করিতে পারে। আবার বাড়ীর গৃহিণীরা যে-সকল সেবামূলক কার্য করিয়া থাকেন তাহার জন্যও কোন অর্থমূল্য দেওয়া হয় না। পরিশেষে, রাষ্ট্র 'বিনামূল্যে' বহু প্রকারের সেবামূলক কার্য সরবরাহ করিয়া থাকে—যথা, শান্তিশৃংখলা রক্ষা, পথঘাট সংরক্ষণ, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাবে ক্রয়বিক্রয়-বহির্ভূত দ্রব্যাদি সম্পর্কিত সমস্যা

এই সকল দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কি না, সে-সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। তবে অধিকাংশের অভিমত হইল যে উপরি-উক্ত প্রথম শ্রেণীর দ্রব্য—অর্থাৎ উৎপাদক যে-সকল দ্রব্য নিজেই ভোগ করে তাহাদিগকে জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন। বাজার-দামে এই সকল দ্রব্যের অর্থমূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। মালিক নিজস্ব বাড়ীতে বসবাস করিয়া যে-সেবা ভোগ করে তাহাকেও জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে তৃতীয় শ্রেণীর কার্যাদি—অর্থাৎ বাড়ীর গৃহিণীর দ্বারা সম্পাদিত গৃহস্থালীর কাজকর্মকে সাধারণত জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে ধরা হয় না, কারণ বিনামূল্যে সম্পাদিত এই সমস্ত কার্য গুরুত্বপূর্ণ হইলেও উহাদের মধ্যে কোন্‌গুলিকে জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে এবং কোন্‌গুলিকে ধরা হইবে না তাহা স্থির করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপ কোন কোন্ দ্রব্যাদি জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে

সরকার 'বিনামূল্যে' যে-সকল সেবামূলক কার্য সরবরাহ করিয়া থাকে তাহাদের সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, উহাদের জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসাবে গণ্য করা উচিত। এই সকল কার্য সরবরাহ করিতে সরকার যে-ব্যয়ভার বহন করে তাহাই উহাদের অর্থমূল্য এবং ঐ অর্থমূল্যেই উহাদের পরিমাপ করিতে হইবে।

পরিশেষে, বেনহামকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, উপরি-উক্ত ক্রয়বিক্রয়ের বহির্ভূত দ্রব্য বা সেবা সম্পর্কে যে-সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হউক না কেন, উৎপাদন-পদ্ধতি, আয়-পদ্ধতি এবং ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই যেন একই পন্থা অনুসরণ করা হয়। যেমন, উল্লিখিত দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য সরকার যে-সকল কর্মচারী নিযুক্ত করে তাহাদের বেতন বা মজুরি যদি 'আয়-পদ্ধতি'তে নির্ধারিত জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে নীট জাতীয় উৎপাদনের

(Net National Product) মধ্যে বিনামূল্যে প্রদত্ত উপরি-উক্ত ধরনের দ্রব্য ও সেবাকে ধরিতে হইবে। তাহা না করিলে আয়-পদ্ধতিতে নির্ধারিত নীট জাতীয় আয় ও উৎপাদন-পদ্ধতিতে নির্ধারিত নীট জাতীয় উৎপাদন এক হইবে না।

জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ সম্পর্কে স্মরণযোগ্য দুইটি বিষয়: (মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ধারণের সময় আমাদের দেখিতে হইবে যে, একই দ্রব্য যেন দ্বিতীয়বার গণনা (double counting) করা না হয়।) এই উদ্দেশ্যে গণনার সময় চূড়ান্ত উৎপাদিত দ্রব্যের (final products) অর্থমূল্যই ধরা হয়, মধ্য-পর্যায়ের দ্রব্য (intermediate goods) বা কাঁচামালের অর্থমূল্য ধরা হয় না, কারণ সম্পূর্ণ দ্রব্যের অর্থমূল্যের মধ্যেই উহা রহিয়া গিয়াছে। যেমন, বস্ত্রের দামের মধ্যেই কাঁচাতুলা বা সুতার দাম রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং বস্ত্রের দামের সংগে কাঁচাতুলা বা সুতার দাম পৃথকভাবে যোগ দেওয়া হইলে একই জিনিসের অর্থমূল্য একাধিকবার ধরা হইবে। অতএব, সুতার দামই ধরিতে হইবে, কাঁচাতুলার দাম নহে।

১। একই দ্রব্য দুইবার গণনা করা চলিবে না

দ্বিতীয়বার গণনার প্রশ্ন ছাড়াও জাতীয় উৎপাদন নির্ধারণে অন্য একটি প্রধান প্রশ্ন থাকিয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি যে,(কোন এক বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদি উৎপন্ন হয় তাহার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) বলা হয়।) কিন্তু উৎপাদনকার্য সম্পাদনের সময় যেমন কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তেমনি আবার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধন-দ্রব্যও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বৎসরান্তে কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় (depreciation) হয় তাহা পূরণ না করিলে উৎপাদনকার্য অব্যাহত গতিতে চলিতে পারে না। আবার যন্ত্রপাতি অপ্রচলিত (out-of-date) হইয়া পড়িতে পারে। ইহা ছাড়াও মূলধন বা সম্পদের বিনাশ বা অব-বিনিয়োগ (consumption or depletion of capital or disinvestment) হইতে পারে—যথা, বন্যা বা আগুন লাগিবার ফলে মূলধনের ধ্বংস, খনিজ সম্পদের বিনাশ, মজুত মালের পরিমাণ হ্রাস, জমির উৎপাদিকাশক্তির ক্ষয় ইত্যাদি। (মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে সংশ্লিষ্ট বৎসরে মূলধনের যে অবচয় বা বিনাশ ঘটিয়াছে তাহা বাদ দিলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই হইল নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product বা সংক্ষেপে NNP).)

২। মোট জাতীয় উৎপন্ন হইতে ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিতে হইবে

(মোট জাতীয় উৎপাদন ও নীট জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যের সমষ্টির হিসাব বাজার-দামে (at market prices) অথবা উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামের হিসাবে (at factor prices) করা যাইতে পারে।) যখন বাজার-দামে হিসাব করা হয় তখন পরোক্ষ করকে উহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়; এই পরোক্ষ কর সরকারের হস্তেই যায়, উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে আয় হিসাবে বণ্টিত হয় না। অনেক সময় এই পরোক্ষ করকে বাদ দিয়া—অর্থাৎ জমির মালিক শ্রমিক প্রভৃতি যাহা পায়

বাজার-দাম এবং উৎপাদনের উপাদান-সমূহের দামের হিসাবে জাতীয় উৎপাদন

তাহার ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যের হিসাব করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাজার-দামের হিসাবে মোট বা নীট জাতীয় উৎপাদন (Gross or Net National Product at market prices) এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামের হিসাবে মোট বা নীট জাতীয় আয় (Gross or Net National Product at factor prices) এই দুইভাবে জাতীয় উৎপাদনকে দেখা যাইতে পারে।

মোট জাতীয় উৎপাদন
GROSS NATIONAL PRODUCT বা GNP

↓

হইতে মূলধনের অবপূর্তি বা বিনাশ বাদ দিলে পাওয়া যায়

↓

নীট জাতীয় উৎপাদন
NET NATIONAL PRODUCT বা NNP

খ। আয়সুমারি পদ্ধতি (Census of Incomes Method): অর্থবিদ্যার ভাষায় আয়-পদ্ধতি 'আয়সুমারি পদ্ধতি' (Census of Incomes Method) বা 'উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়সমষ্টি' (Factor-Payments Total) নামে অভিহিত। ইহাকে উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়সমষ্টি বলা হয়, কারণ ব্যক্তির আয়ের হিসাব ব্যক্তিগত দিক হইতে না দেখিয়া উৎপাদনে অংশগ্রহণের দিক হইতেই দেখা হয়। সুতরাং উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের যে-বার্ষিক অর্থ-আয় হয় তাহারই সমষ্টি গণনা করিয়া জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়।

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের আয়সমষ্টি

উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় বলিতে বুঝায়—(১) মজুরি বেতন ও ভাতা; (২) সকল প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নীট আয়; (৩) নীট সুদ; (৪) নীট খাজনা।

এইভাবে অর্থ-আয়ের হিসাব সম্পর্কে কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমত, হস্তান্তরপাওনা (transfer payments) যেন জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহা দেখিতে হইবে। যেমন, কোন ব্যক্তি তাহার উপার্জন হইতে কোন আত্মীয়কে বার্ষিক ১০০ টাকা করিয়া সাহায্য করিলে আত্মীয়ের ঐ সাহায্যস্বরূপ প্রাপ্তি ১০০ টাকা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। কারণ, উহা কোন উৎপাদনকার্যের ফলে অর্জিত হয় নাই, একজনের নিকট হইতে অপর একজনের নিকট

উৎপাদনের উপাদানের আয়সমষ্টি গণনার সময় সতর্কতা

হস্তান্তরিত হইয়াছে মাত্র। একই কারণে সরকার হইতে উদ্বাস্তু প্রভৃতিকে বা দুর্ভিক্ষের সময় অর্থসাহায্য করা হইলে তাহা জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে না। আবার সরকার যুদ্ধের জন্য যে-ঋণ গ্রহণ করে তাহার জন্য যে-সুদ দেওয়া হয় তাহাও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কারণ হিসাবে বলা হয় যে কোন 'উৎপাদনশীল কার্যের জন্য' ইহা দেওয়া হয় না। সুতরাং কোন আয় উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণের জন্য অর্জিত না হইলে তাহাকে জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে না।[১]

কোন্ কোন্ আয়কে বাদ দিতে হইবে

অপরদিকে কিন্তু কতকগুলি অর্থ-আয় যাহাতে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফার কোন অংশ সংরক্ষিত তহবিলে জমা হইলে উহাকে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। মালিকের নিজস্ব জমি শ্রম প্রভৃতি উপাদানের আয়কে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের যে-মুনাফা হয় অথবা রাষ্ট্রাধীন সম্পত্তি হইতে যে-আয় হয় তাহাকে মোট জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। উৎপাদক তাহার উৎপন্ন দ্রব্য নিজে ভোগ করিলে উহা জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গণ্য করা হইবে কি না, সে-সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে জাতীয় উৎপাদনের (National Product) অংশ হিসাবে উহা ধরা হইলে আয়-পদ্ধতিতে (Incomes Received) উহাকে গণনা করিতে হইবে। এ-বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (২৮-২৯ পৃষ্ঠা)।

কোন্ কোন্ আয়কে অবশ্যই ধরিতে হইবে

ইহার পর প্রশ্ন উঠে, সরকারের কর-রাজস্বের কোন্ কোন্‌টিকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে? আয়করের মত প্রত্যক্ষ কর হইতে সরকারের যে-আয় হয় তাহা ব্যক্তির আয়ের মধ্যেই ধরা হয়, সুতরাং উহাকে আর দ্বিতীয়বার গণনা করা হয় না। যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের (Joint Stock Company) মুনাফার একাংশ কর হিসাবে সরকারের হস্তে যায়। সুতরাং যৌথ প্রতিষ্ঠানের মুনাফা যদি কর দেওয়ার পর গণনা করা হয় তাহা হইলে করকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, আর যদি যৌথ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মুনাফা কর না দিয়াই একেবারে গণনা করা হয় তাহা হইলে করকে পৃথকভাবে ধরা হইবে না। বাণিজ্যশুল্ক অন্তঃশুল্ক বিক্রয়কর প্রভৃতি পরোক্ষ কর হইতেও সরকারের আয় হয়। কিন্তু এই আয় কোন উৎপাদনকার্যের ফলে অর্জিত হয় না এবং করপ্রদানকারীদের হস্তে থাকিবার সময়েই একবার গণনা করা হইয়া থাকে বলিয়া এই সকল পরোক্ষ করকে বাদ দিয়াই জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে। তবে অনেকের মতে, আয়-পদ্ধতিতে ও উৎপাদন-পদ্ধতিতে হিসাবের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবার জন্য আয়-পদ্ধতিতে জাতীয় আয় গণনা করিবার সময় মজুরি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয়ের সহিত সমস্ত পরোক্ষ

কোন্ কোন্ কর-রাজস্ব জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে

১. National income is ... "the sum of all personal incomes ***derived from economic activity.***" Hanson

করকে যোগ দিতে হইবে।[১] কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, উৎপাদন-পদ্ধতিকে যখন নীট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাপ উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্যের হিসাবে (Net National Product at Factor Cost) করা হয় তখন পরোক্ষ করকে যোগ না দিলেই উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়ের (খাজনা মজুরি প্রভৃতি) সমষ্টি হিসাবে জাতীয় আয় এবং নীট জাতীয় উৎপাদন সমান হইবে।

প্রকৃত আয় ও অর্থ-আয়: আয়-পদ্ধতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণের ফলে যে অর্থ-আয় হয় তাহার সমষ্টি গণনা করিয়াই জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এইভাবে অর্থের মাপ-কাঠিতে জাতীয় আয় হিসাবের একটি অসুবিধা আছে। টাকাকড়ির নিজস্ব মূল্য পরিবর্তনশীল বলিয়া ইহাতে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইল কি না, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয়ের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে কি না তাহার অনুসন্ধান করিতে হইলে উৎপাদন-পদ্ধতির ন্যায় এখানেও টাকাকড়ির মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি পরিমাপ করিয়া আয়ের অর্থমূল্যের সমষ্টির হিসাবকে সংশোধিত করিয়া লইতে হইবে।

প্রকৃত আয়-নির্ধারণ কিভাবে করিতে হইবে

গ। ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি (The 'Consumption *plus* Investment' [or Outlay] Method): কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের গণনায় ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতিও অবলম্বন করা যাইতে পারে। সুতরাং এই পদ্ধতিটিরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রতি বৎসর দেশে উৎপাদনকার্যের ফলে যে-আয় সৃষ্টি হয় তাহার অংশত ভোগ্য-দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। ইহাকে সংক্ষেপে ভোগ (consumption) বলা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তির বৎসরে ৬০০০ টাকা আয় হইলে সে হয়ত ৪০০০ টাকা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিতে এবং বাকী ২০০০ টাকা জমাইতে পারে। এই জমা টাকা সে আবার বিনিয়োগ করিতে পারে। এইভাবে দেশের সর্বক্ষেত্রে যে-বার্ষিক আয় হয় তাহার একাংশ ভোগে এবং একাংশ বিনিয়োগকার্যে নিযুক্ত হয়। সুতরাং নির্দিষ্ট বৎসরে দেশে ভোগ্যদ্রব্য ও সেবামূলক কার্য ক্রয় করিতে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় এবং যে-পরিমাণ অর্থ বিনিয়োজিত হইয়া মূলধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে তাহাদের যোগ দিলেই জাতীয় ব্যয়ের (National Outlay) হিসাব পাওয়া যায়। বিনিয়োগ (investment) বলিতে নীট বিনিয়োগকে (net investment) বুঝায়। অর্থাৎ, প্রত্যেক বৎসরে দেশের বাস্তব মূলধনের যে-নীট বৃদ্ধি ঘটে তাহাকেই বিনিয়োগ বলিয়া অভিহিত করা হয়। বৎসরের শেষে দেশের বাড়ীঘর কলকারখানা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বাস্তব মূলধনের মোট মূল্য হইতে বৎসরের প্রথমে দেশের বাস্তব মূলধনের মোট মূল্যকে বাদ দিলেই নীট বিনিয়োগের হিসাব পাওয়া যায়।

বৎসরে মোট ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগই জাতীয় আয়

১. Samuelson: *Economics*; and Pigou: *Economics of Welfare*

নীট বিনিয়োগ শূন্য (zero) বা ধনাত্মক (positive) বা ঋণাত্মক (negative) হইতে পারে। যে-সমাজে নীট বিনিয়োগ শূন্য সে-সমাজ স্থিতিশীল—অর্থাৎ সে-সমাজের অর্থ-ব্যবস্থার অগ্রগতি বা অধোগতি কোনটাই হইতেছে না। ঐ দেশে মূলধনের বৃদ্ধি বা হ্রাস কোনটাই নাই, মাত্র অবস্থিত বাস্তব মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় পূরণ করা হইতেছে ; নীট জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের সমস্তটাই ভোগে ব্যয় হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যে-সমাজ সম্প্রসারণশীল সে-সমাজে নীট বিনিয়োগ ধনাত্মক—অর্থাৎ প্রতি বৎসর উহার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বতই নীট জাতীয় উৎপাদন সমাজের মোট ভোগ হইতে অধিক। আবার কোন সমাজ উহার মূলধন ভাঙিয়া খাইতে পারে। এরূপ সমাজে নীট বিনিয়োগ ঋণাত্মক—অর্থাৎ মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় পূরণ করা হইতেছে না। উহার নীট জাতীয় উৎপাদন অপেক্ষা উহার ভোগ অধিক। মূলধনের অবপূর্তির জন্য (for maintaining capital intact) যে-সম্পদ ব্যবহৃত হইত তাহা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করা হইতেছে।

নীট বিনিয়োগ শূন্য বা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হইতে পারে

উপসংহার : পরিমাপ-পদ্ধতির আলোচনার শেষে এখন পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জাতীয় আয়কে যে-পদ্ধতিতেই পরিমাপ করা যাউক না কেন, ফল আমরা একই পাইব, কারণ একই জিনিসকে তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে দেখা যাইবে। বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য উৎপন্ন হয় তাহাই ঠিক করিয়া দেয় দেশের ব্যক্তি-সমুদয় কতটা ভোগ ও বিনিয়োগ করিতে পারিবে। যাহা উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান যাহা উৎপাদন করে) তাহার অর্থমূল্য—শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠনের মধ্যে মজুরি সুদ খাজনা ও মুনাফা হিসাবে ভাগ হইয়া যায়।[১] সুতরাং জাতীয় উৎপাদন জাতীয় আয়ের সমান। আবার দেশের ব্যক্তিসমুদয় যাহা মজুরি সুদ খাজনা ও মুনাফা হিসাবে আয় করে তাহা অংশত ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করা হয় এবং অংশত বিনিয়োগ করা হয়। সুতরাং জাতীয় আয় জাতীয় ব্যয়ের সমান। দেশের উৎপাদন, আয় ও ব্যয়ের সমতা বুঝাইবার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় ছকটি দেওয়া হইল।

উৎপাদন, আয় বা ব্যয়—যেদিক হইতেই জাতীয় আয়কে দেখা হউক না কেন ফল একই পাওয়া যাইবে

পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে যে জাতীয় উৎপাদন বা উৎপন্ন দুই ভাগে বিভক্ত : (ক) মূলধন-দ্রব্য এবং (খ) ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা। মূলধন-দ্রব্য সঞ্চিত হয় এবং ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা ভোগ করা হয়। অপরদিকে জাতীয় আয়ের একাংশ বিনিয়োগ ও একাংশ ভোগ করা হয়। এই বিনিয়োগ ও ভোগ উভয় মিলিয়াই হইল জাতীয় ব্যয় (National Outlay)।

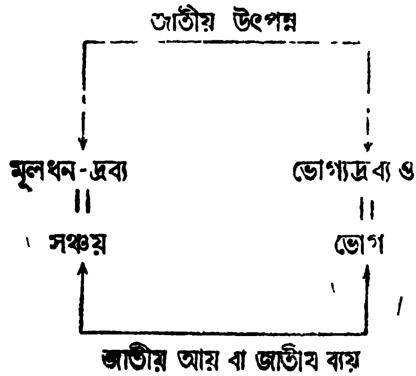
জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় এবং জাতীয় ব্যয় যে পরস্পরের সমান তাহা বুঝাইবার জন্য আরও একটি সহজ উদাহরণের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।[২]

১. "... What is distributed in income to the factors of production is equal to the value of what the factors co-operate to produce." Cairncross

২. প্রথম উদাহরণের জন্য ২৬-২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

একটি সহজ উদাহরণ

ধরা যাউক, একটি নূতন আবিষ্কৃত দ্বীপে ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচজন মাত্র লোক বাস করে এবং উহারা কেবল ধান উৎপাদন করে। এই পাঁচজনের মধ্যে দ্বীপের সমস্ত জমি ক-এর দখলে এবং একমাত্র খ-এরই গরু-লাঙল (মূলধন-দ্রব্য) আছে। কিন্তু খ নিজে চাষ করে না ; গ ক-এর নিকট হইতে জমি এবং খ-এর নিকট হইতে গরু-লাঙল ভাড়া লইয়া সমস্ত জমিই চাষ করে। ঘ এবং ঙ দিনমজুর হিসাবে গ-এর কাছে কাজ করে। ঐ দ্বীপে টাকাকড়িরও প্রচলন আছে।



এখন দ্বীপের সমস্ত জমি হইতে যদি ১০০ কুইণ্টাল (১ কুইণ্টাল = ১০০ কিলোগ্রাম) ধান উৎপন্ন হয় এবং প্রতি কুইণ্টাল ধানের দাম যদি ৬ টাকা হয় তবে ঐ দ্বীপের 'মোট' (gross) জাতীয় উৎপাদন হইবে ৬০০ টাকা। ইহা হইতে বীজ ধানের জন্য এবং ভবিষ্যতে নূতন গরু-লাঙল কিনিবার জন্য ১০০ টাকা বাদ দিয়া রাখা হইলে 'নীট' (net) জাতীয় উৎপাদন হইবে ৫০০ টাকা।

এই ৫০০ টাকাই ক খ গ ঘ ঙ-এর মধ্যে জমির মালিকানা, মূলধন সরবরাহ, সংগঠন এবং শ্রমের জন্য বণ্টিত হইবে। সুতরাং ৫০০ টাকা হইল ঐ দ্বীপের জাতীয় আয় (National Income)।

আবার ক খ গ ঘ ঙ এই ৫০০ টাকার একাংশ ব্যয় ও একাংশ বিনিয়োগ করিবে। সুতরাং ৫০০ টাকাই হইবে ঐ দ্বীপের জাতীয় ব্যয় (National Outlay)।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতীয় আয় (International Trade and National Income) : আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা লেনদেনের কথা না ধরিয়াই জাতীয় আয়ের আলোচনা করিয়াছি। এইভাবে কোন দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইলে দেশের জাতীয় আয় স্বতই বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টি বা উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়সমষ্টি হইবে। কিন্তু কোন দেশই আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় ; অল্পবিস্তর প্রত্যেক দেশই পৃথিবীর

অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জাতীয় আয় নির্ধারণে কতকটা জটিলতার সৃষ্টি করে। কোন দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের সময় ঐ দেশের আমদানি, রপ্তানি, বিদেশকে দেয় লভ্যাংশ ও সুদ, বিদেশ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও সুদ প্রভৃতির কথা বিচার করিয়া চলিতে হইবে। যদি কোন দেশে বিদেশীদের জমিজায়গা থাকে তবে উহার খাজনা বিদেশের জাতীয় আয়ের অংশ, দেশের জাতীয় আয়ের অংশ নয়। বিদেশীদের যদি দেশের শিল্পে অংশ থাকে তাহা হইলে বিদেশীদের লভ্যাংশ বিদেশের জাতীয় আয়ের অংশ, দেশের জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। দেশীয়রা বিদেশে সরকারী ঋণপত্রে (government bonds) যে-টাকাকড়ি নিয়োগ করিয়া থাকে তাহার সুদ দেশের জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত। বিদেশী জাহাজ, বীমা কোম্পানী, ব্যাংক প্রভৃতির ব্যবহারের জন্য বিদেশের পাওনা মিটাইতে হয়। বিদেশে ভ্রমণকারী দেশীয়দের খরচ হিসাবে বিদেশের প্রাপ্য পরিশোধ করিতে হয়। এই সকল খাতে বিদেশের যেমন প্রাপ্য হয় তেমনি আবার দেশেরও বিদেশের নিকট প্রাপ্য থাকে। জাতীয় আয় পরিমাপের সময় দেখিতে হইবে বিভিন্ন খাতে বিদেশের প্রাপ্য কত ও বিদেশের নিকট দেশের প্রাপ্য কত। যদি দেশের প্রাপ্য বিদেশের প্রাপ্যের তুলনায় অধিক হয় তবে ঐ উদ্বৃত্তাংশকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। অপরপক্ষে বিদেশের প্রাপ্যের পরিমাণ দেশের প্রাপ্যের তুলনায় অধিক হইলে জাতীয় আয় হইতে ঐ উদ্বৃত্তাংশকে বাদ দিতে হইবে।

বৈদেশিক দেনাপাওনার হিসাব ধরিয়া জাতীয় আয় গণনা করিতে হইবে

মাথাপিছু আয় (*Per Capita* Income): দেশের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে নির্দিষ্ট বৎসরের জাতীয় আয়কে সমানভাগে ভাগ করিয়া দিলে মাথাপিছু যতটা করিয়া পড়ে তাহাকেই ঐ বৎসরের 'মাথাপিছু জাতীয় আয়' (*Per Capita* National Income) বলা হয়—অর্থাৎ মাথাপিছু আয় হইল দেশের লোকের গড় আয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭১-৭২ সালে আমাদের দেশে মোট জাতীয় আয় ছিল প্রায় ২০,০৩৩ কোটি টাকা[১] এবং লোকসংখ্যা ছিল ৫৫ কোটির মত। সুতরাং মাথাপিছু আয় বা গড় আয় ছিল মাত্র ৩৪৫ টাকা বা মাসিক ২৯ টাকারও কম।

মাথাপিছু আয় কাহাকে বলে

মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধিই দেশের জীবনযাত্রার মানের সম্প্রসারণের নির্দেশক, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি নহে। ইহার কারণ হইল, জাতীয় আয় যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে মাথাপিছু আয় যে ততটাই বাড়িবে এমন কোন কথা নাই। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাসও পাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশে ১৯৫৮-৫৯ সালের তুলনায় ১৯৫৯-৬০ সালে জাতীয় আয় ৭০ কোটি টাকার মত বাড়িয়াছিল, কিন্তু অনুপাত অপেক্ষা জনসংখ্যার অধিক বৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় ২৯৪ টাকা হইতে কমিয়া ২৯২ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। আবার আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম পনর বৎসরে

মাথাপিছু আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব

১. স্থির মূল্যের (at constant rs)pice বা ১৯৬০-৬১ সালের দামের ভিত্তিতে হিসাব।

(১৯৫১-৬৬ সাল) জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল প্রায় শতকরা ৬৪ ভাগ, কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় বাড়িয়াছিল মাত্র শতকরা ২৬ ভাগ। সুতরাং জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণে মাথাপিছু আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ধারণ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা (Difficulties of Measuring the National Income) : ইতিপূর্বেই জাতীয় আয় পরিমাপ-পদ্ধতির আলোচনা প্রসংগেই পরিমাপের প্রায় সকল অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। এখন সংক্ষেপে উহাদের পুনরুল্লেখ করা হইতেছে। প্রথমত, তথ্যাদির অসম্পূর্ণতার জন্য জাতীয় আয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে এই অসুবিধা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যেমন, ভারতে কৃষিজ উৎপাদনের পরিসংখ্যান, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যাদি, জনসাধারণের ব্যয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্যাদি পাওয়া দুষ্কর।

১। নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির অভাব

দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয়ের আর একটি অসুবিধা হইল দ্বিতীয়বার গণনার সম্ভাবনা। আমরা এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, জাতীয় আয় পরিমাপের সময় একই জিনিস একাধিকবার গণনা করা চলিবে না।

২। দ্বিতীয়বার গণনার আশংকা

তৃতীয়ত, জাতীয় আয় অর্থমূল্যের হিসাবে করা হয়। সুতরাং যাহা অর্থের পরিবর্তে বিক্রীত হয় তাহার মূল্য সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক কার্য আছে যাহা অর্থের পরিবর্তে হস্তান্তরিত হয় না। আবার ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে অনেক দ্রব্যই বাজারে অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত হয় না। যেমন, কৃষক উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ নিজেই ভোগ করে, অথবা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় চলে। এ-অবস্থায় অর্থমূল্যে জাতীয় আয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন।

৩। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক কার্যের অর্থমূল্য নির্ধারণ করা কঠিন

চতুর্থত, অর্থমূল্যে জাতীয় আয় পরিমাপের আর একটি অসুবিধা হইল অর্থের নিজস্ব মূল্য পরিবর্তিত হইয়া থাকে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য ও উৎপাদনের উপাদানসমূহের অর্থ-আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয়ের কোন পরিবর্তন নাও ঘটিতে পারে।

৪। অর্থের নিজস্ব মূল্য পরিবর্তিত হয়

পঞ্চমত, অর্থমূল্যে জাতীয় আয় পরিমাপ করার ফলে কতকগুলি অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি নিজের জুতা নিজেই পরিষ্কার করিলে ও কালি দিলে তাহা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না, কিন্তু মুচিকে দিয়া ঐ কার্য করাইলে জাতীয় আয় অর্থমূল্যে বাড়িয়া যায়। আসলে কিন্তু জাতীয় আয়ের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।

৫। অর্থমূল্যে নির্ধারিত জাতীয় আয়ের অসামঞ্জস্য

ষষ্ঠত, কোন দ্রব্য বা সেবামূলক কার্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে পারে অথচ দাম পূর্বের মতই থাকিতে পারে। এ-অবস্থায় আসলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও অর্থমূল্যে জাতীয় আয় অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়।

৬। দ্রব্য বা সেবামূলক কার্যের উৎকর্ষতা পরিমাপ করা কঠিন

সপ্তমত, সরকারী আয়ব্যয়ের জন্যও জাতীয় আয়ের হিসাবে জটিলতার সৃষ্টি হয়। মোটামুটিভাবে সরকার তিন ধরনের কার্যের জন্য ব্যয় করে—(ক) আইন ও শান্তিশৃংখলা এবং প্রতিরক্ষা; (খ) সমাজ-কল্যাণকর কার্যাদি; (গ) যুদ্ধের জন্য জাতীয় ঋণের সুদ। অপরপক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর হইতে সরকারের আয় হয়। এই সকল বিষয়কে জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে কিভাবে আনিতে হইবে তাহার আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি।

৭। সরকারী আয়ব্যয় জাতীয় আয়ের হিসাবে জটিলতার সৃষ্টি করে

অষ্টমত, কোন দেশই আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেক দেশ অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ। জাতীয় আয় হিসাবের সময় বহির্বাণিজ্যের কথা ধরিয়া জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হয়। এইজন্য কোন দেশ যে-সকল দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য রপ্তানি ও আমদানি করে তাহার হিসাব করিয়া উদ্বৃত্তাংশকে ঐ দেশের জাতীয় আয়ের মধ্যে গণনা করিতে হইবে।

৮। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও হিসাবের জটিলতার সৃষ্টি করে

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের সার্থকতা (Utility of National Income Analysis): জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, একমাত্র ইহা দ্বারাই কোন দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভবপর হয়। আর্থিক অবস্থার অন্যতম আংগিক উপাদান হইল আর্থিক কল্যাণ। সুতরাং জাতীয় আয় আর্থিক কল্যাণেরও মাপকাঠি। বস্তুত, জাতীয় আয় আর্থিক কল্যাণের বাস্তব প্রতিকৃতি (objective counterpart)। অবশ্য এইভাবে আর্থিক কল্যাণের পরিমাপ সকল সময় নিরাপদ নহে। উদাহরণস্বরূপ, হীন স্বাস্থ্যসম্পন্ন জাতির পক্ষে জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ ডাক্তার ও ঔষধপত্রাদিতেই ব্যয় করা স্বাভাবিক। এই অবস্থায় আর্থিক কল্যাণ যতটা বৃদ্ধি পাইতে পারিত ততটা সম্ভব হয় না। আবার কোন দেশে বিশৃংখলা ও অরাজকতা অনবরত লাগিয়া থাকিলে নিরাপত্তার জন্য 'পুলিসী ব্যয়' অধিক হইবে। ইহার ফলে জাতীয় আয় জনসাধারণের কল্যাণসাধনে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হইতে পারিবে না। যাহা হউক, অর্থবিদ্যার অন্যতম সাধারণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায়, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি আর্থিক কল্যাণেরও বৃদ্ধিসাধন করিবে।

১। জাতীয় আয় আর্থিক কল্যাণের মাপকাঠি

এইরূপ ধারণা অবশ্য অনুমানসিদ্ধ

দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান আর্থিক অবস্থার আর একটি দিক। সুতরাং জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে—অর্থাৎ জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি প্রভৃতি হইতে—জনগণের জীবনধারণের প্রকৃত মান কি, তাহা বুঝা যায়। জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলে ঐরূপ সমাজকে বলা হয় বিত্তশালী সমাজ (affluent society), আর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সত্ত্বেও যদি জীবনযাত্রার মান নিম্ন হয় তবে তাহা অর্থনৈতিক অদক্ষতারই (economic inefficiency) পরিচায়ক।[১]

২। জাতীয় আয় হইতে জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা যায়

---

১. National Income "measures the economic performance of the whole economy." Samuelson

তৃতীয়ত, দেশের অর্থ নৈতিক প্রসারের গতি কোন্ দিকে এবং উহা কাম্য কি না—তাহা জাতীয় আয়সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে নির্ধারণ করা যাইতে পারে। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতেই দেশের অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়ে এবং উহাদের অপসারণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

৩। জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে অর্থ-ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়

চতুর্থত, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে জাতীয় আয়সংক্রান্ত তথ্যাদি অপরিহার্য। ভারতের জাতীয় আয় কমিটির (National Income Committee) ভাষায় বলা যায়, "জাতীয় আয়সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা এবং উহার বিভিন্ন অংশের অবস্থা ও সম্পর্কের সাধারণ রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে।" অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ কি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার কি, বিভিন্ন শ্রেণীর বিনিয়োগ কতটা, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা, করনীতি, শুল্কনীতি প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয়।

৪। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ অপরিহার্য

পরিশেষে, জাতীয় আয়সংক্রান্ত পরিসংখ্যান বিভিন্ন দেশের মধ্যে সভ্যতার পর্যায় ও জীবনযাত্রার মানের তুলনামূলক বিচার করিতে সহায়তা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক তুলনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দুই দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় অর্থের মাধ্যমে কাজকর্ম কতদূর পরিচালিত হয়, মূল্য-স্তর (price level) কি, জীবনযাত্রার প্রণালী কি, ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্নতা থাকায় অনেকে আন্তর্জাতিক তুলনার উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ডক্টর বাউলি (Dr. Bowley) বলেন, "দুই দেশের মধ্যে সংখ্যাসূচক তুলনা নিশ্চিতভাবে করা যায় কি না, সে-সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ রহিয়াছে।"

৫। বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে তুলনা করা যায়

অনেকে অবশ্য এই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন

জাতীয় হিসাব (The National Accounts): স্বল্পোন্নত দেশসমূহের (underdeveloped countries) ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিমাপ ব্যাপারে একমাত্র উৎপাদনসুমারি পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য, কারণ এই সকল দেশে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উন্নত দেশসমূহে তথ্যাদি অপ্রতুল নহে বা উহাদের সংগ্রহকার্য কঠিন নহে বলিয়া সাধারণত জাতীয় হিসাবের (national accounts) মাধ্যমেই জাতীয় আয় গণনা করা হয়। এই পদ্ধতিতে মোট উৎপাদন, মোট আয় এবং মোট ব্যয় ও ভোগের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাংগ চিত্র প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয়।

জাতীয় হিসাব কাহাকে বলে

জাতীয় হিসাব প্রস্তুত করিবার জন্য সাধারণত সমস্ত পরিবারের আয়ব্যয়ের হিসাব, সামগ্রিকভাবে বেসরকারী উদ্যোগের (private sector) ক্ষেত্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মোট আয়ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত

করা হয়। তদুপরি ইহার সহিত থাকে মোট বিনিয়োগ এবং বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের উদ্বৃত্ত। ইহার ফলে জাতীয় আয়ের সামগ্রিক এবং পৃথক পৃথক দিকের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু যে-লেনদেনকার্য অর্থের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় না তাহা জাতীয় হিসাবে ঠিকমত প্রতিফলিত হইতে পারে না বলিয়া এই পদ্ধতিও ত্রুটিবিহীন নয়।

জাতীয় হিসাব-পদ্ধতিও ত্রুটিবিহীন নহে

সংক্ষিপ্তসার

জাতীয় আয় অর্থবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। ইহার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কোন দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

জাতীয় আয়কে তিন দিক হইতে দেখা যাইতে পারে। ফলে উহার গণনার পদ্ধতিও তিনটি: (ক) উৎপাদনসুমারি পদ্ধতি, (খ) আয়সুমারি পদ্ধতি, এবং (গ) ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি।

অনুশীলনী

1. "The best way to get a general picture of the economic life of a country is to study detailed estimates of its National Income." Explain and briefly indicate the different methods of estimating the National Income of a country.

["কোন দেশের অর্থ-ব্যবস্থার চিত্রের সাধারণ পরিচয় পাইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল ঐ দেশের জাতীয় আয়ের বিশদ পর্যালোচনা করা।" কোন দেশের জাতীয় আয় হিসাব করিবার বিভিন্ন পদ্ধতির সংক্ষেপে নির্দেশ এবং ব্যাখ্যা কর।]

(উত্তরের প্রথম অংশের জন্য ২৫-২৬ ও ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় অংশের জন্য ২৭-২৯, ৩০-৩২ ও ৩১-৩৪ পৃষ্ঠা)

2. Examine the significance of National Income estimates and explain the different methods that may be adopted for measuring the National Income of a country.

[জাতীয় আয় বিশ্লেষণের তাৎপর্য (উদ্দেশ্য) বর্ণনা কর এবং কোন দেশের জাতীয় আয় গণনায় যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে তাহাদের ব্যাখ্যা কর।] (৩৭-৩৮ এবং ২৭-২৯, ৩০-৩২ ও ৩২-৩৪ পৃষ্ঠা)

৫ | আর্থিক কল্যাণের নূতন মাপকাঠি (NEW GAUGE OF ECONOMIC WELFARE)

এতদিন পর্যন্ত মোট (বা নীট) জাতীয় আয়ের পরিমাণকেই অর্থ-ব্যবস্থার সার্থকতার মাপকাঠি বলিয়া ধরা হইত—যে-দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ যত অধিক সামগ্রিকভাবে সেই দেশের লোকের আর্থিক কল্যাণ (economic welfare)—অর্থাৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ তত বেশী বলিয়া অনুমান করা হইত। ফলে জাতীয় আয়ের উত্তরোত্তর পরিমাণবৃদ্ধিই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ব্যবহারিক অর্থবিদ্যার লক্ষ্য। এই ব্যবহারিক অর্থবিদ্যা যে 'সম্প্রসারণমূলক অর্থবিদ্যা' (*Growth Economics*) নামে

অভিহিত তাহা আমরা দেখিয়াছি (৮ পৃষ্ঠা)। অতি সাম্প্রতিক কালে কিন্তু বিষয়টি বিশেষ বিতর্কমূলক হইয়া উঠিয়াছে—মোট (বা নীট) জাতীয় আয়ের পরিমাণকেই আর্থিক কল্যাণের মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি না এবং ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণবৃদ্ধিই অর্থ-ব্যবস্থার লক্ষ্য কি না, ইহা লইয়া সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিতর্কের সূচনা করেন ১৯৭২ সালে ইয়েল (Yale) বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপক উইলিয়াম নর্ডহাউস (William Nordhaus) এবং জেমস্ টবিন (James Tobin)। পরে ধারণাটিকে পরিস্ফুট করেন অধ্যাপক স্যামুয়েলসন। ইহাদের মতে, মোট জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ বা জাতীয় আয়কে আর্থিক কল্যাণের মাপকাঠি বলিয়া মনে করা ভুল। আর্থিক সমৃদ্ধি ও জাতীয় আয়বৃদ্ধির দরুন উপভোগের নিত্যনূতন উপকরণ বৃদ্ধি পাইতেছে—নিত্যনূতন সহর ও নগরাঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে সত্য, কিন্তু মানব-কল্যাণের দিক দিয়া জাতীয় উৎপন্নের এই বস্তুগত (material) এবং পরিমাণগত (quantitative) দিক বিচার করিলেই চলিবে না, গুণগত (qualitative) দিকও বিচার করিতে হইবে।

নূতন পরিমাপ-পদ্ধতি

এই কারণেই আর্থিক কল্যাণের পরিমাপ (Measure of Economic Welfare) অথবা স্যামুয়েলসনের ভাষায় 'নীট অর্থনৈতিক কল্যাণে'র (Net Economic Welfare [NEW]) ধারণা অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

এই ধারণা অনুসারে মোট জাতীয় উৎপন্নকে বিভিন্নভাবে সংশোধিত করিয়া নীট আর্থিক কল্যাণ কতটা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইল তাহার পরিমাপ করিতে হইবে। প্রথমত, আমরা সাধারণত এমন অনেক বিষয়কেই মোট জাতীয় উৎপন্নের অন্তর্ভুক্ত করি না যাহা প্রকৃত কল্যাণের সূচক। যেমন, এমন হইতে পারে যে অনেকে অবসর উপভোগের জন্য কার্যের সময় কমাইয়া দিতে পারে। এখন গতানুগতিক পদ্ধতিতে মোট জাতীয় উৎপন্নের হিসাব করা হইলে উহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু বৈষয়িক দ্রব্যাদির পরিমাণ কমিলেও লোকের কল্যাণ বৃদ্ধিই পাইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, কারণ অবসর ভোগের ফলে মানসিক দিক দিয়া লোকের তৃপ্তি বা উপভোগ (psychic satisfaction) বাড়িয়া যায়। নীট জাতীয় কল্যাণের পরিমাপ করিবার জন্য এই অবসরের মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপন্নের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। আবার আমাদের পরিবারের মা-বোন ও স্ত্রী বহু সাংসারিক কাজকর্ম করিয়া থাকেন। মোট জাতীয় উৎপন্নের গতানুগতিক হিসাবের মধ্যে এই সকল কাজকর্মের মূল্য ধরা হয় না—বলা হয়, ইহাদের আর্থিক মূল্য নিরূপণ করা কঠিন। কিন্তু যাঁহারা নীট আর্থিক কল্যাণের পরিমাপ করিতে চাহেন তাঁহাদের মতে এগুলিকে ধরিতেই হইবে। কারণ, তাহা না হইলে আর্থিক কল্যাণের পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাইবে না।[১]

অপরদিকে আবার মোট জাতীয় উৎপন্নের হিসাব যখন করা হয় তখন ভোগের জন্য উৎপন্ন সকল উপকরণকেই উহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ধরিয়া লওয়া হয় যে এই

১. "The Nordhaus-Tobin calculation of NEW adds to GNP certain items—such as value of leisure and housewives' services."

সকল উপকরণবৃদ্ধির ফলে আর্থিক কল্যাণও হইতেছে। কিন্তু এই সকল উপকরণের উৎপন্নের সংগে সংগে আবার কল্যাণের পরিপন্থী অনেক বিষয়—বা স্যামুয়েলসনের ভাষায় অর্থ-বহির্ভূত খেসারত (non-monetary penalties) উদ্ভূত হইতেছে। যেমন, কলকারখানা সহর প্রভৃতির সংখ্যা ও পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রাস্তাঘাটে যানবাহন ও জনসংখ্যার ভিড় বাড়িয়া গিয়াছে, ধোঁয়ায় আবহাওয়া ও নদীনালা-সমুদ্রের জল দূষিত হইয়া পড়িতেছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হইতেছে, ইত্যাদি। এমনকি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার (air conditioning) প্রসারের দরুনও বায়ু দূষিত হইতেছে। এই সকলের ফলে জীবনযাত্রার উপকরণ বাড়িলেও উৎকর্ষের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে জীবনযাত্রার উন্নতি ততটা ঘটে নাই। আবার, দেশে যদি অপরাধ-প্রবণতা বাড়িয়া যায় তবে পুলিসী ব্যয় বৃদ্ধির দরুন মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ইহা যে অকল্যাণেরই দ্যোতক তাহার উল্লেখ মোটেই করা হইবে না। সুতরাং সাধারণ মোট জাতীয় উৎপন্নের হিসাব হইতে কল্যাণের পরিপন্থী বিষয়গুলির মূল্য বাদ দিলেই নীট অর্থনৈতিক কল্যাণের ইংগিত পাওয়া যাইবে। এবং সমাজকে আর্থিক কল্যাণ নিশ্চিত করিতে হইলে অকল্যাণকর বিষয়গুলি অপসারণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এই অপসারণের জন্য মোট সম্পদের একটা অংশ ব্যয় করিতে হইবে। ফলে উৎপন্নের মোট পরিমাণবৃদ্ধি কতকাংশে কমিয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু ইহার ফলে সম্প্রদায়ের নীট আর্থিক কল্যাণ (NEW) বৃদ্ধি পাইবে।

সমালোচনা : নীট আর্থিক কল্যাণ বা নিউ-এর সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে এই তত্ত্ব অপরিমেয়ের পরিমাপের (measuring the inmeasurable) প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থ-বহির্ভূত খেসারত ও বিনামূল্যে সম্পাদিত কাজকর্মের মূল্য নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবুও কিন্তু বলা যায়, তত্ত্বটি অর্থনৈতিক জীবনের গুণগত দিক সম্বন্ধে অনেককেই বেশ কিছুটা সচেতন করিয়া তুলিয়াছে।

অপরিমেয়ের পরিমাপ

সংক্ষিপ্তসার

এতদিন পর্যন্ত জাতীয় আয়ের পরিমাণকেই আর্থিক কল্যাণের মাপকাঠি বলিয়া ধরা হইত। সম্প্রতি এই ধারণার বিরোধিতা করা হইতেছে। ফলে উদ্ভূত হইয়াছে নীট জাতীয় আয় বা NEW-এর ধারণা। সমালোচনার ঊর্ধ্বে না হইলেও ধারণাটি অর্থনৈতিক জীবনের গুণগত দিক সম্বন্ধে অনেককেই সচেতন করিয়া তুলিয়াছে।

অনুশীলনী

1. **Write a note on Net Economic Welfare (NEW).**
[নীট আর্থিক কল্যাণের (নিউ) উপর একটি টীকা রচনা কর।] **(৭-৮, ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা)**

৬

উৎপাদনের পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট সমস্যা
(VOLUME OF PRODUCTION AND RELATED PROBLEMS)

নীট আর্থিক কল্যাণের (NEW) ধারণার অবতারণা এবং সম্প্রসারণমূলক অর্থবিদ্যার (Growth Economics) কার্যকারিতা সম্বন্ধে সংশয় সত্ত্বেও কিন্তু মোট উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতি আকর্ষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হ্রাস পায় নাই। অনেকের মতে, নীট আর্থিক কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক জীবনের গুণগত দিকের ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি অত্যুন্নত দেশসমূহের স্বার্থের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ, স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত অর্থ-ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ হইতে হয়। ইহাদের বক্তব্য হইল· আমরা শিল্পপ্রসার, নগরীকরণ এবং উন্নয়নই চাই, তা বায়ু ও জল দূষিত হয় ত হউক। মোটকথা, উৎপাদনবৃদ্ধি—দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনবৃদ্ধি—এখনও অধিকাংশ দেশের লক্ষ্য। যাহারা অর্থনৈতিক জীবনের গুণগত দিক সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হইয়া উঠিযাছে তাহারাও এই লক্ষ্যাভিমুখে চলিয়াছে, দেখা যায়। কারণ, মাত্র উৎপাদনবৃদ্ধিই উন্নত জীবনযাত্রার মান, পূর্ণ-নিয়োগ প্রভৃতি সম্ভব করে। বস্তুত, জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান বলিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অপরিহার্য।

উৎপাদনবৃদ্ধি এখনও অধিকাংশ দেশের লক্ষ্য

উৎপাদনের পরিমাণ (Volume of Production) : কোন দেশে উৎপাদনের পরিমাণ কি হইবে, না-হইবে এবং উৎপাদনবৃদ্ধি কতটা সম্ভব তাহা প্রধানত নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর : প্রাকৃতিক সম্পদ বা জমি (natural resources or land), জনসম্পদ (human resources), মূলধন সম্পদ (capital resources), কারিগরি দক্ষতা (technical skill) ও সংগঠন-নৈপুণ্য (organising ability) এবং সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। অবশ্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ব্যতিরেকেও উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য এব ফলে অর্থ-ব্যবস্থা উন্নত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জাপানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাপানকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ বিক্রয়-যোগ্যকরণ অর্থ-ব্যবস্থা (processing economy)। জাপান বিভিন্ন দেশ হইতে কাঁচামাল আমদানি করিয়া তাহা আবার বিক্রয়যোগ্য করিয়া—অর্থাৎ উহা হইতে দ্রব্য উৎপাদন করিয়া—বিভিন্ন দেশে বিক্রয় করে। আবার জনসংখ্যা—যাহার উপর শ্রমের যোগান নির্ভরশীল—বিরাট না হইলেও চলে। কারণ বিদেশ হইতে অতিথি শ্রমিকও (guest workers) সংগ্রহ করা চলে। অস্ট্রেলিয়া এবং ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ মন্দার অবস্থা (recession) ছাড়া অন্য সময়ে ইহাই করিয়া থাকে। অপরদিকে 'উপাদানগুলি' অবশ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—প্রয়োজনীয় পরিমাণে মূলধন সম্পদ, কারিগরি দক্ষতা ও সংগঠন-নৈপুণ্য এবং সুষ্ঠু সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যতীত উৎপাদনের পরিমাণ অধিক হইতে পারেই না।

উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারক

সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাই নির্ধারণ করিয়া থাকে উৎপাদন-তালিকা কিভাবে প্রস্তুত করা হইবে—বন্দুক ও মাখনের মধ্যে কাহাকে কতটা প্রাধান্য দেওয়া হইবে।[১] তবুও কিন্তু সকল সমাজই যে চায় মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনবৃদ্ধির হারকে যথাসম্ভব অধিক করিতে তাহার উল্লেখ বর্তমান অধ্যায়ের সুরুতেই করা হইয়াছে।

উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সমস্যা।

এই প্রচেষ্টায় প্রত্যেক অর্থ-ব্যবস্থাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহাদের মধ্যে দুইটি জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনসংখ্যা সম্পর্কিত এবং আর একটি ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns) নামে অর্থবিদ্যার অন্যতম সাধারণ সূত্র প্রসূত। ইহা ছাড়া অবশ্য আছে মূলধন গঠন (capital formation), কারিগরি দক্ষতার প্রসার ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্যা। তবে প্রথমোক্ত তিনটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যাহা হউক, উৎপাদনের উপরি-উক্ত ভিত্তিসমূহের মধ্যে কয়েকটির এবং উহাদের সংগে সম্পর্কিত সমস্যার অল্পবিস্তর পর্যালোচনা বর্তমান অধ্যায়ে করা হইতেছে।

ক। উৎপাদনের ভূমিগত ভিত্তি (Land Basis of Production): সাধারণ ভাষায় ভূমি বা জমি বলিতে ভূ-ত্বক বা মৃত্তিকা বুঝায়। প্রধানত, কৃষিকার্য পশুচারণ বাড়ীঘর-কলকারখানা নির্মাণ প্রভৃতির জন্যই জমির চাহিদা। অর্থবিদ্যায় কিন্তু ভূমি বা জমি শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ব্যাপক অর্থে জমি

ইহার দ্বারা শুধু ভূখণ্ডের উপরিভাগটুকুই বুঝায় না—খনি বন জীবজন্তু আলোবাতাস নদনদী সমুদ্র প্রভৃতি প্রকৃতির সকল দানকেই বুঝায়। মার্শালের ভাষায়, "জমি হইল সেই সকল শক্তি ও সম্পদ যাহা প্রকৃতি মানুষের সাহায্যার্থে জল স্থল বায়ু আলোক ও উত্তাপের মাধ্যমে মুক্তভাবেই দান করে।"[২]

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের অনেকে অবশ্য 'জমি' শব্দটি এতটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতে প্রস্তুত নন। ইহাদের অভিমত হইল যে, প্রকৃতির মাত্র সেই সকল দানকেই 'জমি'র অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে যাহা মানুষের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়াছে। দেখা যায় যে, প্রকৃতির বিভিন্ন দানের উপর মানুষের প্রভুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যেমন, সমুদ্র হইতে বিভিন্ন প্রকার সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণ আহরণ করা হইতেছে, কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত সংঘটন করা হইতেছে, ইত্যাদি। সুতরাং অন্তত উৎপাদনকার্যের উপযোগী জমির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

সংকীর্ণ অর্থ—
জমির পরিমাণ বৃদ্ধি

প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ জমির যোগানকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল বা নির্দিষ্ট (fixity of supply) বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শুধু ইহাই নয়, রিকার্ডো (David Ricardo) জমির প্রকৃতিদত্ত উৎপাদিকাশক্তিকে 'আদিম ও অবিনশ্বর' (original and indestructible) বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছিলেন।

১. ২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

২. "...the materials and forces which nature gives freely for man's aid in land and water, in air and light and heat."

কিন্তু উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে জমির যোগানকে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট মনে করা ভুল। মানুষের ব্যবহারও নিয়ন্ত্রণে আসিতেছে এরূপ সকল প্রাকৃতিক সম্পদকেই যদি 'জমি' বলিয়া গণ্য করিতে হয় তবে উহার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরদিকে কিন্তু রিকার্ডো যাহাকে জমির 'আদিম ও অবিনশ্বর' শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন সেরূপ কোন কিছু শক্তি নাই। উৎপাদনের সাধারণ পদ্ধতিতে উৎপাদিকাশক্তির নিয়মিত ক্ষয় হইতে থাকে। ইহার উপর আবার বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির জন্য মৃত্তিকারও ক্ষয় (soil erosion) হয়। বর্তমান দিনে উৎপাদিকাশক্তির ও মৃত্তিকার এই ক্ষয় রোধ করা অন্যতম সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক মোটামুটিভাবে বলা যায়, জমির যোগান অনতিপরিবর্তনশীল—প্রকৃতি হইতে আহরণযোগ্য সম্পদের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইলেও প্রয়োজনের তুলনায় উহা অতি সামান্য এবং একদিন না একদিন পৃথিবীর অনেক প্রাকৃতিক সম্পদই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। এই দুইটিই হইল সমৃদ্ধি বা ক্রমোন্নতির সীমা (Limits to Growth)। অতএব, চিরকাল ধরিয়া বিরতিবিহীনভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করিয়া যাইব—এরূপ ধারণা করা ভুল।

জমির ক্ষয় প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে

সমৃদ্ধির সীমা

ইহার উপর আবার বর্তমানে যুক্ত হইয়াছে প্রাকৃতিক সম্পদজাত উপকরণ সরবরাহকারী দেশগুলির অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (economic nationalism)।

একটি সাম্প্রতিক সমস্যা

সমস্যাটির সুরু হয় তৈল-রপ্তানিকারী দেশগুলি হইতে। ১৯৭২ সালের আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধের পর ঐ দেশগুলি (OPEC) দফায় দফায় তৈলের দাম চার গুণ বৃদ্ধি করে। তখন হইতে বিভিন্ন কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানিকারী দেশগুলির মধ্যেও জোট বাঁধার ঝোঁক দেখা দিয়াছে। ফলে পৃথিবীর বৃহত্তর অংশে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা উন্নতিতে (economic growth) যে ভাঁটা পড়িয়াছে ইহাই তাহার অন্যতম কারণ।

জমির একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে উহা স্থানান্তরযোগ্য নহে (irremovable)। জমি স্থানান্তরযোগ্য না হইলেও আহরণের পর প্রাকৃতিক সম্পদ নিশ্চয়ই স্থানান্তরযোগ্য। কিন্তু কতটা এবং কি সর্তে স্থানান্তর হইবে—অর্থাৎ অন্যকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে তাহা নির্ধারিত হয় অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ দ্বারা। অবশ্য ইহাই বর্তমান দিনের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অন্যতম সমস্যা।

আরও বলা হয়, জমির কোন উৎপাদন-ব্যয় নাই—জমি মানুষের কাজে নিয়োজিত হইবার জন্যই পড়িয়া আছে। সুতরাং জমিকে ফেলিয়া রাখিয়া কোন লাভ নাই। ফেলিয়া রাখা লাভজনক না হইলেও বিচারবিহীনভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করাও অযৌক্তিক। ভবিষ্যকালের জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে হইবে ত। এই সচেতনতাই বিভিন্ন দেশকে জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে বিচারশীল (discriminating) করিয়া তুলিয়াছে।

জমির ব্যবহার ও ভবিষ্যকাল

পরিশেষে, জমি বিভিন্ন পর্যায়ের। উৎপাদন-ব্যয়ের দিক দিয়া কোন কোন জমি ব্যবহারের যোগ্য নহে, কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা অযৌক্তিক। এই সকল জমিকে প্রান্তাধীন জমি (sub-marginal land) বলা হয়। তবে আজ যাহা প্রান্তাধীন কাল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে প্রান্তোর্ধ্ব (intra-marginal) জমিতে পরিণত হইতে পারে। যেমন, তেলের দাম বৃদ্ধির দরুনই আলাস্কা, বোম্বাই উপকূল ইত্যাদি সমুদ্রগর্ভস্থ তৈলখনি প্রান্তোর্ধ্ব 'জমি'তে পরিণত হইয়াছে। জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধি করিবার জন্য একই জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিতে হয়। ইহার দরুনই কার্য করে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবৃদ্ধির বিধি (Law of Diminishing Returns)। বিধিটি সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

প্রান্তাধীন ও প্রান্তোর্ধ্ব জমি

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি

খ। উৎপাদনের জনসংখ্যাগত ভিত্তি (Population Basis of Production): একদিক দিয়া উৎপাদনের জনসংখ্যা-ভিত্তি (population basis) জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জনসংখ্যা বা মানুষ শুধু উৎপাদনের উপাদানমাত্র নহে—লক্ষ্যও বটে। অবশ্যই শ্রমের যোগান আসে জনসংখ্যা হইতে। কিন্তু জনসংখ্যা যদি বিশাল এবং শ্রমের যোগান যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত হয় তবে উদ্ভূত হয় বিভিন্ন সমস্যা—বর্তমান বিশ্ব বিশেষভাবে যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া রহিয়াছে।

১। জনসংখ্যা সম্বন্ধে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব (The Malthusian Theory of Population): এই দিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন টমাস রবার্ট ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৮) নামক এক ইংরাজ ধর্মযাজক, যিনি ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদদের অন্যতম প্রধানও বটেন। তিনি তাঁহার 'জনসংখ্যা নীতির উপর রচনা' নামক গ্রন্থে[১] জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণে (১৮০৩) তত্ত্বটির কিছু কিছু পরিবর্তনসাধন করা হইলেও তাহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মোটামুটি একই থাকিয়া যায়।

ম্যালথাসের তত্ত্বকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে: প্রকৃতি সকল জীবকে সন্তানোৎপাদনের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। ফলে জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে (geometric progression)[২] বাড়িয়া চলে। কিন্তু ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতার দরুন খাদ্যোৎপাদন বাড়ে পাটীগাণিতিক প্রগতিতে (arithmetic progression)।[৩] অন্যভাবে বলিতে গেলে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে গুণিতক হারে (by multiplication), কিন্তু খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় যোগের হারে (by addition)। ফলে জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা হইতে সুরু করিলেও শীঘ্রই এমন অবস্থা আসে

জনাধিক্যের অবস্থা

১. *Essay on the Principle of Population as It Affects the Future Improvement of Society*

২. জ্যামিতিক প্রগতি: ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ইত্যাদি।

৩. পাটীগাণিতিক প্রগতি: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি।

যে জনসংখ্যার পক্ষে খাদ্য অপ্রচুর বলিয়া পরিগণিত হয়।[১] এই অবস্থাকে জনাধিক্যের অবস্থা (stage of overpopulation) বলা হয়।

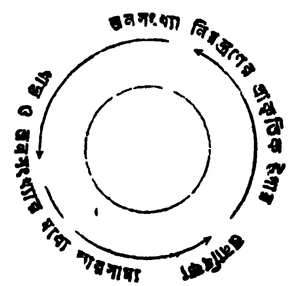
ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে এইভাবে জনাধিক্য ঘটিলে মহামারী অর্ধাহার দুর্ভিক্ষ যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি জনসংখ্যার বাড়তি অংশটুকু নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া খাদ্য যোগান ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। মহামারী অর্ধাহার দুর্ভিক্ষ হইল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় (positive checks)। জনসংখ্যা অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি করানো যেন একটি পাপ এবং এই পাপের জন্যই প্রকৃতি এই সকল উপায়ের সাহায্যে মানুষের উপর প্রতিশোধ লয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহের দ্বারা যে-ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা অস্থায়ী ভারসাম্য (temporary equilibrium) মাত্র, কারণ জনসংখ্যার সর্বদাই ঝোঁক রহিয়াছে খাদ্যের যোগানকে ছাড়াইয়া যাইবার দিকে। স্বাভাবিকভাবে, অন্য উপায় অবলম্বন না করা হইলে মানুষকে সর্বদাই মহামারী অর্ধাহার দুর্ভিক্ষ যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং ম্যালথাসের মতে, অন্য উপায়—অর্থাৎ জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (preventive checks) অবলম্বন করা উচিত। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলিতে ম্যালথাস বিবাহ ব্যাপারে সংযম, জন্মনিরোধ প্রভৃতি বুঝিয়াছিলেন।

জনসংখ্যার স্থায়ী ও অস্থায়ী ভারসাম্য

ম্যালথাসের তত্ত্বকে একটি চক্রাকার রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝানো যাইতে পারে। এইরূপ চক্র ম্যালথুসীয় চক্র (Malthusian Cycle) নামে অভিহিত।



চক্রটি হইতে দেখা যাইতেছে, খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা হইতে সুরু করা হইলেও শীঘ্রই জনাধিক্য ঘটে। তখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহ কার্য করিতে থাকে। উহার দ্বারা বর্ধিত জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া আবার খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আসে। কিছুদিন পরেই আবার জনাধিক্য দেখা দেয়।

সমালোচনা : ম্যালথুসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান সমালোচনা হইল যে, তাঁহার নৈরাশ্যবাদমূলক ভবিষ্যদ্বাণী ইয়োরোপের বেলায় ব্যর্থ হইয়াছিল। ইয়োরোপে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে জীবনযাত্রার মানেরও অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল। ইহার মূলে ছিল শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution) যাহার সম্ভাবনার বিচার ম্যালথাস করেন নাই। শিল্প-বিপ্লবের দরুন ম্যালথুসীয় তত্ত্ব কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

১। তত্ত্বটি কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই

১. "Because of the law of diminishing returns, food tends *not* to keep up with geometric progression rate of growth of population." Samuelson

দ্বিতীয়ত বলা হয়, জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন সম্ভাবনার যে-বৃদ্ধি ঘটে তাহার সম্যক বিচার ম্যালথাস করেন নাই। শিশু একমাত্র উদর লইয়াই জন্মগ্রহণ করে না, দুইখানি হস্ত লইয়াও এই পৃথিবীতে আসে।[১] এই সমালোচনার বিরুদ্ধে অবশ্য বলা যায় যে, খাদ্যোৎপাদনে অতিরিক্ত 'হস্ত' নিয়োগ করিয়া চলিলে মোট খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে সত্য, কিন্তু বৃদ্ধি পাইবে ক্রমহ্রাসমান হারে। ফলে খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যের অভাব শীঘ্রই দেখা দিবে। সুতরাং অনুমানসিদ্ধভাবে—অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা অনুমান করিয়া লইলে—ম্যালথাসের তত্ত্বকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। বস্তুত, ম্যালথুসীয় তত্ত্বের ভিত্তিই হইল ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া—যদিও এই বিধি সম্বন্ধে ম্যালথাসের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

২। ম্যালথাস উৎপাদনবৃদ্ধির সম্ভাবনা বিচার করেন নাই

তৃতীয়ত, ম্যালথাস তাঁহার জনসংখ্যাবৃদ্ধির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন মাত্র খাদ্যোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু তিনি চিন্তা করেন নাই যে, দেশে খাদ্যোৎপাদন ব্যতিরেকেও খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব। ব্যাপক অর্থে দেশে ধনোৎপাদন (production of wealth) বৃদ্ধি পাইলে সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে বাহির হইতে খাদ্য আমদানি করা সম্ভব। অনেক দেশই ইহা করে। এই কারণে অনেক অর্থবিদ্যাবিদ মনে করেন যে মাত্র খাদ্যোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে নহে, সামগ্রিক ধনোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতেই দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিচার করিতে হইবে। এই সামগ্রিক ধনোৎপাদনের দিক হইতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিচার করার ফলেই 'কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের' (Optimum Theory of Population) উদ্ভব হইয়াছে।

৩। তিনি মাত্র খাদ্যোৎপাদনের বিষয় বিচার করিয়াছিলেন

চতুর্থত, জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত উন্নয়নের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দেখা গিয়াছে, শিক্ষার উন্নয়নের সংগে সংগে জন্মের হারও কমিয়া যায়। কারণ, শিক্ষিত সম্প্রদায় জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য জন্মনিরোধ-ব্যবস্থা, বিবাহ ব্যাপারে সংযম প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবারের আয়তন সীমাবদ্ধ রাখিতে সচেষ্ট থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এই কারণে ফ্রান্সের ন্যায় অনেক পাশ্চাত্য দেশ ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যার সমস্যার (problem of decreasing population) সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। ম্যালথাস কিন্তু এই বিষয়টির বিবেচনা মোটেই করেন নাই। তিনি এই ভ্রান্ত অনুমানের উপর তাঁহার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সর্বদেশে সর্বকালে সর্বাবস্থায় জনসংখ্যা একই হারে বাড়িতে থাকে।

৪। ম্যালথাস শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিচার করেন নাই

পরিশেষে বলা যায়, কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়াকে বহুদিন পর্যন্ত স্থগিত রাখা সম্ভব। সুতরাং ম্যালথুসীয় তত্ত্বের কার্যকারিতা সকল ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত নাও হইতে পারে।

৫। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সম্ভাবনাও বিচার করেন নাই

১. Will and Ariel Durant: *Lessons of History*

উপসংহার : ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব সম্পূর্ণ অভ্রান্ত ও ব্যতিক্রমবিহীন বলিয়া প্রমাণিত না হইলেও মূলত ইহা যে সত্য তাহা বর্তমানে স্বীকৃত হইয়াছে।[১] বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি মাত্র সাময়িকভাবে ম্যালথুসীয় তত্ত্বকে পশ্চাতে সরাইয়া রাখিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ইহা অর্থ-ব্যবস্থার সম্মুখভাগে আসিবেই। বর্তমানে ইহাই ঘটিতে চলিয়াছে।

তত্ত্বটির মূল সত্য স্বীকৃত হইয়াছে

১৯৭৫ সালের মধ্যেই পৃথিবীর জনসংখ্যা ৪০০ কোটিতে দাঁড়াইবে এবং বর্তমান শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই উহা ৭২০ কোটিতে পরিণত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। খাদ্যোৎপাদন মোটেই এই হারে বাড়িতেছে না। রকফেলার ফাউণ্ডেশানের সভাপতি জন নোলসের মতে, খাদ্যের এই বিশ্বজনীন ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে হইলে আগামী ১৮ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর খাদ্যোৎপাদনকে দ্বিগুণ করার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? সম্ভব না হইলে বর্তমান দশক হইতেই বিভিন্ন দরিদ্র দেশে অনাহার-মৃত্যুর সংখ্যা অকল্পনীয় হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং বিভিন্ন উন্নত দেশের ক্ষেত্রে ঘটিবে জীবনযাত্রার অকল্পিত মানহ্রাস। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হিসাবমত ১৯৭৫-৭৬ সালেই ভারত-সহ বিভিন্ন দেশে ৩৭ কোটির মত লোক অনাহারে বা অর্ধাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

অতএব, ম্যালথাসের তত্ত্বের কার্যকারিতায় আবার লোকে বিশ্বাসী হইয়া উঠিতেছে। বলা হইতেছে একদিন-না-একদিন বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থা (world economy) ম্যালথুসীয় আশংকায় ছাইয়া যাইবেই, যদি-না অবশ্য—(১) বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক সূত্র হিসাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি পরিত্যক্ত হয়, অথবা (২) সমগ্র বিশ্বব্যাপী পরিকল্পিত পদ্ধতিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চলিতে থাকে।

বর্তমানে লোকে আবার তত্ত্বটিতে বিশ্বাসী হইয়া উঠিতেছে

২। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (The Optimum Theory of Population): এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অপেক্ষা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অর্থবিদ্যাবিদদের মধ্যে অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠে। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বকে অর্থনৈতিক প্রমাণবিচারও (economic test) বলা হয়। অর্থনৈতিক প্রমাণ-বিচারে জনসংখ্যাকে মাত্র খাদ্যোৎপাদনের সহিত তুলনা না করিয়া দেশের সামগ্রিক ধনোৎপাদনবৃদ্ধির আপেক্ষিক হিসাবেই দেখা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাইবার জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন। ইহাকেই কাম্য জনসংখ্যা (optimum population) বলিয়া অভিহিত করা হয়। জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা অল্প হইলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না

তত্ত্বটির বর্ণনা

১. "Although Malthus' particular formulation was incorrect, it remains true that there is a fundamental difference between the increase of population which is based on a geometrical or compound interest growth mechanism, and the increase of food production, which is not." Julian Huxley

বলিয়া মাথাপিছু আয় (*per capita* income) সর্বাধিক হইতে পারে না। অপরদিকে আবার জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলে মোট জাতীয় আয় বাড়িতে পারে, কিন্তু মাথাপিছু আয় কমিতে থাকে। সুতরাং প্রয়োজন হইল এমন একটি জনসংখ্যার যাহাতে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। তত্ত্বগতভাবে, এই জনসংখ্যা দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সহিত ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। ইহার সামান্য বৃদ্ধি বা হ্রাস ভারসাম্যের অবস্থাকে নষ্ট করিয়া দেয়।

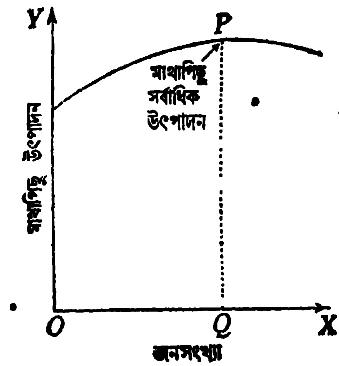
সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা

অধ্যাপক ক্যানানকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, কোন-না-কোন সময়ে দেশে এমন একটি অবস্থা দেখা যায় যাহাকে সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা (point of maximum return) বলিয়া বর্ণনা করা চলে। এই অবস্থায় শ্রমিকসংখ্যা এরূপ থাকে যে উহার হ্রাস বা বৃদ্ধি উভয়ের ফলেই উৎপন্নের হারে হ্রাস সংঘটিত হইতে দেখা যায়।[১]

কোন্ জনসংখ্যা কাম্য

অতএব, ভারসাম্য অবস্থায় যে জনসংখ্যা থাকে তাহাই কাম্য। যতদিন মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততদিন এই অবস্থার উদ্ভব হয় নাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং ততদিন জনসংখ্যাকে বাড়িতে দেওয়া যাইতে পারে। বৃদ্ধি ঘটিতে ঘটিতে জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার অবস্থায় আসিবে। এই সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থায় বা মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হওয়ার পর আর জনসংখ্যাকে বাড়িতে দেওয়া চলিতে পারে না। ফলে মাথাপিছু আয় কমিতে থাকিবে এবং দেশে জনাধিক্যের অবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। বিষয়টিকে রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

এই তত্ত্ব অনুসারে জনাধিক্যের লক্ষণ



চিত্রে দেখা যাইতেছে, জনসংখ্যা যে-পর্যন্ত না OQ পরিমাণ হয় সে-পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মাথাপিছু উৎপাদন বাড়িয়াই চলে। অপরপক্ষে জনসংখ্যা OQ পরিমাণের অধিক হইলে মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। যখন জনসংখ্যা OQ পরিমাণ হয় তখন মাথাপিছু উৎপাদন QP সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং OQ পরিমাণ জনসংখ্যাই হইল কাম্য জনসংখ্যা।

সমালোচনা : কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বর্তমান জগতের সহিত সম্পর্কবিহীন একটি কল্পনাপ্রসূত ধারণা মাত্র বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে।[২] কাম্য জনসংখ্যার ধারণা

১. "At any given time ... there is what may be called *a point of maximum return* when the amount of labour is such that both an increase and decrease in it would diminish proportionate returns."

২. The optimum "theory is a speculative figment of the mind without any real connection with the world." Myrdal : *Population—A Problem for Democracy*

অন্যতম স্থিতিশীল ধারণা (a static concept)। ফলে বর্তমান গতিশীল জগতে ইহার বিশেষ কোন মূল্য নাই বলিলেও চলে। একটি নূতন তৈলখনির আবিষ্কার রাতারাতি অতিপ্রজ দেশকে (overpopulated country) স্বল্পপ্রজ দেশে (underpopulated country) পরিণত করিতে পারে। অপরদিকে আবার বৃহদায়তন শিল্পসমূহের যন্ত্রীকরণের (automation) ফলে জনাধিক্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব কোন অর্থ-ব্যবস্থারই বিশ্লেষণে সহায়তা করে না, কারণ কোন্ পরিমাণ জনসংখ্যা কাম্য তাহা নির্ধারণ করা যায় না।

পরিশেষে, ইহাও বলা যায় যে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব ব্যবহারিক জীবনে নীতি-নির্ধারণ সম্পর্কে কোন নির্দেশ প্রদান করে না। লর্ড কেইনস্ প্রমুখ আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ দেখাইয়াছেন যে, অতি উন্নত দেশসমূহেও উন্নততর কর ও রাজস্ব নীতির (fiscal policy) মাধ্যমে নিয়োগ ও আয়ের বৃদ্ধিসাধন সম্ভব। এই নীতি-নির্ধারণের সময় কিন্তু জনসংখ্যার কাম্যতার বিষয় বিচার করা হয় না।

মূল্য : অবশ্য কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব একেবারে মূল্যহীন নয়। প্রথমত, ইহা ম্যালথুসীয় হতাশাব্যঞ্জক চিত্রে কিছুটা আশার আলোর সন্ধান দেয়—ইহা বলে যে, জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান দেখিলেই শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সংগে সংগে যদি মাথাপিছু আয়ও বাড়িয়া চলে, তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে কাম্য বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। উপরন্তু, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব হইতে জীবনযাত্রার মানের গতি নির্ধারণ করা যায়। বলা যায়, ইহা বাড়িতেছে, না কমিতেছে।

জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ (Control of Population) : ম্যালথুসীয় তত্ত্বের যতই বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হউক না কেন, অন্তত স্বল্পোন্নত দেশসমূহে (underdeveloped countries) যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত—এ-বিষয়ে বর্তমানে মোটামুটি সকলেই একমত। ইকাফের (ECAFE) অন্যতম সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অত্যধিক না হইলেও এই সকল দেশ স্বল্পোন্নত বলিয়াই ইহা অত্যন্ত ভীতির কারণ। সুতরাং সকল স্বল্পোন্নত দেশেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য

এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা উপযুক্ত বা সুপরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন। ম্যালথাসের অনুগামীরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-সকল প্রতিরোধ-মূলক ব্যবস্থার নির্দেশ করিয়াছেন তাহা একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। ইহার ফলে অকাম্য প্রান্তে (at the wrong end)—অর্থাৎ অশিক্ষিত অংশের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়া চলিবে। সুতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় যাহাতে গুণগত দিক দিয়া জাতি নিম্নস্তরে না নামিয়া আসে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বলা যায়, সম্প্রসারণমূলক অর্থ-ব্যবস্থার (Growth Economics) ইহাই দাবি। এই

কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় সতর্কতা প্রয়োজন

দাবির দরুনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ জনসংখ্যাবৃদ্ধির শূন্য হারের (Zero Population Growth বা সংক্ষেপে ZPG) লক্ষ্য গ্রহণ করিতে চলিয়াছে।

গ। **উৎপাদনের মূলধনগত ভিত্তি (Capital Basis of Production) :** উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে মূলধন সম্বন্ধে ধারণায় সর্বাপেক্ষা মতানৈক্য ও সুস্পষ্টতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বলা হয়, যতজন অর্থবিদ্যাবিদ মূলধন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, মূলধনের ততগুলিই অর্থ নির্দেশ করা হইয়াছে।[১] তবে সাধারণত অষ্ট্রিয়ান অর্থবিদ্যাবিদ বম ওয়ার্কের (Bohm Bawerk) অনুসরণে মূলধনকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' (produced means of production) বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ, মানুষের পরিশ্রমের ফলে উৎপাদিত যে-সম্পদ সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হইয়া পুনরায় উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হয় তাহাই মূলধন। এই অর্থে উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে বাড়ীঘর যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতি সকলই মূলধন, কিন্তু প্রকৃতিদত্ত সম্পদ—যথা, স্থলভাগ (land area) খনি অরণ্য প্রভৃতি মূলধন নহে।

মূলধনকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' বলা হয়

মার্শাল অবশ্য মূলধনকে আয়ের (income) দৃষ্টিকোণ হইতেই দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, মূলধন হইল সম্পদের সেই অংশ যাহা অর্থ-আয় উপার্জনে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু এইরূপে আয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে মূলধনকে দেখার অসুবিধা হইল যে, অর্থ-আয়ই (money income) একমাত্র আয় নহে। বাড়ীর একাংশ ভাড়া দিলে ব্যক্তির অর্থ-আয় হয়; সেই অংশে নিজে বাস করিলে যে তৃপ্তি বা উপযোগের প্রবাহ (flow of utility) ঘটে তাহাকেও 'আয়' বলিয়া গণ্য করা চলিতে পারে। সুতরাং সকল প্রকার সম্পদই যখন তৃপ্তিপ্রবাহী, তখন সকল সম্পদই মূলধন।

মার্শাল কর্তৃক এই অসুবিধা দূর করার

জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে অবশ্য যে-কোন দ্রব্য শ্রমের উৎপাদনবৃদ্ধিতে সহায়তা করে তাহাই মূলধন।[২] সুতরাং বলা যায়, মূলধনের প্রাথমিক কার্য হইল শ্রমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। শুধু শ্রমের নহে, মোট উৎপাদনবৃদ্ধিও মূলধনের পরিমাণ ও উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Capital) : নানাভাবে মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

ক। **স্থায়ী ও চলতি মূলধন (Fixed and Circulating Capital) :** যে-মূলধন উৎপাদনকার্যে একবার ব্যবহারে নিঃশেষ হওয়ার পরিবর্তে বারবার ব্যবহৃত হইতে থাকে তাহাকে স্থায়ী মূলধন বলে। বাড়ীঘর যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র রেলপথ পোতাশ্রয় প্রভৃতি হইল স্থায়ী মূলধনের উদাহরণ। অপরদিকে কাঁচামাল জ্বালানি বীজ

১. "Capital ... has almost as many definitions as there are economists." Boulding

২. "Whatever things ... supply productive labour with its various prerequisites are capital."

সার প্রভৃতির ন্যায় যে-মূলধন মাত্র একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া যায় তাহাকে চলতি মূলধন বলে। চলতি মূলধন আবার পৌনঃপুনিক মূলধন (recurring capital) নামেও অভিহিত—ইহা ক্রমাগত আবর্তন করিতে থাকে।

উৎপাদনকার্যে একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া চলতি মূলধন একবারেই ফেরত পাওয়া যায়, কিন্তু স্থায়ী মূলধন ফেরত পাওয়া যায় দীর্ঘকাল ধরিয়া। তাঁতী সুতা কিনিবার জন্য যে-অর্থ ব্যয় করিয়াছে তাহা সে একবার কাপড় বিক্রীত হইলেই ফেরত পাইবে আশা করা যায়, কিন্তু তাঁত বসাইবার জন্য সে যে-অর্থ ব্যয় করিয়াছে তাহা ফেরত পাইবে কাপড় কয়েকবার ধরিয়া উৎপন্ন ও বিক্রীত হইলে।

খ। আবদ্ধ ও অনাবদ্ধ মূলধন (Sunk and Floating Capital): আবদ্ধ মূলধন হইল তাহাই যাহা একপ্রকার উৎপাদনকার্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং ঐ উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে মুক্ত হইলে অন্য উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ রেল-ইঞ্জিনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা মাত্র একপ্রকার উৎপাদনকার্যে ব্যবহার্য। কিন্তু কয়লা বা অর্থগত মূলধন (money capital) বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনকার্যে ব্যবহারের যোগ্য, ইহারা কোন বিশেষ উৎপাদনকার্যে আবদ্ধ থাকে না। সুতরাং ইহারা হইল অনাবদ্ধ মূলধনের উদাহরণ।

মাত্র একপ্রকার ও বিভিন্ন উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া আবদ্ধ ও অনাবদ্ধ মূলধনকে যথাক্রমে বিশিষ্ট (specialised) ও নির্বিশেষ (unspecialised) মূলধনও বলা হয়।

জাতির দিক দিয়া আবদ্ধ ও অনাবদ্ধ মূলধনের মধ্যে অনুপাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মন্দাবাজার বেকার-সমস্যা প্রভৃতি অধিকাংশেই অতিরিক্ত মাত্রায় মূলধন আবদ্ধ করার ফল। কারণ, যে যে উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধন আবদ্ধ থাকে তাহাতে মন্দা (depression) দেখা দিলে মূলধনকে স্থানান্তরিত করিয়া মোট উৎপাদন, নিয়োগ প্রভৃতিকে অব্যাহত রাখিবার উপায় থাকে না। ফলে সামগ্রিকভাবে অর্থ-ব্যবস্থা মন্দা-কবলিত হইয়া পড়ে।

এক শ্রেণীবিভাগের গুরুত্ব

মূলধন-গঠন (Capital Formation): কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (যেমন, এক বৎসরের মধ্যে) কোন সমাজ তাহার মূলধন সম্পদের যে বৃদ্ধিসাধন করে তাহাকে মূলধন-গঠন (Capital Formation) বলা হয়।[১] পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন-গঠন দারিদ্র্য দূরীকরণ, সমৃদ্ধি ইত্যাদি সকলেরই সর্ত। সঞ্চয় হইতেই মূলধন গড়িয়া উঠে, কিন্তু সঞ্চয়ই শেষ কথা নয়; এই সঞ্চয়কে মূলধনে রূপান্তরিত করা বা মূলধন-গঠন করাই হইল আসল উদ্দেশ্য।

সঞ্চয় নহে, মূলধন-গঠনই আসল উদ্দেশ্য

১. "The amount which a community adds to its capital during a period is known as the amount of its *investment or capital formation* during that period." Benham, and also: "... investment always means real capital formation ... ." Samuelson

এই মূলধন-গঠন কার্যকে মোটামুটি তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় : (১) সঞ্চয়ের সৃষ্টি ; (২) সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগ তহবিলে রূপান্তরিত করা ; এবং (৩) বিনিয়োজিত অর্থের দ্বারা মূলধন-দ্রব্য (capital assets) উৎপাদন বা সংগ্রহ করা।

মূলধন-গঠনের বিভিন্ন পর্যায়

এই তিনটি পর্যায়ের প্রত্যেকটিই বিশেষ সমস্যাপূর্ণ। প্রথমত, সঞ্চয়-সৃষ্টির জন্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সঞ্চয় বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগের ইচ্ছা, বিনিয়োগের সুযোগসুবিধা থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, বিনিয়োজিত অর্থে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের বা সংগ্রহের সুব্যবস্থা—যথা, দেশে মূল শিল্পের (basic industries) গঠন, মূলধন-দ্রব্য আমদানি ব্যাপারে লক্ষ্য—ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে প্রধানত যে-শ্রেণীর দ্বারা সঞ্চয়-সৃষ্টি হয় সেই শ্রেণী সঞ্চয়কে মূলধনে রূপান্তরিত করে না। শেষোক্ত কার্য সম্পাদিত হয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ দ্বারা। সুতরাং মূলধন-গঠনের জন্য সঞ্চয়-সৃষ্টিকারী শ্রেণী ও শিল্পপতি প্রভৃতিদের মধ্যে সার্থক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এই সার্থক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হইল সক্রিয় সরকারী প্রচেষ্টা এবং সুচিন্তিত করনীতি শিল্পনীতি ও বাণিজ্যনীতি। সুতরাং আধুনিক যুগে মূলধন-গঠন সরকারী কার্যাকার্যের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল।

সরকারের ভূমিকা

ঘ। উৎপাদনের অন্যান্য ভিত্তি (Other Bases of Production)· উৎপাদনের অন্যান্য ভিত্তি হইল কারিগরি বা কলাকৌশলগত দক্ষতা (technical skill), সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইত্যাদি। কারিগরি দক্ষতা বিশেষভাবে মূলধনের প্রকারের উপর নির্ভর করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা অর্থ-ব্যবস্থার ধরন বা প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়া থাকে। যে অর্থ-ব্যবস্থা পৃথিবীর বৃহদংশে প্রবর্তিত এবং যাহার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণ করিতেছি তাহা মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) নামে অভিহিত। এই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা হইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

নীট আর্থিক কল্যাণ ইত্যাদি ধারণার প্রসার সত্ত্বেও উৎপাদনবৃদ্ধি এখনও অধিকাংশ দেশের লক্ষ্য। উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর। এগুলিকে উৎপাদনের ভিত্তি বলিয়াও বর্ণনা করা যায়। ইহাদের মধ্যে প্রথম হইল 'জমি' বা প্রকৃতির দান। জমি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমন্বিত। ইহাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইল ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা :

উৎপাদনের জনসংখ্যাগত ভিত্তি বিভিন্ন তত্ত্বের নির্দেশ করে।

উৎপাদনের মূলধনগত ভিত্তি বর্তমান দিনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য ভিত্তির মধ্যে আছে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা ইত্যাদি। প্রধানত মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের মত দেশে অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণ করা হয়।

অনুশীলনী

1. Discuss the 'land basis' of production in the light of recent developments.

[সাম্প্রতিক দৃষ্টিভংগি হইতে উৎপাদনের 'ভূমিগত ভিত্তি'র পর্যালোচনা কর ।] (৪৩-৪৫ পৃষ্ঠা)

2. Examine critically Malthusian Theory of Population in the light of modern conditions.

[সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে আধুনিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর ।] (৪৫-৪৮ পৃষ্ঠা)

3. "The problem of population is not one of mere size but of efficient production and equitable distribution." Discuss.

["জনসংখ্যার সমস্যা জনসংখ্যার আয়তনের সমস্যা নহে, সুদক্ষ উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং ন্যায্য বণ্টনেরই সমস্যা ।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর ।] (৪৮-৫০ পৃষ্ঠা)

4. Write a note on capital formation indicating its importance.

[মূলধন-গঠনের গুরুত্ব নির্দেশ করিয়া ইহার উপর একটি টীকা রচনা কর ।] (৫২-৫৩ পৃষ্ঠা)

5. What is capital ? Is money capital ?

[মূলধন কাহাকে বলে ? টাকাকড়ি কি মূলধন ?] (৫১-৫২ পৃষ্ঠা)

6. Distinguish between sunk capital and floating capital and indicate the importance of the distinction from a nation's standpoint.

[আবদ্ধ ও অনাবদ্ধ মূলধনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং জাতির দিক হইতে এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ কেন তাহা দেখাও ।] (৫১-৫২ পৃষ্ঠা)

---

৭ | উৎপাদনের আয়তন ও ব্যবসায়-সংগঠন (VOLUME OF PRODUCTION AND BUSINESS ORGANISATION)

অ্যাডাম স্মিথ তাঁহার গ্রন্থের[১] সুরুতেই শ্রমবিভাগ (Division of Labour) লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা নিপুণতা বিচারবুদ্ধি সকলই বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমবিভাগ বলিতে বুঝায় শ্রমের বিশেষীকরণ (specialisation of labour)। বর্তমানে শ্রম ছাড়াও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মধ্যেও বিশেষীকরণ বা বিনির্দিষ্টতা (specificity) লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, মূলধন বিভিন্ন বিশেষীকৃত যন্ত্রপাতিতে আবদ্ধ হইয়াছে, জমি বিভিন্ন বিশেষীকৃত ব্যবহারে নিযুক্ত রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, রেল-এঞ্জিন দ্বারা রেলগাড়ী টানা ছাড়া আর কোন কার্য করা যায় না ; সেলাই-কল দ্বারা সেলাই ছাড়া আর কিছু হয় না। অনুরূপভাবে একই জমিতে কারখানাবাড়ী নির্মাণ ও কৃষিকার্য সম্পাদন করা যায় না। অনেক সময় আবার তুলার জমিতে মাত্র তুলা, গমের জমিতে গম এবং পাটের জমিতে পাটই উৎপাদন করা হয়। এই বিশেষীকরণ বা

১. *Wealth of Nations* (1776)

বিনির্দিষ্টতাই বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তি। ইহার দরুন উৎপাদনকার্যের জন্য প্রয়োজন হয় উপাদানসমূহকে একত্র করিয়া উহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের। অর্থবিদ্যায় এই একত্রীকরণ ও সমন্বয়সাধনের কার্যকে 'সংগঠন' এবং যে-ব্যক্তি এই কার্য সম্পাদন করে তাহাকে 'সংগঠক' বা উদ্যোক্তা (entrepreneur) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

বিশেষীকৃত উৎপাদনের সমন্বয়সাধনের জন্য প্রয়োজন হয় সংগঠকের

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে আরও একটু পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। বিশেষীকৃত জমিতে বিশেষজ্ঞ কৃষক তুলা উৎপাদন করে। ঐ তুলা হইতে আর একদল বিশেষজ্ঞ শ্রমিক জামার কাপড় উৎপাদন করে। ঐ কাপড় হইতে তৃতীয় একদল শ্রমিক পোশাক তৈয়ার করিয়া বাজারে যোগান দেয়। সুতরাং একটি জামার উৎপাদন অন্তত তিনটি বিশেষীকৃত প্রক্রিয়ায় (process) বিভক্ত। আবার প্রত্যেক প্রক্রিয়া অনেকগুলি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষীকৃত কার্যে বিভক্ত। তুলা হইতে কাপড় উৎপাদন কোন একজন বিশেষ শ্রমিক করে না। ইহা শত শত শ্রমিকের পারস্পরিক সহযোগিতার ফল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা অসংখ্য বিশেষীকৃত উৎপাদনের উপাদানসমূহের সহযোগিতায় গঠিত। এই সহযোগিতা সাধন করে সংগঠক নামধারী আর একদল বিশেষজ্ঞ যাহাদিগকে অনেক সময় কার্লাইলের ভাষায় 'শিল্পাধিনায়ক' (captains of industry) আখ্যাও দেওয়া হয়। উৎপাদন-ব্যবস্থার বিশেষীকরণের প্রসারের সংগে সংগে এই অধিনায়কশ্রেণীরও প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে।

একটি উদাহরণ

সংগঠকের কার্যাবলী (Functions of the Organiser) : অনেক অর্থবিদ্যাবিদ সংগঠক বা উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করিতে চাহেন না। তাঁহারা তাঁহাদের অভিমতের সপক্ষে বলিয়া থাকেন যে সংগঠনকার্য (organisation) একপ্রকার শ্রম ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং প্রত্যেক শ্রমিককেই কিছু-না-কিছু সংগঠনমূলক কার্য করিতে হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলা হয় যে সংগঠকের কার্য বিশেষ ধরনের : সংগঠকই চাহিদা ও যোগানের মধ্যে মধ্যস্থ[১] এবং বর্তমানের জটিল উৎপাদন-ব্যবস্থায় তাহার বিশেষ স্থান রহিয়াছে। এই কারণে সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করিয়াই আলোচনা করা হয়।

সংগঠকের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

(১) তাহাকে প্রথমেই ঠিক করিতে হয় কোন শিল্প বা ব্যবসায়ে সে প্রবেশ করিবে এবং কত পরিমাণ দ্রব্য সে উৎপাদন করিবে। অর্থাৎ, উৎপাদনক্ষেত্রে নির্বাচন (choice) বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাথমিক ভার (primary business decisions) তাহার উপরই ন্যস্ত।

উৎপাদন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(২) তাহার প্রধান সমস্যা হইল দুইটি : (ক) সর্বাপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন করা এবং (খ) সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যাহাতে মুনাফা সর্বাধিক হয়।[২] ন্যূনতম

১. "The entrepreneur is the intermediary between demand and supply." Speight

২. (i) "He must learn how to produce each output as cheaply as possible, (ii) he must find which of all possible outputs is the most profitable one to aim at." Samuelson

ব্যয়ে উৎপাদন করিবার জন্য সংগঠককে উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাত (optimum proportion) নির্ধারণ করিতে হয়। এই কাম্য অনুপাত কি হইবে তাহা পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে ঠিক করিয়া লইতে হয়। কখনও শ্রম বাড়াইয়া, কখনও মূলধন বাড়াইয়া আবার কখনও বা জমি বাড়াইয়া সংগঠক বা কর্মকর্তাকে দেখিতে হয় যে বিভিন্ন উপাদানের কোন্ সমন্বয় ব্যয়ের দিক দিয়া ন্যূনতম (least cost combination of factors) হয়।

ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয়

(৩) বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধনের পর তাহাকে ঠিক করিতে হয় কতটা পরিমাণ উৎপাদন সে করিবে—অর্থাৎ কি পরিমাণ উৎপাদন করিলে মুনাফা সর্বাধিক হইবে।

উৎপাদনের পরিমাণ

(৪) যাহাতে পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজকর্ম চলে সংগঠককে তাহাও দেখিতে হয়। অবশ্য এই কার্য কতকটা বেতনভুক্ ম্যানেজারের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের ভার সংগঠককে গ্রহণ করিতেই হয়।

সামগ্রিক তত্ত্বাবধান

(৫) সংগঠক বা উদ্যোক্তার প্রধান কার্য ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বহন করা (to bear risk or uncertainty)। আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই উৎপাদন করা হয়। কিন্তু বাজার বড় অনিশ্চিত এবং চাহিদাও বিশেষ পরিবর্তনশীল। যে-কোন দ্রব্যের উৎপাদনকার্যের সুরু হইতে উহা বাজারে ছাড়া পর্যন্ত কিছুটা সময় কাটিয়া যায়। এই সময়ের ভিতর চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে, দাম হ্রাস পাইতে পারে। অতএব, লাভের আশার মত লোকসানের আশংকাও সকল সময় রহিয়াছে। এই অনিশ্চয়তার দায়িত্ব বা ঝুঁকি বহন করিয়াই উদ্যোক্তাকে উৎপাদন-কার্য চালাইতে হয়।

ঝুঁকি বহন করা

(৬) পরিশেষে, উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে উৎপন্নের বণ্টনভারও সংগঠকের উপর ন্যস্ত। জমি—অর্থাৎ জমিজায়গা কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য কি দেওয়া হইবে, শ্রমিক কত পাইবে, মূলধন-মালিক কি পাইবে তাহা সংগঠক চুক্তি সম্পাদন করিয়া পূর্ব হইতেই নির্ধারণ করে। এই সকল প্রাপ্য মিটাইয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহাই উদ্যোক্তা মুনাফা হিসাবে ভোগ করে।

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের মধ্যে উৎপন্ন বণ্টন

বর্তমান বৃহদায়তন যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের যুগে ঝুঁকি বহন ও তত্ত্বাবধান কার্য যে সকল সময় পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত হইবে এরূপ কোন কথা নাই। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকি বহন করে অসংখ্য অংশীদার। তত্ত্বাবধান বা সংগঠন কার্যের সহিত তাহাদের অধিকাংশেরই কোন সম্পর্ক থাকে না। সংগঠনকার্য সম্পাদিত হয় অংশীদারদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন লইয়া গঠিত পরিচালকবোর্ড দ্বারা। এই বোর্ডের সভ্যগণই প্রকৃত সংগঠক ও উদ্যোক্তা। তাহারাই উদ্যোগী হইয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকি-বহন ও তত্ত্বাবধান পরস্পর হইতে পৃথক

করে, মূলধন সংগ্রহ করে, দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, উৎপন্নের বণ্টন করে। লোকসানের ঝুঁকি ছাড়াও তাহাদিগকে আর একপ্রকার ঝুঁকি বহন করিতে হয়। ইহা হইল সুনাম ও প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইবার ঝুঁকি। একবার সুনাম নষ্ট হইলে ঐ পরিচালকগণের পক্ষে আবার শিল্পের অধিনায়কতার ভার পাওয়া কঠিন হইবে, তাহাদের উদ্যোগাধীন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করিতে লোকে আর ভরসা পাইবে না।

এইরূপ প্রতিষ্ঠানে পরিচালকমণ্ডলীই প্রকৃত সংগঠক

ইহাই প্রকৃত উদ্যোক্তার ঝুঁকির প্রকৃতি। ইহার সহিত সাধারণ অংশীদার যে অনিশ্চয়তা বহন করে তাহার কোন সংগতি নাই। এই কারণেই সংগঠন বা উদ্যোগকে এক পৃথক উপাদান হিসাবে এবং সংগঠকগণকে এক বিশেষ শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা হয়।

ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ (Forms of Business Organisation) : পূর্বে ব্যবসায় সংগঠনের রূপ ছিল অতি সরল। তখন একজনের ব্যবসায় ছিল রীতি। ব্যবসায়ীকে স্বয়ং মূলধন যোগান দিয়া, জমিজায়গা-শ্রমিক সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় সংগঠন করিতে হইত। উপরন্তু, তখন ব্যবসায় সকল ক্ষেত্রে শুধু মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইত। বর্তমানে এই অবস্থা হইতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন শুধু একজনই ব্যবসায় পরিচালনা করে না, অনেকজন মিলিয়া যৌথভাবেও ব্যবসায় সংগঠন করিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, সকল ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য মুনাফা লাভ করা নয়। বর্তমানে পারস্পরিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে সমবায়িক ভিত্তিতে এবং জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইয়া থাকে। ইহাদের ফলে ব্যবসায় সংগঠন যে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান। একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান, সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনা।

ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপের কারণ

একমালিকী কারবার (Single-owner Firm) : ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ইহাই আদি রূপ এবং এখনও অধিকাংশ ছোট ছোট ব্যবসায় এই শ্রেণীর। ইহাতে মালিক সংগঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সম্পূর্ণ ঝুঁকি বহন করে।

সুবিধা-অসুবিধা : এই প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে মালিকের পক্ষে সকল দিকে যত্ন লওয়া সম্ভব হয়। লাভলোকসান সম্পূর্ণভাবে মালিকের বলিয়া সে সর্বদা সতর্ক থাকে এবং খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট করিয়া চলে। উপরন্তু, ইহাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় এবং শ্রমিক-মালিক সৌহার্দ্য বজায় থাকে।

কিন্তু যাহার মূলধন আছে তাহার ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা নাও থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ইহাতে কারবারে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী। এই কারণে একমালিকী কারবার অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির হয়। অনেক ক্ষেত্রে ইহা মাত্র স্থানীয় চাহিদাই মিটাইয়া থাকে।

অংশীদারী কারবার (Partnership Firm): দুই বা ততোধিক ব্যক্তি লাভক্ষতির অংশীদার হইতে স্বীকৃত হইয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে থাকিলে উহাকে অংশীদারী কারবার বলে। অবশ্য সকলকে যে সমান অংশীদার হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

সুবিধা: অংশীদারী কারবারও ব্যবসায় সংগঠনের অতি পুরাতন রূপ এবং ইহা একমালিকী কারবারের ত্রুটিগুলি হইতে অনেকাংশে মুক্ত। একজনের হয়ত মূলধন যোগাইবার সংগতি আছে, অপর একজনের ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা আছে। উভয়ে মিলিয়া কারবার করিলে উহা সফল হইবারই সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে পুরাতন মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠান নূতন অংশীদার গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, একমালিকী কারবার অপেক্ষা ইহা অধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে এবং ফলে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পরিধির হইতে পারে। তৃতীয়ত, অডিটর এটর্নি প্রভৃতির ব্যবসায়ে অনেক সময় কিছু দায়িত্বশীল লোককে বাহিরে এবং কিছু লোককে ভিতরে কাজ করিতে হয় বলিয়া এইরূপ ব্যবসায় অংশীদারীর ভিত্তিতেই গঠিত হওয়া সুবিধাজনক।

অসুবিধা: অংশীদারী কারবারেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, একজনের কুপরিচালনার ফল সকল অংশীদারকে ভোগ করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, অংশীদারগণ মিলিয়া যে-মূলধন যোগান দেয় তাহা অধিকাংশ সময় যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। এইজন্য যে-সকল ব্যবসায়ে বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় অংশীদারী কারবার তাহাদের অনুকূল নহে। তৃতীয়ত, এইরূপ কারবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসীম দায়ের (unlimited liability) ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। ইহার ফলে কারবার ফেল পড়িলে উহার যদি কোন দেনা থাকে তাহা একজন অংশীদারের নিকট হইতেই আদায় করা যাইতে পারে। ইহা অতি বিপজ্জনক ব্যবস্থা। এইজন্য লোকে অংশীদারী কারবারে সহসা যোগদান করিতে সাহসী হয় না। আজকাল অবশ্য অনেক সময় অংশীদারী কারবারের এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য অংশীদারদের দায় সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট (limited) করিয়া দেওয়া হয়। চতুর্থত, অংশীদারদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ মনোমালিন্যের ফলে কারবার মন্দের দিকে যাইতে পারে। পরিশেষে, মৃত্যু ইত্যাদি কারণে একজন অংশীদারের স্থান শূন্য হইলে তাহা পূরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান (Joint Stock Company): বর্তমানে ব্যবসায় সংগঠনের যে-রূপটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা হইল যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান। ইহার মূলে আছে বৃহদায়তন ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার।

গঠন: বহুসংখ্যক ব্যক্তি মূলধন প্রদান করিয়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এইসব মূলধন প্রদানকারীকে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার (shareholders) বলা হয়। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান অংশীদারগণের যৌথ কারবার হইলেও গঠিত বা

রেজিষ্ট্রীকৃত হইবার পর আইনের দৃষ্টিতে ইহা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সংস্থায় পরিণত হয়। ইহা সম্পত্তির মালিক হইতে পারে, চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে, আদালতে অভিযোক্তা এবং অভিযুক্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেও পারে। যৌথ মূলধনী কারবার পরিচালিত হয় সংশ্লিষ্ট দেশের কোম্পানী আইনের (Companies Act) দ্বারা।

মালিক অসংখ্য বলিয়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার থাকে অংশীদারগণের মধ্য হইতে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত এক পরিচালকমণ্ডলীর (Board of Directors) উপর। পরিচালকমণ্ডলী নীতি নির্ধারণ করে এবং উহারই তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্য পরিচালিত হয়।

পূর্বে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান অসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইত। যতদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ততদিন পর্যন্ত যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই, কারণ লোকে স্বাভাবিকভাবেই কোন প্রতিষ্ঠানের সামান্য নিষ্ক্রিয় অংশীদার হইয়া উহার সমগ্র দায় বহন করিতে চাহিত না। ১৮৫৫ সালে ইংল্যাণ্ডে সসীম দায়ের (limited liability) নীতি প্রবর্তিত হয়। এই অসুবিধাটি দূর হয়।

সসীম দায় এইরূপ কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য

তখন হইতে অংশীদারদের দায় তাহাদের ক্রীত অংশ বা শেয়ারেই সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ, কোম্পানীর দেনার দায়ে অংশীদারকে তাহার ক্রীত শেয়ারের মূল্যের পরিমাণ অর্থই হারাইতে হইতে পারে, কোন ক্ষেত্রেই ইহার অধিক নহে।

মূলধন সংগ্রহের পন্থা : এই অংশ বা শেয়ার বিক্রয়ই যে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের প্রধান পন্থা, তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহাতে অনেকেই সঞ্চয় বিনিয়োগ করিতে পারে তাহার জন্য সমগ্র মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে (share) বিভক্ত করা হয়। মোট মুনাফার পরিমাণ অনুসারে শেয়ারের উপর শতকরা হারে লভ্যাংশ (dividend) ঘোষণা করা হয়।

শেয়ার ছাড়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান ডিবেঞ্চার (debenture) বিক্রয় করিয়াও মূলধন সংগ্রহ করে। (ডিবেঞ্চার হইল এক রকমের তমসুক (bond) যাহার বিরুদ্ধে কোম্পানীর সম্পত্তি (assets) জামিন থাকে এবং যাহার উপর কোম্পানীকে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করিতে হয়।) সুতরাং ডিবেঞ্চার ক্রেতাগণ কোম্পানীর মালিক নয়, মহাজন মাত্র। মহাজন বলিয়া কোম্পানীর মুনাফার উপর কোন অধিকার অথবা পরিচালনার সংগে কোন সম্পর্ক তাহাদের থাকে না।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সাধারণত দুই প্রকারের হয় (১) অগ্রগণ্য শেয়ার (preference shares) এবং (২) সাধারণ শেয়ার (ordinary or equity shares)। অগ্রগণ্য শেয়ার যাহারা ক্রয় করে, কোম্পানীর লাভ হইলে তাহাদেরই দাবি অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়। কিন্তু তাহারা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় এবং কোম্পানীর পরিচালনায় তাহাদের বিশেষ কোন মতামত থাকে না।

সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে বলিয়া প্রতিষ্ঠানের উপর সাধারণ অংশীদারগণের (ordinary shareholders) নিয়ন্ত্রণও অধিক হয়।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সুবিধা (Advantages of Joint Stock Companies): যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে প্রথমেই বলিতে হয় যে ইহা ব্যতীত শিল্পবাণিজ্য বর্তমান উন্নত রূপ ধারণ করিত না। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির মূলে আছে বৃহদায়তন ব্যবসায়। যৌথ মূলধনী কারবারের ভিত্তিতেই বৃহদায়তন ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়া সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছে।

১। ইহা বৃহদায়তন ব্যবসায় সম্ভব করিয়াছে

এরূপ কতকগুলি ব্যবসাবাণিজ্য আছে যাহাতে প্রচুর মূলধন নিয়োগের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খনিজ তৈল উত্তোলন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া না উঠিলে এগুলি রাষ্ট্রকেই পরিচালনা করিতে হইত। সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কতটা করিয়া উঠিতে পারিত সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপরন্ত, ব্যাংক-ব্যবসায়, বীমা-ব্যবসায় প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠান যত বৃহদায়তন হয় উহার মর্যাদা ও মুনাফা তত বাড়ে। ফলে প্রতিষ্ঠানও তত সফল হয়। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানই এই সকল ব্যবসায়ের আয়তনের প্রসার সম্ভব করিয়াছে। একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার প্রভৃতির আয়তন প্রসারের পথে যে-প্রতিবন্ধকগুলি ছিল যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হওয়ায় সেগুলি অপসারিত হইয়াছে। ফলে অভূতপূর্ব আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপও (economies of scale) ঘটিয়াছে।

২। ফলে নানারূপ ব্যয়সংক্ষেপও ঘটিয়াছে

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান সমাজে নানাভাবে বিনিয়োগ-অভ্যাস (investment habit) গড়িয়া তুলে। প্রথমত, যাহাদের অর্থ আছে কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনা করিবার যোগ্যতা বা ইচ্ছা কোনটাই নাই, তাহারা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনিয়া বিনিয়োগ করিতে পারে। দায় সীমাবদ্ধ বলিয়া এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে লোকের টাকা খাটাইতে আগ্রহ থাকে। ইহা ছাড়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া বিনিয়োগের ঝুঁকি (risk) কমিয়া যায়।" বিনিয়োগকারী ইচ্ছামত শেয়ার বেচিয়া কমবেশী টাকা ফেরত পাইতে পারে। পরিশেষে, যাহাদের বেশী মূলধন আছে তাহাদের পক্ষে একই ব্যবসায়ে উহা বিনিয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিয়া তাহারা তাহাদের ঝুঁকিকে ছড়াইয়া দিতে (diffusion of risk) পারে।

৩। ইহা বিনিয়োগ-অভ্যাস গড়িয়া তুলে

শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য হওয়ার সুবিধা

স্থায়িত্ব যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের আর একটি গুণ। একমালিকী বা অংশীদারী কারবারের মত একজনের মৃত্যু হইলেই ব্যবসায় উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই কারণে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান দূর ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করিতে পারে, ব্যবসায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ব্যবসায় বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন ক্ষুদ্র পরিচালকমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া পরিচালনা ব্যাপারে উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়।

৪। স্থায়িত্ব ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য

বিনিয়োগের ঝুঁকি ও যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান (Risk of Investment and Joint Stock Company) : যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান কিভাবে বিনিয়োগের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা হ্রাস করে তাহার আরও একটু বিশদ আলোচনা করা যাইতে পারে। বর্তমান দিনের বৃহদায়তন ব্যবসাবাণিজ্যে শুধু যে বহু পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহাই নহে, উহা দীর্ঘকাল এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যও প্রয়োজন হয়। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান যে-মূলধন নিয়োগ করে তাহার এক বৃহদংশ হইল বিশেষীকৃত ও স্থায়ী মূলধন (specialised and fixed capital)। উহা দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশেষীকৃত উৎপাদনকার্যে আবদ্ধ থাকে। এইজন্য বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকিও বাড়িয়া যায়। হয়ত আবদ্ধ মূলধন বেশ কিছুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় রহিল, অথবা উহা হইতে যে-আয় হইবে আশা করা হইয়াছিল তাহা হইল না।

বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় দুই প্রকার ঝুঁকি :

১। মূলধনের বৃহদংশ আবদ্ধ থাকে

এই অনিশ্চয়তা ছাড়াও আর এক প্রকারের ঝুঁকি আছে। ইহা হইল বিক্রয়ের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উৎপাদন করিবার ঝুঁকি। বৃহদায়তন ব্যবসায় দূরবর্তী বাজার বা দূর ভবিষ্যতের জন্য উৎপাদন করে। উৎপাদনের সুরু হইতে উহা সমাপ্ত হইয়া দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিবার মধ্যে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন ঘটিতে পারে। অতএব, লোকসানের ঝুঁকি বহন করিয়াই বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন করিতে যাইতে হয়।

২। ভবিষ্যৎ চাহিদার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উৎপাদন করিতে হয়

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের ফলে বিনিয়োগের এই দুই প্রকার ঝুঁকিই পরিহার করা সম্ভব হইয়াছে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের মূলধনের এক বৃহদংশ আবদ্ধ হইয়া থাকিলেও, বিনিয়োগকারীর অর্থ আবদ্ধ থাকে না। সে ইচ্ছা করিলে শেয়ার বেচিয়া দিতে পারে। শেয়ার বাজার (stock exchanges) থাকার দরুন তাহাকে ক্রেতাও খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে উভয় ঝুঁকিই পরিহার করা সম্ভব

দ্বিতীয়ত, যৌথ মূলধনী কারবারের ফলে কমবেশী ঝুঁকি লওয়া সম্ভব হয়। কেহ সাধারণ শেয়ার কিনিয়া অধিক দায়িত্ব লইতে রাজী না হইলে অগ্রগণ্য শেয়ার কিনিতে পারে। আরও কম ঝুঁকি লইতে চাহিলে ডিবেঞ্চার কিনিতে পারে। আবার যদি সাধারণ শেয়ারেই সঞ্চয় বিনিয়োগ করিতে চায় তবে এক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার না কিনিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনিতে পারে।

উপরন্তু, সঞ্চয়কারীকে যে সরাসরি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সে তাহার সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখিতে পারে, বীমায় নিয়োগ করিতে পারে, বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (investment trusts) প্রভৃতির হস্তেও সমর্পণ করিতে পারে। এই সকল প্রতিষ্ঠানই আবার তাহাদের সংগৃহীত সঞ্চয় ব্যবসাবাণিজ্যে বিনিয়োগ করে। সুতরাং প্রকৃত ঝুঁকি ইহারাই বহন করে। এই ঝুঁকি বহনই ইহাদের অন্যতম বিশেষীকৃত কার্য (specialised function)।

ঝুঁকি বহন বর্তমানে বিশেষীকৃত কার্য

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের ফলে ঝুঁকি বহনও বিশেষীকৃত কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহাই উৎপাদনের আয়তন প্রসার করিয়া শিল্পবাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছে।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা (Disadvantages of Joint Stock Company) : যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা বা ত্রুটিও দেখা যায়। অংশীদারগণ সংখ্যায় অধিক এবং ভাসমান প্রকৃতির বলিয়া পরিচালনার সহিত তাহাদের কোন যোগাযোগ থাকে না। অংশীদারেরা যেন হোটেলের অতিথি। হোটেল ভাল চলিতেছে কি মন্দ চলিতেছে তাহাতে যেমন অতিথিদের কোন আগ্রহ থাকে না, সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাইলেই তাহারা যেমন সন্তুষ্ট থাকে—তেমনি নিয়মিত লভ্যাংশ পাইলেই অংশীদারগণ যথেষ্ট মনে করে। ইহার ফলে কোম্পানীর ভাগ্যনিয়ন্তা পরিচালকগণ নানা অসদুপায়ে নিজেদের স্বার্থসাধন করিবার সুযোগ পায়।

১। অংশীদারগণ ও পরিচালনার মধ্যে যোগাযোগের অভাব

দ্বিতীয়ত, যৌথ মূলধনী কারবারের পরিচালনা তত্ত্বগতভাবে গণতান্ত্রিক হইলেও কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যায়। তত্ত্বের দিক দিয়া সকল অংশীদারই পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন করে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে কতিপয় অংশীদার শেয়ারের অধিকাংশ হস্তগত করিয়া কারবারের পূর্ণ নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

২। কেন্দ্রীভূত পরিচালনা

তৃতীয়ত, পরিচালনার ভার অনেক সময় বেতনভুক্ ম্যানেজারের হস্তে অর্পণ করা হয় বলিয়া অংশীদারগণ ও পরিচালনার মধ্যে সম্পর্ক আরও দূর হইয়া পড়ে। বেতনভুক্ ম্যানেজার রুটিন-মাফিক কার্য করিয়াই চলে এবং ফলে পরিচালনা গতানুগতিক রূপ ধারণ করে। সুতরাং যে-সকল ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগের বেশী প্রয়োজন হয় যৌথ মূলধনী কারবার তাহাদের উপযোগী নয়।

৩। গতানুগতিক পরিচালনা

চতুর্থত, সাধারণ মালিক বা অংশীদারগণের সংগে পরিচালনার বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া শ্রমিক-মালিকে সম্পর্কও মধুর হয় না।

৪। শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের ত্রুটি

পঞ্চমত, শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতার যেমন সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও আছে। শেয়ার বিক্রয়যোগ্য বলিয়া লোকে ফটকা বাজারের কার্যে আগ্রহশীল হয়। ইহার ফলে দেশের সঞ্চয় উৎপাদনশীল কার্যের দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। উপরন্তু, দেখা যায় যে লোকে ফটকা বাজারে লোকসান খাইয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় সঞ্চয়কারীদের ঠকাইবার জন্য ভুয়া কোম্পানী গড়িয়া উঠে। ইহাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া লোকের বিনিয়োগের ইচ্ছা অন্তর্হিত হয়।

৫। শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতার জন্য অসুবিধা

প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ, অপচয়, ব্যবসায়ের আয়তন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব ইত্যাদি যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ত্রুটি।

৬। অন্যান্য ত্রুটি

উপসংহার : তবুও বলা যায়, ব্যবসায় সংগঠনের এই রূপের অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধাই বেশী। এই কারণেই ইহা প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সমবায় (Co-operation) : একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে ব্যবসায় সংগঠনের ধনতান্ত্রিক রূপ (capitalistic form) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। মুনাফা সর্বাধিককরণই (profit maximisation) ব্যবসায় সংগঠনের এই সকল রূপের লক্ষ্য। ইহাদের ফলে সমাজজীবন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজ্ঞাপন প্রচারকার্য প্রভৃতির জন্য প্রভূত অর্থের অপচয় হয়, শ্রমিক নিপীড়িত হয়, সাধারণে অতিরিক্ত দাম প্রদান করিতে বাধ্য হয়, অকাম্য ও 'অপ্রয়োজনীয়' দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় কিন্তু প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন অবহেলিত হইতে থাকে, ইত্যাদি। একশ্রেণীর লেখকের মতে, ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় সংগঠনের এই সকল ত্রুটি দূর করিবার উপায় হইল সমবায়ের ভিত্তিতে ব্যবসাবাণিজ্য সংগঠন করা। সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত ব্যবসায়কে সমবায় সমিতি (co-operative society) বলা হয়।

সমবায়িক সংগঠনের প্রকৃতি

সমবায়িক ব্যবসায় সংগঠন মানুষকে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে অবস্থার উন্নতিসাধনের পথ নির্দেশ করে। ইহাতে যাহারা দরিদ্র, যাহারা যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিয়া একমালিকী বা অংশীদারী কারবার অথবা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান খুলিতে পারে না তাহারা পরস্পরের সহিত সাম্যের ভিত্তিতে মিলিত হইয়া পরস্পরের আর্থিক স্বার্থসাধন করিতে পারে। এই কারণে ক্ষুদ্রায়তন কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ, ক্ষুদ্র ঋণ-ব্যবস্থা প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমবায় বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়।

সমবায়ের উপযোগিতা

সমবায়ের সীমাবদ্ধতা : কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে এই সকল ক্ষেত্রেও সমবায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহার মূলে আছে সমবায়ের কয়েকটি স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা।

প্রথমত, অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না বলিয়া সমবায়িক প্রতিষ্ঠানে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের (economies of scale) বিশেষ সুযোগ ঘটে না। দ্বিতীয়ত, সমবায় সংগঠনে পরিচালনার বিশেষীকরণের (specialisation of management) অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সকলেরই পরিচালনার যোগ্যতা আছে ইহা ধরিয়া লইয়া অনেক সময় অযোগ্য ব্যক্তির হস্তেই পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। পরিশেষে, ব্যক্তির মুনাফা-প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করিয়া পারস্পরিক স্বার্থসাধনের নীতিকে বলবৎ করিবার জন্য যে শিক্ষা ও আদর্শ প্রসারের প্রয়োজন হয় তাহাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা (State Management) : রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসারের ফলে শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিবহণ ও সংসরণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জলসেচ-

ব্যবস্থা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কার্য (public utility services) ছাড়াও অন্যান্য শিল্পবাণিজ্য রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতে দেখা যায়।

সপক্ষে যুক্তি : রাষ্ট্রীয় পরিচালনা সামাজিক কল্যাণের অনুপন্থী বলিয়া বিবেচিত হয়। ব্যবসাবাণিজ্য রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে থাকিলে মুনাফা দেশের সকলে ভোগ করিতে পারে। ইহাতে আর্থিক বৈষম্যের হ্রাস ঘটে। ব্যক্তিগত পরিচালনার অপচয়, অনগ্রসরতা, বেকার-সমস্যা প্রভৃতি যে-সকল ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় তাহা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। মুনাফা সর্বাধিককরণই ব্যক্তিগত মালিকের লক্ষ্য। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কিন্তু জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করা এবং তাহাদের কার্যের সম্ভাবলীর উন্নয়নসাধন করা। এই কারণে রাষ্ট্র মুনাফা হ্রাস করিয়াও বহু লোককে নিয়োগ করিতে পারে, আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নূতন শিল্পের পত্তন করিতে পারে এবং অকাম্য দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস বা রহিত করিতে পারে। প্রতিযোগিতা থাকে না বলিয়া রাষ্ট্রের পক্ষে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইবারও প্রয়োজন হয় না। ফলে অর্থ উৎপাদনশীল কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে।

বিপক্ষে যুক্তি : রাষ্ট্রীয় পরিচালনা অবশ্য ত্রুটিহীন নহে। উদ্যম ও উৎসাহহীন পরিচালনা এই প্রকার সংগঠনের প্রধান ত্রুটি। মুনাফার সম্ভাবনা নাই বলিয়া এবং অভ্যাসগত কারণে রাষ্ট্রীয় পরিচালকগণ রুটিন-মাফিক কার্য করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। এইজন্যই আবার তাহাদের মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ, স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য দুর্নীতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে। পরিচালকগণের ভুলের দরুন ক্ষতিও হইতে দেখা যায়। তবুও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার প্রতি আকর্ষণ কমে নাই; বরং দিন দিন ইহা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সুরুতেই বলা হইয়াছে যে ইহার মূলে আছে সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসার।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিচালনা (Management of Public Sector Enterprises) : রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রধানত তিন প্রকারের পরিচালনা-ব্যবস্থা দেখা যায়।

ক। বিভাগীয় সংগঠন (Departmental Organisation) : কোন কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সরকারের কোন বিভাগ বা দপ্তর বা সরকারের কোন বিভাগের অধীনে কোন বোর্ড দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতে যেমন রেল পরিবহণ, ডাক ও তার ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের কারখানা, প্রোটোটাইপ মেশিন টুল ফ্যাক্টরী, চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন কারখানা, অল্-ইণ্ডিয়া রেডিও, ইত্যাদি। এইরূপ সংগঠন-ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা জারি করিতে পারে, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যও কার্যকর করিতে পারে। উপরন্তু, এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়। কিন্তু এইরূপ সংগঠনের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ খুবই ব্যাপক বলিয়া কার্যসম্পাদনে অযথা বিলম্ব ঘটে।

খ। বিধিবদ্ধ বা সরকারী করপোরেশন (Statutory or Public Corporations): অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা সরাসরি সম্পাদিত না হইয়া বিধিবদ্ধ বা সরকারী করপোরেশনের (Statutory or Public Corporations) মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। ইহার মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, করপোরেশনগুলির পৃথক আইনগত অস্তিত্ব থাকে। অপরদিকে পরিচালনা ও অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে ইহারা স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে। কিন্তু করপোরেশনগুলি আইনত স্বতন্ত্র হইলেও ইহারা কার্যপরিচালনার জন্য সরকারের নিকট দায়ী থাকে। আবার সরকারও ইহাদের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকে। আমাদের দেশে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন, ইণ্ডিয়ান্ এয়ার লাইনস্ করপোরেশন, জীবনবীমা করপোরেশন প্রভৃতি সরকারী করপোরেশনের দৃষ্টান্ত।

গ। সরকারী কোম্পানী (Government Company): সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে আরও একপ্রকারের পরিচালনা-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করিতেছে। উহা হইতেছে সরকারী মালিকানা ও পরিচালনায় যৌথ মূলধনী কারবার। এই ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে এইরূপ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যৌথ মূলধনী কারবারের ন্যায় সংগঠিত হয় এবং সরকার নিজেই সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করে। ভারতের জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোবেশন প্রাইভেট লিমিটেড, হিন্দুস্থান স্টীল্ লিমিটেড, হেভি ইলেক্‌ট্রিক্যাল লিমিটেড প্রভৃতি এইরূপ রাষ্ট্রীয় সংগঠন।

সরকারী কোম্পানীর সুবিধা সম্পর্কে বলা হয় যে ইহাতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ন্যায় সরকারী সংগঠনের পরিচালনা সম্ভবপর হয়। ইহা ব্যতীত অর্থসংক্রান্ত ও পরিচালনা ব্যাপারে সরকারী করপোরেশন অপেক্ষাও অধিকতর নমনীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য ভোগ করা যায়। এই ধরনের সংগঠনে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকে না, অথচ সংগঠনগুলি সরকারের মন্ত্রিদপ্তরের অধীনে আসে বলিয়া উহারা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকে। বেশ কিছু সংখ্যক ব্যবসায় বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি এই সকল কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া ইহাদের পরিচালনায় অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থায় সংগঠকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্ভব করিয়াছে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান। এখনও অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একমালিকী কারবার ও অংশীদারী কারবার বর্তমান আছে। অপরদিকে আবার সমবায় ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার দিকেও ঝোঁক দেখা গিয়াছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীন পরিচালনার বিভিন্ন রূপ আছে। বর্তমানে যৌথ কোম্পানীভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের দিকেও ঝোঁক দেখা দিয়াছে।

অনুশীলনী

1. What are the functions of the entrepreneur? Estimate his importance in the modern economic organisation.

[সংগঠকের কার্যাবলী কি কি? বর্তমান দিনের অর্থনৈতিক সংগঠনে সংগঠকের গুরুত্ব নির্দেশ কর।] (৫৪-৫৭ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the Joint Stock method of business organisation and examine its advantages and drawbacks.

[গুণাগুণসহ যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা কর ।] (৫৮-৬০ এবং ৬১-৬৩ পৃষ্ঠা)

3. State and critically examine the distinctive features of Joint Stock Companies. (C. U. B. Com. 1964) Indicate in this connection how diminution of risk is rendered possible under such form of business organisation.

[যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ ও পর্যালোচনা কর। এই প্রসংগে দেখাও যে এই ব্যবসায় সংগঠনের ফলে কিভাবে ঝুঁকি হ্রাস পায় ।] (৫৮-৬১ পৃষ্ঠা)

4. What is a Public Enterprise ? What are the various forms of management of Public Sector enterprises ? What are its merits and demerits ? (C. U. B. Com. 1975)

[রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠান কাহাকে বলে ? এই ধরনের প্রতিষ্ঠান কোন্ কোন্ ভাবে পরিচালিত হইতে পারে ? উহার গুণাগুণ কি কি ?] (৬১-৬৫ পৃষ্ঠা)

৮ সংগঠনের আরও দুইটি দিক (TWO MORE ASPECTS OF ORGANISATION)

বিশেষীকরণ (Specialisation) : দেখা গিয়াছে, বিশেষীকরণই (specialisation) বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি। জমি শ্রম মূলধন সকলের মধ্যেই আজ অল্পবিস্তর বিশেষীকরণ লক্ষ্য করা যায়। উৎপাদন পরিচালনা বা সংগঠনকার্যও সম্পূর্ণ বিশেষীকৃত কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ক। শ্রমবিভাগ (Division of Labour) ; শ্রমের বিশেষীকরণ বা শ্রমবিভাগই বিশেষীকরণের আদি রূপ। অতি সরলভাবে পেশা বা কর্মবিভাগ হিসাবে ইহার সুরু হয়। ক্রমে প্রত্যেক পেশা বা কর্মও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় (processes) বিভক্ত হইতে থাকে এবং শেষে প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া আবার বিভিন্ন অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় (incomplete processes) বিভক্ত হইয়া পড়ে। যেমন, প্রথমে সরল কর্মবিভাগের ফলে একদল লোক জুতা তৈয়ারের পেশা গ্রহণ করে। তখন তাহাদের প্রত্যেককে চর্মসংগ্রহ হইতে সেলাই পর্যন্ত সকল কাজই করিতে হইত। পরে চর্মসংগ্রহ করিতে থাকে একদল লোক, চর্ম পরিষ্কার ও শোধন করিতে থাকে আর একদল লোক এবং শোধিত চর্ম হইতে জুতা তৈয়ার করিতে থাকে তৃতীয় দল লোক। এইভাবে জুতা তৈয়ারের কার্য তিনটি প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহার পর বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রসার লাভ করিলে বাটার ন্যায় জুতার কারখানায় মাত্র জুতা তৈয়ারের কার্যই শতাধিক অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়। অ্যাডাম স্মিথ দেখিয়াছিলেন যে আলপিন তৈয়ারের কার্য ১৮টি অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত। এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান থাকিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে শুধু শতাধিক নহে সহস্রাধিক অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত উৎপাদনকার্যও আছে।

বর্তমান বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমবিভাগ

শ্রমবিভাগের সুফল (Advantages of Division of Labour): শ্রমবিভাগের ফলেই শিল্পবাণিজ্যের এবং জীবনযাত্রার বর্তমান উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। অবশ্য অর্থ নৈতিক উন্নয়নে বিশেষীকরণ ছাড়াও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও ব্যবহার, মূলধন-গঠন প্রভৃতি বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে। তবুও বলা যায়, শ্রমবিভাগ ব্যতিরেকে এগুলি কোন উপকারেই আসিত না। উদাহরণ দিয়া কেয়ার্ণক্রস বলিয়াছেন যে এঞ্জিন-নির্মাতা, এঞ্জিন-চালক, গার্ড, সিগন্যালার প্রভৃতির মধ্যে যদি শ্রমবিভাগ না থাকিত তবে বাষ্পীয় এঞ্জিন হইতে কখনও রেলপথ পরিবহণের (railway transport) উদ্ভব হইত না। দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগ যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সহায়তা করিয়াছে। একই প্রকার কার্যে নিযুক্ত থাকিবার ফলেই বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানীর পক্ষে গবেষণায় নিযুক্ত থাকা সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিতে পারিয়াছে। তৃতীয়ত, শ্রমবিভাগ শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়াও উন্নয়ন সম্ভব করে। অ্যাডাম স্মিথই প্রথম দেখাইয়াছিলেন যে যে-কাজের অধিক উপযুক্ত মাত্র তাহাতে নিযুক্ত থাকিলেই সে দক্ষতা দেখাইতে পারে। এই নীতিই অর্থ নৈতিক অগ্রগতির সূত্র ও বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি। চতুর্থত, শ্রমবিভাগের ফলে সময়ও বাঁচে। এই শ্রমসংক্ষেপ (economy of labour) অপ্রাচুর্যজনিত সমস্যার (problem of scarcity) সমাধানে বিশেষ সহায়তা করে। পরিশেষে, শ্রমবিভাগের ফলে অন্যান্য ব্যয় হ্রাস এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বলিয়া মজুরিবৃদ্ধিও ঘটে।

বিশেষীকরণ বা শ্রমবিভাগই অর্থ নৈতিক অগ্রগতির সূত্র

শ্রমবিভাগের কুফল বা বিপদ (Demerits or Dangers of Division of Labour): শ্রমবিভাগের বিশেষ কয়েকটি কুফলও অবশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, অতিমাত্রায় বিশেষীকরণের ফলে শ্রমিক যন্ত্রবৎ হইয়া পড়ে। তাহার আর অন্য কার্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। দ্বিতীয়ত, বৈচিত্র্যবিহীন কাজ শ্রমিকের মনের উপরও আঘাত করে, ইহা শ্রমিককে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের অংশ করিয়া তুলে। ফলে তাহাকে নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। তৃতীয়ত, শ্রমবিভাগ সামাজিক সংহতির পরিপন্থী। বিশেষীকৃত শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের দৃষ্টিভংগি সাধারণত সংকীর্ণ হয়। ইহা হইতে উদ্ভব ঘটে তাহাদের শ্রেণীগত মনোভাবের (sectionalism)। ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইতে থাকে। উপরন্তু, মানুষ যন্ত্রবৎ এবং সংকীর্ণ হওয়ার দরুন নিজের মনুষ্যত্ব বা ব্যক্তিগত সত্তাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং সমাজও হইয়া দাঁড়ায় অপূর্ণাংগ ও পংগু জীবের সমষ্টি।[১] চতুর্থত, শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিককে বিশেষ ঝুঁকি বহন করিতে হয়। বিশেষীকৃত কার্যে নিযুক্ত শ্রমিক একটিমাত্র দ্রব্যের একাংশ উৎপাদন করিয়া চলে। উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চাহিদা

শ্রমিক যন্ত্রবৎ ও তাহার দৃষ্টিভংগি সংকীর্ণ হয়

তাহাকে নিয়োগ-হীনতার ঝুঁকি বহন করিতে হয়

১. "Specialisation may breed half men—anemic clerks and brutish truck drivers." Samuelson

অনুমান করিয়া। সুতরাং শ্রমিকের কর্মচ্যুত হওয়ার আশংকা সর্বদাই বর্তমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূলধন-মালিক বা শ্রমিক কাহারও ক্ষেত্রে বাজার নিশ্চিত নহে।[১] মূলধন-মালিকের যেরূপ লোকসানের ভয় রহিয়াছে, শ্রমিকেরও তেমনি রহিয়াছে বেকারত্বের ভাবনা। বলা যায়, শ্রমবিভাগের ফলে এক নূতন বর্ণভেদ প্রথার (caste system) সৃষ্টি হইয়াছে যাহার ফলে শ্রমিকের পক্ষে অন্নসংস্থানের জন্য একই বিশেষীকৃত কার্যের এবং ফলে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। পরিশেষে, শ্রমিক কি ধরনের বিশেষীকৃত কার্যে নিযুক্ত হইবে সে-সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের ভারও সংগঠকের উপর ন্যস্ত, শ্রমিকের উপর নহে। ইহার ফলে শ্রমবিভাগ অতি সংকীর্ণ রূপ ধারণ করে। যেক্ষেত্রে শ্রমিক দুই-তিনটি কার্য শিক্ষা করিতে পারিত সেখানে সে একটিমাত্র কার্যই শিখে, যেক্ষেত্রে শ্রমিকের দক্ষতা কয়েকভাবে পরিস্ফুট হইতে পারিত সেখানে উহা একমুখীই হয়।

সুতরাং প্রয়োজন হয় সংকীর্ণভাবে বিশেষীকৃত অসংখ্য কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে সংহতিসাধনের। এই সংহতিসাধনের ভারও সংগঠকের উপর ন্যস্ত। শ্রমিক যদি ইহার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে, সংগঠক কর্তৃক নির্ধারিত গতির সহিত তাল রাখিতে পারে তবেই সে আগামী দিনের ভাবনা হইতে 'কতকটা' নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে। কিন্তু ভবিষ্যতের চাহিদা অনুমান করিয়া উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয় বলিয়া সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া তাহার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নহে।

খ। আঞ্চলিক বিশেষীকরণ ও শিল্পের স্থান-নির্বাচন (Territorial Specialisation and Location of Industry):

আঞ্চলিক বিশেষীকরণ বা একদেশতা

আঞ্চলিক বিশেষীকরণ (territorial specialisation) বর্তমান শিল্প-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেখা যায়, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান যেমন বিশেষীকৃত কার্যে নিযুক্ত থাকে, বিভিন্ন অঞ্চলও তেমনি বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যাপৃত থাকে। এই আঞ্চলিক বিশেষীকরণে শিল্পের একদেশতাও (localisation of industries) বলা হয়। •

একদেশতার কারণ: একদেশতার উদ্ভব হয় 'স্বাভাবিক সুবিধা'র (natural advantages) জন্য। এই স্বাভাবিক সুবিধার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:

(ক) কাঁচামাল সংগ্রহে সুবিধা: কাঁচামাল সংগ্রহে সুবিধা একদেশতার উদ্ভবের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলার পাটকল শিল্পের ন্যায় বোম্বাই ও আমেদাবাদের তুলাবস্ত্র শিল্পও প্রধানত কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধার জন্যই সংশ্লিষ্ট স্থানে ভিড় করিয়াছিল।

(খ) শ্রমিক সংগ্রহে সুবিধা: পূর্বে যখন শ্রম ছিল অতিমাত্রায় গতিবিহীন (immobile) তখন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের স্থান-নির্বাচনে সংগঠককে শ্রমিক সংগ্রহের সুবিধা-অসুবিধার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত। বর্তমানে অবশ্য শ্রমের গতিশীলতা

১. "For the worker, no less for the capitalist, there is no assured market." Cairncross

বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবুও যেখানে শ্রমিক সরবরাহ অপেক্ষাকৃত পর্যাপ্ত সংগঠকগণকে সেখানেই প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহান্বিত হইতে দেখা যায়।

(গ) জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থান: যে-স্থানের জলবায়ু অনুকূল শিল্পের পক্ষে সেই স্থানেই কেন্দ্রীভূত হইবার প্রবণতা দেখা দেয়। ল্যাংকাশায়ারের বিশেষ জলবায়ুর জন্যই ঐ অঞ্চল বহুদিন ধরিয়া বয়ন শিল্পে সারা পৃথিবীতে একপ্রকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সমুদ্র বন্দর নদী প্রভৃতির নৈকট্যও অবস্থান নির্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যে-সকল শিল্প রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদন করে এবং যে-সকল শিল্প কাঁচামালের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল তাহাদের পক্ষে বন্দরের নিকট প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সুবিধাজনক।

(ঘ) শক্তির সান্নিধ্য: পূর্বে শক্তির সান্নিধ্য শিল্পের একদেশতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক ছিল। বর্তমানে অবশ্য স্বল্প ব্যয়ে বৈদ্যুতিক শক্তিকে বহু দূরে লইয়া যাওয়া যায় বলিয়া শিল্পের আকর্ষক হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের সান্নিধ্যের গুরুত্ব অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে।

(ঙ) বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্য: প্রাচীনকালে রাজদরবারের নিকটবর্তী স্থানেই বিভিন্ন শিল্পকে কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যাইত, অন্যান্য সুবিধা না থাকিলেও একমাত্র বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্যই শিল্পের একদেশতার কারণ হিসাবে যথেষ্ট ছিল। ঢাকাই মসলিন, মুর্শিদাবাদের সিল্ক প্রভৃতির একদেশতার কারণ ছিল ইহাই। বর্তমানেও দেখা যায়, বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্যের জন্য অনেক শিল্প মহানগরীর নিকটে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

স্বাভাবিক সুবিধার আপেক্ষিকতাই শিল্পের অবস্থানের নির্ধারক

এই সকল স্বাভাবিক সুবিধার মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি বিশেষ ক্ষেত্রে একদেশতার কারণ হইবে, তাহা নির্ভর করে উহাদের আকর্ষণী শক্তির (pull) আপেক্ষিকতার উপর। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, কাঁচামালের সান্নিধ্য, শ্রমিক সংগ্রহে সুবিধা, শক্তির সান্নিধ্য, বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্য প্রভৃতি বিভিন্ন আকর্ষণী শক্তির মধ্যে যেটি বা যেগুলি প্রধান হইবে সেটি বা সেগুলিই শিল্পটির অবস্থান নির্ধারণ করিবে।

বহন-ব্যয় এই আপেক্ষিকতা বিচারের মাপকাঠি

সংগঠনের নিকট এই আপেক্ষিকতা বিচারের মাপকাঠি হইল বহন-ব্যয় (transport costs) জনিত সুবিধা।[১] যে-স্থানে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (Firm) স্থাপন করিলে কাঁচামাল ইত্যাদি বহন করিয়া লইয়া আসা এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়বাজারে প্রেরণ করা ব্যাপারে সর্বাধিক সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে, সংগঠকগণ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের জন্য সেই স্থান নির্বাচনেই আগ্রহান্বিত হয়। ফলে উদ্ভব হয় শিল্পের একদেশতার।

একদেশতার সুবিধা ও স্থায়িত্বের সম্ভাবনা

একবার একদেশতার উদ্ভব হইলে সুযোগসুবিধার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যেমন, নূতন পথঘাট নির্মিত হয়, রেললাইন পাতা হয়, ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, শিল্পজাত দ্রব্যটি বাজারে সুনাম অর্জন করে, ইত্যাদি। ইহার ফলে একদেশতা স্থায়ী হইবার প্রবণতা দেখা যায়।

১. "The location of manufacturing industries may be influenced by many factors, but often the dominant influence is transport costs." Benham

একদেশতার অসুবিধা (Disadvantages of Localisation): একদেশতার অবশ্য অসুবিধাও আছে। প্রথমত, কেন্দ্রীভূত শিল্পে মাত্র একই ধরনের শ্রমিক কাজ পায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক পরিবারের অধিকাংশ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা নিয়োগহীন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত, অত্যধিক একদেশতা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সাধারণ জনাকীর্ণতা ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যহীনতার সৃষ্টি করে। ইহাতে শ্রমের দক্ষতা ব্যাহত হয়। তৃতীয়ত, একদেশতার প্রত্যক্ষ বিপদও আছে। যে-অঞ্চলের অধিবাসিগণ একটিমাত্র শিল্পের উপর নির্ভরশীল থাকে তাহাদিগকে একরূপ অনিশ্চিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। যদি কোন কারণে ঐ শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যায় বা লোপ পায় তবে আয়, নিয়োগ প্রভৃতি এত কমিয়া যাইবে যে ঐ অঞ্চল হইয়া উঠে অন্যতম দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চল (depressed area)। পরিশেষে, একদেশতার আধিক্য দেশের বৃহত্তর স্বার্থেরও পরিপন্থী। যে-সকল স্থানে শিল্পের একদেশতার উদ্ভব হয় সেই সকল অঞ্চলেই নিয়োগ ও মজুরি বৃদ্ধি পাইয়া জীবন-যাত্রার মানের উন্নতি সাধিত হয়। ফলে অর্থ-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক ভারসাম্য (regional balance) থাকে না। এই সকল কারণে বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই শিল্পের স্থান-নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। পূর্বের ন্যায় উহা আর বেসরকারী সংগঠকদের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিত নাই।

একদেশতার আধিক্য জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী

সংক্ষিপ্তসার

সকল উপাদানের ক্ষেত্রেই বিশেষীকরণ বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য। (১) শ্রমবিভাগ এবং (২) আঞ্চলিক বিশেষীকরণ—এই দুইটিই বিশেষীকরণের প্রধান রূপ। শ্রমবিভাগের সংগে যন্ত্রপাতি, বেকারত্ব, ইত্যাদি সমস্যা জড়িত আছে। অপরদিকে একদেশতারও অসুবিধা আছে।

অনুশীলনী

1. What is specialisation? Discuss its extent and describe the economic system based upon it.

[বিশেষীকরণ কাহাকে বলে? ইহার পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা কর এবং ইহার উপর স্থাপিত অর্থ-ব্যবস্থার বর্ণনা কর।]

[ইংগিত : বিশেষীকরণ বলিতে বুঝায় একটি বিশেষ কাজে (use) নিযুক্ত থাকা। এই বিশেষীকরণ বর্তমানে শ্রম জমি মূলধন ও সংগঠন—উৎপাদনের চারিটি উপাদানের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ইহা ছাড়া আঞ্চলিক বিশেষীকরণও আছে। বিশেষীকরণের ফলে প্রয়োজন হয় সংহতিসাধনের। বর্তমানে এই দায়িত্ব সংগঠনের উপর ন্যস্ত। আবার বিশেষীকরণের দরুনই গড়িয়া উঠিয়াছে বিনিময় ও সহযোগিতার (exchange and co-operation) উপর স্থাপিত বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থা।...এবং ৫৪-৫৫, ৬৬-৬৮ পৃষ্ঠা]

2. What are the dangers of specialisation of labour? To what extent and in what ways can they be overcome?

[শ্রমের বিশেষীকরণের বিপদ কি কি? কতটা পরিমাণে এবং কিভাবে বিপদগুলিকে দূরীভূত করা যায়?]

[ইংগিত : বিশেষীকরণের নানা বিপদ আছে—ইহাতে শ্রমিক যন্ত্রবৎ হইয়া পড়ে, তাহাকে বেকারত্বের ঝুঁকি বহন করিতে হয়, সামাজিক সংহতি নষ্ট হয়, ইত্যাদি।

একটিমাত্র কার্যের পরিবর্তে শ্রমিককে বিভিন্ন কার্যে নিয়োগ, কারিগরি দক্ষতার প্রসার, নিয়োগ-সংস্থা স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা শ্রমের গতিশীলতার বৃদ্ধি করিয়া প্রথম দুইটি বিপদ অনেকাংশে এড়ানো যায়। তৃতীয় বিপদটি দূর করিবার মাধ্যম হইল রাষ্ট্রনৈতিক উপায়ে সামাজিক উৎসাহের (social enthusiasm) সৃষ্টি করা। ... এবং ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা]

3. Account for origin and persistence of localisation of industries. To what extent may localisation be desirable?

[শিল্পের একদেশতার উদ্ভব ও স্থায়িত্বের কারণ বর্ণনা কর। কতদূর পর্যন্ত আঞ্চলিক বিশেষীকরণ কাম্য বিবেচিত হইতে পারে?] (৬৮-৭০ পৃষ্ঠা)

---

৯ উৎপাদনের আয়তন—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান (SCALE OF PRODUCTION—BIG AND SMALL FIRMS)

বিশেষীকরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হইল বৃহদায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (firm), যাহাকে বর্তমান দিনের উৎপাদন-ব্যবস্থার অংগ বলিয়া গণ্য করা যায়। জমি শ্রম ও মূলধনকে যদি বিশেষীকৃত কার্যে নিযুক্ত করিতে হয় তবে বৃহদায়তনে উৎপাদন করিতেই হইবে। বৃহদায়তনে উৎপাদন করিতে করিতে আরও বিশেষীকরণের সুযোগ উপস্থিত হয়, ফলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর আকার ধারণ করে। অবশ্য বর্তমানে বৃহদায়তনে উৎপাদন-প্রবণতার আরও একটি কারণ আছে। ইহা হইল বিক্রয়বাজারের প্রসার। বিক্রয়বাজার যতদিন গ্রামীণ হাটের মত সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন উৎপাদনের আয়তন বৃহৎ হইতে পারে নাই, কারণ প্রচুর উৎপন্ন দ্রব্য সংকীর্ণ বাজারে বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং বিশেষীকরণ এবং বিক্রয়বাজারের প্রসার—এই দুইটি বিষয়ই উৎপাদন-ব্যবস্থাকে বৃহদায়তনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সম্প্রসারণের কারণ

আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (Economies of Scale); উৎপাদনের সকল উপাদানেরই বিশেষীকরণের ফলে যে-সমস্ত সুবিধা বা ব্যয়সংক্ষেপ (economies) ঘটে তাহা সকলই বৃহদায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ভোগ করিতে পারে। ইহা ছাড়া বিক্রয় ব্যাপারে এবং অর্থসংগ্রহেও কতকগুলি সুবিধা হয়। বৃহদায়তনে উৎপাদনের এই সমস্ত সুবিধাকে সংক্ষেপে 'আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ' (economies of scale) বা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা (advantages of large-scale production) বলিয়া বর্ণনা করা হয়।[১] মার্শাল ইহাদিগকে (ক) বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ (external economies) এবং (খ) আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ

আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ. ক। বহিরাগত, খ। আভ্যন্তরীণ

internal economies)—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক শিল্প এবং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কবলিত হইলেও নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত সম্প্রসারণের ফলে এই দুই প্রকার ব্যয়সংক্ষেপই দেখা দেয়।

সাধারণত শিল্পের একদেশতাকেই বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হয়।[১] কিন্তু একদেশতা ব্যতিবেকেই এই প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে পারে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কোন শিল্প বা কোন শ্রেণীভুক্ত শিল্পসমূহের আয়তন সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বা শিল্প যে-সকল সুবিধা ভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহাই বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত। অর্থাৎ, আয়তন সম্প্রসারণের ফলে এই ব্যয়সংক্ষেপ কোন বিশেষ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (firm) এককভাবে ভোগ করে না, সংগে সংগে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও উহা ভোগ করিতে সমর্থ হয়। আবার কোন বিশেষ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধি ব্যতিবেকেও উহা অপরের আয়তনবৃদ্ধির দরুন ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। জামসেদপুর টাটার কারখানা সম্প্রসারণের দরুন নূতন কোন রেললাইন পাতা হইলে ঐখানে যে টিন-পাত শিল্প (tin-plate industry) আছে তাহারও পরিবহণজনিত কিছু ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিবে।

বহিরাগত ব্যয়-সংক্ষেপের স্বরূপ

আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ কিন্তু কারখানা (plant) বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (firm) এককভাবে ভোগ করে।[২] ইহা দেখা দেয় জ্ঞাত পদ্ধতিতে কারখানা বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধির ফলে। সংজ্ঞা দিয়া বলিতে পারা যায়: কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান যখন প্রচলিত পদ্ধতিতে নিজের আয়তন সম্প্রসারিত করে তখন উহা এককভাবে যে-সকল ব্যয়সংক্ষেপের সুযোগসুবিধা ভোগ করে তাহাই হইল আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ। অতএব, আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের বৈশিষ্ট্য হইল দুইটি: ১। প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, এবং ২। মাত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহার দরুন ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা লাভ।

আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের স্বরূপ

বহিরাগত ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের মধ্যে উপরি-উক্ত পার্থক্যকে সাধারণত যতটা সূক্ষ্ম মনে করা হয়, উহা ঠিক ততটা সূক্ষ্ম নহে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে যাহা আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত তাহা কিছু কিছু পরিমাণে অন্যান্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানও ভোগ করে। অর্থাৎ, আজিকার দিনে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কোন বিশেষ সুবিধা বা ব্যয়সংক্ষেপ এককভাবে ভোগ করা সম্ভব হয় না।

এই দুই প্রকার ব্যয়-সংক্ষেপের মধ্যে সীমারেখা সূক্ষ্ম নহে

ক। বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ (External Economies): বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপের মধ্যে কতকগুলিকে বলা হয় কেন্দ্রিকতাজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (economies

১. "Economies arising from localisation of industry are known as external economies." Hanson

২. "Internal economies are ... peculiar to individual firms."

of concentration)। মোটামুটিভাবে একদেশতার সুবিধাগুলিই এই নামে অভিহিত। একই স্থানে কতকগুলি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান জড়ো হইলে তাহারা পরিবহণ, শ্রমিক সংগ্রহ, কাঁচামাল সংগ্রহ, বিক্রয়বাজার ইত্যাদি কয়েকটি ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। উৎপন্ন দ্রব্যের সুনামও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। অন্যান্য আনুষংগিক শিল্পও গড়িয়া উঠিতে থাকে। ফলে ব্যয়সংক্ষেপের পরিমাণ ও হার বৃদ্ধি পায়।

১। কেন্দ্রিকতাজনিত ব্যয়সংক্ষেপ

দ্বিতীয়ত, শিল্পের আয়তন বৃহৎ হইলে গবেষণা, খবরাখবর সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে ছোট-বড সকল প্রতিষ্ঠানেরই কিছু-না-কিছু সুবিধা হয়। ইহাকে সংবাদাদিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (economies of information) বলা হয়। যেমন, কোন পাটকল-প্রতিষ্ঠান বা পাটশিল্প সংঘের গবেষণার ফলে যদি পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তবে সে-সুবিধা সকল পাটকলই অল্পবিস্তর ভোগ করিবে।

২। সংবাদাদিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ

তৃতীয়ত, শিল্পের (industry) আয়তনবৃদ্ধির ফলে বিশেষীকৃত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের (firms) উপর উৎপাদনের কোন কোন অংশের ভার দিয়া আরও ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব করা যাইতে পারে। যেমন, মোটর-নির্মাণ শিল্প ব্যাটারী উৎপাদনের কাজ ব্যাটারী-শিল্পকে ছাড়িয়া দিতে পারে, তুলাবস্ত্র শিল্প নিজকলে সুতা তৈয়ারের পরিবর্তে তৈয়ারি সুতা বিশেষীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রয় করিতে পারে, ইত্যাদি। এইরূপ ব্যয়সংক্ষেপকে বিযোজন-জনিত ব্যয়সংক্ষেপ (economies of disintegration) এবং এইরূপ বিযোজনকে উল্লম্ব বিযোজন (vertical disintegration) বলা হয়।

৩। বিযোজনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ

উল্লম্ব বিযোজনের পরিবর্তে যদি উল্লম্ব সংযোজন (vertical integration) ঘটিতে দেখা যায়, তবে বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের রূপ গ্রহণ করিবে। উদাহরণস্বরূপ, কাপড়ের কলের সহিত যদি সুতা তৈয়ারের কারখানাও সংযুক্ত হয় তবে যে-ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিবে তাহা হইবে কাপড়ের কলের নিজস্ব সম্প্রসারণজনিত ব্যয়সংক্ষেপ। সুতরাং বহিরাগত ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের মধ্যে পার্থক্য উৎপাদন-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।

বহিরাগত ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের মধ্যে পার্থক্য প্রকৃতিগত নহে

খ। আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ (Internal Economies): আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ পাঁচ প্রকারের বলিয়া অভিহিত: (১) কৌশলগত, (২) পরিচালনাগত, (৩) বাণিজ্যিক, (৪) আর্থিক, এবং (৫) ঝুঁকিবহনজনিত।

১। কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপ (Technical Economies): কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সহিত সম্পর্কিত। অর্থাৎ, নূতন নূতন বিশেষীকৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে যে-ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দেয় তাহাই কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, ইহা বিভিন্ন কলকারখানাতেই (plants) বিশেষভাবে সম্ভব হয়, বিভিন্ন

কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপের প্রকৃতি

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে (firms) নহে। যে-সকল শিল্পে কৌশলগত উন্নয়নের—অর্থাৎ নূতন নূতন বিশেষীকৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ রহিয়াছে সেখানে প্রত্যেক কলকারখানার আয়তনও বৃহৎ হইবে।

২। পরিচালনাগত ব্যয়সংক্ষেপ (Managerial Economies)· বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে পরিচালনাগত ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দেয় সাধারণত দুইটি কারণে : (১) পরিচালকগণ ছোটখাট কার্যের ভার অধস্তন কর্মচারীদের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজেরা পরিকল্পনা ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে মনোনিবেশ করিতে পারে। (২) উপযুক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এই পরিকল্পনা ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানেরও বিশেষীকরণ সম্ভব হয়। এইভাবে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিশেষীকরণের ফল স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের ঝোঁক দেখা যায়।

পরিচালনাগত ব্যয়-সংক্ষেপের প্রকৃতি

৩। বাণিজ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ (Marketing Economies) : আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের তৃতীয় উপাদান হইল বাণিজ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ। বাণিজ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বলিতে বুঝায় বহু পরিমাণে মালপত্র ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান মালপত্র একসংগে ক্রয় করে বলিয়া দামের দিক দিয়া অনেক সুবিধা ভোগ করে। আবার ক্রয়বিক্রয় উভয় ব্যাপারেই উহা রেলপথ, মোটরলরী সিণ্ডিকেট ইত্যাদি পরিবহণ-সংস্থা এবং বীমা কোম্পানী প্রভৃতি হইতে সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদির দরুন এককপিছু ব্যয়ও কম হয়।

বাণিজ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ হইল বহু পরিমাণে ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা

৪। আর্থিক ব্যয়সংক্ষেপ (Financial Economies) : মূলধনসংগ্রহ ব্যাপারেও বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান সুবিধা ভোগ করে। ইহা আর্থিক ব্যয়সংক্ষেপ নামে অভিহিত। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে ও সহজ জামিনে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে, অল্প দামে অধিক পরিমাণ শেয়ার-ডিবেঞ্চারও বিক্রয় করিতে পারে। প্রতিষ্ঠানের সুনামের জন্য লোক বিনিয়োগ বা ঋণপ্রদান করিতে অধিক ইচ্ছুক হয়।

৫। ঝুঁকিবহনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (Risk-bearing Economies) : পরিশেষে, বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঝুঁকিবহনজনিত ব্যয়সংক্ষেপও সম্ভব হয়। এইরূপ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য উৎপাদন, বিভিন্ন পদ্ধতিতে উৎপাদন, বিভিন্ন সূত্র হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং বিভিন্ন বাজারে বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া মোট ঝুঁকি ছড়াইয়া দিতে পারে। উপরন্তু, ইহা ঝুঁকির অনুপাত নির্ধারণ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। যেমন, বৃহৎ বীমা প্রতিষ্ঠান প্রতি হাজার বীমাকারীদের মধ্যে কতজন মারা যাইবে তাহার একটি মোটামুটি হিসাব করিয়া দাবি (claim) মিটাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে।

কিভাবে ইহা সম্ভব হয়

উৎপন্নের বিভিন্ন বিধি (The Laws of Returns) : প্রতিদানের বিধির সমস্যা প্রথম দেখা দেয় পৃথিবীর আদি শিল্প কৃষির ক্ষেত্রে।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে কৃষকের পক্ষে তাহার খামারে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সে এই অভিজ্ঞতা লাভ করে যে, একই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চলিলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ সমানুপাতিক হারে না বাড়িয়া ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ওয়েস্ট রিকার্ডো মিল প্রভৃতি প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদ কৃষকের এই অভিজ্ঞতাকেই 'ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি' (The Law of Diminishing Returns) নাম দিয়া অর্থবিদ্যার সূত্রে পরিণত করেন। অর্থাৎ, এই সকল অর্থবিদ্যাবিদের মতে, জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য, অপরদিকে কিন্তু যন্ত্রপাতির যোগানের কোন স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা না থাকায় যন্ত্রচালিত শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধিই কার্যকর। এখন প্রথমে কৃষির ক্ষেত্রে বিধিটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

উৎপন্নের বিধি সম্বন্ধে ধারণার উদ্ভব

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ও কৃষি (The Law of Diminishing Returns and Agriculture): উপরি-উক্ত অর্থবিদ্যাবিদগণ, বিশেষ করিয়া মিল, কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির প্রযোজ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়িয়াই চলে। ইহা মিটাইবার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া আত্যন্তিক চাষের (intensive cultivation) ব্যবস্থা করিতে হয়, কারণ জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। ফলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্তু সমানুপাতিক হারে বাড়ে না।

প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ কর্তৃক বিধিটির ব্যাখ্যা

ইহা সত্য যে, অনেক সময় নূতন জমিও কৃষির অধীনে আনয়ন করা হয়। কিন্তু এই প্রকার জমি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি। উৎকৃষ্ট জমিতে আত্যন্তিক চাষ এবং এই সকল নিকৃষ্ট জমিতে প্রাথমিক চাষ উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। আরও শ্রমিক ও মূলধন একই জমিতে হউক বা নূতন নূতন জমিতে হউক নিয়োগ করিয়া চলিলে উৎপাদনের হার সমানুপাত অপেক্ষা কম হইতেই থাকিবে।

মার্শাল-প্রদত্ত সংজ্ঞা: কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির সূত্রটিকে অধ্যাপক মার্শাল এইভাবে বিবৃত করেন: জমিতে কৃষিকার্যের জন্য অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে সাধারণ ক্ষেত্রে উৎপাদন সমানুপাত অপেক্ষা কম হয়, অবশ্য ইতিমধ্যে যদি-না কৃষির পদ্ধতিতে কোন উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।[১]

মার্শালের এই সংজ্ঞাটির মধ্যে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হইল যে ইহাতে 'সাধারণ ক্ষেত্রে'র কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, সকল সময় ইহা প্রযুক্ত নাও হইতে পারে।

১. "An increase in capital and labour applied in the cultivation of land causes *in general* a less than proportionate increase in the amount of produce raised, unless it happens to coincide with an improvement in the art of agriculture."

প্রথমবার হয়ত জমিটিতে এত কম পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছিল যে উহার উৎপাদিকাশক্তির পর্যাপ্ত ব্যবহার হয় নাই, ফলে দ্বিতীয় দফা শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে উৎপাদনের হার হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইবে। অনেক স্থলে অবশ্য উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য যে-ব্যয়সংক্ষেপ (economies) হয় তাহার দরুনও এরূপ ঘটিতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির যে-সকল উদাহরণ সাধারণত দেওয়া হয় তাহাতে দ্বিতীয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তৃতীয় পর্যায়েও এইরূপ বর্ধিত উৎপাদনই দেখানো হয়।

সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ

১। বিধিটি 'সাধারণত' কার্যকর

দ্বিতীয়ত, মার্শাল কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়নের কথা বলিয়াছেন। কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি মাত্র তখনই কার্যকর হয় যখন কৃষির পদ্ধতিগত কোন উন্নতি সাধিত হয় না। বর্ধিত শ্রম ও মূলধনের একাংশ যদি উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধনে—যথা, সার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, জলসেচ প্রভৃতিতে নিয়োজিত হয় তবে উৎপাদনহ্রাসের নিয়ম কার্যকর নাও হইতে পারে।

২। পদ্ধতিগত উন্নয়নের ফলে সূত্রটি কার্যকর নাও হইতে পারে

দেখা যাইতেছে, অর্থবিদ্যার অন্যান্য বিধির ন্যায় ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের সূত্রও ব্যতিক্রমবিহীন নয়। তবে উপরি-উক্ত ব্যতিক্রম দুইটিই হইল সাময়িক ব্যতিক্রম। মাত্র সাময়িকভাবে সূত্রটি অকার্যকর থাকিতে পারে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে ক্রমাগত নির্দিষ্ট জমিতে অধিক হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চলিলে একদিন-না-একদিন সূত্রটি কার্যকর হইবেই।

মাত্র সাময়িকভাবে সূত্রটি অকার্যকর থাকিতে পারে

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত ছকটির সাহায্যে করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, নির্দিষ্ট একখণ্ড (১ একর) জমিতে নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিক নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন (বীজ সার লাঙল) ইত্যাদির সাহায্য লয়। তাহা হইলে এই জমিতে ক্রমাগত শ্রমিক নিয়োগ করা হইতে থাকিলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নিম্নের ছকের ন্যায় কমিতে থাকিবে।

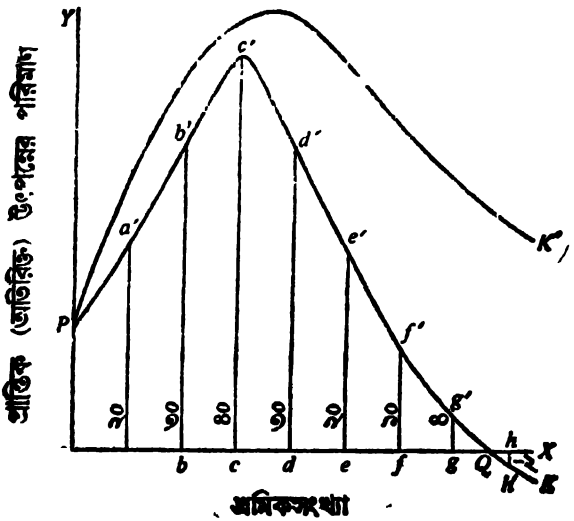
উদাহরণ

শ্রমিকসংখ্যা	মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ (কুইণ্টাল)	শ্রমিকপিছু গড় উৎপাদন (কুইণ্টাল)	শ্রমিকপিছু প্রান্তিক উৎপাদন (কুইণ্টাল)
১	২০	২০	২০
২	৫০	২৫	৩০
৩	৯০	৩০	৪০
৪	১২০	৩০	৩০
৫	১৪০	২৮	২০
৬	১৫০	২৫	১০
৭	১৫৪	২২	৪
৮	১৫২	১৯	–২

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার ছকটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ১ জন শ্রমিকের স্থলে ২ জন এবং ২ জনের স্থলে ৩ জন শ্রমিক উৎপাদন করা পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন[১] বাড়িয়া চলিয়াছে। ৪র্থ শ্রমিক হইতে কিন্তু ইহা কমিতে সুরু হইয়াছে। সাধারণত এই প্রান্তিক উৎপাদনহ্রাস সুরুর পর্যায় হইতেই (উপরি-উক্ত উদাহরণে ৪র্থ শ্রমিক হইতে) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, যে-পর্যায়ে গড় উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে (উক্ত উদাহরণে ৫ম শ্রমিক হইতে) সেই পর্যায় হইতেই সূত্রটির ক্রিয়া সুরু হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

কোন্ পর্যায়ে সূত্রটির ক্রিয়া সুরু হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে ও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে :



অনুভূমিক OX অক্ষে (Horizontal Axis) শ্রমিকসংখ্যা এবং উল্লম্ব OY অক্ষে (Vertical Axis) প্রান্তিক বা অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ ধরা হইল। Oa সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিলে aa' পরিমাণ প্রান্তিক ফসল (২০ কুইণ্টাল) উৎপন্ন হইবে। শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইয়া Ob পরিমাণ করিলে প্রান্তিক ফসল bb' পরিমাণ (৩০ কুইণ্টাল) হইবে। এইভাবে Oc, Od, Oe, Of, Og শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে হইবে cc' (৪০ কুইণ্টাল), dd' (৩০ কুইণ্টাল), ee' (২০ কুইণ্টাল), ff' (১০ কুইণ্টাল) এবং gg' (৪ কুইণ্টাল)।[২] $a'b'c'd'e'f'g'$ সংযুক্ত করিয়া যে-রেখা অংকন করা হইয়াছে তাহা প্রথমে ঊর্ধ্বমুখে উঠিয়া পরে নিম্নগামী হইয়াছে। নিম্নগামী হইতে হইতে রেখাটি আবার OX অক্ষকে Q-তে ছেদ

১. প্রান্তিক উৎপাদন বলিতে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের ফলে যে-অতিরিক্ত উৎপাদনটুকু সংঘটিত হয় তাহাকে বুঝায়।

২. শ্রমিকসংখ্যা বাড়াইয়া OQ করিলে প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হইবে।

করিয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে, Oh সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিলে প্রান্তিক উৎপাদন hh' শূন্য অপেক্ষা কম ($-$২ কুইণ্টাল) হইবে।

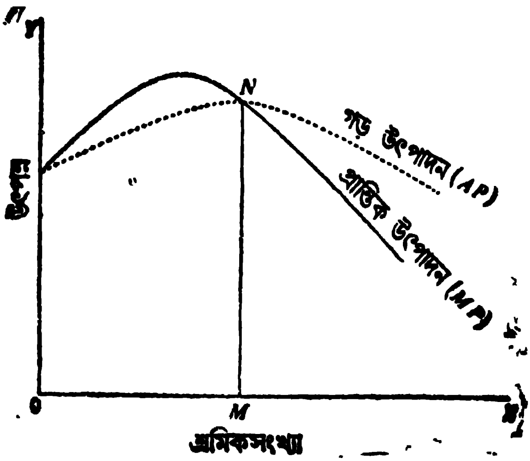
অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের সংগে সংগে যদি কৃষির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উন্নতিও সাধিত হয় তবে রেখাটি (PK') উপরের দিক দিয়া যাইবে কিন্তু উহার আকৃতি হইবে PK-এরই মত।

৭৭ পৃষ্ঠার রেখাচিত্র ও উহার ব্যাখ্যা হইতে আরও কতকগুলি বিষয়ে ইংগিত পাওয়া যায়। শ্রমিকসংখ্যা যত বৃদ্ধি করা হয় মোট উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং মোট উৎপাদন সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায় তখনই যখন প্রান্তিক উৎপাদন শূন্যে পরিণত হয়। ইহার পর যখন প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক (negative) হইতে সুরু করে তখন হইতে মোট উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। গড় উৎপাদন প্রথমে বৃদ্ধি পায় এবং একটা স্তরের পর ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। গড় উৎপাদন শূন্যে পরিণত হয় তখনই যখন মোট উৎপাদন শূন্য হইয়া দাঁড়ায়, কারণ মোট উৎপাদনকে শ্রমের পরিমাণ দিয়া ভাগ দিয়াই গড় উৎপাদন বাহির করা হয়।

মোট ও গড় উৎপাদন

এই গড় উৎপাদনের সহিত প্রান্তিক উৎপাদনের নির্দিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া চলে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন গড উৎপাদনের অধিক হয়। যখন গড উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে তখন প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদন অপেক্ষা কম হয়। আর যখন গড উৎপাদন বাডেও না কমেও না—স্থির থাকে তখন গড উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থাতেই গড উৎপাদন সর্বাধিক হয়। আমাদের পূর্বোক্ত উদাহরণে ৩য় শ্রমিক নিয়োগ পর্যন্ত গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে এবং ফলে প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের অধিক হইয়াছে। ৪র্থ শ্রমিকের বেলায় গড় উৎপাদন স্থির রহিয়াছে ; এখানে গড় উৎপাদন এবং

গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক



প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ৫ম শ্রমিক হইতে গড উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হইয়াছে ; এখন হইতে প্রান্তিক উৎপাদন গড উৎপাদনের কম হইবে।

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রের সাহায্যে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো যাইতে পারে :

রেখাচিত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে, নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শ্রম O হইতে M পরিমাণ পর্যন্ত যতই বাড়াইয়া চলা হইতেছে গড় উৎপাদন

ততই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এ-অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন রেখা (MP) গড় উৎপাদন রেখার (AP) উপরে রহিয়াছে। যখন $0M$ অপেক্ষা অধিক শ্রম নিয়োগ করা হইতেছে তখন গড় উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে, সুতরাং N বিন্দুর পরে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদন রেখার নিম্নে অবস্থান করিতেছে। আর যখন ঠিক $0M$ পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করা হয় তখন গড় উৎপাদন বাড়েও না, কমেও না। এ-অবস্থায় গড় উৎপাদন রেখা এবং প্রান্তিক উৎপাদন রেখা পরস্পরকে N বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। N বিন্দুতেই গড় উৎপাদন সর্বাধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইলে গড় উৎপাদন সর্বাধিক হয়

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতার ফলে 'সাধারণত' ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ও পরিদৃষ্ট হয়।[১] জমির ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মূলধনের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া গেলে একটা সীমার পর এককপিছু ফসল উৎপাদনের গড় ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়ই বাড়িয়া যায়।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক, শ্রমিকপিছু মজুরি ও মূলধন বাবদ ৬০ টাকা করিয়া ব্যয় হয়। এখন ৭৭ পৃষ্ঠার উদাহরণে ৪ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে ১২০ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হইতেছে এবং উহার উৎপাদন-ব্যয় হইতেছে (৪ × ৬০ =) ২৪০ টাকা। সুতরাং গড় উৎপাদন-ব্যয় হইল (২৪০ ÷ ১২০ =) ২ টাকা। যখন ৪ জনের স্থলে ৫ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হইতেছে তখন মোট উৎপাদন হইতেছে ১৪০ কুইণ্টাল এবং উৎপাদন-ব্যয় দাঁড়াইতেছে (৫ × ৬০ =) ৩০০ টাকায়। সুতরাং গড় উৎপাদন-ব্যয় হইল (৩০০ ÷ ১৪০ =) ২$\frac{১}{৭}$ টাকা। এইভাবে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ও যে বৃদ্ধি পায় তাহাও দেখানো যাইতে পারে।

এই ব্যয়বৃদ্ধির জন্য ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে অনেক সময় ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সূত্র (Law of Increasing Cost) বলিয়াও অভিহিত করা হয়।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? (Where does the Law of Diminishing Returns Apply ?): এখন প্রশ্ন, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? প্রাচীন মতানুসারে শুধু কৃষি নয়, যেখানে উৎপাদন-ব্যবস্থায় জমি—অর্থাৎ প্রকৃতির দানের প্রাধান্য রহিয়াছে সেখানেই বিধিটি কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন লেখকগণ খনির কার্য, মৎস্যচাষ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছিলেন। এইরূপ ধারণার কারণ অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। জমির স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার জন্য যখন ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রিয়া করে, তখন যে যে উৎপাদনক্ষেত্রে জমির প্রাধান্য রহিয়াছে সেখানেই বিধিটি কার্যকর হইবে।

প্রাচীন ধারণা

আধুনিক মতানুসারে কিন্তু যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রকৃতির দান বা জমির প্রাধান্য নাই সেখানেও বিধিটি কার্যকর। যেমন, যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যে-কোন

১. "A tendency to decreasing returns is *generally* associated with a tendency to increasing cost." Cairncross

উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রিয়া করিবে। ইহার কারণকে সংক্ষেপে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

আধুনিক মত

কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (firm) যখন সম্প্রসারিত হয় তখন অনেক সময় উহার পক্ষে সকল উপকরণ প্রয়োজনীয় পরিমাণে সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটিকে বিশেষভাবে পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করিতে হয়—অর্থাৎ একটি উপাদানের পরিবর্তে আর একটি উপাদান ব্যবহার করিতে হয়। যেমন, শ্রমিকের প্রাচুর্য কমিয়া আসিলে সম্প্রসারণশীল শিল্পকে অধিক মূলধন-দ্রব্য ব্যবহারের দিকে ঝুঁকিতে হয়। কিন্তু উৎপাদনের কোন উপাদানই সাধারণত অন্য এক উপাদানের সার্থক পরিবর্ত বলিয়া গণ্য হয় না এবং দ্বিতীয়ত, যতই পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করা হয়, পরিবর্তনসাধন করা ততই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এই দুই কারণে কিছু সময়ের মধ্যেই দেখা দেয় ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়। ইহাকে বলা হয় উপাদানের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Diminishing Returns to the Factors of Production)।

পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি (Law of Variable Proportions) : উপাদানের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি 'পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি' (Law of Variable Proportions) নামেও অভিহিত। বিধিটির প্রতিপাদ্য বিষয় হইল এইরূপ : উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপকরণ বা উপাদানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে-কোন রকমে উপাদানগুলি প্রয়োগ করিলেই উৎপাদনকার্য কাম্যভাবে সম্পাদিত হয় না। উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না ঘটিলে এক বা একাধিক উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি অপরগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া যাওয়া হয় তবে পরিবর্তনশীল উপাদান-গুলির দরুন উৎপাদন একটি বিশেষ স্তরের পর হইতে হ্রাস পাইতে থাকিবে।[১]

বিধিটির প্রতিপাদ্য বিষয়

যে-স্তরের পর হইতে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির দরুন উৎপাদন হ্রাস পায় তাহাকে বলা হয় কাম্য অনুপাতের স্তর (level of optimum combination)। এই স্তরে পৌঁছানো পর্যন্ত পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির পরিমাণ কাম্য অনুপাত অপেক্ষা কম থাকে বলিয়া উহাদিগকে বৃদ্ধি করিয়া চলিলে উহাদিগের দরুন উৎপাদন বা প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তারপর কাম্য স্তরে আসিয়া প্রান্তিক উৎপাদন হয় সর্বাধিক। ইহার পর হইতে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমিতে থাকে। কিছু পরে গড় উৎপাদনও কমিতে সুরু করে।

কৃষির ক্ষেত্রে জমির সীমাবদ্ধতার দরুন এই বিধি কার্যকর হয় এবং শ্রমিকের প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে (৭৬ পৃষ্ঠার ছকটি দেখ)। শিল্পক্ষেত্রেও

১. "An increase in some inputs relative to other fixed inputs will ... cause total output to increase: *but after a point the extra output resulting from the same additions of extra inputs, is likely to become less and less.*" Samuelson

বিশেষ অবস্থায় ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি সর্বক্ষেত্রেই কার্যকর

সকল সময় সকল উপাদানকে সমভাবে বর্ধিত করা সম্ভব হয় না। যেমন, দ্রব্যের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া গেলে সীমাবদ্ধ যন্ত্রপাতি ও একই সংগঠনের সহিত অধিক মাত্রায় শ্রমিক জুড়িয়া উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় যতক্ষণ কাম্য অনুপাতের দিকে অগ্রসর হয় ততক্ষণ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমবর্ধমান এবং কাম্য অনুপাত অতিক্রম করিলে উহা ক্রমহ্রাসমান হইতে থাকে।

বিধিটির ব্যতিক্রম: পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি একটি সর্তাধীন। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় যে উপাদানের নিয়োগবৃদ্ধির সংগে সংগে উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের (rationalisation) ন্যায় কৌশলগত পরিবর্তন সাধিত হইলে সূত্রটি কার্যকর নাও হইতে পারে।

এই সর্ত স্মরণ রাখিয়া বলা যায়, উপাদানের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বা পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি অন্যতম বৈজ্ঞানিক সূত্র—সর্বক্ষেত্রেই ইহার প্রযোজ্যতা লক্ষ্য করা যায়[১] এবং সংগঠককে এই সূত্রের কার্যকারিতা স্মরণ রাখিয়াই আয়তনবৃদ্ধির কার্যে অগ্রসর হইতে হয়। পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি সম্বন্ধে উৎপাদন-ব্যয় প্রসংগে পুনরায় আলোচনা করা হইবে।

আয়তনের প্রতিদান বলিতে কি বুঝায়

আয়তনের প্রতিদান (Returns to Scale): উপরি-উক্ত আলোচনায় উৎপাদনের উপাদানের প্রতিদানের (returns to factors) বিধি আলোচনা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে এক বা একাধিক উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি অপর কোন উপাদানকে বাড়াইয়া চলা হয় তাহা হইলে একটা স্তর পর্যন্ত উৎপাদনবৃদ্ধি সমানুপাত অপেক্ষা অধিক হইবে এবং পরে সমানুপাত অপেক্ষা কম হইবে। এখন দেখা যাউক, উৎপাদনের আয়তন (scale of operations) সম্প্রসারিত করিলে প্রতিদানের অবস্থা কি দাঁড়ায়—অর্থাৎ উৎপাদনের সকল উপাদান সমভাবে বৃদ্ধি করিলে উৎপন্নের পরিমাণ কিভাবে পরিবর্তিত হয়। সকল উপাদানের পরিবর্তন করা হইলে উৎপন্নের যে-পরিবর্তন হয় তাহাকে আয়তনের প্রতিদান (Returns to Scale) বলিয়া অভিহিত করা হয়। আয়তনের প্রতিদানের তিনটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। ক্রমবর্ধমান প্রতিদান

প্রথমত, আয়তনের ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান (increasing returns to scale) হয়, উৎপাদনের উপকরণ নির্দিষ্ট হারে পরিবর্তিত করা হইলে উৎপাদনের বৃদ্ধি অধিক হারে হইতে থাকে।

২। সমহারে প্রতিদান

ইহার পর আয়তন বৃদ্ধি করিয়া চলা হইতে থাকিলে আয়তনের ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান শেষ হইয়া যাইয়া আয়তনের সমহারে প্রতিদান (constant returns to scale)

১. "A scientific law is universally valid There is such a Law of Diminishing Returns, which applies to every individual factor of production, whether that factor is employed in agriculture or in any other industry ...." Benham & "Diminishing returns is a fundamental law of economics and technology." Samuelson

দেখা দেয়—অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণগুলি যে-হারে বৃদ্ধি করা হয় ঠিক সেই হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে, উৎপাদনের আয়তন যখন অত্যধিক মাত্রায় সম্প্রসারিত হয় তখন আয়তনের প্রতিদান ক্রমহ্রাসমান হারে (diminishing returns to scale) হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ, যে-হারে উৎপাদনের উপকরণগুলি বৃদ্ধি করা হয় উহা অপেক্ষা কম হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

৩। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান

এখন প্রশ্ন, আয়তনের প্রতিদানের উপরি-উক্ত গতি ও প্রকৃতির হেতু কি? আয়তনের ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের মূলে রহিয়াছে বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা বা আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (economies of scale)। বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা আলোচনা প্রসংগে উল্লেখ করা হইয়াছে যে উৎপাদনের আয়তনবৃদ্ধির ফলে অবিভাজ্য উপাদানের (indivisible factors) (যেমন, যন্ত্রপাতি, পরিচালক ইত্যাদি) পূর্ণাংগ ব্যবহার সম্ভব হয়, উৎকৃষ্ট ধরনের যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করা যায়, শ্রমবিভাগের প্রসার এবং বিশেষীকরণের দরুন শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এই সকল ব্যয়সংক্ষেপের ফলে আয়তনের প্রতিদান ক্রমবর্ধমান হইতে থাকে। এইভাবে যখন আয়তন বৃদ্ধি হইয়া কাম্য আকার ধারণ করে তখন আর আয়তনবৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যয়সংক্ষেপের সুযোগ থাকে না এবং সাময়িকভাবে আয়তনের প্রতিদান সমহারে বৃদ্ধি পায়। ইহার পরও যদি আয়তন বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ বা সুবিধা অপেক্ষা ব্যয়বাহুল্য বা অসুবিধাই (diseconomies) অধিক হইয়া দাঁড়ায়। আয়তন অত্যধিক বৃহৎ হইলে পরিচালনা কার্য জটিল ও অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। পরিচালনায় আর উদ্যম থাকে না—গতানুগতিকতা দেখা দেয়, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য হারাইয়া যায়, সংগঠক সর্বদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হয় না। এই সকল কারণের জন্য ব্যয়সংক্ষেপ অপেক্ষা ব্যয়বাহুল্যই ঘটিতে থাকে। ফলে আয়তনের প্রতিদানের হার ক্রমহ্রাসমান হইতে থাকে। সুতরাং উৎপাদনের আয়তনবৃদ্ধির প্রথমদিকে প্রতিদান ক্রমবর্ধমান হয় এবং পরের দিকে যখন আয়তন অত্যধিক বৃহৎ হয় তখন আয়তনের প্রতিদান ক্রম-হ্রাসমান হইতে দেখা যায়। অতএব, আয়তনের ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান বা ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বৈজ্ঞানিক সূত্র বলিয়া একসময়-না-একসময় কার্যকর হইবেই।

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের কারণ

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের কারণ

উপসংহার (Conclusion): ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি অন্যতম বৈজ্ঞানিক সূত্র হইলেও বর্তমান দিনে যন্ত্রচালিত শিল্পের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিকেই সাধারণত কার্য করিতে দেখা যায়। ইহার মূলে আছে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (economies of scale)। আয়তন সম্প্রসারণের সংগে সংগে মানব ও পশু শক্তিকে পরিহার করিয়া অন্যান্য প্রকার শক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হয়, বিশেষীকরণের সুযোগ ঘটে এবং কলাকৌশলগত ও অন্যান্য ব্যয়সংক্ষেপ সহজ হয়। ফলে এককপিছু

আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ও ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন

উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। এইভাবে যত আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে থাকিবে ততই আয়তনের ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি বা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের সূত্র কার্য করিবে। অপরপক্ষে উপাদানের ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করে উৎপাদনের সকল উপকরণ সমভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না বলিয়া। অর্থাৎ, এক বা একাধিক উপাদানের অপ্রাচুর্য (scarcity) এবং অপ্রচুর উপাদানের স্থলে সহজলভ্য উপাদান ব্যবহারের দরুনই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করে।

সুতরাং বিধি দুইটি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাদিগকে সমগোত্রীয় মনে করা ভুল।[১] আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব হইলে উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পাইবে, আর সম্ভব না হইলে উহা বর্ধিত হইতে থাকিবে—অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের সূত্র ক্রিয়া করিবে। কেয়ার্ণক্রসের ভাষায় বলা যায়, আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব না হইলে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নও অন্তর্হিত হইবে (If there were no economies of scale, increasing returns would disappear)। অতএব, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা হইল উপাদানের দুষ্প্রাপ্যতা ও পরিবর্তনের নীতির সীমাবদ্ধতার দরুন, অপরদিকে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধির কারণ হইল আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ। প্রত্যেক সম্প্রসারণশীল শিল্পে উভয় সূত্রই একই সংগে কার্য করিতে থাকে। তবে কৃষির ক্ষেত্রে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের সম্ভাবনা শীঘ্রই ফুরাইয়া যায় বলিয়া ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনই ঘটিতে থাকে। অপরদিকে যন্ত্রচালিত শিল্পক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া দীর্ঘকালীন অবস্থায়—আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ বহুদিন ধরিয়া চলে বলিয়া ক্রমবর্ধমান উৎপাদনই দেখা যায়। কতদিন ধরিয়া এই ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বা ক্রমহ্রাসমান ব্যয় চলা সম্ভব তাহা নির্ধারণ করা সংগঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র

কাম্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ধারণা (The Concept of Optimum Firm) : উৎপাদনের আয়তনের প্রসারের সংগে সকল প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ একই সংগে বা একই পরিমাণে ঘটে না। আবার একদিকে ব্যয়সংক্ষেপের ফলে অপরদিকে ব্যয়াধিক্য ঘটিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ঝুঁকিবহনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ অথবা বৃহদায়তন যন্ত্রপাতির ব্যবহারজনিত ব্যয়সংক্ষেপের ফলে পরিচালনা কার্য জটিল হইয়া উঠে বলিয়া পরিচালনাগত ব্যয়াধিক্য দেখা দিতে পারে। আবার কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা পূর্ণভাবে ভোগ করিতে হইলে অধিক পরিমাণ মূলধন বিশেষীকৃত যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে আবদ্ধ রাখিতে হয় বলিয়া ঝুঁকির পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই কারণে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন দিকের ব্যয়সংক্ষেপ ও

ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়াধিক্য একই সংগে ঘটিতে পারে

---

১. "The laws of increasing and diminishing returns ... are often cited as if they are in some way parallel to one another. But ... they are quite distinct." Cairncross

ব্যয়াধিক্যের হিসাব করিয়াই আয়তনপ্রসারের পথে অগ্রসর হইতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত নীট ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে থাকে—অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যয়সংক্ষেপের পরিমাণ ব্যয়াধিক্যের অধিক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের আয়তন-বৃদ্ধি করিতে পারে। আয়তনবৃদ্ধির যে-স্তরে উদ্ভূত ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়াধিক্য পরস্পরের সমান হয়—অর্থাৎ কোন উদ্বৃত্ত বা নীট ব্যয়সংক্ষেপ থাকে না সমাজের দিক হইতে সেই স্তরকে কাম্য উৎপাদনের স্তর (level of optimum production) এবং যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে এরূপ ঘটে তাহাকে কাম্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (Optimum Firm) বলা হয়। কাম্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় পরস্পরের সমান হয় এবং গড় উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হয়।

সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে কাম্য উৎপাদনের স্তর

এই দিক দিয়া কাম্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের লক্ষণ

ইহা সহজেই অনুমেয় যে কাম্য স্তরে পৌছিবার পূর্ব পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বা ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের বিধি (Law of Increasing Returns or Decreasing Cost) কার্যকর হইতে থাকে এবং কাম্য স্তর অতিক্রম করিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বা ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বিধির (Law of Diminishing Returns or Increasing Cost) ক্রিয়া সুরু হয়। অবশ্য ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের স্তরের পর অল্প সময়ের জন্য সম-উৎপন্নের বিধি (Law of Constant Returns) কার্য করিতে পারে।

বলা হইয়াছে, এই কাম্য উৎপাদনের স্তর এবং কাম্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ধারণা হইল সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে, ঐ পরিমাণ উৎপাদন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর দিক দিয়া কাম্য নাও হইতে পারে। ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদন হইল কি না-হইল তাহাতে ব্যবসায়ীর কিছু যায় আসে না; তাহার লক্ষ্য মুনাফাকে সর্বাধিক করিয়া তোলা। মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় সে কাম্য উৎপাদনের স্তর অতিক্রম করিয়া যায়; অনেক সময় আবার কাম্য স্তরে পৌছিবার চেষ্টাই করে না। যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রীত হইলে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব উৎপাদক সেই পরিমাণ দ্রব্যই উৎপাদনের প্রচেষ্টা করে। ইহা উপরি-বর্ণিত কাম্য পরিমাণ অপেক্ষা কম বা বেশী হউক তাহাতে তাহার কিছু লাভক্ষতি নাই।

এই কাম্য উৎপাদনের স্তর ব্যবসায়ীর পক্ষে কাম্য নাও হইতে পারে

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের কাম্যাবস্থা (Firm's Optimum Position): যে-পরিমাণ উৎপাদন করিলে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব (the best profit output) উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে তাহাই হইল কাম্য উৎপাদনের স্তর এবং এই অবস্থাই হইল প্রতিষ্ঠানের কাম্যাবস্থা (optimum position)। এই কাম্যাবস্থা সম্পর্কে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে: (ক) এই পরিমাণ উৎপাদনের স্তরে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় পরস্পরের সমান হয়, এবং (খ) স্বল্পকালীন অবস্থায় সর্বাধিক মুনাফা বলিতে ন্যূনতম লোকসানও বুঝাইতে পারে, কারণ স্বল্পকালীন অবস্থায় ব্যবসায়ীর পক্ষে টিকিয়া থাকাই লাভ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে কাম্য উৎপাদনের স্তর

কাম্যাবস্থায় পৌঁছিবার জন্য—অর্থাৎ সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিবার জন্য উৎপাদকেব পক্ষে ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদনের প্রচেষ্টা করিতে হয়। এই ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদনের অন্যতম সর্ত হইল উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানেব মধ্যে কাম্যতম সমন্বয়সাধন করা। এই সমন্বয়কে বলা হয় উপাদানের ন্যূনতম ব্যয়সমন্বয় (least-cost combination of factors)।[১] অর্থাৎ, উৎপাদনেব বিভিন্ন উপকরণেব মধ্যে কিভাবে সমন্বসসাধন কবিলে উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হয় তাহাই উৎপাদককে নির্ধারণ কবিতে হয়। উৎপাদকেব পক্ষে ইহা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

এই কাম্য স্তব নির্ধাবণ সম্পর্কিত একটি সমস্যা

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা (Small-scale Production): আযতনজনিত বিবিধ ব্যযসংক্ষেপেব সুবিধা (opportunities for economies of scale) সত্ত্বেও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবস্থা এখনও টিকিয়া আছে, দেখা যায়। শুধু টিকিয়া আছে বলিলে অবশ্য ভুল হইবে, অনেক ক্ষেত্রে নিজ প্রাধান্যও বজায় রাখিয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, ইহাব মূলে কি বা কি কি কাবণ বর্তমান?

প্রথম কারণ হইল যে ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান সম্প্রসাবণশীল ব্যবসাযেব ক্ষেত্রেই পবস্পবেব সহিত প্রতিযোগিতা করে, নির্দিষ্ট পরিমাণ চাহিদার ক্ষেত্রে নহে। সুতবাং বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানেব ব্যবসায় প্রসাবিত হইলেই যে ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় সংকুচিত হইয়া পড়িবে এরূপ ধাবণা কবা অযৌক্তিক।[২] ইহা ছাড়াও অবশ্য ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানেব অস্তিত্ব ও প্রাধান্যের অন্যান্য কাবণ আছে। এই কাবণগুলিকে সংক্ষেপে 'সম্প্রসাবণের পথে বাধা' (obstacles to growth) বলিয়া অভিহিত কবা হয়। এই বাধাগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত কবা চলে:

ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানেব অস্তিত্বেব দুইটি মূল কাবণ

(ক) পরিচালনাগত বাধা (Managerial Obstacles): পরিচালনার অসুবিধাব জন্যই অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হইতে পারে না। বৃহদায়তন শিল্পের পরিচালনার ব্যবস্থা অতি জটিল বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় অযথা বিলম্ব হয় এবং নানারূপ অপচয় ঘটে। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের এই অসুবিধা নাই। সেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহা কার্যকর কবা অপেক্ষাকৃত সহজ। উপবন্তু, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন একটা সীমা ছাড়াইযা গেলে তাহা পরিচালনা করা দুষ্কর হইয়া পড়ে, কারণ যোগ্য পরিচালক সকল সময় পাওয়া যায় না।[৩] পরিশেষে, প্রথম শ্রেণীর পরিচালকবর্গের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষও (clash of personalities) ব্যয়াধিক্যের সৃষ্টি করিয়া আয়তন সম্প্রসারণের পথে বাধাপ্রদান করিতে পারে।

ইহাব কাবণ

(খ) বাজারজনিত বাধা (Market Obstacles): অ্যাডাম স্মিথই প্রথম বলিয়াছিলেন যে বাজারের আয়তন শ্রমবিভাগের বা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সীমা-নির্দেশ করে।[১] অর্থাৎ, বাজার যদি স্বল্প পরিধির হয় তবে বৃহদায়তনে উৎপাদন করিয়া কোন লাভ নাই। বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংক্ষেপ হেতু উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস হইবে সত্য, কিন্তু উৎপন্ন মাল অবিক্রীত থাকিয়া যাইবে। সুতরাং বাজারজনিত বাধার ফলে প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রায়তন থাকিয়া যায়।

(গ) মূলধন সংগ্রহজনিত বাধা (Financial Obstacles): মূলধন সংগ্রহে অসুবিধা ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্বের একটি প্রধান কারণ। সম্প্রসারণের দিকে প্রতিষ্ঠানের ঝোঁক থাকিলেও ইহা প্রয়োজনমত মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়াই সম্প্রসারিত হইতে পারে না।

(ঘ) বিবিধ বাধা (Miscellaneous Obstacles): বিবিধ বাধার মধ্যে আছে আয়তন সম্প্রসারণজনিত অন্যান্য অসুবিধা বা ব্যয়াধিক্য (other diseconomies of scale), উৎপাদনের পদ্ধতিগত বাধা এবং প্রতিযোগিতাশক্তি বৃদ্ধির ইচ্ছা। আয়তন সম্প্রসারণের সংগে সংগে অন্যান্য নানা প্রকার ব্যয়াধিক্য দেখা দেয় বলিয়া, কতকগুলি দ্রব্য বৃহদায়তনে উৎপাদন করা যায় না বলিয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আয়তন ক্ষুদ্র থাকিলে তবেই প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতাশক্তি লাভ করা যায় বলিয়া প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হইতে পারে না বা চাহে না। যেমন, কাশ্মীরী শালের 'কারখানা' বৃহদায়তন হইতে পারে না, প্রতিষ্ঠাবান মিষ্টান্ন-প্রতিষ্ঠান অনেক সময় বৃহদায়তন হইতে চায় না।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন (Size of Business Units [Firms]): উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়তন যে-বিষয়ের উপর নির্ভর করে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে দ্রব্যের প্রকৃতির উপর। যেক্ষেত্রে দ্রব্যটি ব্যাপক বাজারে বিক্রীত হওয়া সম্ভব সেক্ষেত্রে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়তনও বৃহৎ হয়। যেমন, চিনির কারখানা বৃহৎ কিন্তু রেস্তোরাঁর আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রই হয়।

দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে প্রতিযোগিতার তারতম্যের উপর। বাজার যতই পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার (perfect competition) দিকে অগ্রসর হইবে অতি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের সম্ভাবনা ততই হ্রাস পাইতে থাকিবে। বস্তুত, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অন্যতম সর্ত হইল অতি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অনস্তিত্ব।

তৃতীয়ত, আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের (economies of scale) সুযোগসুবিধা দ্বারাও প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারিত হইয়া থাকে। যে-শিল্পে ব্যয়াধিক্যের (dis-economies) পরিমাণ শীঘ্রই ব্যয়সংক্ষেপকে ছাড়াইয়া যায় সে-শিল্পে প্রতিষ্ঠান বিশেষ বৃহদায়তন হইতে পারে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যে-শিল্পে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের

---

১. "Division of labour is limited by the extent of the market." Adam Smith

বিধি (Law of Diminishing Returns,) শীঘ্রই কার্যকর হয় সে-শিল্পে প্রতিষ্ঠান বিশেষ বৃহদায়তন হইতে পাবে না।

চতুর্থত, পবিচালকগণেব মূলধন সংগ্রহেব ক্ষমতাও প্রতিষ্ঠানেব আয়তন নির্ধাবণ করিয়া থাকে। যে-প্রতিষ্ঠান অধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে পাবে তাহাই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়।

পবিশেষে, পবিচালকবর্গেব পরিচালনাব ক্ষমতাও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সীমানির্দেশ কবিয়া থাকে। প্রত্যেক লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান টাটাব মত বৃহদায়তন হইতে পাবে, কিন্তু পবিচালকদেব সকলেব ঐরূপ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কবিবাব ক্ষমতা থাকে না বলিযা মূলধন সংগ্রহে সমর্থ হইলেও সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ সম্প্রসাবিত হইতে পাবে না।

সংক্ষিপ্তসার

বৃহদাযতন উৎপাদনেব সুবিধা বা আযতনজনিত ব্যযসংক্ষেপ দুই প্রকাবেব—বহিরাগত ও আভ্যন্তবীণ।

বৃহদাযতন উৎপাদনেব ফলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নেব বিধিব সমস্থাব সম্মুখীন হইতে হয। পূর্বে মনে কবা হইত যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নেব বিধি শুধু কৃষিব ও জমিব পাধান্য আছে একপ উৎপাদনেব ক্ষেত্রেই কার্যকব। বর্তমান ধাবণা হইল, উহা বিশেষ অবস্থায সর্বক্ষেত্রেই কাযকব। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি পরিবর্তনীয় অনুপাতেব বিধি নামেও অভিহিত।

সকল উপাদানকে সমভাবে বর্ধিত কবিযা আযতন সম্প্রসারিত হইলে আযতনেব প্রতিদান বিধি ক্রিয়া কবে—অর্থাৎ প্রতিদান প্রথমে ক্রমবর্ধমান, পবে সমহাবে এবং শেষে ক্রমহ্রাসমান হয়। এই আযতনেব প্রতিদান বিধি হইতে কাম্য উৎপাদন-পতিষ্ঠানেব ধাবণা উদ্ভূত।

বৃহদাযতন উৎপাদনেব সুবিধাব সংগে অসুবিধাও আছে। এই অসুবিধা বা আয়তনজনিত ব্যযবাহুল্যেব জন্যই ক্ষুদ্রাযতন শিল্প-বাবস্থাব অস্তিত্ব দেখিতে পাওযা যায।

উৎপাদন-পতিষ্ঠানেব আযতন নির্ধাবিত হয বাজাবেব ব্যাপকতা, প্রতিযোগিতাব রূপ, আযতনজনিত ব্যযসংক্ষেপেব সম্ভাবনা এবং পবিচালকমণ্ডলীব অর্থসংগ্রহ ও পবিচালকেব ক্ষমতা দ্বাবা।

অনুশীলনী

1. **What are external economies ? Give suitable examples.**

[বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ কাহাকে বলে ? উপযুক্ত উদাহবণসহ ব্যাখ্যা কব।] (৭১-৭৩ পৃষ্ঠা)

2. **"The laws of increasing and decreasing returns are often cited as if they were in some way parallel to one another. But they are quite distinct." Explain the statement.**

["অনেক সময় দেখানো হয যে ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি যেন পরস্পরের অংগীভূত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা পবস্পব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।" উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।] (৮১-৮৩ পৃষ্ঠা)

3. **Explain the factors that determine the size of business units in competitive industry.**

[প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন কোন্ কোন্ বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।] (৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা)

4. **What is meant by the Law of Increasing Returns ? Account for Increasing Returns.**

[ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি বলিতে কি বুঝায় ? ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের কারণ ব্যাখ্যা কর।] (৮১-৮৩ পৃষ্ঠা)

১০ শিল্পজোট
(INDUSTRIAL COMBINATIONS)

আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের (economies of scale) সুবিধালাভ করিবার জন্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্প্রসারিত হইতে চায়। এই উদ্দেশ্যে তাহারা হয় নিজ নিজ আকার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করে, না-হয় সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহের সহিত মিলিত হয়। উপরন্তু, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়তন যতই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে থাকে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ততই তীব্র হইয়া দাঁড়ায়। ফলে অনেক সময় মুনাফা এত কমিয়া যায় যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে পরস্পরের সহিত মিলিত না হওয়া ছাড়া অস্তিত্ব বজায় রাখার আর কোন উপায় থাকে না।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণপ্রবণতা ও ইহার কারণ

এইভাবে ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্যেই হউক বা প্রতিযোগিতার বিলোপসাধনের উদ্দেশ্যেই হউক, আয়তন সম্প্রসারিত হইতে হইতে বাজারে প্রতিষ্ঠান বা শিল্পজোটের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য (Motives of Growth) : দেখা গেল, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণের প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি: (ক) আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের (economies of scale) সুবিধা লাভ করা, এবং (খ) প্রতিযোগিতার বিলোপসাধন বা পরিমাণ হ্রাস করা। ইহাদের মধ্যে প্রথমটিকে 'ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্য' (economies motive) এবং দ্বিতীয়টিকে 'একচেটিয়া অধিকার লাভের উদ্দেশ্য' (monopoly motive) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা ছাড়াও অবশ্য অন্যান্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়—যথা, ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্য (power motive), আর্থিক উদ্দেশ্য (financial motive), ইত্যাদি। নিম্নে ইহাদের প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য :
১। ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্য ;
২। একচেটিয়া অধিকার লাভের উদ্দেশ্য

অন্যান্য উদ্দেশ্য

ক। ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্য (Economies Motive) : ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্যের প্রকৃতি অনুধাবন করা খুবই সহজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন অপেক্ষা বৃহদায়তনে উৎপাদন করাই সুবিধাজনক। ইহাতেই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। সুতরাং বাজারজনিত বাধা না থাকিলে—অর্থাৎ সমগ্র উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে শিল্পপতিগণ যে-পর্যন্ত না মুনাফা সর্বাধিক হয় সে-পর্যন্ত উৎপাদনের আয়তনবৃদ্ধিতে আগ্রহান্বিত হয়। মূলধন সংগ্রহের পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা না থাকিলে অবশ্য এই আগ্রহ ফলপ্রসূ হয় না।

খ। একচেটিয়া অধিকার লাভের উদ্দেশ্য (Monopoly Motive): এই উদ্দেশ্যের পশ্চাতে অধিক মুনাফা লাভের আশা ছাড়াও অন্যান্য শক্তি কার্য করে।

এই উদ্দেশ্যের পশ্চাতে কার্য করে:
১। ব্যয়সংক্ষেপের ইচ্ছা

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অপচয়মূলক প্রতিযোগিতার অবসান দ্বারা প্রকৃত ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠানসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার ফলে তাহাদিগকে অনর্থক প্রচারকার্যে লিপ্ত হইতে হয় না, প্রতিযোগীর ভয়ে অযৌক্তিকভাবে দাম কমাইতে হয় না।

২। আত্মরক্ষা ও ঝুঁকির পরিমাণহ্রাসের ইচ্ছা

দ্বিতীয়ত, আত্মরক্ষার জন্য ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিযোগিতার বিলোপসাধন বা পরিমাণহ্রাস করিতে আগ্রহান্বিত হইতে পারে। তীব্র প্রতিযোগিতা যে সকল প্রতিষ্ঠানেরই ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠিতে পারে এই চেতনা তাহাদিগকে শিল্পজোট গঠনে প্রণোদিত করিতে পারে। এইরূপ শিল্পজোট গঠিত হইলে আবার মন্দাবাজারজনিত ঝুঁকি, চাহিদার পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি প্রভৃতির পরিমাণও হ্রাস পায়। কোন প্রতিষ্ঠানকে অপরে কি করিতেছে, সে-চিন্তা আর করিতে হয় না।

গ। ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্য (Power Motive): প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণই ব্যবসায়ীর পক্ষে একটা বিরাট আকর্ষণ। ইহা সমাজে তাহার মর্যাদা-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ইহা দ্বারা পরিচালিত হইয়াই শিল্পপতিগণ অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া চলে। সামান্য পরিমাণ ব্যয়বৃদ্ধি, সামান্য ঝুঁকিবৃদ্ধি প্রভৃতি এই প্রকার সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে না। টাউসিগকে (Taussig) অনুসরণ করিয়া বলা যায়, বৃহদায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবে কর্তৃত্ব লাভের অন্তর্নিহিত ইচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। শিল্পপতিগণ যতই ব্যয়সংক্ষেপ, সংহতিসাধন ইত্যাদির কথা বলুক না কেন, কার্যক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় তাহাদের 'বড়ো কিছুই করার ঝোঁক' হইতে।

অনেকের মতে, প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণের ইহাই মূল উদ্দেশ্য

ঘ। আর্থিক উদ্দেশ্য (Financial Motive): মূলধন সংগ্রহের অধিকতর সুযোগসুবিধা লাভ করাকেই আর্থিক উদ্দেশ্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। সংযুক্তির ফলে আয়তনবৃদ্ধি হইলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ পুঁজি ব্যাংকের শেয়ার কিনিতে লোকে ভয় পাইতে পারে, কিন্তু ঐ সকল ব্যাংক মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ যৌথ পুঁজি ব্যাংকের সৃষ্টি করিলে বিনিয়োগকারীর ভয় বহু পরিমাণে কাটিয়া যায়। এইভাবে মূলধন সংগ্রহ করিবার জন্যই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনেক সময় পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে দেখা যায়।

আর্থিক উদ্দেশ্য হইল মূলধন সংগ্রহের সুযোগসুবিধা লাভ

ব্যবসায়ের আয়তনবৃদ্ধির পশ্চাতে অন্যান্য উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। অনেক সময় আইনের নির্দেশ মান্য করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রসারিত হইতে হয়। যদি এরূপ

আইন পাস হয় যে বাজারের প্রত্যেক মৎস্য ব্যবসায়ীকে একটি করিয়া কোল্ড স্টোরেজ রাখিতে হইবে, তবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে হয় ঐ ব্যবস্থা করিয়া প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি করিতে হইবে, না-হয় বাজার হইতে সরিয়া যাইতে হইবে।

অন্যান্য উদ্দেশ্য

অনেক সময় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফা লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন না করিয়া পুনর্বিনিয়োগ করা হইলে আয়কর প্রভৃতি হইতে কিছু কিছু রেয়াৎ (rebate) দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাও শিল্পপতিকে প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণে প্রলুব্ধ করে।

সম্প্রসারণের পদ্ধতি (Methods of Growth): উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণের পদ্ধতি মোটামুটি দুইটি : (ক) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধি (plant extension) এবং (খ) সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্তিসাধন। প্রথম ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (firm) সংগে সংগে শিল্পেরও আয়তনবৃদ্ধি পায়। টাটার কারখানার আয়তনবৃদ্ধি ঘটিলে সমগ্র ইস্পাত শিল্পেরও আয়তনবৃদ্ধি ঘটিবে, কিন্তু সকল ইস্পাত-প্রতিষ্ঠান মিলিয়া এক হইলে ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের কোন সম্প্রসারণ ঘটিবে না।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তন সম্প্রসারণ-পদ্ধতিতে কোনপ্রকার বিভিন্নতা (variation) দেখা না যাইলেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তিসাধনে বা শিল্পজোট গঠনে বিশেষ প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়। ফলে শিল্পজোটও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

ক। **মূল্য ধার্যকরণ সংঘ (Trade or Price Associations)**: এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান এবং মূল্য স্থিতিকরণের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যূনতম মূল্য ধার্য করে।

খ। **চক্র (Rings)**: মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্পেকুলেটররা যখন সংঘবদ্ধ হইয়া কোন দ্রব্যের যোগান হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করে তখনই চক্রের উদ্ভব হয়। ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে চক্র সাময়িক জোট মাত্র। সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের মূল্য অনুমানমত বৃদ্ধি পাইলেই ইহা ভাঙিয়া যায়।

গ। **কার্টেল (Cartels)**: সাধারণত যে-কোন প্রকারের শিল্পজোটকে বুঝাইবার জন্যই 'কার্টেল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়; কিন্তু প্রকৃত অর্থে কার্টেল বলিতে প্রধানত এমন এক বিক্রয়সংস্থাকে বুঝায় যাহা স্বতন্ত্র উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে বিক্রয়বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য প্রয়োগ করে।[১] অর্থাৎ, কার্টেল হইল স্বতন্ত্র উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের সাধারণ বিক্রয়সংস্থা (common selling agency)। ইহা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে না, তবে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান কত কত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে তাহার নির্দেশ দেয়। তারপর সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য একত্রীভূত করিয়া একটিমাত্র মূল্যে বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। অবশ্য সকল বাজারের জন্য একই

প্রকৃত অর্থে কার্টেল

১. "In the strict sense ... a cartel means primarily a selling agency with monopoly powers acting on behalf of independent producers." Cairncross

বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হয় না, আভ্যন্তরীণ বাজার অপেক্ষা বৈদেশিক বাজারের জন্য অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী দাম ধার্য হইতে পারে। যাহা হউক, উভয় প্রকার বাজারে বিক্রয়ের ফলে যে লাভ বা ক্ষতি হয় তাহা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে বণ্টিত হয়।

ঘ। পুল (Pool): কার্টেলকে অনেক সময় পুল (pool) হইতে পৃথক করিয়া দেখা হয়। পুলের অধীনে স্বতন্ত্র বিক্রয়সংস্থা গঠিত হয় না, উৎপাদকগণ ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করিতে বা বাজারের অংশ ভাগ করিয়া লইতে পরস্পরের মধ্যে বিধি-বহির্ভূত পদ্ধতিতে চুক্তিবদ্ধ থাকে। পুলের প্রকৃতি অনেকটা মূল্য ধার্যকরণ সংঘেরই মত।

ট্রাষ্ট শিল্পজোটের সংহত রূপ

ঙ। ট্রাষ্ট (Trust): মূল্য ধার্যকরণ সংঘ, চক্র, কার্টেল প্রভৃতি সকলকেই শিল্পজোটের অসংহত রূপ (loose combinations) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ট্রাষ্ট কিন্তু সম্পূর্ণ সংহত (co-ordinated) শিল্পজোট, স্বতন্ত্র উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের সংহতিসাধনের ফলেই ইহার উদ্ভব হয়।

ট্রাষ্টের উদ্ভব ও প্রকৃতি

আদিতে একশ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের অংশ (shares) ট্রাষ্টীমণ্ডলীর (board of trustees) হস্তে সমর্পণ করিত এবং এই ট্রাষ্টীমণ্ডলী প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে কাজকর্ম পরিচালনা করিত। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইভাবে ট্রাষ্টীমণ্ডলী গঠন বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইলে বর্তমান ধরনের ট্রাষ্টের উদ্ভব হয়। ইহাতে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সংঘ একচেটিয়া আধিপত্যসম্পন্ন একটি সংস্থার অধীনে জোট বাঁধে। এই সংস্থাকে সাধারণত 'হোল্ডিং কোম্পানী' এবং আংগিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'অধীন কোম্পানী' (subsidiary companies) বলা হয়। অধীন প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, উৎপাদন-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে হোল্ডিং বা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান নির্দেশপ্রদান করিয়া থাকে। অনেক সময় ট্রাষ্টের অধীনে সংযুক্তিসাধনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়।

অনুভূমিক ও উল্লম্ব সংযোজন (শিল্পজোট) (Horizontal and Vertical Integration [Combinations]): উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (firm) সম্প্রসারণ অনুভূমিক (horizontal) বা উল্লম্ব (vertical) হইতে পারে।

কাহাকে বলে

ক। অনুভূমিক সম্প্রসারণ: অনুভূমিক সম্প্রসারণ বলিতে বুঝায় একই দ্রব্য উৎপাদনকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সংযোজন, অথবা উৎপাদন-পদ্ধতিতে কোন বৈচিত্র্য আনয়ন না করিয়া প্রতিষ্ঠানের আয়তনবৃদ্ধি। কেয়ার্ণক্রসের ভাষায় বলিতে পারা যায়, অনুভূমিক সম্প্রসারণের ফলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের কার্যের পরিধি অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়।[১] যেমন, দুই বা ততোধিক

১. "Horizontal integration leaves the range of a firm's activities unchanged."

ইস্পাত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান যদি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়, অথবা কোন ইস্পাত কারখানা যদি চুল্লীর আয়তন বা সংখ্যা বৃদ্ধি করে তবে উৎপাদন-পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন ঘটিবে না, কিন্তু উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ঘটিবে। এইরূপ সম্প্রসারণই অনুভূমিক সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত।

দৃষ্টান্ত

অনুভূমিক পদ্ধতিই হইল সম্প্রসারণের সাধারণ পদ্ধতি। ইহার মূলে একচেটিয়া অধিকারের উদ্দেশ্য এবং ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্য উভয়ই কাজ করে। এই ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্য অনুভূমিক সংযোজনের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে কার্য করে। ইহা ছাড়া মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা (price competition) হইতে কিছুটা ব্যাহতি পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, একই ধরনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিশেষ শক্তিশালী হইতে পারে যাহা বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোজনের ফলে সম্ভব হয় না।

অনুভূমিক সংযোজনের উদ্দেশ্য

সুবিধা

খ। উল্লম্ব সংযোজন: উল্লম্ব সংযোজন বলিতে বুঝায় উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় (processes) নিযুক্ত পূর্বতন প্রতিষ্ঠানসমূহের সংযুক্তি। যেমন, তুলাবস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সুতা-বয়ন প্রতিষ্ঠানের সংগে সংযুক্ত হইলে সংযোজনের প্রকৃতি হইল উল্লম্ব। আবার সুতা-বয়ন প্রতিষ্ঠান তুলা উৎপাদনে নিযুক্ত হইলেও উল্লম্ব সংযোজনের উদাহরণ পাওয়া যায়।

কাহাকে বলে

উল্লম্ব সংযোজনের পশ্চাতে বিভিন্ন উদ্দেশ্য কার্য করিতে পারে তবে প্রধানত কাঁচা-মাল বা অর্ধ-উৎপন্ন দ্রব্যের যোগান নিশ্চিত করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠান এইরূপ সংযোজনের দিকে ঝুঁকে। ইস্পাত কারখানার নিজস্ব লৌহ-আকর (iron-ore) বা কোক কয়লাখনি থাকিলে আকরিক লৌহ বা কোক কয়লার যোগান সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। অতএব বলা যায়, উপকরণের যোগান নিশ্চিত করাই উল্লম্ব সংযোজনের প্রধান লক্ষ্য।

দৃষ্টান্ত

প্রধান লক্ষ্য

এইরূপ সংযোজনের অবশ্য অন্যান্য সুবিধাও আছে। উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া একই কর্তৃত্বাধীনে থাকিলে সংহত উৎপাদন-ব্যবস্থার দরুন নানাভাবে ব্যয়সংক্ষেপ ঘটে। ইহাতে উৎপাদনের প্রত্যেক স্তরে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো সম্ভব হয় এবং দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষসাধনে নিয়োজিত হওয়া যায়। যেমন, গেঞ্জীর কারখানা 'নিজস্ব কলের সুতায় প্রস্তুত' বলিয়া ভাল সুতা ব্যবহার করিতে পারে এবং ঐভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারও করিতে পারে। এইরূপ সংযোজনের ফলে আবার বিক্রয়প্রসার করাও সম্ভব হয়। যেমন, পুস্তক প্রকাশক নিজে বইয়ের দোকান খুলিলে, চিত্র প্রযোজকের নিজস্ব চিত্রগৃহ থাকিলে বিক্রয়প্রসার (sales promotion) সম্ভব হয়। এই ধরনের সংযোজনকে—অর্থাৎ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান নিজস্ব বিক্রয়সংস্থা গড়িয়া তুলিলে—সম্মুখগতিসম্পন্ন উল্লম্ব সংযোজন (forward vertical integration) বলা হয়।

অন্যান্য সুবিধা

সম্মুখগতিসম্পন্ন সংযোজন

উল্লম্ব সংযোজনের অসুবিধা হইল উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সংগে পরিচিতির অভাব। ইস্পাত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সকল সময় দক্ষতার সহিত কোক কয়লা উত্তোলন সম্ভব হয় না। আবার মূলধন অপেক্ষাকৃত কম হইলে নূতন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হওয়াও অবাঞ্ছনীয় বিবেচিত হয়।[১] এই কারণে দেখা যায় যে অনুভূমিক সংযোজনের দিকেই প্রবণতা অধিক।

উপসংহার

সংক্ষিপ্তসার

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে, একচেটিয়া অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যেও সম্প্রসারিত হইতে চায়। ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে সম্প্রসারণ সমাজবিরোধী নয় কিন্তু একচেটিয়া অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে সম্প্রসারণ সমাজবিরোধী বলিয়া গণ্য। সম্প্রসারণ-প্রবণতার দরুন নানা প্রকার শিল্পজোট গড়িয়া উঠে।

অনুভূমিক ও উল্লম্ব সংযোজন একই দ্রব্য উৎপাদনকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইলে, অথবা উৎপাদন-পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনয়ন না করিয়া প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি করা হইলে অনুভূমিক সংযোজনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ব্যয়সংক্ষেপ ও মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা হইতে অব্যাহতির ইচ্ছা এরূপ সংযোজনের পশ্চাতে কায করে।

উল্লম্ব সংযোজন বলিতে বুঝায় একই ধরনের দ্রব্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তি। উপকরণের যোগান নিশ্চিত করাই এরূপ সংযোজনের প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য অন্যান্য সুবিধাও আছে।

অনুশীলনী

1. Distinguish between vertical and horizontal combinations and examine their advantages and disadvantages.

[উল্লম্ব ও অনুভূমিক শিল্পজোটের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং উহাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (৯১-৯৩ পৃষ্ঠা)

2. Distinguish between chief types of industrial combinations and indicate the factors which favour their growth.

[শিল্পজোটের প্রধান প্রধান রূপের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং যে যে বিষয় উহাদের সম্প্রসারণে সহায়তা করিয়া থাকে তাহাদের বিবরণ দাও।] (৯ -৯১ পৃষ্ঠা)

---

১. Marshall : *Industry and Trade*

মূল্যতত্ত্ব—ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ
[PRICE THEORY—MICRO ANALYSIS]

১১ | বাজার ও প্রতিযোগিতা
(MARKETS AND COMPETITION)

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে প্রত্যেক সমাজ বা অর্থ ব্যবস্থাকেই তিনটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়—যথা, কি উৎপাদন করা হইবে, কিভাবে উৎপাদন করা হইবে এবং কাহার জন্য উৎপাদন করা হইবে (২৪ পৃষ্ঠা)। এই সমস্যাগুলির সহিত মোকাবিলার জন্য মোটামুটি তিনটি স্বতন্ত্র পথও রহিয়াছে : (ক) প্রথা (custom), (খ) কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের নির্দেশ (whip of the central authoritarian rule), এবং (গ) বাজার-ব্যবস্থা (market system)।[১]

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের তিনটি পন্থা :

প্রথা বলিতে বুঝায় গতানুগতিকভাবে বংশপরম্পরায় একই কার্য সম্পাদন করিয়া যাওয়া—যেমন, বর্ণভেদ প্রথার (caste system) অধীনে পুত্র পিতার পেশা গ্রহণ করিয়া উৎপাদনকার্য চালাইয়া থাকে এবং বিশেষ পেশার সামাজিক মূল্য অনুসারে উৎপন্ন দ্রব্যাদিরও মূল্য নির্ধারিত হইয়া থাকে।

ক। পথা

কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের নিদেশে উৎপাদনকার্য সম্পাদিত হইলে প্রথার গুরুত্ব কমিয়া যায়। মিসরের পিরামিড, ভারতের তাজমহল প্রভৃতি রাজ-রাজড়ার আদেশেই নির্মিত হইয়াছিল। চেংগিস খাঁ ও অন্যান্য সমরনায়কের আদেশে জনগণকে প্রধানত যুদ্ধোপকরণ ও যোদ্ধাদের রসদ উৎপাদনেই নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল।

খ। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের নির্দেশ

প্রথা বা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের নির্দেশে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা তিনটির—কি, কিভাবে এবং কাহার জন্য (What, How and For Whom ?)—সমাধান করা হইলে অর্থবিদ্যার আলোচ্যে বিশেষ কিছুই থাকে না। বর্তমানে কিন্তু আমাদের ন্যায় দেশের স্বাতন্ত্র্যবাদী মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় (Mixed Free Enterprise Economy) ঐ সকল সমস্যার সমাধান করা হয় ২০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত মূল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে। আবার মূল্য-ব্যবস্থার দরুন উদ্ভব হয় বাজার-ব্যবস্থার (market system), কারণ প্রত্যেকটি মূল্য বা দাম নির্ধারিত হয় বাজারে। ফলে জিনিসপত্রের ন্যায় শ্রমেরও বাজার (labour market) রহিয়াছে, মূলধনেরও বাজার (capital market) রহিয়াছে, ইত্যাদি।

গ। মূল্য ও বাজার ব্যবস্থা

যে-কোন বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল প্রতিযোগিতা (competition)—প্রতিযোগিতাবিহীন বাজারের কল্পনাও করা যায় না।

প্রতিযোগিতার ভূমিকা

১. R. L. Heilbroner : *The Worldly Philosophers*

এই অধ্যায়ে বাজার ও প্রতিযোগিতা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

বাজার বলিতে কি বুঝায়? (What is a Market ?): সাধারণ ভাষায় যে-কোন নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলিলে তাহাকেই বাজার বলিয়া অভিহিত করা হয়। অর্থবিদ্যায় কিন্তু বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না, কোন দ্রব্য বা উৎপাদনের উপাদানসমূহের ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেনের যে-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহাকেই অর্থবিদ্যায় বাজার বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে বুঝায় লেনদেন সম্পর্ক

নির্দিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতারা নানা স্থানে ছড়াইয়া থাকিতে পারে, এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থান করিতে পারে, ফলে সম্মুখ ক্রয়বিক্রয়ের পরিবর্তে টেলিফোন টেলিগ্রাম চিঠিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমেই তাহাদের লেনদেনকার্য সম্পাদিত হইতে পারে। সুতরাং যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে আদানপ্রদানের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ফলে বাজারের বিভিন্ন অংশের দ্রব্যমূল্য একে অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তবে ঐ অঞ্চল সংকীর্ণ হউক বা বিস্তৃত হউক উহাকে বাজার আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।[১]

বাজারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Markets): বিভিন্নভাবে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। বাজারের পরিধি অনুযায়ী বাজার—স্থানীয় (Local), জাতীয় (National) এবং আন্তর্জাতিক (International) হইতে পারে। যে-দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় কোন নির্দিষ্ট স্থানীয় অঞ্চলে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাহার বাজার স্থানীয়—যেমন, তরকারী ইট প্রভৃতির বাজার। আবার অনেক জিনিস আছে যাহার ক্রয়বিক্রয় সমগ্র দেশ জুড়িয়া চলে অথচ ইহাদের চালান বিদেশে যায় না, দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সকল দ্রব্যের বাজার জাতীয়। পরিশেষে, দ্রব্যের বাজার দেশের সীমাকে অতিক্রম করিয়া জগৎজোড়া হইয়া দাঁড়াইলে উহাকে বলা হয় আন্তর্জাতিক বাজার—যেমন, পাট তুলা স্বর্ণ প্রভৃতির বাজার।

১। পরিধি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ

সময়ের তারতম্য অনুসারে মার্শাল (Prof. Alfred Marshall) চারি প্রকার বাজারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন: (ক) অত্যল্পকালীন বাজার (Very Short-Period Market), (খ) স্বল্পকালীন বাজার (Short-Period Market), (গ) দীর্ঘকালীন বাজার (Long-Period Market), এবং (ঘ) অতি-দীর্ঘকালীন বাজার (Secular-Period or Very Long-Period Market)। এই চারি প্রকার বাজারের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে করা যায়।

২। সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজারের শ্রেণীবিভাগ

(ক) অত্যল্পকালীন বাজার: একদিনের বা কয়েকদিনের বাজারকে মার্শাল অত্যল্পকালীন বাজারের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। এরূপ বাজারের মেয়াদ বা সময় এতই

১. "Market is an area ... prices obtainable in one part of the market affect the prices paid in other parts." Benham

অল্প যে যোগানের বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থায় দামের উপর চাহিদার প্রভাব অধিক পড়িবে। চাহিদা অধিক হইলে দাম বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে, আর চাহিদা হ্রাস পাইলে দামহ্রাসের ঝোঁক দেখা দিবে। উদাহরণস্বরূপ, মৎস্য যোগানের কথা ধরা যাইতে পারে। কোন এক বিশেষ দিনে দামের তারতম্য অনুসারে মৎস্যের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। মৎস্য যোগানের পরিমাণ এইভাবে নির্দিষ্ট থাকায় চাহিদা কম হইলে মৎস্যের দাম হ্রাস পাইবে। দাম অত্যল্প হইলেও বেশীদিন মৎস্য ধরিয়া রাখা চলিবে না, ক্ষণস্থায়ী ও পচনশীল দ্রব্য বলিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ধৃত মৎস্যের সমগ্রটা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। তবে সমস্ত দ্রব্যই মৎস্যের ন্যায় পচনশীল নয়। আবার বৈজ্ঞানিক উপায়েও অনেক ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যকে কিছু সময়ের জন্য ধরিয়া রাখা সম্ভবপর হয়। এই অবস্থায় অত্যল্পকালীন বাজারেও কোন কোন দ্রব্যের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে যোগানেরও কতকটা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। যেমন, যদি কোন দ্রব্যের দাম এত পড়িয়া যায় যে বিক্রেতারা উহাকে বিক্রয় করা সংগত মনে না করে তাহা হইলে তাহারা ভবিষ্যতে বাজারে অধিক দামে বিক্রয়ের আশায় সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের কিছু পরিমাণ মজুত করিবে ; অপরপক্ষে দাম বাড়িলে মজুত মাল হইতে বাজারে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করিবে।

এই বাজারে যোগান মোটামুটি স্থিতিশীল

সুতরাং দেখা যাইতেছে, অত্যল্পকালীন বাজারে দ্রব্যের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি—উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি নহে—দ্বারা যোগানের পরিবর্তনসাধন করা সম্ভব হয়।

(খ) স্বল্পকালীন বাজার : স্বল্পকালীন বাজারে দ্রব্যের উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার মত সময় হাতে থাকে ; তবে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে প্রচলিত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের (existing machineries and techniques) মধ্যে থাকিয়া যতটা পরিবর্তন সম্ভব উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি ততটাই হইবে। অর্থাৎ, স্বল্পকালীন বাজারের সময় এত যথেষ্ট নয় যে উহার মধ্যে উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিশেষীকৃত স্থায়ী সাজসরঞ্জাম বা মূলধনের (specialised fixed equipment or capital) পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। স্বল্পকালীন বাজারের সময়ের মধ্যে প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (firm) আয়তন ও প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকে ; এক নূতন কোন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে পারে না। সুতরাং স্বল্পকালীন বাজারে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত উৎপাদন মাত্র আংশিকভাবে তাল রাখিয়া চলিতে পারে।

এই বাজারে উৎপাদন চাহিদার সহিত আংশিকভাবে তাল রাখিতে পারে

(গ) দীর্ঘকালীন বাজার : দীর্ঘকালীন বাজারে চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী সমধিক পরিমাণে উৎপাদনের পরিবর্তনসাধনের মত যথেষ্ট সময় থাকে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ও কুশলী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। ইহা ব্যতীত নূতন নূতন কলকারখানা

প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংশ্লিষ্ট শিল্পের কলেবরও বৃদ্ধি করিতে পারে। অপরপক্ষে চাহিদা হ্রাস পাইলে দীর্ঘকালীন বাজারে শিল্পে অবস্থিত কারখানাগুলির উৎপাদন কমানো যায়, অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়াও দেওয়া যায়। দীর্ঘ-কালীন বাজারে সময় অধিক হওয়ায় এইভাবে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত সম্পূর্ণভাবে সমতালে চলিতে পারে।

এই বাজারে চাহিদার সহিত যোগানের সম্পূর্ণ সংহতিসাধন সম্ভব

(ঘ) অতি-দীর্ঘকালীন বাজার: মার্শাল দীর্ঘকালীন বাজার ব্যতীত অতি-দীর্ঘকালীন বাজারের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ বাজারের সময় এতই দীর্ঘ যে সাধারণ দীর্ঘকালীন বাজারে যে-সকল পরিবর্তন সম্ভব হয় তাহা ছাড়াও আরও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এক যুগ হইতে অন্য যুগের মধ্যে মানুষের জ্ঞান, জনসংখ্যার আয়তন, মূলধন যোগানের অবস্থা, মানুষের রুচি অভ্যাস প্রভৃতি সকলই পরিবর্তিত হইতে পারে এবং এই সমস্তের প্রভাবের ফলে দ্রব্যের দামের পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, অর্থবিদ্যায় অতি-দীর্ঘকালীন বাজারের আলোচনা করার বিশেষ সার্থকতা নাই, কারণ সময় এতই দীর্ঘ যে সম্যকভাবে এইরূপ বাজারের সাধারণ স্থত্র নির্ণয় করা সাধ্যাতীত।[১]

এই বাজারে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়

এইরূপ বাজারের আলোচনা নিরর্থক

সময়ের তারতম্যের গুরুত্ব: সময়ের ভিত্তিতে বাজারের উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে সময় স্বল্প হইলে দ্রব্যমূল্যের উপর চাহিদার প্রভাব অধিক পড়ে, অপরপক্ষে সময় যত অধিক হয় ততই যোগান অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যোগান আবার উৎপাদন-ব্যয়ের (cost of production) উপর নির্ভরশীল বলিয়া সময় অধিক হইলে দ্রব্যমূল্য উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা অধিক প্রভাবান্বিত হয়। চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের এই তারতম্যের কারণ হইল যে, একই সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত চাহিদা ও যোগানের সমপরিমাণ সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয় না। সাধারণত দাম পরিবর্তনের সংগে সংগে যোগান অপেক্ষা চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

বাজার ও প্রতিযোগিতা (Market and Competition) : বলা হইয়াছে যে, প্রতিযোগিতা অর্থনৈতিক বাজারের অপরিহার্য সর্ত—প্রতিযোগিতা ছাড়া এইরূপ বাজারের কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক বাজারে প্রতিযোগিতার তারতম্য থাকে, এবং এই তারতম্য অনুসারে অর্থনৈতিক বাজারকে (ক) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা, (খ) একচেটিয়া কারবার, এবং (গ) অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।[২]

প্রতিযোগিতার তারতম্য অনুসারে বাজারের শ্রেণীবিভাগ

১. The secular period " ... is much too long to provide any really satisfactory generalisations for economic theory." Stonier and Hague *A Textbook of Economic Theory*

২. উহাদিগকে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি না বলিয়া পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (perfectly competitive market) ইত্যাদিও বলা যাইতে পারে।

ক। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা (Perfect Competition): অর্থবিদ্যাবিদগণ যখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেন তখন তাঁহারা নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন: (১) বহুসংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতা, (২) সমজাতীয় দ্রব্য (homogeneous commodity), (৩) কোনরূপ পক্ষপাত বা পৃথকাচরণের অনস্তিত্ব, (৪) ক্রেতা ও বিক্রেতাদের স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা (power of independent decision-making), (৫) বাজার সম্বন্ধে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সম্যক জ্ঞান (perfect knowledge of market conditions), (৬) উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ-সুযোগ (free entry), এবং (৭) শিল্পগুলির মধ্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের সম্পূর্ণ গতিশীলতা (perfect mobility of the productive resources)। এখন এই সর্তগুলির সামান্য ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সর্তাবলী:

বহুসংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতার অবস্থিতি (existence of innumerable buyers and sellers) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার প্রথম সর্ত। সংখ্যা কত হইলে যে বহুসংখ্যক হইবে তাহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। তবে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের জন্য ক্রেতাবিক্রেতার সংখ্যা এত বেশী হওয়া প্রয়োজন যে কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা যেন একক-ভাবে লেনদেন বা দ্রব্যের দামের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে। প্রত্যেক বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের যোগান মোট যোগানের তুলনায় এতই সামান্য হইবে যে কোন বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের যোগানের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে যেন বাজারে দ্রব্যের দামের কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটে। এই অবস্থায় তাহাকে বাজারে প্রচলিত দাম মানিয়া লইতে হয় এবং সে ঐ দামে কমবেশী যেমন খুশি বিক্রয় করিতে পারে।[১] কিন্তু প্রচলিত দামের কিছু বেশী চাহিলে সে মোটেই বিক্রয় করিতে পারিবে না।)

১। বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতার অবস্থিতি

সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে-কোন বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা সম্পূর্ণ-ভাবে স্থিতিস্থাপক হয় (under perfect competition demand for the product of a *single* firm is perfectly elastic)—অর্থাৎ সে যতটা উৎপাদন করিতে পারে, প্রচলিত দামে ততটাই বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাহার পক্ষে বিজ্ঞাপনের' (advertising) আশ্রয় লওয়া নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, বিক্রেতারা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের বিক্রয়প্রসার ও দাম চড়া রাখিবার উদ্দেশ্যে সমবায়িক পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রচার (co-operative advertising) করিতে পারে। যদি কোন বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানবিশেষ বিজ্ঞাপনের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রতিযোগিতা পূর্ণাংগ নয়।

প্রত্যেকের উৎপন্ন দ্রব্যের পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা

১. "A perfect competitor is one who can sell all he wishes at the going market price but is unable in any appreciable degree to raise or depress that market price." Samuelson

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে ক্রয়বিক্রয়ের দ্রব্য সমজাতীয় হইবে—অর্থাৎ দ্রব্যটির এক এককের সহিত অন্য এককের কোন পার্থক্য থাকিবে না। এই অবস্থায় ক্রেতার নিকট সকল বিক্রেতাই সমান, কারণ সকলে ঠিক একই দ্রব্য বিক্রয় করে। সুতরাং ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে ক্রেতাবিক্রেতারা কোনপ্রকার পৃথকাচরণ করিবে না।

২। সমজাতীয় দ্রব্য

৩। পৃথকাচরণের অনস্তিত্ব

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ক্রেতা ও বিক্রেতারা স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে—অর্থাৎ কে কতটা কিনিবে বা কোন্ উৎপাদক কতটা উৎপাদন করিবে, সে-বিষয়ে অন্য কাহারও দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে না।

৪। স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সম্যক জ্ঞান থাকে। প্রত্যেকেই জানে যে বাজারের বিভিন্ন অংশে কি দামে ক্রয়বিক্রয় হইতেছে। ফলে দাম পৃথক হইতে পারে না।

৫। বাজার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান

পরবর্তী সর্ত দুইটি হইল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ-সুযোগ এবং শিল্পগুলির মধ্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণ গতিশীলতা (perfect mobility)। নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের সুযোগ থাকে বলিয়া প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বহু হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণ গতিশীলতার জন্য একই প্রকার উৎপাদনের উপাদানের দাম সকল ক্ষেত্রে সমান হয়।

৬। প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ-সুযোগ

৭। উপাদানসমূহের পূর্ণ গতিশীলতা

ইহা ব্যতীত পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার আলোচনা প্রসংগে পরিবহণ-ব্যয়ের তারতম্যের কথা ধরা হয় না। কারণ, অন্যথায় একই দ্রব্যের দাম বিভিন্ন হইবে। অবশ্য পরিবহণ-ব্যয়ের তারতম্যের অনস্তিত্বের কল্পনা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয় না।

পরিবহণ-ব্যয়কেও উপেক্ষা করা হয়

পূর্ণাংগ ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা: এমন অনেক অর্থবিদ্যাবিদ আছেন যাঁহারা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা (perfect competition) এবং নিখুঁত প্রতিযোগিতার (pure competition) মধ্যে পার্থক্য করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ধরিয়া লওয়া হয় যে বাজারের লেনদেন বা অবস্থা সম্পর্কে ক্রেতা-বিক্রেতারা সম্যক অবহিত থাকে এবং এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণ গতিশীলতা থাকে, কিন্তু নিখুঁত প্রতিযোগিতার বেলায় এই দুইটি জিনিসের অভাব থাকে বলিয়া ধরা হয়।

খ। একচেটিয়া কারবার (Monopoly): উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বা শিল্পজোট সম্প্রসারিত হইতে হইতে একচেটিয়া কারবারে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ পরিণতি সমাজের দিক দিয়া অকাম্য বিবেচিত হয়, কারণ একচেটিয়া কারবারে দ্রব্যের (ক) গুণগত অবনতি ঘটিতে পারে, (খ) যোগান হ্রাস দেখা দিতে পারে, এবং (গ) কারবারী অত্যধিক মুনাফা লাভ করিতে পারে বলিয়া আশংকা করা হয়।

একচেটিয়া কারবারকে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা যায়। একচেটিয়া বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগান দিয়া থাকে। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সমগ্র শিল্প (industry) ও প্রতিষ্ঠানবিশেষের (individual firm) মধ্যে যে-পার্থক্য থাকে তাহা একচেটিয়া কারবারের বেলায় পরিলক্ষিত হয় না, কারণ একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানই হইল সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের একমাত্র সরবরাহকারী। ঐ অবস্থায় প্রতিষ্ঠান শুধু প্রতিষ্ঠান নহে, সমগ্র শিল্পও বটে এবং সমগ্র শিল্পের যে-বৈশিষ্ট্য থাকে তাহা উক্ত প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়।

একচেটিয়া কারবারে শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য থাকে না

একচেটিয়া কারবার যদি নিখুঁত (pure or absolute) হয় তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের কোনপ্রকার পরিবর্ত-দ্রব্য (substitute) থাকে না এবং স্বতই তাহাকে কোন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় না। এইরূপ নিখুঁত একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের দাম চড়া রাখিলেও ক্রেতাগণ তাহার নিকট হইতে ক্রয় হ্রাস করিবে না এবং অন্য দ্রব্য বা বিক্রেতার দিকে ঝুঁকিবে না।

নিখুঁত একচেটিয়া কারবার

কিন্তু একেবারেই পরিবর্ত-সামগ্রী (substitute) এবং প্রতিযোগিতা থাকিবে না এবং দাম বৃদ্ধি যতই করা হউক না কেন ক্রেতারা সমপরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে থাকিবে, এরূপ কল্পনা করা অতিমাত্রায় অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত সকল প্রকার দ্রব্যই পরস্পরের পরিবর্ত।[১] ক্রেতাদের আয় সীমাবদ্ধ এবং ঐ [illegible] সাহায্যে তাহারা বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করে। সুতরাং একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের দাম যথেচ্ছভাবে বৃদ্ধি করিলে তাহারা উক্ত দ্রব্যের ক্রয় হ্রাস করিয়া অন্য দ্রব্যের বা দূরবর্তী পরিবর্ত-দ্রব্যের (remote substitute) দিকে ঝুঁকিবে। এইজন্য সাধারণত একচেটিয়া কারবার বলিতে বুঝায় এমন একটি অবস্থা যেখানে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের সরবরাহকারী হইল একজন এবং বাজারে ঐ দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী অবর্তমান (absence of close substitutes)। ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্যের অভাব বলিতে বুঝায় যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত-দ্রব্য এতই দূরবর্তী (remote) বা এরূপ তুলনাহীন (poor) যে একচেটিয়া কারবারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার কথা বিশেষ চিন্তা না করিয়াই আপন মূল্যনীতি নির্ধারণ করিতে পারে। সুতরাং একচেটিয়া কারবারে কার্যকরভাবে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না।[২]

নিখুঁত একচেটিয়া কারবার বিরল

অতএব, একচেটিয়া কারবার বলিতে বুঝায় কার্যকর প্রতিযোগিতার অভাব

১. "Ultimately all goods are competitive with each other, however imperfectly." Stonier and Hague : *A Textbook of Economic Theory*

২. "A firm is classed as a pure monopolist if it is the sole producer of some commodity for which there are no close substitutes and if it faces no imminent threat of competitors." Baumol : *Economic Theory and Operations Analysis*

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারে মূল্যনীতি: এখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সংগে তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যাইবে যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানবিশেষকে বাজার-দাম স্বীকার করিয়া লইতে হয় এবং নির্দিষ্ট দামে সে কমবেশী যত খুশি বিক্রয় করিতে পারে। কোন বিক্রেতা বাজার-দাম অপেক্ষা অধিক দাবি করিলে সে মোটেই বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না, কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতারা অন্য বিক্রেতাদের নিকট হইতে কম দামে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিবে। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কোন একজন বিক্রেতা দ্রব্যমূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অপরপক্ষে একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যমূল্যকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, কারণ সে হইল দ্রব্যটির একমাত্র সরবরাহকারী। কিন্তু যোগানের উপর একচেটিয়া কারবারীব কর্তৃত্ব থাকিলেও চাহিদা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। সুতরাং সে চড়া দামে যত খুশি বিক্রয় করিতে পারে না। সে দাম স্থির করিয়া দিতে পারে, কিন্তু কত পরিমাণ দ্রব্য ঐ দামে বিক্রয় হইবে তাহা চাহিদার প্রকৃতির উপর নির্ভর করিবে। আবার সে যোগানের পরিমাণ ধার্য করিয়া দিতে পারে, কিন্তু কি দামে উহা বিক্রয় হইবে তাহা নির্ভর করিবে চাহিদার উপর। দাম এবং যোগানের পরিমাণ উভয়কে একসংগে সে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতে হইলে একচেটিয়া
১ কারবারীকে দাম হ্রাস করিতে হইবে। অর্থাৎ, বিক্রয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিতে হইলে দাম স্বল্প হওয়া প্রয়োজন। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কোন বিক্রেতাবিশেষকে অধিক বিক্রয় করিতে হইলে বাজার-দাম হইতে কমে বিক্রয় করিতে হয় না। অবশ্য সমগ্র শিল্পের কথা ধরিলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাতেও অধিক দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দাম হ্রাস করিতে হয়। সুতরাং একচেটিয়া কারবারে সমগ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে—অর্থাৎ অধিক বিক্রয়ের জন্য একচেটিয়া কারবারীকে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিতে হয়।

একচেটিয়া কারবারে সমগ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে, মাত্র প্রতিষ্ঠানবিশেষের নহে

গ। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা—পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া কারবারের মধ্যবর্তী অবস্থা (Imperfect Competition—It is in the no Man's Land between Perfect Competition and Monopoly):

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইবে যে একচেটিয়া কারবার এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। তত্ত্বগতভাবে এরূপ পার্থক্য করা সহজ হইলেও বাস্তব জগতে অবিমিশ্রিত প্রতিযোগিতা বা অবিমিশ্রিত একচেটিয়া কারবার কোনটিরই সন্ধান পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ব্যবসায়ই উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। অর্থাৎ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার ও প্রতিযোগিতা উভয়েরই বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার প্রাধান্য থাকে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে

একচেটিয়া কারবার ও প্রতিযোগিতার মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট নহে

একচেটিয়া কারবারের বৈশিষ্ট্যের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।[১] সুতরাং প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া কারবাবের মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নয়।

বাস্তব জগতেব পরিপ্রেক্ষিতে একচেটিয়া কারবার এবং প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য কবিলে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। পূর্ণাংগ একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্নের পরিবর্ত-দ্রব্য (substitutes) পাওয়া যায় না। আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে কোনপ্রকার পরিবর্ত-দ্রব্য থাকিবে না এরূপ কল্পনা অবাস্তব। যেমন, চা-এর একচেটিয়া কারবাব থাকিলেও উহাব দাম বেশী হইলে লোকে কফি কোকো ইত্যাদি পানীয় দ্রব্যেব দিকে ঝুঁকিবে। সুতরাং এই সকল দ্রব্যের প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করিয়া একচেটিয়া চা-ব্যবসায়ীকে চলিতে হইবে। ইহা ব্যতীত একদিক দিয়া সকল দ্রব্যই পরস্পবের পরিবর্ত। প্রত্যেক লোকের ক্রয়শক্তি (purchasing power) সীমাবদ্ধ বলিয়া কোন দ্রব্যেব দাম অতিরিক্ত হইলে সে উক্ত দ্রব্যের ব্যবহাব পরিহাব কবিয়া অন্য কোন দ্রব্যের দিকে ঝুঁকিতে পারে। যেমন, সিনেমা দেখার পরিবর্তে পুস্তক ক্রয় করিতে পারে, মোটরগাড়ীর পরিবর্তে বাড়ী ক্রয় করিতে পারে, ইত্যাদি।

একচেটিয়া কারবাবে প্রতিযোগিতাব বৈশিষ্ট্য দেখা যায

অতএব, সীমাবদ্ধ ক্রয়শক্তির জন্য সকল দ্রব্যই নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে এবং একচেটিয়া কাববাবী প্রতিযোগিতার কবল হইতে মুক্ত নহে। উপবন্তু, একচেটিয়া কারবারীকে সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার (potential competition) কথা চিন্তা করিয়াও কার্য করিতে হয়। দাম বেশী হইলে নূতন পরিবর্ত-দ্রব্যের উদ্ভাবন অথবা নূতন প্রতিষ্ঠানেব আবির্ভাবের আশংকা থাকে। এই প্রতিযোগিতার আশংকাতেই একচেটিয়া কারবারীকে দ্রব্যমূল্য সীমিত রাখিতে হয়। প্রতিযোগিতা নাই এরূপ নিখুঁত একচেটিয়া কারবার কল্পনা মাত্র বলিয়া অর্থবিদ্যাবিদগণ একচেটিয়া কারবার বলিতে সেইরূপ কারবারকে বুঝেন যেখানে দ্রব্যের উৎপাদক হইল একজন এবং দ্রব্যটি হইল ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্যহীন। কিন্তু এই অর্থেও একচেটিয়া কারবার বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষ একটা দেখা যায় না। সাধারণত সম্পূর্ণ একই ধরনের না হইলেও প্রায় সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী একাধিক উৎপাদক বা প্রতিষ্ঠানকে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দেখা যায়। একাধিক বিক্রেতা সম্পূর্ণ পরিবর্ত-দ্রব্য (perfect substitutes) না হইলেও ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitutes) লইয়া পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা চালায়।

পরিবর্ত-দ্রব্যহীন ও প্রতিযোগিতাহীন নিখুঁত একচেটিয়া কাববাব বিবল

অনুরূপভাবে বাস্তবে পূর্ণাংগ বা নিখুঁত প্রতিযোগিতা বিশেষ একটা দেখা যায় না। নানাভাবে বাজারে প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয় এবং একচেটিয়া কারবারের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার উপাদান হইল: (১) বহুসংখ্যক

১. "In most lines of business there is a blend of competition and monopoly in which one or the other may preponderate." Cairncross

ক্রেতাবিক্রেতার অবস্থিতি, (২) সমজাতীয় দ্রব্য, (৩) ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে পৃথকাচরণের অনস্তিত্ব, (৪) ক্রেতাবিক্রেতাদের স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, (৫) বাজার সম্বন্ধে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সম্যক জ্ঞান, (৬) শিল্পে অবাধ প্রবেশ-সুযোগ, এবং (৭) উৎপাদনের উপাদানসমূহের শিল্প হইতে শিল্পান্তরে সম্পূর্ণ গতিশীলতা। ইহার যে-কোনটির অভাব প্রতিযোগিতাকে অসম্পূর্ণ বা অপূর্ণাংগ করিয়া তুলে এবং বাস্তব জগতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই সকল সর্তের কোন-না-কোনটির অভাব থাকেই।

অনুরূপভাবে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাও বিরল

বিষয়টির সামান্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। প্রথম সর্তের কথা বিচার করিলে দেখা যাইবে অনেক ক্ষেত্রেই বিক্রেতারা এত ক্ষুদ্র হয় না যে তাহারা মোট যোগানের মাত্র একটা সামান্য অংশ সরবরাহ করিয়া থাকে। বরং অনেক ক্ষেত্রেই কতিপয় বিক্রেতা মোট যোগানের বেশীর ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় বাজার-দামের উপর যে বিক্রেতাবিশেষের প্রভাব থাকিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে না, সেখানে কোন বিক্রেতা বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না—তাহাকে দামকে মানিয়া লইয়াই যোগানের ব্যবস্থা করিতে হয়।

আবার পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বিক্রয়-দ্রব্য সমজাতীয় হয় এবং ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব থাকে না। ফলে বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্য সম্পূর্ণ পরিবর্ত-দ্রব্য (perfect substitutes) হয়। কিন্তু প্রকৃত বাজারে দেখা যায় যে প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান তাহার দ্রব্যকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য হইতে পৃথকীকরণের (differentiation) জন্য ট্রেডমার্ক, বিশেষ ধরনের প্যাকিং, বিশেষ ষ্টাইল, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির আশ্রয় লইয়া থাকে। অনেক সময় আবার বিশেষ সুযোগসুবিধা (যেমন, উপহার-কুপন, ধারে বিক্রয়, নিয়মিত যোগান প্রভৃতি) প্রদানের সাহায্যে ক্রেতাদের তোষণ ও আকৃষ্ট করা হয়। ইহা ব্যতীত অভ্যাসবশত কিংবা বাজার সম্পর্কে অজ্ঞানতা হেতু ক্রেতারা বিক্রেতাবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে। বিক্রেতা দামের কিছুটা তারতম্য করিলেও এই ক্রেতাগণ তাহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যায় না। এই সকল কারণের জন্য প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতার মূল্য-নিয়ন্ত্রণের কতকটা স্বাধীনতা থাকে।

সামান্য মূল্য-নিয়ন্ত্রণও একচেটিয়া আধিপত্যের সৃষ্টি করে

মূল্য-নিয়ন্ত্রণের এই ক্ষমতা যতই সামান্য হউক না কেন, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ধারণার সহিত উহার কোন সংগতি নাই। অপরপক্ষে উহা প্রমাণ করে যে বিক্রেতা একচেটিয়া কারবারীর মত তাহার নির্দিষ্ট বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিবার কতকটা ক্ষমতা ভোগ করে।

আরও একটি কারণের জন্যও প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয় এবং একচেটিয়া কারবারের বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়া থাকে। দূরত্বের ব্যবধান বা পরিবহণ-ব্যয় (transport

cost) কোন নির্দিষ্ট এলাকার বিক্রেতাদের কতকটা একচেটিয়া অধিকার প্রদান করিতে সাহায্য করে। যেমন, নির্দিষ্ট অঞ্চলের ইটের ব্যবসায়ীকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ইট-ব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় না।

পরিবহণ-ব্যয়ও একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে

অতএব, দেখা যাইতেছে যে বাস্তব ক্ষেত্রে নিখুঁত একচেটিয়া কারবার যেমন দেখা যায় না তেমনি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সন্ধানও কদাচিৎ পাওয়া যায়।[১] প্রকৃতপক্ষে এই দুই-এর মধ্যবর্তী অবস্থাই বাজারে সচরাচর দেখা যায়। এই মধ্যবর্তী অবস্থাকে বলা হয় অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা (Imperfect Competition)।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাই অধিকাংশ শিল্পের বৈশিষ্ট্য

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন রূপ (Different Types of Imperfect Competition): দুইটি প্রধান কারণের জন্য প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয়। প্রথমত, বিক্রয়-দ্রব্য সমজাতীয় না হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ক্রেতা বা বিক্রেতার সংখ্যা স্বল্প হইতে পারে। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার একটি রূপ হইল একচেটিয়া প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition)। ইহাতে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা পৃথকীকৃত (differentiated) কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitute products) লইয়া প্রতিযোগিতা করে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা বহু হইলেও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মত বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্য সমজাতীয় হয় না। কিন্তু একেবারে সমজাতীয় না হইলেও বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্য সদৃশ ও ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য হয়, একচেটিয়া কারবারের মত দূরবর্তী পরিবর্ত-দ্রব্য (remote substitute) নয়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা ট্রেডমার্ক, সুন্দর প্যাকেট প্রভৃতি দ্বারা দ্রব্য পৃথকীকরণের চেষ্টা করে এবং অনুরূপ দ্রব্য হইতে যে তাহার দ্রব্য উৎকৃষ্টতর তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করে।

প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয়—১। সমজাতীয় বিক্রয়-দ্রব্যের অভাবে

এই কারণে উদ্ভূত হয় একচেটিয়া প্রতিযোগিতা

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার আর একটি রূপ হইল অলিগোপলি (Oligopoly) বা কতিপয় প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতাবিশিষ্ট কারবার। যখন বাজারে একজন বা বহুসংখ্যক বিক্রেতার স্থলে মাত্র 'কতিপয় বিক্রেতা' প্রতিযোগিতা করে তখন উহাকে অলিগোপলি বা কতিপয় প্রতিষ্ঠানবিশিষ্ট কারবার বলা হয়।[২] অলিগোপলির একটি বিশেষ সংস্করণ হইল দ্বিবিক্রেতা-বিশিষ্ট কারবার বা ডুয়োপলি (Duopoly)। ডুয়োপলিতে দুইজন বিক্রেতা বা দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে।

২। অসংখ্য বিক্রেতার অভাবে—ইহাতে উদ্ভূত হয় অলিগোপলি ও ডুয়োপলি

১. "We never find monopoly undiluted by competition, and rarely find competition undiluted by monopoly." Cairncross

২. "An oligopolist is one of a few sellers who produce an identical or almost identical product." Samuelson

অলিগোপলি আবার পূর্ণাংগ অলিগোপলি (Perfect Oligopoly) এবং অপূর্ণাংগ অলিগোপলি (Imperfect Oligopoly) হইতে পারে। যখন স্বল্পসংখ্যক বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে তখন উহাকে পূর্ণাংগ অলিগোপলি বলে, আব যখন এই স্বল্পসংখ্যক বিক্রেতাদের দ্রব্য সমজাতীয় হয় না অথচ ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য হয় তখন উহাকে বলা হয় অপূর্ণাংগ অলিগোপলি।

পূর্ণাংগ ও অপূর্ণাংগ অলিগোপলি

অলিগোপলির আর একটি রূপ হইল মূল্যনেতৃত্ব (Price Leadership)। এইরূপ অলিগোপলিতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এক বা একাধিক শক্তিশালী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানেব নেতৃত্ব মানিয়া চলে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যে-মূল্যনীতি গ্রহণ করে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি তাহা গ্রহণ কবে বা তাহাকে ভিত্তি করিয়া নিজেদের মূল্য ধার্য করে। মূল্যনেতৃত্বেব ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য সমজাতীয অথবা পৃথকীকৃত হইতে পারে।

মূল্যনেতৃত্ব

বিক্রেতাদের দিক হইতে যেমন বাজারে প্রতিযোগিতার তারতম্য দেখা যায়, ক্রেতাদের দিক হইতেও তেমনি প্রতিযোগিতার তারতম্য দেখা দিতে পারে। যখন বাজারে মাত্র একজন ক্রেতা কিন্তু বহু বিক্রেতা থাকে তখন উহাকে এবক্রেতাবিশিষ্ট কারবার বা মনোপ্‌সনি (Monopsony) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে মনোপ্‌সনি কদাচিৎ দেখা যায়। যখন ক্রেতাব সংখ্যা স্বল্প কিন্তু বিক্রেতাব সংখ্যা বহু তখন সেই অবস্থাকে বলা হয কতিপয় ক্রেতাবিশিষ্ট কারবার বা অলিগোপ্‌সনি (Oligopsony)। অলিগোপ্‌সনির দৃষ্টান্ত বিরল নয।

৩। অসংখ্য ক্রেতাব অভাবে—ইহাতে উদ্ভূত হয মনোপ্‌সনি ও অলিগোপ্‌সনি

ইহার উপর দ্বিপক্ষীয় একচেটিয়া কারবারের (Bilateral Monopoly) বাজারেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইরূপ বাজাবে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই থাকে একজন করিয়া।

দ্বিপক্ষীয একচেটিযা কাববাব

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান দিনেব মিশ্র স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থায মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিব সহিত মোকাবিলা করা হইয়া থাকে মূল্য ও বাজার ব্যবস্থাব মাধ্যমে।

প্রতিযোগিতা অনুসারে বাজাব মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজাব, (২) একচেটিযা কাববাবেব বাজার, এবং (৩) অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাব বাজাব। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন রূপ আছে—যথা, একচেটিযা প্রতিযোগিতা, অলিগোপলি, ডুয়োপলি ইত্যাদি।

অনুশীলনী

1. **When does competition in the market for a commodity become perfect? When and why does it become imperfect?**

[দ্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতাকে কখন পূর্ণাংগ বলা হয়? কখন এবং কেন ইহা অপূর্ণাংগ হয়?]

(৯৮-৯৯, ১০৪-০৫ পৃষ্ঠা)

2. "The difference between monopoly and competition is one of degree, not of kind." Examine the statement.

["একচেটিয়া কারবার ও প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত মাত্র, কখনই প্রকারগত নহে।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর।] (১০১-০৪ পৃষ্ঠা)

3. What are the monopolistic and what are the competitive elements in Monopolistic Competition? Discuss fully.

[একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় একচেটিয়া কারবার এবং প্রতিযোগিতার কি কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ? বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।] (১০১-০৩ এবং ১০৪ পৃষ্ঠা)

3. Write notes on : (a) Market imperfection, (b) Monopolistic competition, (c) Oligopoly, and (d) Monopsony.

[টীকা রচনা কর :

(ক) বাজারের অপূর্ণাঙ্গতা, (খ) একচেটিয়া প্রতিযোগিতা, (গ) অলিগোপলি, এবং (ঘ) মনোপ্‌সনি।]

(১০২-০৭, ১০৪ এবং ১০৪-০৫ পৃষ্ঠা)

১২ | মোট চাহিদা ও মোট যোগান (TOTAL DEMAND AND TOTAL SUPPLY)

আমরা দেখিয়াছি যে প্রত্যেক জিনিসেরই একটি করিয়া দাম (price) থাকে এবং দাম নির্ধারিত হয় বাজারে। এখন বলা হইতেছে যে বাজারে দাম নির্ধারিত হয় মোট চাহিদা এবং মোট যোগান (total demand and total supply) দ্বারা।

মোট চাহিদা ও মোট যোগান কাহাকে বলে

মোট চাহিদা হইল সম্মিলিত চাহিদা (combined demand) এবং মোট যোগান হইল সম্মিলিত যোগান (combined supply)। ভোগ্যপণ্যের (consumption goods) ক্ষেত্রে বাজারে সকল ভোক্তা (consumers) মিলিয়া যে-চাহিদার সৃষ্টি করে—তাহাই হইল মোট চাহিদা এবং সকল উৎপাদক মিলিয়া যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে—তাহাই হইল মোট যোগান। প্রত্যেক ভোক্তার চাহিদার পশ্চাতে কার্য করে পরিতৃপ্তি সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা (effort at maximisation of satisfaction) এবং প্রত্যেক উৎপাদক বা সরবরাহকারীর যোগানের পশ্চাতে কার্য করে মুনাফা সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্য (motive of profit maximisation)। বাজারে চাহিদা ও যোগান এই দুইটি উদ্দেশ্য দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

এখন চাহিদা ও যোগানের প্রকৃতি এবং মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

চাহিদা (Demand) : অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই লোকে জিনিসপত্র পাইতে আকাংক্ষা করে। কিন্তু আকাংক্ষা বা ইচ্ছামাত্রই চাহিদা নয় ; অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলিতে বুঝায় কার্যকরী চাহিদা (effective demand)। অর্থাৎ, আকাংক্ষার সহিত থাকা চাই ক্রয়শক্তি বা অর্থ। এই ক্রয়শক্তি বা টাকাকড়ি না থাকিলে কোন দ্রব্যের জন্য আকাংক্ষা যতই প্রবল হউক না কেন উহা বাজারে চাহিদা হিসাবে গণ্য হইবে না। কারণ, এইরূপ আকাংক্ষা দ্বারা দ্রব্যটির ক্রয়বিক্রয় বা দাম

প্রভাবান্বিত হইবে না। যেমন, সকল লোকেরই গাড়ীবাড়ীর জন্য আকাংক্ষা আছে। কিন্তু সকলের গাড়ীবাড়ী ক্রয় করিবার মত সংগতি নাই। সুতরাং ইহাদের আকাংক্ষা চাহিদা বলিয়া পরিগণিত হয় না। এক্ষেত্রে মাত্র তাহাদেব আকাংক্ষাই চাহিদা বলিয়া গণ্য হয় যাহাদের গাড়ীবাড়ী ক্রয় করিবার মত অর্থের সংগতি আছে। মোটকথা, আকাংক্ষার পিছনে আকাংক্ষাপূরণের মত অর্থবল থাকিলে তবেই ঐ আকাংক্ষা চাহিদায় পরিণত হয়।

চাহিদা বলিতে আবার বিশেষ দামে (at a given price) চাহিদার পবিমাণকেই বুঝায়,· কোন চাহিদাই দাম-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ, কোন জিনিসের দামের উল্লেখ না করিয়া উহাব চাহিদাব কথা বলা নিবর্থক। যেমন, 'বাজারে মাছের চাহিদা কত?'—এইরূপ প্রশ্ন অর্থহীন। মাছের চাহিদা বিভিন্ন দামে বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। দাম ২ টাকা কিলোগ্রাম হইলে হয়ত লোকে ১০ কুইণ্টাল মাছ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে, ৩ টাকা কিলোগ্রাম হইলে ৫ কুইণ্টাল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে আবার ১ টাকা কিলোগ্রাম হইলে ৪০ কুইণ্টাল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকিবে। সুতরাং দাম না বলিলে চাহিদা কি তাহা বলা যায় না। দামের পরিবর্তনের সংগে চাহিদার তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

চাহিদা বলিতে বিশেষ দামেই চাহিদাব পবিমাণকে বুঝায

দ্বিতীয়ত, চাহিদা সময়ের সহিতও সম্পর্কিত। কোন নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া চাহিদাব পরিমাণের উল্লেখ কবা একরূপ অর্থহীন। যদি বলা হয় '২ টাকা কিলোগ্রাম দামে এই সহরে চিনিব চাহিদা ৫০ কুইণ্টাল', তখনই প্রশ্ন উঠিবে যে, উহা দৈনিক চাহিদা, না সাপ্তাহিক চাহিদা, না মাসিক না বাৎসরিক চাহিদা? অতএব, চাহিদার পরিমাণ নির্দেশের বেলায় দাম ও সময় উভয়েরই উল্লেখ করিতে হয়।

চাহিদা সময়েব সহিতও সম্পর্কিত

চাহিদার সংজ্ঞা: উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এইভাবে আমরা চাহিদার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারি: বিভিন্ন দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য লোকে নির্দিষ্ট সময়ে ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকে তাহাকেই অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলে।[১]

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদার পরিমাণ: এই চাহিদা বা চাহিদার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম ও সময় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে (in the case of the individual consumer) উহা নির্ভর করে সম্পর্কিত দ্রব্যসমূহের দাম (prices of related commodities), ব্যক্তির আয় ও রুচি-পছন্দের উপর। এই সকল বিষয় যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে চাহিদার পরিমাণে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের বিপরীত ফল দেখা যাইবে। অর্থাৎ, দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িবে এবং দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমিবে। বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

পরিমাণ নির্ভব কবে·

---

১. "... demand for anything, at a given price, is the amount of it which will be bought per unit of time at that price." Benham

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা প্রথমত ও প্রধানত নির্ভর করে ঐ দ্রব্যটির দামের উপর—উহাই চাহিদার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দ্বিতীয়ত, দাম ছাড়াও দ্রব্যটির প্রকৃতি, ভোগ্যপণ্যক্রেতার রুচি-পছন্দ ইত্যাদি ভোগ্যপণ্যক্রেতার চাহিদা নির্ধারণ করিয়া থাকে। দ্রব্যটি প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইলে দামের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলেও চাহিদার বিশেষ তারতম্য দেখা যাইবে না। অপরপক্ষে দ্রব্যটি যদি বিশেষ প্রয়োজনীয় না হয় তাহা হইলে চাহিদার পরিমাণ রুচি-পছন্দ ইত্যাদি দ্বারা অনেকাংশে নির্ধারিত হইবে। তৃতীয়ত, ভোগ্যপণ্যক্রেতার চাহিদা তাহার আয়ের উপরও নিভর করে। সাধারণ ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার পরিমাণও বাড়িবে এবং আয় হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণও কমিবে। অবশ্য আয় যদি খুব বেশী বৃদ্ধি পায় তবে ভোগ্যপণ্যক্রেতা ঐ দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্যের দিকে ঝুঁকিতে পারে। পরিশেষে আছে অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম। যেমন, চা-এর দাম বৃদ্ধি পাইলে ভোগ্যপণ্যক্রেতা চা-এর পরিবর্তে কফির দিকে ঝুঁকিবে কি না, তাহা নিভর করিবে কফির দামের উপর, অথবা সরিষার তৈলের দাম কমিলে উহার চাহিদা কতটা বৃদ্ধি পাইবে তাহা নিভর করে মাছমাংস শাকসবজির দামের উপর।

১। দ্রব্যটির দামের উপর

২। দ্রব্যটির প্রকৃতি ইত্যাদির উপর

৩। আয়ের উপর

৪। সম্পর্কিত দ্রব্যসমূহের দামের উপর

বাজারের ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ দাম ছাড়াও নিভর করে জাতীয় আয়, জাতীয় আয়ের বণ্টন, লোকের রুচি-পছন্দ, জনসংখ্যার আয়তন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর। নির্দিষ্ট সময়ে এগুলি অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় যে চাহিদার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম দ্বারাই নির্ধারিত হইয়া থাকে।

চাহিদা-সূচী (Demand Schedule): চাহিদা-সূচী হইতে চাহিদার এই প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। আমরা দেখিয়াছি যে চাহিদা বলিতে নির্দিষ্ট দামে ও নির্দিষ্ট সময়ে চাহিদার পরিমাণকে বুঝায়। নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোন বিশেষ দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হয় তাহার তালিকা প্রস্তুত করা হইলে তাহাকে বলা হয় চাহিদা-সূচী। এখন দাম ও চাহিদার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত দাম কম হইলে লোকে বেশী পরিমাণ জিনিস ক্রয় করে আবার দাম বেশী হইলে লোকে কম পরিমাণ জিনিস ক্রয় করে। চাহিদা-সূচী হইতে দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে এই সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে কোন জিনিসের চাহিদা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক বিচারের সময় চাহিদার পরিমাণ-নির্ধারক অন্যান্য বিষয়—যথা, লোকের রুচি আয় প্রভৃতি অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ, কোন দ্রব্যের চাহিদার উপর উহার দামের প্রভাব কি, মাত্র তাহারই বিচার করা হয়। চাহিদা ব্যক্তিবিশেষের (individual consumer) এবং

চাহিদা-সূচী কাহাকে বলে

চাহিদা-সূচী হইতে দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক বুঝা যায়

বাজারের—এই দুই রকমের বলিয়া চাহিদা-সূচীও দুই প্রকারের হয়—যথা, ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-সূচী ও সমগ্র বাজারের চাহিদা-সূচী। বিভিন্ন দামে কোন জিনিসের যে যে পরিমাণ কোন ব্যক্তি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকে তাহার তালিকা প্রস্তুত করা হইলে উহাকে বলা হয় ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-সূচী (Individual Demand Schedule)।

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-সূচী

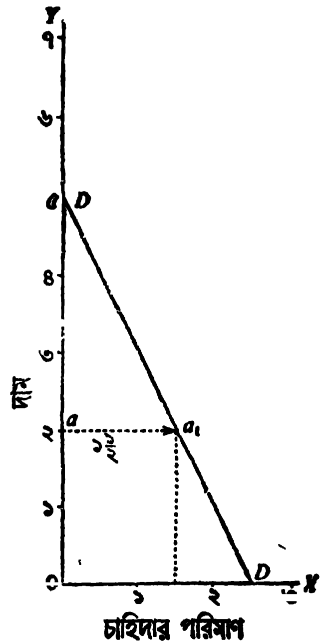
একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন ভোক্তা (Consumer) সরিষার তৈল ক্রয় করে। বিভিন্ন দামে সে কতটা করিয়া সপ্তাহে সরিষার তৈল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহা নিম্নের তালিকা অনুযায়ী করা যাইতে পারে।

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-সূচী

প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	ক্রয়ের পরিমাণ
৩ টাকা	১ কিলোগ্রাম
২.৫০ "	১¼ "
২ "	১½ "
১.৫০ "	১¾ "
১ "	২ "

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-সূচীর ভিত্তিতে রেখাচিত্র অংকন করা যাইতে পারে। এই রেখাচিত্র হইল ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-রেখা (Individual Demand Curve)। এরূপ একটি চাহিদা-রেখা অংকন করা হইল :

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-রেখা



চিত্রটির উল্লম্ব অক্ষে তৈলের দাম এবং অনুভূমিক অক্ষে চাহিদার পরিমাণ দেখানো হইয়াছে। *DD* রেখাটি হইল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তৈলের চাহিদা-রেখা। এই রেখার বিভিন্ন বিন্দু বিভিন্ন দামে তাহার কত কত চাহিদা হইবে তাহা বুঝাইতেছে। যেমন, a_1 বিন্দুর দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে দাম যখন ২ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ হইবে ১½ কিলোগ্রাম তৈল। ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-রেখা হইতে বাজারের চাহিদা-রেখা (Market Demand Curve) প্রণয়ন করা হয়

বাজারের চাহিদা-রেখা

বাজারে কোন দ্রব্যের যত ক্রেতা থাকে তাহাদের প্রত্যেকের চাহিদা-রেখা পাশাপাশি যোগ করিলেই বাজারের চাহিদা-রেখা (Market Demand Curve)

পাওয়া যায়। বাজারের এই চাহিদা-রেখা হইল বাজারের চাহিদা-সূচীর জ্যামিতিক রূপ (geometric representation)।

বিভিন্ন দামে বাজারে কোন জিনিসের যে বিভিন্ন পরিমাণ সকল ক্রেতা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকে তাহাকেই বাজারের চাহিদা-সূচী বলা হয়। অবশ্য বাজারে বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদা বিভিন্ন হয়, কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির রুচি ও অর্থের সংগতি সমান নয়।

বাজারের চাহিদা-সূচী

সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির চাহিদা-সূচীর মধ্যে পার্থক্য থাকে। কিন্তু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমিয়া যাইবে আর দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ভিত্তিতেই বাজারের চাহিদা-সূচী প্রণয়ন করা যায়।

চাহিদা-সূচী প্রণয়নের সময় আর একটি কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। বাজারে নির্দিষ্ট সময়ে কোন জিনিসের একটি দাম থাকে এবং ঐ দামে কত বিক্রয়

চাহিদা-সূচী কতকটা অনুমানসিদ্ধ

হইতেছে তাহা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যায়, কিন্তু বিভিন্ন দামে ঐ জিনিসের চাহিদার পরিমাণ সঠিক কত দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন। কারণ, দামের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া পরীক্ষামূলকভাবে বিক্রয়ের পরিমাণ কত হইবে তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিভিন্ন দামে কত পরিমাণ চাহিদা হইবে তাহা অনুমান করিয়া লইয়াই চাহিদা-সূচী প্রণয়ন করা হয়। অবশ্য পূর্বের অভিজ্ঞতা কতকটা সাহায্য করিয়া থাকে। সরিষার তৈলের দৃষ্টান্ত লইয়া নিম্নে বাজারের একটি কাল্পনিক চাহিদা-সূচী দেওয়া হইল।

বাজারের চাহিদা-সূচী

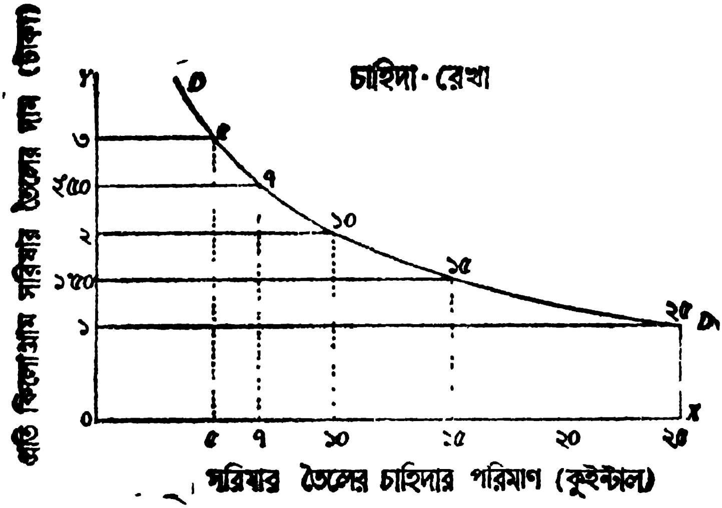
প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	বাজারে নির্দিষ্ট সময়ে চাহিদার পরিমাণ
৩ টাকা	৫ কুইণ্টাল
২·৫০ "	৭ "
২ "	১০ "
১·৫০ "	১৫ "
১ "	২৫ "

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে বিভিন্ন দামে বাজারে বিভিন্ন পরিমাণ তৈলের চাহিদা হয়।

চাহিদা-দাম : এই সকল দামকে চাহিদা-দাম (Demand Price) বলা হয়। অর্থাৎ, যে-দামে বিশেষ সময়ের মধ্যে কোন দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ চাহিদা হয় তাহাই ঐ পরিমাণ দ্রব্যের চাহিদা-দাম। যেমন, ৫ কুইণ্টাল তৈলের চাহিদা-দাম ৩ টাকা, ৭ কুইণ্টাল তৈলের চাহিদা-দাম হইল ২·৫০ টাকা, ১০ কুইণ্টাল তৈলের চাহিদা-দাম

১. "The relationship between price and quantity bought is called 'demand schedule' or 'demand curve'." Samuelson

৮ টাকা ইত্যাদি। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বাজারের এই চাহিদা-সূচীর ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।



OY অক্ষে সরিষার তেলের দাম এবং OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ধরা হইয়াছে। দাম যখন ৩ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ হইল ৫ কুইন্টাল। দাম কমিয়া ২·৫০ টাকা, ২·৫০ টাকা হইতে ২ টাকা, ২ টাকা হইতে ১·৫০ টাকা এবং ১·৫০ টাকা হইতে ১ টাকায় আসিলে চাহিদাও যথাক্রমে বাড়িয়া ৭, ১০, ১৫ এবং ২৫ কুইন্টালে দাঁড়াইবে। বিভিন্ন দামে সরিষার তেলের চাহিদার পরিমাণ-নির্দেশক ৫, ৭, ১০, ১৫ এবং ২৫ সংযোগ করিলে যে DD_1 রেখাটি পাওয়া যায় তাহাকেই (বাজারের) চাহিদা-রেখা (Demand Curve) বলা হয়। রেখাটি বামদিক হইতে ডানদিকে নামিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে দাম কমিলেই চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলেই চাহিদা কমে।

দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ককেই চাহিদার সূত্র বলে

চাহিদার সূত্র (Law of Demand) দেখা গেল, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে দাম যত কম হইবে লোকে তত বেশী জিনিস কিনিবে, পক্ষান্তরে দাম যত বেশী হইবে লোকে জিনিস তত কম কিনিবে। দাম ও চাহিদার মধ্যে এই যে সম্পর্ক ইহাকেই চাহিদার সূত্র (Law of Demand) বলা হয়।

চাহিদার সূত্রের পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি কার্য করে:

এখন প্রশ্ন হইল, চাহিদার এই সূত্রের পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি কার্য করে—অর্থাৎ দাম বাড়িলে লোকে কম জিনিস বা দাম কমিলে অধিক জিনিস ক্রয় করিতে চাহে কেন? অন্যভাবে প্রশ্ন করা যায়, চাহিদা-রেখা নিম্নগতিসম্পন্ন (downward-sloping) হয় কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর মিলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির (The Law of Diminishing Marginal Utility) মধ্যে। প্রত্যেক লোক যতই অধিক পরিমাণে কোন জিনিস পাইতে থাকে, ঐ জিনিসের জন্য তাহার আকাংক্ষা ততই কমিতে থাকে। অর্থাৎ, প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) কমিয়া যাইতে থাকে। অপরদিকে দাম দিতে হইলে ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ, টাকাকড়ির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় লোকে অসুবিধা বোধ করে। সুতরাং লোক ততটাই ত্যাগ স্বীকার করিতে, ততটা অসুবিধা বোধ করিতে রাজী থাকে যতটা পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ সে কোন দ্রব্য হইতে ভোগ করিতে পারে। সুতরাং দাম কমিলে লোকে বেশী পরিমাণ জিনিসপত্র ক্রয় করিবে আর দাম বেশী হইলে লোকে কম জিনিসপত্র ক্রয় করিবে।

একটি ব্যাখ্যা—প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস

প্রান্তিক উপযোগের উল্লেখ সরাসরি না করিয়াও উপরি-উক্ত প্রশ্নটির উত্তর অন্যভাবে দেওয়া যায়। দাম পরিবর্তনের ফলে লোকের চাহিদা দুইটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় : (১) আয়-প্রভাব (Income Effect), এবং (২) পরিবর্তন-প্রভাব (Substitution Effect)। কোন জিনিসের দাম কমিলে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কারণ, পূর্বের তুলনায় কম ব্যয় করিয়া পূর্বের পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি পূর্বে ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ১ কিলোগ্রাম মাছ ক্রয় করিত। ধরা যাউক যে, মাছের দাম কমিয়া ১ টাকা কিলোগ্রাম হইল। পূর্বের পরিমাণ মাছ ক্রয় করিয়াও তাহার হাতে এখন ১ টাকা থাকিয়া যায়। এই অতিরিক্ত টাকার একাংশ সে অধিক মাছ ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে বলিয়া মাছের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতার আয় হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া ধরিতে হয় এবং ঐ জিনিসের ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহাকে আয়-প্রভাব (Income Effect) বলা হয়।

বিকল্প ব্যাখ্যা

১। আয়-প্রভাব

আয়-প্রভাবের আর একটি দিক আছে। দামহ্রাস আয়বৃদ্ধির সামিল বলিয়া উহার ফলে নূতন নূতন ক্রেতা বাজারে আসিয়া জুটে।[১] ফলে সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে দাম বৃদ্ধি পাইলে পূর্বের ক্রেতাদের অনেকেই ঐ দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না। ফলে সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়।

আয়-প্রভাবের আর একটি দিক

দ্বিতীয়ত, কোন জিনিসের দাম হ্রাস পাইলে লোকে অপেক্ষাকৃত অধিক দামের অন্যান্য দ্রব্যের পরিবর্তে ঐ জিনিস অধিক মাত্রায় ক্রয় করিতে থাকে, আবার কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইলে ঐ দ্রব্যের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম দামের অন্য জিনিস অধিক মাত্রায় ক্রয় করিবে। যেমন, মাছের তুলনায় মাংসের দাম কমিলে অনেকে অধিক পরিমাণে মাংস ক্রয় করিবে আবার

২। পরিবর্তন-প্রভাব

১. " ... the validity of the law of downward sloping demand comes from the fact that *lowering prices brings in* new buyers." Samuelson

মাংসের দাম বৃদ্ধি পাইলে অনেকে মাছের দিকে ঝুঁকিবে। সুতরাং কোন জিনিসের দাম কমিয়া বা বাড়িয়া গেলে উহার ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে কিংবা কমিবে। ইহাকে পরিবর্তন-প্রভাব (Substitution Effect) বলা হয়। আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাবকে মিলাইয়া অনেক সময় দাম-প্রভাব (Price Effect) আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং এককথায় বলা যায়, চাহিদা-রেখা উপর হইতে নিচে নামিয়া আসে দাম-প্রভাবের জন্য।

এই দুই প্রভাবকে একসংগে বলা হয় দাম-প্রভাব

চাহিদার নিয়মের একটি ব্যতিক্রম : আয়-প্রভাব এবং পরিবর্তন-প্রভাবের সাহায্যে মাত্র নিম্নগতিসম্পন্ন চাহিদা-রেখার সূত্রেরই (downward-sloping demand curve) ব্যাখ্যা করা যায় না, ঐ সূত্রের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমেরও ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কতকগুলি বিশেষ ধরনের দ্রব্য আছে যাহাদের দাম বাড়িলে দ্রব্যের ক্রয় বাড়িয়া যায় এবং দাম হ্রাস পাইলে দ্রব্যের ক্রয় কমিয়া যায়। এই দ্রব্যগুলি 'বিশেষ ধরনের নিকৃষ্ট দ্রব্য' (a special kind of inferior goods)। ইহাদের 'গিফেন দ্রব্য' (Giffen goods) বলিয়া অভিহিত করা হয়, কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে স্যর রবার্ট গিফেন (Sir Robert Giffen) প্রথম এই ধরনের দ্রব্যের কথা উল্লেখ করেন। ১৮৪৫ সালে আয়ারল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষের সময় দেখা যায় যে দরিদ্র শ্রেণীর লোক আলুর দাম বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয় কমাইয়া দিয়া আলু ক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। ইহার কারণ দরিদ্র পরিবার সস্তা দামের আলুর সাহায্যেই খাদ্যদ্রব্যের অভাব পূরণ করিত—অধিক মূল্যের খাদ্যদ্রব্য সামান্যই ক্রয় করিতে সমর্থ হইত। এখন আলুর দাম বাড়িয়া যাওয়ায় অন্যান্য দ্রব্য হইতে টাকা সরাইয়া আনিয়া আলু ক্রয় করিতে বাধ্য হইল। ইহা ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের ঘাটতি পূরণের জন্য আলু অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে থাকিল, কারণ আলুর দাম বাড়া সত্ত্বেও অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় উহার দাম কম। দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে চাউল আটা প্রভৃতি সস্তা মূল্যের খাদ্যদ্রব্যের ক্রয় ব্যাপারে ঐ একই ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়—অর্থাৎ ইহাদের দাম বাড়িলে ক্রয় বৃদ্ধি আর দাম কমিলে ক্রয় হ্রাস পায়। অন্যভাবে বলা যায়, এই সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব বিশেষভাবে ঋণাত্মক (negative) হয়। সাধারণত কোন দ্রব্যের দাম কমিলে ধনাত্মক (positive) আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাবের ফলে উহার ক্রয় বৃদ্ধি পায়, অপরপক্ষে দাম বাড়িলে উহার ক্রয় হ্রাস পায়। কিন্তু উপরি-উক্ত বিশেষ ধরনের নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন-প্রভাব ধনাত্মক হইলেও আয়-প্রভাব অধিক মাত্রায় ঋণাত্মক হওয়ায় উহাদের দাম কমিলে উহাদের ক্রয় হ্রাস পায়, আর দাম বাড়িলে ক্রয় বৃদ্ধি পায়।

গিফেন দ্রব্য

চাহিদার সূত্রের কতকগুলি অনুমান : এখানে পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন যে দাম ছাড়া অন্যান্য কারণেও চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন হইতে পারে। যেমন, লোকের আয়ের পরিবর্তন, লোকের রুচির পরিবর্তন, অন্যান্য জিনিসের দামের পরিবর্তন, নূতন পরিবর্ত-দ্রব্যের আবির্ভাব, জনসংখ্যার পরিবর্তন প্রভৃতির ফলেও চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা যখন চাহিদার সূত্রের

কথা বলি তখন এইগুলি স্থির থাকে বলিয়া ধরিয়া লইয়া দামের সহিত চাহিদার সম্পর্ক নির্ধারণ করি এবং দেখিতে পাই যে দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে আর দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে।

চাহিদার সূত্রের অন্যান্য ব্যতিক্রম (Other Exceptions to the Law of Demand): চাহিদার সূত্র সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলেও কতকগুলি বিষয়ের বেলায় উহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। প্রথমত, অনেক দ্রব্যের বেলায় দাম বাড়িলেই উহাদের চাহিদা বাড়িয়া যায়—যেমন, দামী হালফ্যাসানের পোশাক, দামী গাড়ী, হীরক প্রভৃতির ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পাইলে চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহার কারণ হইল যে যাহারা এগুলি ব্যবহার করে তাহারা বহুমূল্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন করিতে চায় এবং মনে করে ইহার দ্বারা তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ থরস্টিন ভেবলেন (Thorstein Veblen) এইরূপ ভোগকে 'বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগ' (conspicuous consumption) আখ্যা দিয়াছেন।[১]

১। দাম বাড়িলে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে

দ্বিতীয়ত, ক্রেতারা যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে কোন জিনিসের দাম আরও বাড়িয়া যাইবে তাহা হইলে দামবৃদ্ধি সত্ত্বেও চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। যেমন, শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এরূপ ধারণা জন্মাইতে পারে যে ভবিষ্যতে উহার দাম আরও বৃদ্ধি পাইবে; ফলে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

২। ভবিষ্যৎ দামবৃদ্ধির অনুমানের ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে

তৃতীয়ত, বেশীর ভাগ লোক চালডাল তৈল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও উহাদের ক্রয় কমায় না, অথবা দাম কমিলেও উহাদের ক্রয় বাড়ায় না। দরিদ্র শ্রেণী তাহাদের ব্যয়ের অধিকাংশ চালডাল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের উপর ব্যয় করে, অন্যান্য অধিক দামের খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে অল্পই ব্যয় করে। এখন চালডাল প্রভৃতির দাম বাড়িয়া গেলে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ক্রয় কমাইয়া দিতে হয়। কিন্তু সংগে সংগে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি অধিক পরিমাণে চালডাল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামের খাদ্যদ্রব্যের ভোগের দ্বারা পূরণ করিবার চেষ্টা হয়। সুতরাং দামবৃদ্ধির ফলে গিফেন-নির্দেশিত নিকৃষ্ট দ্রব্যের ন্যায় (১১৩ পৃষ্ঠা) সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে।

৩। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির চাহিদা দামবৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধি পাইতে পারে

মূল্যের আপাতঅসামঞ্জস্যতা (Paradox of Value): মূল্যতত্ত্বের আলোচনায় দুইটি প্রাথমিক প্রশ্ন হইল: (ক) লোকে জিনিসপত্রের জন্য দাম দিতে রাজী থাকে কেন, এবং (খ) তাহাদিগকে জিনিসপত্রের জন্য দাম দিতে হয় কেন? এই দুইটি প্রশ্নের সহিত জড়িত আছে মূল্যতত্ত্বের একটি প্রাথমিক সমস্যা যাহাকে বলা হয় মূল্যের আপাতঅসামঞ্জস্যতা (Paradox of Value)।

মূল্যতত্ত্বের দুইটি প্রাথমিক প্রশ্ন

১. গ্রন্থখানির নাম *The Theory of the Leisure Class*। ১৮৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত।

সমস্যাটির আলোচনা প্রথম প্রশ্নটির উত্তর হইতে সুরু করা যাইতে পারে। উত্তর হইল যে লোকে জিনিসপত্রের জন্য দাম দিতে রাজী থাকে উহাদের উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতার জন্য। ইহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে, যে-দ্রব্যের যত বেশী উপযোগ থাকিবে বাজারে উহার দাম বা মূল্যও তত বেশী হইবে। কিন্তু অনেক স্থলে কার্যক্ষেত্রে বিপরীত ব্যাপারই ঘটিতে দেখা যায়। জলের উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা স্বর্ণেব উপযোগ অপেক্ষা অনেক বেশী কিন্তু বাজারে জলের বিশেষ কোন দাম নাই—স্বর্ণেরই আছে। স্বর্ণের দাম আবার শুধু জল নহে, অন্যান্য অনেক অধিক উপযোগসম্পন্ন দ্রব্য অপেক্ষা বেশী। সুতরাং উপযোগ অধিক হইলেই যে দাম বেশী হইবে এমন কোন কথা নাই, অপেক্ষাকৃত অল্প উপযোগসম্পন্ন হইলেও দ্রব্যের দাম অধিক হইতে পারে। ইহাকেই বলা হয় মূল্যের আপাতঅসামঞ্জস্যতা। এই আপাতঅসামঞ্জস্যতার মোটামুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরেব মধ্যে—অর্থাৎ লোককে জিনিসপত্রের জন্য দাম দিতে হয় কেন, তাহার ব্যাখ্যাব মধ্যে।

মূল্যের আপাত-অসামঞ্জস্যতা কাহাকে বলে

অ্যাডাম স্মিথই প্রথম মূল্যের আপাতঅসামঞ্জস্যতা এই মোটামুটি ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি ব্যবহার-মূল্য (value-in-use) এবং বিনিময়-মূল্যের (value-in-exchange) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে জলের ন্যায় দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য অধিক হইলেও উহাদের বিনিময়-মূল্য নাই, কারণ চাহিদার তুলনায় উহারা অপ্রচুর নহে। অপরপক্ষে স্বর্ণ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর বলিয়া উহার উপযোগ জল অপেক্ষা কম হইলেও বাজারে দাম অনেক বেশী।

স্মিথ কর্তৃক আপাত-অসামঞ্জস্যতাব ব্যাখ্যা

বলা হইয়াছে, এই ব্যাখ্যা মোটামুটি ব্যাখ্যা মাত্র। সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের পার্থক্যের মধ্যে। জলের মোট উপযোগ অসীম কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ শূন্য। যতটা প্রয়োজন ততটা জল পাওয়ার পর আর এক একক (unit) জল পাওয়ার জন্য আমরা মোটেই আগ্রহান্বিত হই না। সুতরাং বাজারে জলের কোন দামই নাই। অপরপক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়ার পর আর এক তোলা স্বর্ণের জন্য আমাদের আগ্রহ বিশেষ কমে না। ফলে স্বর্ণের উপযোগ বা ব্যবহার-মূল্য কম হইলেও বাজারে দাম অনেক বেশী।

বর্তমান ব্যাখ্যা

যোগান (Supply): সাধারণ ভাষায় যোগান শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময়ই যোগান বলিতে সমগ্র মজুত মালকে (stock in hand) বুঝায়। আবার কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকে বুঝাইবার জন্য যোগান শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অর্থবিদ্যায় অবশ্য যোগান শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে

যোগানের সংজ্ঞা

তাহাকেই অর্থবিদ্যায় যোগান বলা হয়। দাম-নিরপেক্ষ চাহিদা বলিয়া যেমন কিছু নাই, তেমনি বাজার-দামের সহিত সম্পর্কচ্যুত যোগান বলিয়াও কিছু নাই। অর্থাৎ, অর্থবিদ্যায় যোগান বলিতে মোট মজুত মালকে না বুঝাইয়া নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট দামে যতটা পরিমাণ বিক্রেতারা বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়িতে ইচ্ছুক তাহাকেই বুঝায়।

যোগানের সূত্র (Law of Supply) : চাহিদার মত যোগানেরও একটি সাধারণ সূত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। চাহিদার মত যোগানের পরিমাণও দাম-পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবর্তিত হয়। তবে এই পরিবর্তন চাহিদার পরিবর্তনের ঠিক বিপরীত। দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে, দাম বাড়িলে চাহিদা কমে কিন্তু যোগান বাড়ে। অর্থাৎ, দাম ও চাহিদার পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক বিপরীতমুখী (inverse), কিন্তু দাম ও যোগানের পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ (direct)। দাম ও যোগানের এই প্রত্যক্ষ সম্পর্ককেই যোগানের সূত্র (Law of Supply) বলা হয়।

দাম ও যোগানের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কই যোগানের সূত্র নামে অভিহিত

যোগান-সূচী : আবার চাহিদা-সূচীর (Demand Schedule) মত যোগান-সূচীও (Supply Schedule) প্রণয়ন করা যাইতে পারে। বিভিন্ন দামে প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতারা যে-বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে ইচ্ছুক থাকে তাহার তালিকাকেই যোগান-সূচী বলা হয়। নিম্নে একটি কাল্পনিক যোগান-সূচী দেওয়া হইল।

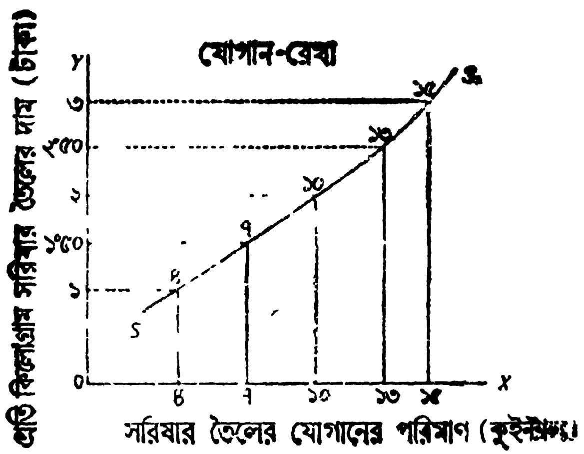
যোগান-সূচী

প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ
৩ টাকা	১৫ কুইণ্টাল
২·৫০ „	১৩ „
২ „	১০ „
১·৫০ „	৭ „
১ „	৪ „

যোগান-দাম : সূচীটি হইতে দেখা যাইতেছে যে অধিক দামেই বিক্রেতারা অধিক পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে প্রস্তুত থাকে। যে-বিশেষ দামে তাহারা বিশেষ পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে প্রস্তুত থাকে তাহাকে উহার যোগান-দাম (Supply Price) বলা হয়।[১] ৩ টাকা যোগান-দামে বিক্রেতারা ১৫ কুইণ্টাল সরবরাহ

১. "The price at which a given quantity would be supplied (or produced) is called supply price of that quantity." Boulding : *Economic Analysis*

করিবে, কিন্তু ২'৫০ টাকা যোগান-দামে ১৩ কুইণ্টাল যোগান দিবে। এইভাবে দাম যত কমিতে থাকে যোগানের পরিমাণ ততই হ্রাস পায় এবং দাম যত বৃদ্ধি পায় যোগানের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়। চাহিদার বেলায় যেমন চাহিদা-সূচীর ভিত্তিতে চাহিদা-রেখা (Demand Curve) অংকন করা যায় তেমনি যোগানের বেলাতেও যোগান-সূচীকে ভিত্তি করিয়া যোগান-রেখা (Supply Curve) অংকন করিতে পারা যায়। নিম্নে একটি কাল্পনিক যোগান-রেখা অংকন করা হইল।



উপরের রেখাচিত্রে পূর্বের মতই OY (উল্লম্ব) অক্ষে দাম এবং OX (অনুভূমিক) অক্ষে যোগানের পরিমাণ ধরা হইয়াছে। SS_1 রেখাটি হইল যোগান-রেখা। ইহার সাহায্যে দেখানো হইতেছে যে বিভিন্ন দামে কি কি পরিমাণ দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ার্থে যোগান দেওয়া হইবে। দেখা যাইতেছে, যোগান-রেখাটি বামদিক হইতে ডানদিকে ঢালু হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। যোগান-রেখার এই আকৃতি দ্বারা যোগানের সাধারণ সূত্র যে দাম বেশী হইলে যোগান অধিক হইবে আর দাম কম হইলে যোগান কম হইবে তাহা বুঝানো হইতেছে।

যোগান-রেখার আকৃতি

যোগানের সূত্র—অর্থাৎ দাম বাড়িলে যোগান বাড়ে এবং দাম কমিলে যোগান কমে এই সাধারণ সূত্রের মূলে রহিয়াছে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান চায় মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে এবং সেই উদ্দেশ্যেই উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে। এই মুনাফা নির্ভর করে দুইটি জিনিসের উপর : (ক) দ্রব্যের দাম, এবং (খ) দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়। আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখিব যে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বাধিক হয় সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে যেখানে

যোগানের সূত্রের পশ্চাতে কার্য করে উৎপাদন-ব্যয়

প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় (marginal revenue)[১] এবং প্রান্তিক ব্যয় (marginal cost)[২] পরস্পরের সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানবিশেষের প্রান্তিক আয় ও দ্রব্যের এক এককের মূল্য সমান হয়, কারণ বাজারের নির্দিষ্ট দামে প্রতিষ্ঠান কমবেশী দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বাজার-দাম বেশী হইলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করা লাভজনক হয়। অপরপক্ষে বাজার-দাম হ্রাস পাইলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন হ্রাস করিয়া প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস করিতে চেষ্টা করে। উপরন্তু, একটি স্তরের পর উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ঐ স্তরের পর মাত্র বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইলে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করা লাভজনক হয়।

যোগানের সূত্রের কতিপয় ব্যতিক্রম (Some Exceptions to the Law of Supply) : যোগানের সূত্রের বর্ণনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে 'সাধারণত' দাম বৃদ্ধি পাইলে যোগান বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পাইলে যোগান হ্রাস পায়। এই 'সাধারণত' শব্দটির তাৎপর্য আছে। ইহা দ্বারা বুঝায় যে অনেক ক্ষেত্রে দামের হ্রাসবৃদ্ধি সত্ত্বেও যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, এমনকি অনেক সময় দেখা যায় যে দাম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যোগান হ্রাস পাইয়াছে।

যোগানের সূত্র সাধারণ ক্ষেত্রেই কার্যকর, সকল ক্ষেত্রে নহে

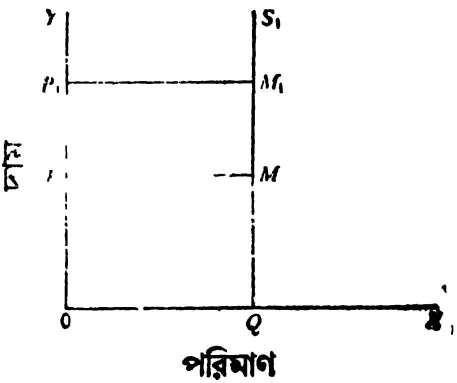
এমন অনেক বস্তু আছে যাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং দাম উঠানামার ফলে তাহাদের যোগানের কোন পরিবর্তন হয় না। প্রখ্যাত শিল্পী-অংকিত দুর্লভ চিত্রের যোগানের পরিমাণ দামের হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। আবার এমন অনেক শিল্পী এবং ব্যবসায়ী আছেন যাঁহারা আয় হ্রাস পাইলেও পূর্বের মতই আপন কর্তব্য সম্পাদন করিয়া চলেন, কারণ কার্যের মূল্য অপেক্ষা কার্যের প্রতিই তাঁহাদের আসক্তি অধিক। এইরূপ স্থির বা নির্দিষ্ট (fixed) যোগানের ক্ষেত্রে যোগান-রেখা উল্লম্ব (vertical) হয় এবং নিম্ন হইতে উপরের দিকে সরলভাবে উঠিয়া যায়। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্র হইতে নির্দিষ্ট যোগানের যোগান-রেখার আকার বুঝা যাইবে।

স্থির যোগানের ক্ষেত্রে যোগান-রেখা

১. কোন প্রতিষ্ঠান এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে-অতিরিক্ত আয় করে তাহাকে প্রান্তিক আয় বলে (marginal revenue is 'the extra revenue resulting from selling an extra unit of goods')। যেমন, ৫ টাকা দামে ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় হইলে মোট আয় হয় ৫০ টাকা। যখন ১১টি দ্রব্য বিক্রয় করা হয় তখন যদি প্রতিটির দাম ৪ টা. ৭৫ প. করিয়া হয় তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ৫২ টা. ২৫ প.। এক্ষেত্রে প্রান্তিক আয় (marginal revenue)—অর্থাৎ একাদশ একক দ্রব্যটি হইতে আয় হইল (৫২ টা. ২৫ প. – ৫০ টা. =) ২ টা. ২৫ প.।

২. কোন প্রতিষ্ঠান এক একক অতিরিক্ত বা প্রান্তিক দ্রব্য উৎপাদন করিলে যে-অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাহাকে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলে (marginal cost is 'the cost of producing a marginal unit of a firm's product')। যেমন, ১০ একক দ্রব্যের মোট উৎপাদন-ব্যয় যদি ১০০ টাকা হয় এবং ১১ একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় যদি ১১১ টাকা হয় তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইল (১১১ টাকা – ১০০ টাকা =) ১১ টাকা।

যোগানের সূত্রের অন্য প্রকার ব্যতিক্রম হইতে পারে। শ্রমের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রকৃত মজুরি (real wages) বৃদ্ধি করার ফলে শ্রমের যোগানের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।[১] অর্থাৎ, মজুরি বৃদ্ধি হওয়ার ফলে শ্রমিক পূর্বাপেক্ষা কম সময় শ্রম করিতে রাজী থাকে ; ইহা ব্যতীত সংসারের ব্যয়-সংকুলানের জন্য শ্রমিকের স্ত্রী পুত্র বা বৃদ্ধ পিতামাতাকে চাকরি করিতে হয় না। এইরূপ হইবার কারণ হইল যে যতক্ষণ পর্যন্ত আয় স্বল্প থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যয়-সংকুলানের জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, এমনকি পরিজনবর্গকেও কিছু কিছু আয় করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি করা হইলে শ্রমিক বিশ্রাম ও অবসরের প্রতি অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হয়।



বিষয়টির আর একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। মজুরি পরিবর্তনের দুইটি প্রভাব রহিয়াছে : (১) পরিবর্তন-প্রভাব (substitution effect), এবং (২) আয়-প্রভাব (income effect)। যখন মজুরির হার বৃদ্ধি পায় তখন শ্রমিকের নিকট প্রতি ঘণ্টা কাজের মূল্য বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় এক ঘণ্টা অবসর ভোগ করার অর্থ অধিক আয়ের সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া। সুতরাং শ্রমিক অবসর ভোগের পরিবর্তে অতিরিক্ত শ্রমের দিকেই ঝুঁকে। ইহাকে 'মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্তন-প্রভাব' বলা হয়। অপরদিকে মজুরির হার বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকের অবস্থা পূর্বের তুলনায় ভাল হয়। এক্ষেত্রে অধিক জিনিসপত্র ভোগ করিবার আকাংক্ষার সংগে সংগে অধিক অবসর ভোগ করিবার দিকেও ঝোঁক দেখা যায়। মজুরি বৃদ্ধির ফলে অবসরভোগের এই অধিক প্রবণতাকে 'মজুরি বৃদ্ধির আয়-প্রভাব' (income effect of wage increase) বলা হয়।[২] সুতরাং মজুরি বৃদ্ধির ফলে শ্রমের যোগান কি হইবে তাহা নির্ভর করে দুইটি বিপরীতমুখী প্রভাব—পরিবর্তন-প্রভাব ও আয়-প্রভাবের উপর।

শ্রমের যোগান-রেখা

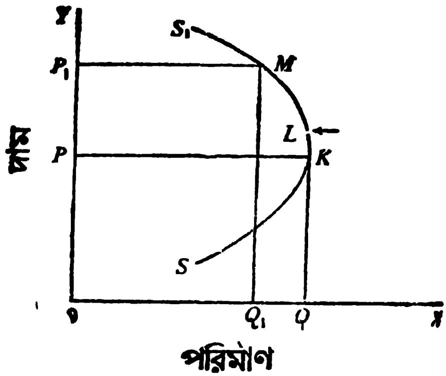
নিম্নের রেখাচিত্রটিতে প্রথম প্রথম শ্রমের মূল্য—অর্থাৎ মজুরির হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যোগান-রেখা ডানদিকে ঢালু হইয়া উঠিয়াছে। ইহার অর্থ হইল প্রথমদিকে মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্তন-প্রভাব আয়-প্রভাব অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তারপর একটা স্তরের পরে শ্রমমূল্য বৃদ্ধি করার ফলে শ্রমের যোগানের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে এবং যোগান-রেখা ডানদিকে ঢালু হইয়া না উঠিয়া বামদিকে বাঁকিয়া

১. শ্রমের যোগানের পরিমাণ বলিতে শ্রমিক কত ঘণ্টা কাজ করে তাহাকেই বুঝায়।

২. "The income effect of a wage increase is defined as its tendency to make you feel richer and able to afford more pleasurable leisure." Samuelson

গিয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা হইল যে এখন পরিবর্তন-প্রভাবের তুলনায় আয়-প্রভাব অধিক শক্তিশালী।

রেখাচিত্রটিতে SS_1 হইল শ্রমের যোগান-রেখা। প্রথমদিকে শ্রমের মূল্য—অর্থাৎ মজুরি যত বৃদ্ধি করা হয় শ্রমের যোগানের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পায়। যখন দাম OP, যোগানের পরিমাণ হয় তখন OQ। যোগানের পরিমাণের এই বৃদ্ধি L বিন্দু পর্যন্ত চলিতে থাকে। কিন্তু L বিন্দুর পর যোগান-রেখা বামদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ হইল, L বিন্দুর পর মজুরি বৃদ্ধি করা হইলে শ্রমিকের শ্রম করিবার ইচ্ছা কমিয়া গিয়া অবসরভোগের আকাংক্ষা বাড়িয়া যায়। সুতরাং মজুরি বৃদ্ধির ফলে শ্রমের যোগানের পরিমাণ আর বৃদ্ধি না পাইয়া কমিয়াই যায়। উদাহরণস্বরূপ, শ্রমের মূল্য যখন বৃদ্ধি পাইয়া OP_1 হয় তখন শ্রমের যোগানের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া OQ_1 হয়।



চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য (Equilibrium of Demand and Supply) : চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনার পূর্বে দেখা যাউক যে ইহাদের প্রভাবে কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক দাম নির্ধারিত হয়। চাহিদার সূত্র অনুসারে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিয়া দাম বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়, আর দাম হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে যোগানের সূত্র অনুসারে দাম বৃদ্ধি পাইলে যোগান বৃদ্ধি পায়, আর দাম হ্রাস পাইলে যোগান হ্রাস পায়। দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণের এই বিপরীতমুখী গতি একস্থানে আসিয়া পরস্পরের সহিত সমান হইতে দেখা যায়। যে-দামে এইরূপ ঘটে তাহাকে ভারসাম্য দাম (Equilibrium Price) এবং ঐ দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকে ভারসাম্য পরিমাণ (Equilibrium Amount) বলা হয়।

ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য পরিমাণ

চাহিদা ও যোগানের কাল্পনিক সূচী দুইটি পাশাপাশি সাজাইয়া প্রতিযোগিতা-মূলক দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্যা করা হইল।

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার তালিকা হইতে দেখা যায় যে দামবৃদ্ধির সংগে সংগে চাহিদার পরিমাণ কমিতেছে এবং যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। দাম যখন প্রতি কিলোগ্রাম ২ টাকা তখন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ উভয়ই ১০ কুইন্টাল। যে-সকল ক্রেতা ঐ দামে যতটা ক্রয় করিতে চায় তাহারা ততটা ক্রয় করিতে পারে এবং যে-সকল

সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ	প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ
৫ কুইণ্টাল	৩ টাকা	১৫ কুইণ্টাল
৭ "	২.৫০ "	১৩ "
১০ "	২ "	১০ "
১৫ "	১.৫০ "	৭ "
২৫ "	১ "	৪ "

বিক্রেতা ঐ দামে যতটা বিক্রয় করিতে চায় তাহারা ততটা বিক্রয় করিতে পারে।[১] সুতরাং এই উদাহরণে ২ টাকা হইল ভারসাম্য দাম।

এখন দাম যদি ২ টাকা না হইয়া ২.৫০ টাকা হয় তাহা হইলে বিক্রেতারা ১৩ কুইণ্টাল বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকিবে কিন্তু ক্রেতারা মাত্র ৭ কুইণ্টাল ক্রয় করিতে রাজী থাকিবে। অর্থাৎ, চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ বেশী হইবে এবং বিক্রেতারা যতটা বিক্রয় করিতে চায় ততটা বিক্রয় করিতে পারিবে না। এই অবস্থায় বিক্রেতারা দাম কমাইয়া বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবে। দাম কমিবার ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িবে কিন্তু যোগানের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ফলে দাম আবার ২ টাকায় আসিয়া স্থির হইবে। অপরদিকে দাম কমিয়া ২ টাকা হইতে ১.৫০ টাকা হইলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া ১৫ কুইণ্টাল হইবে কিন্তু যোগানের পরিমাণ কমিয়া ৭ কুইণ্টালে দাঁড়াইবে। যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ অধিক হওয়ায় অনেক ক্রেতার ক্রয় করিবার আকাংক্ষা পূরণ হইবে না। ইহারা অধিক দাম দিতে প্রস্তুত থাকিবে। ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং শেষ পর্যন্ত দাম ২ টাকায় আসিয়া স্থির হইবে।

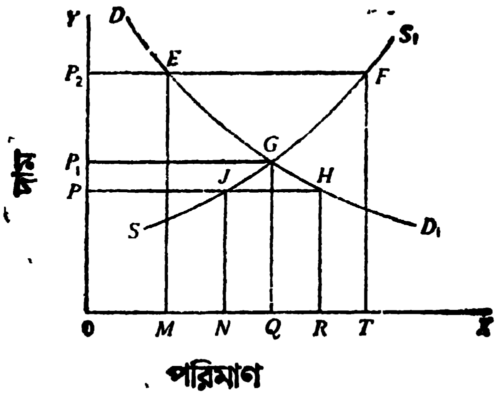
দাম যখন ২ টাকা তখন দাম পরিবর্তনের কোন প্রবণতা দেখা যায় না, কারণ ঐ দামে ক্রেতারা যতটা ক্রয় করিতে চায় ততটাই ক্রয় করিতে পারে এবং ঐ দামে বিক্রেতারা যতটা বিক্রয় করিতে চায় ততটা বিক্রয় করিতে পারে। এই দামকে ভারসাম্য দাম বলা হয় এইজন্য যে, ঐ দামে চাহিদার প্রভাব এবং যোগানের প্রভাবের মধ্যে সমতার সৃষ্টি হয়।

ভারসাম্য দাম বলা হয় কেন

বিষয়টিকে চাহিদা ও যোগান রেখার (Demand and Supply Curves) সাহায্যে বুঝাইবার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রটি অংকন করা যাইতে পারে।

১. আমাদের উদাহরণে মাত্র ১০ কুইণ্টাল তৈলের কথা ধরা হইয়াছে বলিয়াই অনুধাবনে একটু অসুবিধা হইতে পারে। মোট চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ১০ কুইণ্টাল না হইয়া যদি ১০ হাজার কুইণ্টাল হয় তবে অনুধাবনে মোটেই অসুবিধা হইবে না। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা ১০ হাজার কুইণ্টাল সরিষার তৈলের সামান্য অংশ মাত্র ক্রয় বা বিক্রয় করে। সুতরাং দাম প্রভাবান্বিত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। প্রত্যেকে ঐ ভারসাম্য দামে ইচ্ছামত ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারে মাত্র।

DD_1 হইল পূর্বোক্ত চাহিদা-রেখা ; উহার গতি নিম্নমুখী। SS_1 হইল যোগান-রেখা ; উহা উর্ধ্বগামী। উহারা পরস্পরকে G বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। OP_1 ভারসাম্য দাম পরিমাপ করিতেছে। অর্থাৎ, OP_1 দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান (OQ পরিমাণ) হইবে। দাম যদি বাড়িয়া OP_2 হয় তবে চাহিদার পরিমাণ কমিয়া OM-এ আসিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু যোগানের পরিমাণ হইবে OT পরিমাণ। যোগানের পরিমাণ চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হওয়ায় বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আবার দামকে OP_1-এ লইয়া আসিবে। অপরদিকে দাম যদি কমিয়া OP হয় তাহা হইলে চাহিদার পরিমাণ হইবে OR কিন্তু যোগানের পরিমাণ হইবে ON। চাহিদার পরিমাণ যোগানের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হওয়ায় দাম আবার OP_1-এ আসিয়া দাঁড়াইবে।



চাহিদা ও যোগানের তিনটি সরল নীতি : প্রতিযোগিতামূলক দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়াকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যায় :

(১) কোন বিশেষ দামে চাহিদা যোগান অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু যোগান চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম কমার দিকে ঝোঁক দেখা দিবে।

(২) দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে কিন্তু যোগানের পরিমাণ কমে, অপরদিকে দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে কিন্তু যোগানের পরিমাণ বাড়ে।

(৩) এইভাবে দাম এমন একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় যেখানে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয়।[১]

চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন (Changes in Demand and Supply) : চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন বলিতে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা বা যোগানের পরিমাণের পরিবর্তনকে বুঝায় না। দাম ব্যতীত লোকের আয়, রুচি প্রভৃতির পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। এইরূপ হইলে পূর্বের দামে লোকে জিনিসপত্র কমবেশী ক্রয় করিবে। অনুরূপভাবে দামের পরিবর্তন ব্যতীত উৎপাদন-ব্যয় প্রভৃতির পরিবর্তনের ফলে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। এরূপ হইলে পূর্বের দামেই বিক্রেতারা কমবেশী যোগান দিবে। কোনপ্রকার সংশয়

চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন এবং উহাদের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি এক নহে

১. Hender-on : *Demand and S·ppl y*

যাহাতে না থাকে তাহার জন্য 'চাহিদা বা যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি' (decrease or increase in demand or supply) বাক্যাংশটি চাহিদা ও যোগানের এইরূপ পরিবর্তনকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা সমীচীন এবং চাহিদা ও যোগানের উপর দামের পরিবর্তনের প্রভাবকে বুঝাইবার জন্য 'চাহিদা বা যোগানের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি' (decrease or increase in the amount demanded or supplied) কথাটি ব্যবহার করা উচিত।[১] এখন দেখা যাউক, কি কি কারণে চাহিদা বা যোগানের পরিবর্তন হয়।

চাহিদার পরিবর্তনের কারণ (Causes of Changes in Demand) : নিম্নলিখিত কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে :

(১) আয়ের পরিবর্তন : ক্রেতাদের আয় বাড়িয়া বা কমিয়া গেলে লোকের চাহিদা বাড়িয়া বা কমিয়া যায়, কারণ আয়ের বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে তাহাদের ব্যয় করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়।[২]

(২) লোকের রুচি স্বভাব ও ফ্যাসানের পরিবর্তন : মোটরগাড়ীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইলে ঘোড়ার গাড়ীর চাহিদা কমিবে, বিড়ির পরিবর্তে সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস হইলে বিড়ির চাহিদা কমিয়া সিগারেটের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে।

(৩) জনসংখ্যার পরিবর্তন : জনসংখ্যার পরিবর্তনের ফলেও চাহিদা পরিবর্তিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) হইতে বহু লোকের আগমনের ফলে পশ্চিমবংগে বাড়ীঘর, জমিজমার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৪) আয়ের বন্টনের পরিবর্তন : জাতীয় আয়ের বণ্টন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হইলেও চাহিদা পরিবর্তিত হয়। যেমন, ধনীর তুলনায় দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি পাইলে দরিদ্রের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে।

(৫) অন্যান্য দ্রব্যের দাম বিশেষত ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্যের দামের পরিবর্তন : অন্যান্য দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটে—যেমন, ট্রামের ভাড়া বাড়িয়া গেলে লোকে বাসে বেশী চড়িবে, চাউলের দাম বৃদ্ধি পাইলে আটার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে, ইত্যাদি।

(৬) অনুপূরক দ্রব্যের দামের পরিবর্তন : অনুপূরক দ্রব্যের দাম চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করে। গাড়ীর দাম কমিয়া যাওয়ায় গাড়ীর ক্রয় বাড়িয়া গেলে পেট্রল ও গাড়ীর টায়ারের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে।

যোগানের পরিবর্তনের কারণ (Causes of Changes in Supply) : নিম্নলিখিত কারণে যোগানও পরিবর্তিত হইতে পারে :

(১) উৎপাদকের নিজস্ব উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য ভোগের আকাংক্ষার পরিবর্তন : যদি দুগ্ধ সরবরাহকারীদের দুগ্ধপানের আকাংক্ষা কমিয়া যায় তাহা হইলে দুগ্ধের যোগান

---

১. সাধারণত এইরূপ পরিবর্তনকে চাহিদার 'স্থিতিস্থাপকতা' বলা হয়। পরে আমরা স্থিতিস্থাপকতা শব্দটিই ব্যবহার করিব।

২. আয়ের পরিবর্তনজনিত চাহিদার পরিবর্তনকে আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতাও (income-elasticity) বলা হয়।

কিছুটা বৃদ্ধি পাইতে পারে। কৃষকেরা যদি উৎপন্ন তরিতরকারি নিজেরা কম ভোগ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে চায় তবে যোগান স্বাভাবিকভাবেই বাড়িয়া যাইবে।

(২) উৎপাদন-ব্যয়ের পরিবর্তন : উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে যোগানের বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দুগ্ধের উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া গেলে পূর্বের দামেই এখন অধিক দুগ্ধ যোগান দেওয়া হইবে। শিল্পগত কলাকৌশলের উন্নতি, উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্যহ্রাস প্রভৃতির ফলে উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া যাইতে পারে।

(৩) আবহাওয়ার প্রভাব : কৃষিজ দ্রব্যের বেলায় যোগান আবহাওয়ার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। যেমন, আমাদের দেশে সময়মত উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইলে শস্যের যোগান বাড়িবে, আবার অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হইলে উহার যোগান কমিয়া যাইবে।

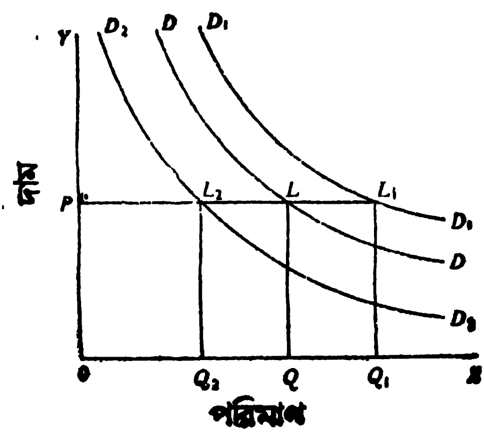
(৪) করের প্রভাব : পরিশেষে আছে করের প্রভাব। কোন দ্রব্যের উপর কর ধার্য করিলে উহার দাম বৃদ্ধি এবং যোগান হ্রাস উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে।

চাহিদা পরিবর্তনের ফলে চাহিদা-রেখার স্থান পরিবর্তন

চাহিদা বা যোগানের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা বা যোগান রেখার স্থান পরিবর্তিত হয়। নিম্নের রেখাচিত্রটিতে যোগান স্থির থাকিয়া চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি হইলে যে-অবস্থা দাঁড়ায় তাহা দেখানো হইল।

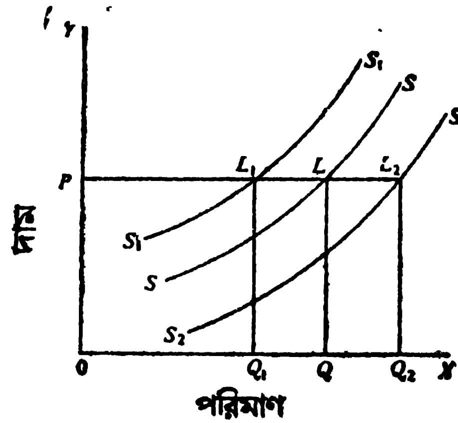
পূর্বের ন্যায় চাহিদার অবস্থা DD রেখার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। এই চাহিদা-রেখা হইতে দেখা যায় যে OP যখন দাম তখন OQ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হয়। এখন রুচি বা অভ্যাস অথবা আয়বৃদ্ধির জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া যাইবে। চিত্রে ঐ রেখাকে D_1D_1 বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই নূতন চাহিদা-রেখা হইতে বুঝা যায় যে পূর্বের দামে এখন ক্রেতারা অপেক্ষাকৃত অধিক দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। পূর্বে তাহারা OP দামে OQ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ছিল। চাহিদা বৃদ্ধির পর OP দামে OQ_1 পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে রাজী। আবার যদি কোন কারণে চাহিদা কমিয়া যায় তাহা হইলে চাহিদা-রেখা বামদিকে সরিয়া আসিবে। রেখাচিত্রে D_2D_2 রেখা দ্বারা উহা দেখানো হইয়াছে। এখন ক্রেতারা পূর্বের দামে অপেক্ষাকৃত কম দ্রব্য

যোগান পরিবর্তনের ফলে যোগান-রেখার স্থান পরিবর্তন



ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকিবে। OP দামে পূর্বের OQ পরিমাণ দ্রব্যের পরিবর্তে ক্রেতারা OQ_2 পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে রাজী থাকিবে।

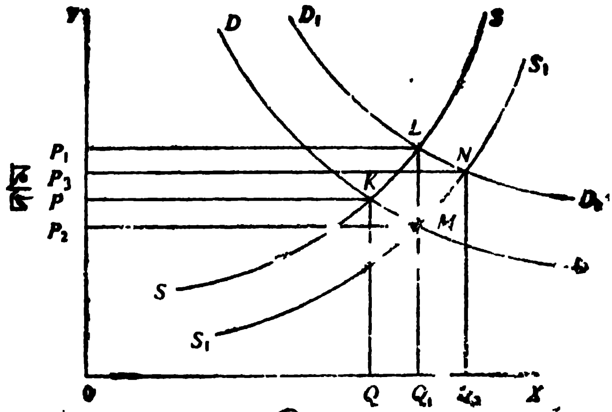
অনুরূপভাবে যোগানের পরিবর্তন হইলে যোগান-রেখার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। পূর্বের যোগানের অবস্থা SS রেখার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। এখন উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া ধরা যাউক। এই অবস্থায় যোগান-রেখা সম্পূর্ণ ডানদিকে সরিয়া আসিবে। S_2S_2 রেখার দ্বারা ইহা বুঝানো হইয়াছে। এই নূতন যোগান-রেখা হইতে দেখা যায়, পূর্বতন দামে বিক্রেতারা এখন অপেক্ষাকৃত অধিক যোগান দিতে ইচ্ছুক। পূর্বে OP দামে বিক্রেতারা OQ পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিত, যোগানবৃদ্ধির দরুন OP দামে OQ_2 পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিবে। অপরপক্ষে কোন কারণে যোগানের হ্রাস হইলে যোগান-রেখা বামদিকে সরিয়া আসিবে। S_1S_1 রেখার দ্বারা এই অবস্থা বুঝানো হইয়াছে। পূর্বের দামে এখন অপেক্ষাকৃত কম যোগান হইবে। উপরের রেখাচিত্রে দেখা যায় OP দামে পূর্বের যোগান OQ কমিয়া OQ_1 পরিমাণে দাঁড়াইবে।



চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দাম ও অবস্থার পরিবর্তন

এখন দেখা যাউক, চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দাম ও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণের অবস্থা কি দাঁড়ায়। পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটির সাহায্যে ইহা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ধরা যাউক, যোগান সমান রহিয়াছে এবং চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় পূর্বতন যোগান-রেখা SS নূতন চাহিদা-রেখা D_1D_1-কে L বিন্দুতে ছেদ করিবে। ইহার দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে পূর্বতন ভারসাম্য দাম OP পরিবর্তিত হইয়া নূতন ভারসাম্য দাম OP_1 হইবে এবং যোগানের পরিমাণ OQ হইতে বাড়িয়া OQ_1-এ দাঁড়াইবে। এখন ধরা যাউক, চাহিদা সমান রহিয়াছে এবং যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় পূর্বতন চাহিদা-রেখা DD নূতন যোগান-রেখা S_1S_1-কে M বিন্দুতে ছেদ করিবে। ফলে নূতন ভারসাম্য দাম হইবে OP_2। আবার চাহিদা ও যোগান উভয়ের পরিবর্তন হইতে পারে। ধরা যাউক যে চাহিদা ও যোগান উভয়েরই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় নূতন চাহিদা-রেখা D_1D_1 নূতন যোগান-রেখা S_1S_1-কে N বিন্দুতে ছেদ করিবে। নূতন ভারসাম্য দাম হইবে OP_3 এবং



ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ হইবে OQ_2। এখানে দেখা যাইতেছে, দাম ও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দামের উপর চাহিদা ও যোগান উভয়ের পরিবর্তনের প্রভাব

যখন চাহিদা ও যোগান পরিবর্তিত হয় তখন দাম বৃদ্ধি পাইবে কি হ্রাস পাইবে তাহা নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের মাত্রার উপর। যদি চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিবর্তন অধিক হয় তবে দাম পূর্বাপেক্ষা কম থাকে, আর যখন যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তন বেশী হয় তখন দাম পূর্বাপেক্ষা অধিক হয়।

সংক্ষিপ্তসার

বাজারে ক্রয়বিক্রয়-ব্যবস্থা প্রতিবিম্বিত হয় চাহিদা ও যোগানের মধ্যে। চাহিদা বলিতে বিশেষ দামে চাহিদার পরিমাণ বুঝায়। চাহিদার সহিত দামের সম্পর্ককে চাহিদার সূত্র বলা হয়। চাহিদা-সূচী ও চাহিদা-রেখার মাধ্যমেও চাহিদার সূত্রের ব্যাখ্যা করা হয়। চাহিদার সূত্রের পশ্চাতে কার্য করে দাম-প্রভাব।

চাহিদার ন্যায় যোগানের সূত্র, সূচী ও রেখা আছে।

চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের ফলে দাম নির্ধারিত হয়। চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন ঘটিলে দামও পরিবর্তিত হয়।

অনুশীলনী

1. Explain the law of demand. What are the factors which underlie the law of demand?

[চাহিদার সূত্রের ব্যাখ্যা কর। এই সূত্রের পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি কায করে?]

[ইংগিত: দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ককেই চাহিদার সূত্র বলে। অর্থাৎ, দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে—ইহাই চাহিদার সূত্র। একটি ব্যাখ্যা অনুসারে চাহিদার সূত্রের পশ্চাতে কার্য করে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস। বিপরীত ব্যাখ্যা অনুসারে ইহার মূলে আছে—১। আয়-প্রভাব এবং ২। পরিবর্তন-প্রভাব। চাহিদার সূত্র বিশেষভাবে অনুমানসিদ্ধ। ··· এবং ১১১-১২, ১১৩-১৪ পৃষ্ঠা]

2. Show why the demand for a commodity increases when its price falls. Are there any exceptions to the law ?

[দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় কেন বুঝাইয়া বল। এই সূত্রের কোন ব্যতিক্রম আছে কি ?] (১১১-১৩ পৃষ্ঠা)

3. Why does the normal demand curve slope downward ? Explain why in some cases the demand curve may slope upward.

[সাধারণ ক্ষেত্রে চাহিদা-রেখা নিচে নামিয়া আসে কেন ? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদা-রেখা আবার উর্ধ্বমুখীই বা কেন হয় ?] (১১১-১৩, ১১৪ পৃষ্ঠা)

4. What are the determinants of individual demand ? Explain which one of the determinants you consider to be the most important.

[ব্যক্তিবিশেষের চাহিদার নির্ধারক কি কি ? ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে তোমার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দেখাও।] (১০৭-০৮ পৃষ্ঠা)

5. What are the effects on price and volume of production of the following ?

(*a*) An increase in demand assuming the conditions of supply to remain unchanged ;

(*b*) A fall in demand assuming the conditions of supply to remain unchanged ;

(*c*) A rise in demand and an equal rise in supply ;

(*d*) A rise in demand and an equal fall in supply.

[দাম ও উৎপাদনের পরিমাণের উপর নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির প্রভাব কি হইতে পারে ?

(ক) যোগান অপরিবর্তিত থাকিয়া যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায় ,

(খ) যোগান অপরিবর্তিত থাকিয়া যদি চাহিদা হ্রাস পায় ;

(গ) চাহিদা যতটা বৃদ্ধি পাইল যোগান যদি ঠিক ততটাই বৃদ্ধি পায় ,

(ঘ) চাহিদা যতটা বৃদ্ধি পাইল যোগান যদি ঠিক ততটাই হ্রাস পায়।] (১২২-২৬ পৃষ্ঠা)

6. How the equilibrium price will change in a perfectly competitive market where there is change (i) in demand, (ii) in supply or (iii) in both ?

[পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যখন (ক) চাহিদা, (খ) যোগান অথবা (গ) উভয়ই পরিবর্তিত হয়, তখন ভারসাম্য দাম কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহা দেখাও।] (১২২-২৬ পৃষ্ঠা)

ভোক্তার আচরণতত্ত্ব
[THEORY OF CONSUMER BEHAVIOUR]

১৩ | চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা (CONCEPT OF ELASTICITY OF DEMAND)

মৌলিক ধারণা হিসাবে ভোক্তার আচরণের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে (১৯ পৃষ্ঠা)। এখন দাম-নির্ধারণ তত্ত্বের প্রসংগে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

'ভোক্তার আচরণতত্ত্ব'কে 'চাহিদাতত্ত্ব'ও বলা হয়

ভোক্তার আচরণ প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদায়। সুতরাং 'ভোক্তার আচরণতত্ত্ব'কে (Theory of Consumer Behaviour) 'চাহিদাতত্ত্ব'ও (Theory of Demand) বলা যায়। বস্তুত, পূর্বে ইহা এই নামেই অভিহিত হইত।

এই তত্ত্বের তিনটি দিক

ভোক্তার ভারসাম্য: এই তত্ত্বের বিশ্লেষণে অন্তত তিনটি দিকের আলোচনা করিতে হয়: (ক) চাহিদার প্রকৃতি, (খ) চাহিদার বৈশিষ্ট্য, এবং (গ) চাহিদার ভিত্তি। ইহার মধ্যে চাহিদার প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, চাহিদার মূলে আছে দ্রব্যাদির জন্য ভোক্তার আকাংক্ষা। ভোক্তা তাহার সীমাবদ্ধ আয়কে এরূপভাবে বণ্টন করিতে চেষ্টা করে যে, তাহার পরিতৃপ্তি যেন সর্বাধিক হয়। যেখানে তাহার পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হয় সেখানেই সে ভারসাম্য অবস্থায় পৌছায়। অর্থাৎ, সেই অবস্থা হইতে সে আর বিচ্যুত হইতে চায় না। প্রাচীন তত্ত্ব অনুসারে নির্দিষ্ট আয়সম্পন্ন ভোক্তা বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ সমান সমান করিবার প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এই ভারসাম্য বা সর্বাধিক পরিতৃপ্তির অবস্থায় পৌছায়।

ক। এ-সম্বন্ধে প্রাচীন তত্ত্ব

আধুনিক মত অনুসারে ভোক্তা বিভিন্ন দ্রব্যের প্রতি তাহার আকর্ষণ বা পছন্দের বিচার করিয়াই এই প্রচেষ্টায় অগ্রসর হয় এবং বিভিন্ন দ্রব্যের প্রতি তাহার আকর্ষণ বা পছন্দের মূলে থাকে পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা। আহার-বাসস্থান, পোশাকপরিচ্ছদের ন্যায় মানুষের কতকগুলি প্রাথমিক অভাব আছে। কিন্তু এই সকল অভাবের অধিকাংশেরই পরিতৃপ্তি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য হইতে সম্ভব। সুতরাং ভোক্তা কোন্ বিশেষ দ্রব্যটি পছন্দ করিবে, তাহা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার উপর। যেমন, ভোক্তার সমাজে যদি সকালে জলখাবার হিসাবে দেশী খাবারের পরিবর্তে পাঁউরুটি-মাখনের চলন হইয়া থাকে, তবে সে পাঁউরুটি-মাখনই পছন্দ করিবে। দ্বিতীয়ত, ভোক্তা তাহার সমাজের অন্যান্য সকলের ভোগ-পদ্ধতির (pattern of consumption) সহিত সর্বদাই তুলনা করিয়া থাকে। ফলে তাহার আকাংক্ষা ও ব্যয়ের পরিমাণ দিন

খ। আধুনিক তত্ত্ব

দিন বাড়িতেই থাকে। তৃতীয়ত, ঐ কারণেই আবার আয় হ্রাস পাইলেও সহসা সে ব্যয়হ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং মাত্র বর্তমানের সীমাবদ্ধ আয় নহে, অতীত আয় দ্বারাও সে ভোগ্যপণ্য ক্রয় ব্যাপারে অনেকাংশে পরিচালিত হয়।

এই প্রাচীন ও আধুনিক উভয় তত্ত্বেই ভোক্তার আচরণ বা চাহিদার কয়েকটি প্রতিপাদ্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়—যথা, চাহিদা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম, সম্পর্কিত দ্রব্যসমূহের দাম, আয় রুচি-পছন্দ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, এই সকল বিষয়ের দরুনই চাহিদার প্রকৃতিতে সংকোচন-প্রসারণশীলতা বা স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয়ত, চাহিদার ভিত্তিতে রহিয়াছে সীমাবদ্ধ আয়সম্পন্ন ভোক্তার পরিতৃপ্তিকে সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা। প্রথম বিষয়টির আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই করা হইয়াছে। বর্তমান ও পরবর্তী অধ্যায়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়টির—অর্থাৎ চাহিদার বৈশিষ্ট্য ও ভিত্তির আলোচনা করা হইতেছে।

ভোক্তার আচরণতত্ত্ব বা চাহিদাতত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand) : চাহিদার বৈশিষ্ট্য হইল সংকোচন-প্রসারণশীলতা বা পরিবর্তনশীলতা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে বিভিন্ন কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়—যথা, দামের পরিবর্তন, আয়ের পরিবর্তন, আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন, জনসংখ্যার পরিবর্তন, রুচি স্বভাব ফ্যাসানের পরিবর্তন ইত্যাদি (১২২-২৩ পৃষ্ঠা)। ইহাদের মধ্যে দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে-পরিবর্তন ঘটে তাহাকে সাধারণত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of demand) বলা হয়। বর্তমানে অবশ্য আয়-পরিবর্তনের জন্য চাহিদার যে-পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহাকেও স্থিতিস্থাপকতা বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য দাম-পরিবর্তনজনিত চাহিদার পরিবর্তনকে চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা (Price-elasticity of Demand) এবং আয়-পরিবর্তনজনিত চাহিদার পরিবর্তনকে চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা (Income-elasticity of Demand) বলা হয়। আবার সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে-পরিবর্তনশীলতা লক্ষ্য করা যায় তাহাকে চাহিদার ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা (Cross-elasticity of Demand) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। যাহা হউক, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার এই প্রকারভেদ (variation) সম্বন্ধে আলোচনা বর্তমানে স্থগিত রাখিয়া সাধারণভাবে স্থিতিস্থাপকতার ব্যাখ্যা করা হইতেছে। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, দাম-পরিবর্তনজনিত চাহিদার যে-পরিবর্তন তাহাকেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিয়া ধরিয়া লইয়া আলোচনা করা হইতেছে। অর্থাৎ, চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার পর্যালোচনা করা হইতেছে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাহাকে বলে

চাহিদার মূল্যানুগ, আয়ানুগ এবং ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা

সংজ্ঞা : দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তিত হয় ; কিন্তু সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সমভাবে ঘটে না। এককপিছু (per unit) দাম সামান্য

কমিলে বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা যেরূপ বৃদ্ধি পাইবে, অনুরূপ ঘটিলে লবণের চাহিদা বা চাউলের চাহিদার পরিমাণ সেরূপ বৃদ্ধি পাইবে না। দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তনের এই যে পরিমাণ ইহাকেই চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা বলে। সংজ্ঞা দিয়া বলিতে গেলে, দামের পরিবর্তনে চাহিদা যে-পরিমাণ সাড়া দেয় তাহাই চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা।[১]

অস্থিতিস্থাপক ও স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Inelastic and Elastic Demand): দাম পরিবর্তিত হইলে যে-সকল দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণে সামান্য মাত্র পরিবর্তন ঘটে তাহাদিগকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Inelastic Demand) বলে। চাউল, লবণ, সাধারণ পোশাকপরিচ্ছদ ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। অপরদিকে দামের সামান্য পরিবর্তন ঘটিলেই যে-সকল দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বিশেষ পরিবর্তিত হয় তাহাদিগকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Elastic Demand) বলে। মোটরগাড়ী, রেডিও-সেট, ফাউন্টেন-পেন প্রভৃতি বিলাসদ্রব্যের চাহিদা এই শ্রেণীভুক্ত।

স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ : কোন দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হইলে ঐ দ্রব্যের চাহিদা কি পরিমাণে সাড়া দেয় তাহা গাণিতিক পদ্ধতিতে হিসাব করিয়া নির্দিষ্টভাবে বলা যায়। এই পদ্ধতিতে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তনকে দামের পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন দিয়া ভাগ করিলেই দ্রব্যটির মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার (price-elasticity of demand) অবস্থা বুঝা যাইবে। সংক্ষেপে বিষয়টিকে এইভাবে দেখানো যায় :

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}।$$

এইভাবে হিসাবের ফল ১-এর অধিক হইলে ঐ স্থিতিস্থাপকতাকে এককের অধিক (more than unity) এবং ঐ চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা (elastic demand) বলা হয়। হিসাবের ফল ১-এর সমান হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান (equal to unity or unit elasticity) বলিয়া অভিহিত হয়। আবার উহা যদি ১-এর কম হয় তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতা এককের কম (less than unity)।

উপরি-উক্ত তিন প্রকারের স্থিতিস্থাপকতা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক যে প্রতি কিলোগ্রাম চা-এর দাম ১০ টাকা হইতে কমিয়া ৯ টাকা হইল এবং ফলে চা-এর বিক্রয় ১০০০ পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ১০২০ পাউণ্ডে দাঁড়াইল। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $= \frac{২০}{১০০০} \div \frac{১}{১০} = \frac{১}{৫}$।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $\frac{১}{৫}$, কারণ চা-এর দাম কমিয়াছে শতকরা ১০ ভাগ কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২ ভাগ। স্থিতিস্থাপকতা ১-এর

১. **"The responsiveness of the quantity demanded of any good X to a change in its own price, is called the *price elasticity of* demand for X." Ryan**

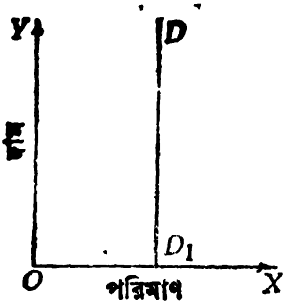
কম হওয়ায় এই উদাহরণে চা-এর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। এখন ধরা যাউক যে কোন এক ধরনের ফাউণ্টেন-পেনের প্রতিটির দাম ২০ টাকা হইতে কমিয়া ১৯ টাকায় নামিয়া আসায় চাহিদার পরিমাণ ১০,০০০ হইতে বাড়িয়া ১২,০০০ হইল। এই উদাহরণে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $=\frac{২০০০}{১০,০০০}\div\frac{১}{২০}=৪$। চাহিদার পরিমাণে শতকরা বৃদ্ধি হইয়াছে ২০ ভাগ আর দামহ্রাসের শতকরা ভাগ হইল ৫ ভাগ। সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১-এর অধিক হওয়ায় এই উদাহরণে ফাউণ্টেন-পেনের চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক। আবার যদি আলুর দাম কুইণ্টাল প্রতি ১০০ টাকা হইতে ৯৯ টাকায় হ্রাস পাওয়ার ফলে আলুব চাহিদার পরিমাণ ১০০০ কুইণ্টাল হইতে বাড়িয়া ১০১০ কুইণ্টাল হয় তবে ঐ দামে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $=\frac{১০}{১০০০}\div\frac{১}{১০০}=১$। অর্থাৎ, আলুর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল ১-এর সমান। এখানে দাম হ্রাস পাইয়াছে শতকরা ১ ভাগ এবং চাহিদার পরিমাণের বৃদ্ধিও হইয়াছে শতকরা ১ ভাগ। এক্ষেত্রে চাহিদার অবস্থা স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মাঝামাঝি।

সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক এবং পূর্ণ বা অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Perfectly or Infinitely Inelastic and Elastic Demand): স্থিতিস্থাপকতার দুইটি চরম অবস্থার কল্পনাও করা যায়: (১) সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা এবং (২) পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা। সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদার দ্বারা বুঝায় যে দামের যে-কোন পরিবর্তন ঘটুক না কেন চাহিদার পরিমাণে কোন পরিবর্তনই ঘটে না। এরূপ সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা-নির্দেশক চাহিদা-রেখা উল্লম্ব এবং সরল (vertical straight line) হইবে।

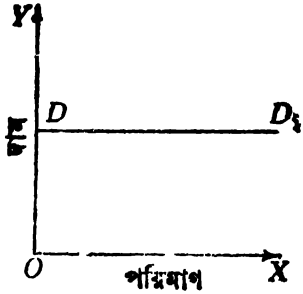
সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখা

সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ঠিক বিপরীত হইল পূর্ণ বা অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Perfectly or Infinitely Elastic Demand)। এক্ষেত্রে দামের সামান্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হয় অপরিসীম (infinite)। সুতরাং স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ হইবে অপরিসীম। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্রেতার দ্রব্যের জন্য চাহিদা এইরূপ অসীম স্থিতিস্থাপকতাসম্পন্ন হয়। প্রচলিত দামে প্রত্যেক বিক্রেতা তাহার দ্রব্যের সমগ্রটাই বিক্রয় করিতে পারে। কোন বিক্রেতা যদি দাম সামান্য বৃদ্ধি করে তবে সে মোটেই বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপ পূর্ণ বা অসীম স্থিতিস্থাপক নির্দেশক চাহিদা-রেখা অনুভূমিক এবং সরল (horizontal straight line) হইবে। সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক এবং পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখা দুইটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হইল।

অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখা



সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা



পূর্ণ বা অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা

তাহা হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পাঁচ প্রকার অবস্থার সন্ধান পাওয়া গেল : (ক) স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক, (খ) স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান, (গ) স্থিতিস্থাপকতা এককের কম, (ঘ) সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতা এবং (ঙ) পূর্ণ বা অসীম স্থিতিস্থাপকতা।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পাঁচ প্রকার অবস্থা

মোট ব্যয় এবং স্থিতিস্থাপকতা (Total Expenditures and Elasticity). দাম-পরিবর্তনের ফলে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিবর্তনের তুলনা চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার প্রকৃতি নির্ণয়ের একটি বিকল্প উপায়। অর্থাৎ, দাম-পরিবর্তনের পূর্বে ও পরে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিতে ক্রেতারা যে-মোট ব্যয় করে তাহার তুলনা করিয়া বলা যায় যে মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান না এককের অধিক না এককের কম। যেক্ষেত্রে কোন দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের পূর্বে ও পরে ক্রেতাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত বা একই থাকে সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইবে এককের সমান (equal to unity)। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক যে কোন এক দ্রব্য ক-এর দাম যখন ৩ টাকা তখন দ্রব্যটির ৬০ একক বিক্রয় হয়। সুতরাং ক্রেতাদের ব্যয়িত অর্থের মোট পরিমাণ হইল (৩ টাকা × ৬০ =) ১৮০ টাকা।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণের বিকল্প উপায়

এখন দ্রব্যটির দাম হ্রাস পাইয়া ২ টাকা হওয়ায় বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইল ৯০ এককে। অতএব, মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইল (২ টাকা × ৯০ =) ১৮০ টাকা। এখানে দেখা যাইতেছে যে ক্রেতাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিতেছে। একক স্থিতিস্থাপক চাহিদার ইহাই লক্ষণ।

একক স্থিতিস্থাপক চাহিদার লক্ষণ

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার ক-রেখাচিত্রে একক স্থিতিস্থাপকতার অবস্থা দেখানো হইল।

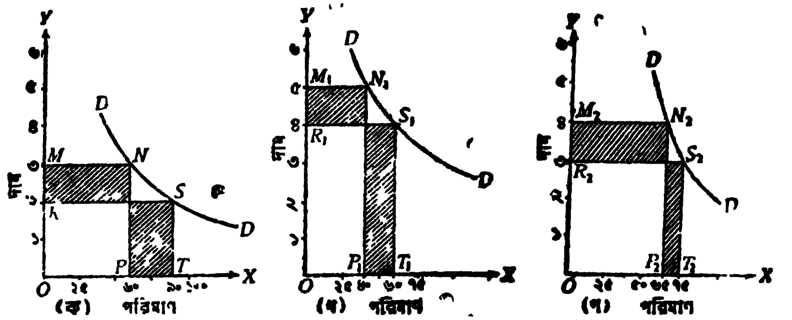
(ক)-রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে দাম যখন OM (৩ টাকা) তখন ক্রেতাদের ব্যয়িত অর্থের মোট পরিমাণ = দাম × বিক্রয়ের পরিমাণ $= OM \times OP = OMNP$ আয়তক্ষেত্র। দাম হ্রাস পাইয়া OR (২ টাকা) হওয়ায় ব্যয়িত অর্থের মোট পরিমাণ হইল $ORST$ আয়তক্ষেত্র। এখানে দেখা যাইতেছে $OMNP$ এবং

ORST আয়তক্ষেত্র দুইটি সমান। সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের সমান।

আবার যদি দাম হ্রাসের ফলে কোন দ্রব্যের উপর ক্রেতাদের মোট ব্যয়িত অর্থ পূর্বাপেক্ষা অধিক হয় তবে মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক (more than unity) হইবে। অর্থাৎ, উহা স্থিতিস্থাপক চাহিদার (elastic demand) উদাহরণ।

স্থিতিস্থাপক চাহিদার লক্ষণ

ধরা যাউক যে কোন একটি দ্রব্য খ-এর দাম যখন ৫ টাকা তখন দ্রব্যটির ৪০ একক বিক্রয় হয়। সুতরাং মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় (৫ টাকা × ৪০ =) ২০০ টাকায়। এখন দাম কমিয়া ৪ টাকা হওয়ার ফলে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ৬০ একক এবং মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ (৪ টাকা × ৬০ =) ২৪০ টাকা হইল। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক—অর্থাৎ চাহিদা স্থিতিস্থাপক।



চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক = স্থিতিস্থাপক চাহিদা

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের কম = অস্থিতিস্থাপক চাহিদা

(খ)-রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে দাম যখন OM_1 (৫ টাকা) তখন মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হইল $OM_1N_1P_1$ আয়তক্ষেত্র। দাম কমিয়া OR_1 (৪ টাকা) হওয়ায় মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হইয়াছে $OR_1S_1T_1$ আয়তক্ষেত্র। এখানে $OR_1S_1T_1$ আয়তক্ষেত্রটি $OM_1N_1P_1$ আয়তক্ষেত্রটি অপেক্ষা বড়। সুতরাং মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক—অর্থাৎ চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

পরিশেষে, কোন একটি দ্রব্য গ-এর দামহ্রাসের ফলে ক্রেতারা যদি ঐ দ্রব্যের উপর পূর্বাপেক্ষা কম ব্যয় করিতে থাকে তবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের কম (less than unity)—অর্থাৎ উহা অস্থিতিস্থাপক চাহিদা। যেমন, ধরা যাউক

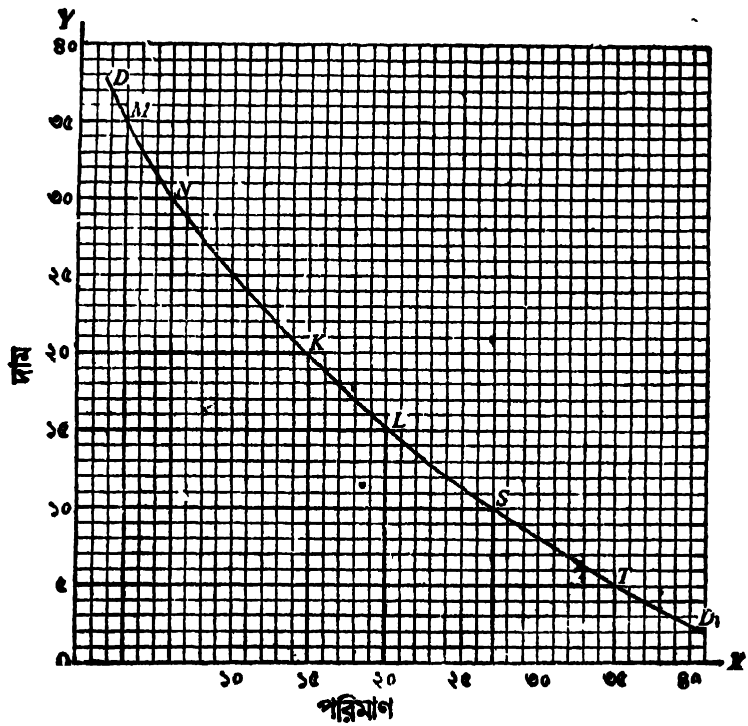
অস্থিতিস্থাপক চাহিদার লক্ষণ

কোন দ্রব্য গ-এর প্রতি এককের দাম যখন ৪ টাকা করিয়া ছিল তখন বিক্রয় হইত ৬৫ একক দ্রব্য এবং মোট অর্থব্যয় হইত (৪ টাকা × ৬৫ =) ২৬০ টাকা। দাম কমিয়া ৩ টাকা হইলেও মোট বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ৭৫ একক হইল বটে কিন্তু মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া (৩ টাকা × ৭৫ =) ২২৫ টাকায় দাঁড়াইল। সুতরাং দ্রব্যটির চাহিদার

স্থিতিস্থাপকতা এককের কম—অর্থাৎ চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। ১৩৩ পৃষ্ঠার গ-রেখাচিত্রে অস্থিতিস্থাপক চাহিদার অবস্থা দেখানো হইল।

গ-রেখাচিত্রে দেখা যায় যে দাম যখন OM_2 (৪ টাকা) তখন মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হইল $OM_2N_2P_2$ আয়তক্ষেত্র। আর যখন দাম কমিয়া OR_2 (৩ টাকা) হইল তখন ব্যয়িত অর্থের মোট পরিমাণ হইল $OR_2S_2T_2$ আয়তক্ষেত্র। এখানে $OR_2S_2T_2$ আয়তক্ষেত্র $OM_2N_2P_2$ আয়তক্ষেত্র অপেক্ষা ছোট হওয়ায় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের কম—অর্থাৎ চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

চাহিদা-রেখার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা : এই প্রসংগে একটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত কোন চাহিদা-রেখার সমস্ত অংশের স্থিতিস্থাপকতা একপ্রকারের হয় না, বিভিন্ন অংশের স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হইয়া থাকে। অন্যভাবে বলা যায় যে বিভিন্ন দামে বিশেষ দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হইয়া থাকে। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে।



এই রেখাচিত্রে DD_1 রেখাটি হইল কোন এক দ্রব্যের চাহিদা-রেখা। দ্রব্যটির দাম ৩৫ টাকা হইলে ৩ একক মাত্র বিক্রয় হয় এবং মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ

দাঁড়ায় ১০৫ টাকা। দাম কমিয়া ৩০ টাকা হইলে বিক্রয়ের পরিমাণ হয় ৬ একক এবং ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৮০ টাকা। সুতরাং চাহিদা-রেখার M এবং N বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশ স্থিতিস্থাপক (elastic), কারণ দামহ্রাসের ফলে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। আবার দাম যখন ২০ টাকা তখন মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হইল ৩০০ টাকা, কারণ ক্রেতারা ঐ দামে ১৫ একক দ্রব্য ক্রয় করে। এখন দাম হ্রাস করিয়া ১৫ টাকা করা হইলে ক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ এককে কিন্তু ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ঐ একই বা ৩০০ টাকা থাকে। সুতরাং দ্রব্যটির চাহিদা-রেখার K এবং L অংশের স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান। পরিশেষে, দাম যখন ১০ টাকা তখন ক্রয়ের পরিমাণ হইল ২৭ একক এবং মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২৭০ টাকা। দাম কমিয়া ৫ টাকা হইলে এবং ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫ একক হইলে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় ১৭৫ টাকায়। সুতরাং দ্রব্যটির চাহিদা-রেখার S এবং T অংশ অস্থিতিস্থাপক (inelastic)। অতএব দেখা যাইতেছে, একই দ্রব্যের চাহিদা-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে (points) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হইতেছে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে (Factors determining Elasticity of Demand): চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, যে-দ্রব্য যত প্রয়োজনীয় অভাব দূর করে তাহার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তত কম। আমাদের দেশে চাউল তৈল লবণ প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। চা-ও আমাদের দেশে বর্তমানে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে, সুতরাং ইহার চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক। অপরপক্ষে দেশের অনেক অঞ্চলে, বিশেষত উত্তর ভারতে, কফিপান অন্যতম বিলাসিতা বলিয়া গণ্য। সুতরাং কফির চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

১। দ্রব্যের প্রকৃতি

দ্বিতীয়ত, যে-সকল দ্রব্য নানাভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশী হয়। কয়লা রন্ধনকার্য, কলকারখানা, রেল-এঞ্জিন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কয়লার দাম কমিলে যাহারা রন্ধনকার্যে কাষ্ঠ ব্যবহার করিত তাহারা কয়লা ব্যবহার সুরু করিয়া উহার চাহিদা বাড়াইতে পারে।

২। ব্যবহারের সংখ্যা

তৃতীয়ত, লোকে ভোগ স্থগিত রাখিতে সমর্থ হইলে ঐ ভোগ্যদ্রব্য বা উহার উৎপাদনের উপাদানগুলির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশী হইবে। বাড়ীঘর নির্মাণের মালমসলার দাম যদি বাড়িয়া যায় তবে লোকে বাড়ীঘর নির্মাণ স্থগিত রাখে ; পরে আবার মালমসলার দাম কমিলে নির্মাণকার্য সুরু করে।

৩। ভোগ স্থগিত রাখার সম্ভাব্যতা

পরিশেষে, যে-সকল দ্রব্যের প্রকৃত পরিবর্ত (substitute) আছে তাহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশী, আর যাহাদের প্রকৃত পরিবর্ত নাই তাহাদের স্থিতিস্থাপকতা কম। চা-এর দাম বাড়িলে লোকে কফিপান সুরু করিতে পারে, কিন্তু তামাকের দাম বাড়িলে লোকে ধূমপান ছাড়িয়া সাধারণত নস্য লইতে সুরু করে না।

৪। পরিবর্ত-দ্রব্যের অস্তিত্ব

চাহিদার মূল্যানুগ এবং আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা (Price-elasticity and Income-elasticity of Demand): চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার আলোচনার সুরুতেই আয়ানুগ এবং মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, দামের পরিবর্তন ছাড়া আয়-পরিবর্তনের জন্যও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। চাহিদার এই শেষোক্ত পরিবর্তনকে চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা (Income-elasticity of Demand) বলা হয়।

আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা কাহাকে বলে

চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা ক্রেতার আয়ের সংগে চাহিদার নিবিড় সম্পর্ক নির্দেশ করে। আয়বৃদ্ধি ও দামহ্রাসের ফল একই, অনুরূপভাবে আয়হ্রাস এবং দামবৃদ্ধির ফলও এক। আয় বাড়িলে বা দাম কমিলে লোকে জিনিসপত্র বেশী করিয়া কিনিবে, অপরপক্ষে আয় কমিলে বা দাম বাড়িলে লোকে জিনিসপত্র কেনার পরিমাণও কমাইয়া দিবে। মাছের দাম কমিলে আমি বেশী করিয়া মাছ কিনিতে পারি; আবার মাছের দাম না কমিলেও আমার মাছের চাহিদা বাড়িতে পারে যদি অবশ্য ইতিমধ্যে আমার আয়বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের উপায় যেমন দাম-পরিবর্তনের পরিমাণের সহিত চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির তুলনা করা, তেমনি আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের মাধ্যম হইল আয়-পরিবর্তনের পরিমাণের সংগে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির তুলনা করা। তবে দাম-পরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্তন বিপরীতমুখী হয়, কিন্তু আয়-পরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্তন সাধারণ ক্ষেত্রে হয় একমুখী। দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে আবার আয় বাড়িলেও চাহিদা বাড়ে।

কিভাবে ইহার পরিমাপ করা হয়

চাহিদার ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা (Cross-elasticity of Demand): চাহিদার ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতারই একটি দিক। কারণ, এক্ষেত্রেও দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। তবে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের জন্য নহে, কোন সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের জন্য। মাছের দাম বাড়িলে মাংসের চাহিদা বাড়িবে, কফির দাম কমিলে চা-এর চাহিদা কমিবে। এইভাবে পরিবর্ত-দ্রব্যের ক্ষেত্রে সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম-পরিবর্তন এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন একমুখী হইতে দেখা যায়। সহ-ভোগ্যদ্রব্যাদির (joint demand) ক্ষেত্রে কিন্তু এই দুই পরিবর্তন হয় বিপরীতমুখী। মোটরগাড়ীর দাম বাড়িলে পেট্রলের চাহিদা কমে; পাঁউরুটির দাম কমিলে মাখনের চাহিদা বাড়ে।

ইহা মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতারই একটি রূপ

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর সময়ের প্রভাব (The Influence of Time on Dεmand Elasticity) : ব্যক্তিবিশেষ ও বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর সময়ের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। সময় যত অতিবাহিত হয় কোন দ্রব্যের চাহিদাব স্থিতিস্থাপকতা তত বৃদ্ধি পায়। এইরূপ হইবার একাধিক কারণ রহিয়াছে। প্রথম কারণটি হইল কলাকৌশলগত (technological)। কোন দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে সংগে সংগে ভোক্তারা তাহাদের প্রচলিত ভোগের প্রকৃতি বদলাইয়া ফেলিতে সমর্থ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে যে-দ্রব্যটির দাম কমিয়াছে তাহার ভোগের জন্য অন্যান্য পরিপূবক দ্রব্যের (complementary commodities) প্রয়োজন হইতে পারে। এখন এই পরিপুরক দ্রব্যের দাম অধিক হইতে পারে এবং উহা ক্রয়ের জন্য পূর্ব-পরিকল্পনা ও সময়ের প্রয়োজন হইতে পারে। যেমন, বিদ্যুৎ সববরাহের দাম হ্রাস পাইলে উহার সুযোগ গ্রহণ করিতে হইলে ইলেক্‌ট্রিক সাজসরঞ্জাম প্রবর্তনের প্রয়োজন হয় এবং ইহা সময়সাপেক্ষ। ইহা ব্যতীত যখন লোকে স্থায়ী দ্রব্য ব্যবহার করিতে থাকে তখন দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলেও যে-পর্যন্ত না দ্রব্যটি নিঃশেষপ্রাপ্ত হয় সে-পর্যন্ত নূতন আব একটি দ্রব্য ক্রয় করে না। দ্বিতীয় কাবণটি হইল দাম সম্পর্কে ভোক্তাদের খবরাখবরের অভাব। কোন দ্রব্যের দাম হ্রাস পাওয়ার সংগে সংগেই ভোক্তারা উহার খবর নাও জানিতে পারে। সুতরাং দামহ্রাসের ফলাফল ফলিতে বেশ কিছু সময় লাগে। তৃতীয়ত, অভ্যাসবশত লোকে সহসা তাহাদের ভোগাচরণ পরিবর্তিত করিতে চায় না। যে-পর্যন্ত না তাহারা নিশ্চিত হয় যে ভোগ পরিবর্তিত করিলে তাহারা লাভবান হইবে সে-পর্যন্ত তাহারা যে-ধরনের ভোগে অভ্যস্ত তাহাই ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করে। চতুর্থত, ভোক্তারা যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম আরও হ্রাস পাইবে তাহা হইলে তাহারা বর্তমানে ক্রয় বৃদ্ধি না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিবে।

সময়ের ব্যবধানে চাহিদাব স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায

স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির কারণসমূহ

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে ধারণার গুরুত্ব (Importance of the Concept of Elasticity of Dεmand) : দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উভয় দিক দিয়াই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে ধারণার গুরুত্ব রহিয়াছে বলিয়া চাহিদার প্রসংগে ইহার বিশদ আলোচনা কবা হয়। বস্তুত, চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে ধারণা না করিয়া মূল্যতত্ত্ব (Theory of Price) অনুধাবন করা·যায় না। কিভাবে মূল্যতত্ত্বের সহিত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে তাহা আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখিব। এই আলোচনার সুবিধার জন্যই উপরে স্থিতিস্থাপকতার প্রকৃতি (nature) এবং প্রকারভেদ (variation) সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

তত্ত্বগত গুরুত্ব

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যবসায়ী, একচেটিয়া কারবারী, অর্থমন্ত্রী, স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক প্রভৃতির সকলেরই বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের স্থিতি-স্থাপকতা সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিয়া বিক্রয় করিতে সমর্থ না হইলেও অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু সে ইহা করিবে কি না-করিবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। একচেটিয়া কারবারী যোগান নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হইলেও দাম-নির্ধারণের সময় তাহাকে অন্যান্যের সংগে

ব্যবহারিক গুরুত্ব

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার অবস্থা বিবেচনা করিতে হয়। অর্থমন্ত্রীকে পরোক্ষ কর (indirect tax) বৃদ্ধির সময় বিবেচনা করিতে হয় যে, ইহার ফলে যে-দামবৃদ্ধি ঘটিবে তাহাতে মোট ভোগ হ্রাস পাইলেও ঐ কর হইতে অর্থসংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস পাইবে কি না। স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণকে দেখিতে হয় যে হাট-বাজার প্রভৃতির ভাড়া বৃদ্ধি করিলে, করহার বৃদ্ধি করিলে চাহিদা কমিয়া মোট আয় হ্রাস পাইবে কি না। এইভাবে তত্ত্বগত (theoretical) এবং ব্যবহারিক (applied) কোনপ্রকার অর্থবিদ্যাই স্থিতিস্থাপকতার ধারণাকে গুরুত্ব প্রদান না করিয়া পারে না।

পরিশিষ্ট (Appendix): চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ (Measurement of Elasticity of Demand): কোন চাহিদা-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা কি তাহা জ্যামিতিক পদ্ধতিতে সহজেই পরিমাপ করা যায়। ধরা যাউক যে পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার প্রথম চিত্রে

স্পর্শকের সাহায্যে চাহিদা-রেখার নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ

চাহিদা-রেখা DD_1 এর S বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা কি তাহা আমরা জানিতে চাই। প্রথমে S বিন্দুকে স্পর্শ করাইয়া আমাদের একটি সরলরেখা (স্পর্শক) অংকন করিতে হইবে, এই সরলরেখাটিকে বাড়াইয়া দিলে একদিকে উহা দাম-অক্ষকে (price axis) t বিন্দুতে এবং অপরদিকে পরিমাণ-অক্ষকে (quantity axis) T বিন্দুতে ছেদ করিবে। এখন স্পর্শক (tangent) tT-র S বিন্দুর নিম্নের অংশকে S বিন্দুর উপরের অংশ দিয়া ভাগ করিলেই S বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ, S বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল $\frac{ST}{St}$। ইহাকে সহজভাবে প্রমাণ করিবার জন্য দ্বিতীয় চিত্রের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় চিত্রে tT হইল চাহিদা-রেখা; ইহাকে সরলরেখা হিসাবে অংকন করা হইয়াছে। দাম যখন MS, তখন চাহিদা হইল OM পরিমাণ, আর দাম যখন M_1S_1, চাহিদা হইল OM_1 পরিমাণ। মূল্যহ্রাসের পরিমাণ হইল RS, এই মূল্যহ্রাসকে বুঝাইবার জন্য p ব্যবহার করা হইয়াছে। অন্যদিকে RS_1 হইল চাহিদার পরিমাণবৃদ্ধি; ইহাকে q দ্বারা বুঝানো হইয়াছে।

এখন আমরা জানি মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার সূত্রটি হইল এইরূপ:

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

$$=\frac{\text{চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন (change in amount demanded)}}{\text{চাহিদার পূর্বের পরিমাণ (original amount demanded)}} \div \frac{\text{দামের পরিবর্তন (change in price)}}{\text{পূর্বের দাম (original price)}}।$$

সুতরাং দ্বিতীয় চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইলে OP এবং OP_1 দামের মধ্যে মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার হিসাব হইবে এইরূপ :

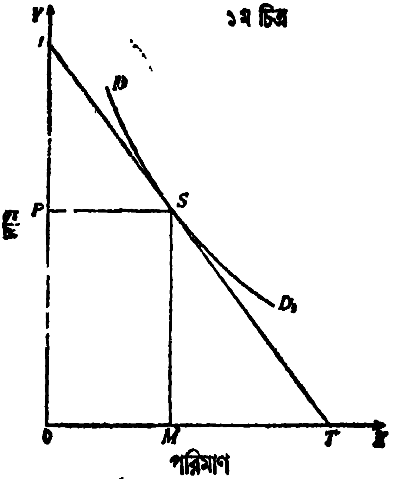
$$\text{স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{q}{OM} \div \frac{p}{MS} = \frac{q}{OM} \times \frac{MS}{p} = \frac{q}{p} \times \frac{MS}{OM}$$

এখন SRS_1 এবং SMT এই দুইটি ত্রিভুজ সদৃশ।

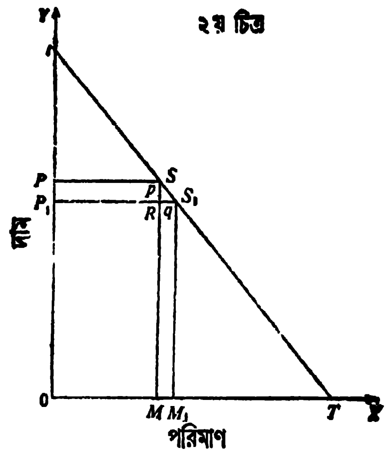
সুতরাং $\frac{q}{p} = \frac{MT}{MS}$। অতএব, $\frac{q}{p} \times \frac{MS}{OM} = \frac{MT}{MS} \times \frac{MS}{OM} = \frac{MT}{OM}$

আবার tPS এবং SMT ত্রিভুজ দুইটিও সদৃশ। সুতরাং $\frac{MT}{OM} = \frac{OP}{tP} = \frac{ST}{St}$।

১ম চিত্র



২য় চিত্র

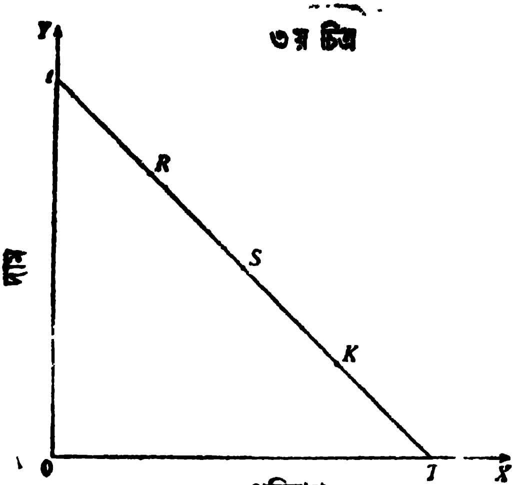


অতএব দেখা গেল যে, tT চাহিদা-রেখাটির S বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ হইল $\frac{ST}{St}$। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, প্রথম চিত্রের DD_1 রেখার মত চাহিদা-রেখার কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে (যেমন, S বিন্দুতে) স্থিতিস্থাপকতা কি তাহা ঐ বিন্দুতে স্পর্শ করাইয়া tT সরলরেখার মত স্পর্শক অংকন করিয়া পরিমাপ করা যায়—যেমন, DD_1 চাহিদা-রেখার S বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ হইল $\frac{ST}{St}$।

এখন ST যদি St অপেক্ষা বড় হয় তাহা হইলে চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক (relatively elastic) বা স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক (elasticity is more than unity)। অপরদিকে St-র তুলনায় ST যদি ছোট হয় তাহা হইলে চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক (relatively inelastic) বা স্থিতিস্থাপকতা এককের কম (elasticity is less than unity)। যখন ST এবং St সমান সমান তখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের (unity) সমান। সাধারণত

কোন চাহিদা-রেখার বিভিন্ন অংশের বা বিন্দুর স্থিতিস্থাপকতা সমান হয় না। নিম্নের চিত্রে চাহিদা-রেখাকে একটি সরলরেখা ধরিয়া বিষয়টিকে বুঝানো হইল।

৩য় চিত্র



tT চাহিদা-রেখাটির ঠিক মধ্যবর্তী *S* বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ হইল $\frac{ST}{St}$, ইহা হইল এককের সমান (equal to unity)। চাহিদা-রেখার *R* বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইল $\frac{RT}{Rt}$ এবং ইহা স্বাভাবিকভাবেই এককের অধিক (greater than unity)। চাহিদা-রেখার *K* বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইল $\frac{KT}{Kt}$ এবং সহজেই বুঝা যায় যে ইহা এককের কম (less than unity)।

বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন

সংক্ষিপ্তসার

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা চাহিদাতত্ত্ব বা ভোক্তার আচরণতত্ত্বের অংগীভূত। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে বুঝায় মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা বা দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন। ইহা ছাড়া আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা, ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদির ধারণাও করা হয়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা হয় দামের পরিবর্তন ও চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তনের মধ্যে তুলনা করিয়া। মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ হইতেও পরিমাপ করা সম্ভব।

স্থিতিস্থাপকতার ধারণা তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক—উভয় দিক দিয়াই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী

1. Explain the concept of elasticity of demand. What are the primary determinants of the price-elasticity of demand for a commodity ?

[চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা ব্যাখ্যা কর। কোন দ্রব্যের চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা প্রধানত কোন্ কোন্ বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় ?] (১২৯-৩০, ১৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা)

2. Explain the factors on which elasticity of demand for a commodity depends. How would you measure elasticity of demand at a given price?

[যে যে বিষয়ের উপর কোন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে তাহাদের ব্যাখ্যা কর। কিভাবে কোন নির্দিষ্ট দামে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিবে?]

(১৩৫-৩৬ এবং ১৩০-৩১ অথবা ১৩২-৩৪ পৃষ্ঠা)

3. Explain the concept of 'elasticity of demand', and relate it to the slope of the demand curve.

['চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা'র ধারণার ব্যাখ্যা কর ও উহার সহিত চাহিদা-রেখার ঢালের সম্পর্ক নির্দেশ কর।]

(১২৯-৩০, ১৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the importance of the concept of elasticity of demand. Explain the factors on which elasticity of demand for a commodity depends.

[চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা ব্যাখ্যা কর।]

(১৩৭-৩৮, ১৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা)

5. Distinguish between price-elasticity and income-elasticity of Demand, giving examples.

[দৃষ্টান্তসহ চাহিদার মূল্যানুগ ও আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে প্রভেদ নির্দেশ কর।]

(১২৯ এবং ১৩৬ পৃষ্ঠা)

---

১৪ চাহিদার ভিত্তি—প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব (BASIS OF DEMAND—MARGINAL UTILITY THEORY)

চাহিদার ভিত্তির দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে. একটি প্রাচীন এবং অপরটি আধুনিক।

চাহিদার ভিত্তির প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাখ্যা

প্রাচীন ব্যাখ্যাকে প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব (Marginal Utility Theory) এবং আধুনিক ব্যাখ্যাকে পছন্দতত্ত্ব (Preference Theory) বলা হয়। এই অধ্যায়ে প্রাচীন ব্যাখ্যা বা প্রান্তিক উপযোগতত্ত্বেরই পর্যালোচনা করা হইতেছে।

এই তত্ত্ব অনুসারে লোকে জিনিসপত্রের জন্য দাম দিতে রাজী হয় উপযোগের জন্য। জিনিসপত্রের পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে উহাদের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায় বলিয়া লোকে দাম কমিলে তবেই বেশী পরিমাণ ক্রয়ে ইচ্ছুক হয়। সুতরাং প্রান্তিক উপযোগই চাহিদার মূলভিত্তি—চাহিদা-রেখা যে উপর হইতে নিচে নামিয়া আসে তাহার মূল কারণ হইল প্রান্তিক উপযোগের ক্রমহ্রাসমান প্রকৃতি।[1]

প্রাচীন ব্যাখ্যা বা প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (The Law of Diminishing Marginal Utility): উপযোগের ক্রমহ্রাসমান প্রকৃতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি' (Law of Diminishing Marginal Utility) নামক অর্থবিদ্যার অন্যতম মৌলিক সূত্রটির মধ্যে। সূত্রটির সাহায্যেই উনবিংশ শতাব্দীর অর্থবিদ্যাবিদগণ মূল্যতত্ত্বের আপাতঅসামঞ্জস্যতার (Paradox of Value)

মূল্যতত্ত্বের আপাতঅসামঞ্জস্যতা

১. ১১১ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—স্বর্ণের উপযোগ জলের উপযোগ অপেক্ষা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও স্বর্ণের মূল্য বেশী কেন, তাহার কারণ বিবৃত করিয়াছিলেন।[১]

ইহা একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা যে কোন ভোগ্যদ্রব্য আমরা যতই অধিক পরিমাণে পাইতে থাকি ঐ দ্রব্যের জন্য আমাদের আকাংক্ষা ততই কমিয়া আসিতে থাকে। নিয়মটিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় যে আমাদের রুচি ও অভ্যাস অপরিবর্তিত থাকিলে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে যদি আমরা কোন ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলি তবে দ্রব্যটি হইতে আমাদের মোট পরিতৃপ্তি বা উপযোগ বৃদ্ধি পাইবে বটে, কিন্তু বৃদ্ধি পাইবে ক্রমহ্রাসমান হারে। ইহার অর্থ হইল যে কোন ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে অতিরিক্ত এককের (extra unit) দরুন যে-অতিরিক্ত তৃপ্তি বা উপযোগ (extra utility) লাভ হইতে থাকে তাহা ক্রমশ কমিয়া যায়।

বিধিটির প্রতিপাদ্য বিষয়

অতিরিক্ত কোন দ্রব্যের এককের উপযোগ হইতে যে-অতিরিক্ত উপযোগ বা তৃপ্তি পাওয়া যায় তাহাকে অর্থবিদ্যায় বলা হয় প্রান্তিক উপযোগ (marginal utılıty) এবং সকল একক হইতে সর্বসাকুল্যে যে-উপযোগ লাভ করা যায় তাহাকে বলা হয় মোট উপযোগ (rotal utilıty)।

প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগ

সংজ্ঞা: সুতরাং অর্থবিদ্যার লেখকগণ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে সংক্ষেপে এইভাবেও বর্ণনা করিয়া থাকেন: কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পায় উহার প্রান্তিক উপযোগ ততই হ্রাস পাইতে থাকে।

প্রান্তিক ও মোট উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক: ভোগের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিলে শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় আসে যখন দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পরও যদি দ্রব্যটির ভোগ বাড়ানো হয় তাহা হইলে ভোক্তা অতৃপ্তি অনুভব করিতে থাকিবে—অর্থাৎ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (negative) হইতে থাকিবে। এখন যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ শূন্য না হইয়া দাঁড়াইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত মোট উপযোগ বাড়িতে থাকে যদিও বা এই বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিয়া যায়। যখন প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয় তখন মোট উপযোগ হয় সর্বাধিক। ইহার পর যখন প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হইতে থাকে তখন মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাস পাইতে থাকে।

সম্পর্কের ব্যাখ্যা: মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের গতি ও প্রকৃতি এবং উহাদের মধ্যে সম্পর্ক কি, তাহা অনুধাবনের জন্য একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্তের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যদিও আমরা জানি যে কোন দ্রব্যের ভোগ বাড়াইয়া চলিলে ঐ দ্রব্যের জন্য আমাদের আকাংক্ষা ক্রমশ কমিয়া যাইতে থাকে, কিন্তু দ্রব্যটির বিভিন্ন পরিমাণ হইতে কত কত পরিমাণ উপযোগ বা তৃপ্তি পাইতেছি তাহার সরাসরি পরিমাপ করিবার কোন উপায় নাই। ইহার কারণ, উপযোগ বা

উপযোগ বা তৃপ্তিবোধ পরিমাপের উপায় নাই

১. ১১৪-১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

তৃপ্তিবোধ হইল সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। চালডালের পরিমাণ যেরূপ কিলোগ্রামে পরিমাপ করিতে পারি, জমির পরিমাণ যেরূপ একরে পরিমাপ করিতে পারি সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে আকাংক্ষাতৃপ্তির বা উপযোগের পরিমাণের পরিমাপ করিতে পারি না। আমরা ইহা মাত্র বলিতে পাবি যে-কোন ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত হইয়া শরবত পান করিতে থাকিলে প্রথম গ্লাস শরবত হইতে সে যে-তৃপ্তি লাভ করে পরবর্তী গ্লাস হইতে ততটা তৃপ্তি পায় না। কিন্তু প্রথম গ্লাস ও পরবর্তী গ্লাস শরবত হইতে সে কত কত পরিমাণ তৃপ্তি লাভ করিল তাহা মোটেই বলা যা না।

এই অসুবিধা সত্ত্বেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের ধারণাটি সহজে বুঝিবার জন্য আমরা ধরিয়া লইতেছি যে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ ভোগ করিতে থাকিলে সে কত কত পরিমাণ তৃপ্তি লাভ কবিতেছে তাহা তৃপ্তির এককের সংখ্যা (number of satisfaction units or utils) দ্বারা দেখানো যায়।[1] যেমন, রামবাবু তৃষ্ণার্ত হইয়া যখন প্রথম গ্লাস শরবত পান করিলেন তখন তিনি ৪০ এককের মত তৃপ্তি বা উপযোগ লাভ করিলেন। প্রথম গ্লাসের পর দ্বিতীয় গ্লাস পান করিলে প্রাপ্ত তৃপ্তির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় কম হইবে, কারণ রামবাবুর শরবত পানের আকাংক্ষা তখন কমিয়া যাইবে।

তবে তৃপ্তিব এককের মাধ্যমে উহার পাবমাপ করা হইযা থাকে

ধরা যাউক, দ্বিতীয় গ্লাস শরবত হইতে বামবাবু ৩০ এককের মত অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করিলেন। ইহার পর রামবাবু যখন তৃতীয় গ্লাস শরবত পান করিলেন তখন তাঁহার অতিরিক্ত তৃপ্তিব পরিমাণ আরও কমিয়া যাইয়া হয়ত ২০ এককে দাঁড়াইবে। এইভাবে তৃপ্তিব এককে হিসাব করিয়া বিভিন্ন গ্লাস শরবত পান হইতে প্রাপ্ত রামবাবুর প্রান্তিক ও মোট উপযোগের একটি তালিকা প্রণয়ন করা যাইতে পাবে:

ভোগের পরিমাণ

শরবতের গ্লাস সংখ্যা	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১	৪০ একক	৪০ একক
২	৭০ "	৩০ "
৩	৯০ "	২০ "
৪	১০০ "	১০ "
৫	১০০ "	০ "
৬	৯০ "	−১০ "

উপরের তালিকাটি হইতে দেখা যায় যে কোন দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়াইয়া চলিলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কিভাবে কার্য করে। রামবাবু যখন মাত্র এক গ্লাস শরবত পান করেন তখন মোট ও প্রান্তিক উপযোগের পরিমাণ হইল ৪০ একক। যখন রামবাবু দুই গ্লাস শরবত পান করেন তখন দ্বিতীয় গ্লাস 'প্রান্তিক' হওয়ায় অতিরিক্ত দ্বিতীয় গ্লাস শরবত পানের দরুন অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উপযোগ হইল ৩০ একক। আর দুই গ্লাসের মোট উপযোগের পরিমাণ ৭০ একক। এই

প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায কিন্তু মোট উপযোগ একটা স্তর অবধি বৃদ্ধি পায়

[1] তৃপ্তির একক ছাড়াও অনেক সময় দামের মাধ্যমে উহার পরিমাপ করা হয়।

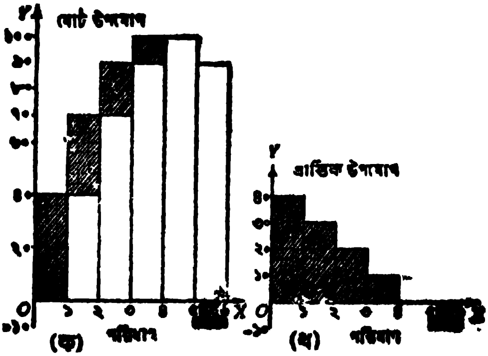
মোট উপযোগ প্রথম গ্লাস শরবতের প্রান্তিক উপযোগের সহিত দ্বিতীয় গ্লাস শরবতের প্রান্তিক উপযোগকে যোগ দিয়া পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, প্রথম গ্লাসের ৪০ একক প্রান্তিক উপযোগ + ২য় গ্লাসের ৩০ একক প্রান্তিক উপযোগ = ৭০ একক মোট উপযোগ। আবার যখন রামবাবু তিন গ্লাস শরবত পান করিলেন তখন প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া গিয়া ২০ এককে দাঁড়াইবে এবং মোট উপযোগের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া হইবে (৪০ + ৩০ + ২০ =) ৯০ একক। অনুরূপভাবে তিন গ্লাসের পর রামবাবু যখন চতুর্থ গ্লাস শরবত পান করেন তখন প্রান্তিক উপযোগ হইবে ১০ একক এবং মোট উপযোগ (৪০ + ৩০ + ২০ + ১০ =) ১০০ একক।

ইহার পর রামবাবুকে আর এক গ্লাস শরবত পান করিতে দেওয়া হইলে তিনি উহা হইতে কোন পরিতৃপ্তি বা উপযোগই লাভ করিবেন না। অর্থাৎ, রামবাবু পাঁচ গ্লাস শরবত পান করিলে তাঁহার প্রান্তিক উপযোগের পরিমাণ হইয়া দাঁড়াইবে শূন্য এবং প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ার দরুনই মোট উপযোগের কোন বৃদ্ধি ঘটিবে না। ফলে মোট উপযোগ পূর্বের মত ১০০ এককেই থাকিবে। এখন শরবত পানের পরিমাণ যদি আরও বাড়াইয়া ছয় গ্লাস করা হয় তাহা হইলে রামবাবু অতিরিক্ত পানের জন্য অস্বস্তি বা অতৃপ্তিই (disutility) বোধ করিবেন। অর্থাৎ, প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (negative) হইবে। উপরের উদাহরণে দেখানো হইয়াছে যে শরবত পান করার ফলে রামবাবুর প্রান্তিক উপযোগ ১০ একক পরিমাণ ঋণাত্মক হইয়াছে। ইহার ফলে ছয় গ্লাস শরবতের মোট উপযোগ পূর্বের ১০০ একক হইতে হ্রাস পাইয়া ৯০ এককে দাঁড়াইয়াছে।

প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হইলে মোট উপযোগ পরিবর্তন হইবে না

প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হইলে মোট উপযোগ হ্রাস পায়

রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা : রেখাচিত্রের সাহায্যেও ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধিটির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। নিম্নে (ক)-রেখাচিত্রে মোট উপযোগের এবং (খ)-রেখাচিত্রে প্রান্তিক উপযোগের গতিপ্রকৃতি দেখানো হইতেছে। রেখাচিত্র দুইটির উল্লম্ব অক্ষ OY দ্বারা উপযোগের একক এবং অনুভূমিক অক্ষ OX দ্বারা দ্রব্যের পরিমাণ দেখানো হইতেছে। (ক)-রেখাচিত্রের প্রতিটি স্তম্ভ বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্যের মোট উপযোগের পরিমাপ করিতেছে এবং প্রত্যেকটি স্তম্ভের কালো অংশের দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে অতিরিক্ত দ্রব্য ভোগের ফলে ভোক্তা কতটা অতিরিক্ত তৃপ্তি বা প্রান্তিক উপযোগ আহরণ করিতেছে।



দেখা যাইতেছে, দ্রব্যের পরিমাণ যতক্ষণ ১ একক হইতে বাড়াইয়া ৪ একক পর্যন্ত করা হইতেছে স্তম্ভগুলির উচ্চতা ততক্ষণ বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিন্তু উচ্চতাবৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। উচ্চতাবৃদ্ধি কিভাবে কমিয়া যাইতেছে তাহা স্তম্ভগুলির কালো অংশের দিকে লক্ষ্য করিলেই ধরা পড়িবে। সুতরাং রেখাচিত্রটি হইতে বুঝা যায় যে ভোগের পরিমাণ বাড়াইয়া চলিলে ভোক্তার মোট উপযোগ বাড়িয়া চলিবে, কিন্তু এই বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিয়া আসিতে থাকিবে, কারণ প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হইতে থাকিবে।

রেখাচিত্রটি হইতে আরও দেখা যাইতেছে যে দ্রব্যের পরিমাণ যখন ৫ একক তখন পঞ্চম স্তম্ভটির উচ্চতাবৃদ্ধি আর ঘটিতেছে না এবং দ্রব্যটির পরিমাণ যখন ৬ একক তখন ষষ্ঠ স্তম্ভটির উচ্চতা পূর্বের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে। ইহার তাৎপর্য হইল যে, ভোক্তা যখন ৫ একক দ্রব্য ভোগ করিতেছে তখন তাহার প্রান্তিক উপযোগ শূন্যে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ, সে ৫ম এককের দরুন কোন অতিরিক্ত তৃপ্তিই লাভ করিতেছে না। সুতরাং মোট উপযোগের কোন হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে না। কিন্তু যখন ৬ একক দ্রব্য ভোগ করিতেছে তখন ঐ ষষ্ঠ একক ভোগের দরুন তাহার অতৃপ্তি বা অনুপযোগই (disutility) হইতেছে। ইহার ফলেই মোট উপযোগ হ্রাস পাইতেছে। ষষ্ঠ স্তম্ভটির নিচের কালো অংশের দ্বারা ঋণাত্মক প্রান্তিক উপযোগ পরিমাণকে দেখানো হইয়াছে।

প্রান্তিক উপযোগ ও দাম (Marginal Utility and Price): চাহিদার দিক হইতে (on the demand side) দাম নির্ধারিত হয় প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা—ভোগ ও প্রাপ্তির প্রান্তে আকাংক্ষার তীব্রতা দ্বারা, মোট উপযোগ দ্বারা নহে। ১১৪-১৫ পৃষ্ঠায় আলোচিত মূল্যের আপাতঅসামঞ্জস্যতার (Paradox of Value) পুনরুল্লেখ করিয়া বলা চলে যে, আমাদিগকে যদি জল এবং স্বর্ণ বা হীরকের মধ্যে নির্বাচন করিতে হইত তবে আমরা নিঃসন্দেহে জলের আকাংক্ষাই করিতাম। স্বর্ণ বা হীরক না পাইলেও মানুষের চলে, কিন্তু জল না পাইলে চলে না। অপরদিকে আর একটু বেশী জল মানুষ পাইতে চায় না, কিন্তু আর এক তোলা স্বর্ণ বা আর এক খণ্ড হীরক প্রাপ্তির তীব্র আকাংক্ষা অনুভব করে। এই 'আর একটু' জল, 'আর এক' তোলা স্বর্ণ বা 'আর এক' খণ্ড হীরক—অর্থাৎ জল স্বর্ণ ও হীরকের প্রান্তিক এককের উপযোগই চাহিদার দিক দিয়া দাম-নির্ধারণ করে।

দাম প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা নির্ধারিত হয়

প্রান্তিক উপযোগ শুধু চাহিদার দিক দিয়া দাম-নির্ধারণই করে না, উহা ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে দামের সমানও হয়। ভোগ বা প্রাপ্তির পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় বলিয়া আমরা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের প্রতি অতিরিক্ত এককের মূল্য ক্রমহ্রাসমান হারে ধার্য করিয়া থাকি। অর্থাৎ, আকাংক্ষার তীব্রতা ক্রমশ হ্রাস পায় বলিয়া পণ্যের অতিরিক্ত একক লাভ করিবার জন্য আমাদের অর্থপ্রদান বা ত্যাগের ইচ্ছাও ক্রমশ কমিয়া যায়। ফলে উপযোগ বা পরিকল্পিত তৃপ্তি

দাম ব্যক্তিবিশেষের প্রান্তিক উপযোগের সমানও হয়

(anticipated satisfaction) এবং অর্থপ্রদান বা ঐ তৃপ্তিলাভের জন্য ত্যাগ যেখানে পরস্পরের সমান হয়, সেখানেই আমরা ক্রয় বন্ধ করি। ফলে আমাদের প্রত্যেকের কাছে প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান হয়।

অতএব, দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল: (ক) দাম প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট তাহার প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়, (খ) উপযোগ ও অর্থপ্রদানের অনুপযোগ পরস্পরের সমান না-হওয়া পর্যন্ত লোকে ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলে বলিয়াই এইরূপ ঘটে। এই দুইটি ছাড়াও আর একটি সিদ্ধান্ত আছে। ইহা হইল যে চাহিদার নিয়ম ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতেই উদ্ভূত। কোন দ্রব্যের পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে উহার প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায় বলিয়াই বেশী বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয়। চাহিদা-রেখা যে উপর হইতে নিচে নামিয়া আসে তাহার প্রধান কারণ হইল ইহাই।

চাহিদা-রেখা কেন উপর হইতে নিচে নামিয়া আসে

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির কোন ব্যতিক্রম আছে কি না (Whether there are any Exceptions to the Law of Diminishing Marginal Utility): ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির বস্তুত কোন ব্যতিক্রম নাই। তবে ইহা কতকগুলি সর্তাধীন। প্রথম সর্ত হইল, ভোগের প্রান্তিক একক পর্যাপ্ত মাত্রায় হওয়া চাই। অতি তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির নিকট অতি ছোট এক গ্লাস জলের পর দ্বিতীয় গ্লাস জলের জন্য, অতি ক্ষুধার্ত ব্যক্তির নিকট সামান্য এক মুঠা ভাতের পর দ্বিতীয় মুঠা ভাতের জন্য আকাংক্ষার তীব্রতা না কমিয়া বরং বাড়িতে পারে। কিন্তু জলের গ্লাস যদি বেশ বড় হয়, ভাতের পরিমাণ যদি বেশ কিছুটা হয় তবে ঐ পরিমাণ দ্বিতীয় দফা জল বা ভাতের জন্য তাহার আকাংক্ষা কমিবেই।

বিধিটি ব্যতিক্রমবিহীন কিন্তু সর্তাধীন

সর্তাবলী:
১। ভোগের একক পর্যাপ্ত হওয়া চাই

দ্বিতীয়ত, অনুমান করা হয় যে বিভিন্ন এককের প্রাপ্তি বা ভোগ এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটিতেছে এবং ভোগ্যদ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে ঐ সময় মোটেই দীর্ঘ নহে। যেমন, ধূমপায়ী একটি সিগারেট সেবনের পরমুহূর্তেই দ্বিতীয় সিগারেট সেবনে ইচ্ছুক না হইলেও ১ ঘণ্টা পরে হইতে পারে।

২। ভোগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হওয়া চাই

তৃতীয়ত, ধরিয়া লইতে হইবে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোক্তার শিক্ষা রুচি-পছন্দ আয় ইত্যাদিতে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। এইজন্য অতি-দীর্ঘকালীন সময়ে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির কার্যকারিতা কল্পনা করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, আয় কম থাকার জন্য যে-ব্যক্তি মাসে আর এক পাউণ্ড চা কিনিতে রাজী হইত না, আয় বৃদ্ধি পাইলে পূর্বের দামেই, এমনকি বেশী দামেও উহা কিনিতে পারে।

৩। রুচি আয় প্রভৃতি অপরিবর্তিত থাকা চাই

চতুর্থত, অন্যান্য দ্রব্যের ভোগ অপরিবর্তিত না থাকিলে এই বিধি কার্যকর নাও হইতে পারে। কলিকাতার ময়দানে কোন বৎসর যদি ফুটবল খেলা বন্ধ হইয়া যায় তবে নিয়মিত ফুটবল-দর্শকদের নিকট সিনেমা, রেস্তোরাঁয় ভোজন প্রভৃতির প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। এখানে স্মরণযোগ্য যে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে (other things will remain the same)—এই অনুমানই অর্থবিদ্যার সকল সূত্রের ভিত্তি।

৪। অন্যান্য দ্রব্যের ভোগ অপরিবর্তিত থাকা চাই

ভোক্তার উদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus): ভোক্তার উদ্বৃত্ত (consumer's surplus)[১] সম্বন্ধে ধারণাও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে উদ্ভূত। ভোগ বা প্রাপ্তির পরিমাণবৃদ্ধির সংগে উপযোগ বা আকাংক্ষা কমিতে কমিতে আসিয়া প্রান্তিক এককের দামের সমান হয়। দাম কিন্তু সকল এককের জন্য একই। সুতরাং ভোক্তা (consumer) প্রান্তিক এককের পূর্বে কতকটা 'উদ্বৃত্ত তৃপ্তি' উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাকে 'ভোক্তার উদ্বৃত্ত' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

মার্শাল-প্রদত্ত সংজ্ঞা: অধ্যাপক মার্শাল 'ভোক্তার উদ্বৃত্তে'র ধারণাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন: "যখন কোন ব্যক্তি বেশী দাম দিতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামে ক্রয় করিতে সমর্থ হয় তখন সে যে-সুবিধা ভোগ করে তাহা ঐ ভোক্তার উদ্বৃত্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।"[২]

বলা হইয়াছে, ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে ধারণা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে উদ্ভূত। প্রকৃতপক্ষে মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্যই ইহার ভিত্তি।

একটি সহজ উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। চা-এর দাম পাউণ্ড প্রতি ১ টাকা করিয়া হইলে কোন ব্যক্তি ৫ পাউণ্ড চা ক্রয় করে। সুতরাং তাহার নিকট ৫ম পাউণ্ড চা-এর উপযোগ ১ টাকার সমান। ৪র্থ, ৩য়, ২য় এবং ১ম পাউণ্ডের উপযোগ ১ টাকার অধিক হইলেও তাহাকে উহাদের জন্য ১ টাকা করিয়াই দাম দিতে হয়। সুতরাং এই সকল হইতে সংশ্লিষ্ট ক্রেতা কিছুটা উদ্বৃত্ত তৃপ্তি পাইয়া যায়। ইহার পরিমাণই এক্ষেত্রে ভোক্তার মোট উদ্বৃত্তের পরিমাপ। ইহার জন্য সে মোট যে-দাম দিতে রাজী হইত এবং মোট যে-দাম দিতেছে তাহাদের পার্থক্যের সমান।[৩] আমাদের চা-ক্রেতা ১ম পাউণ্ড চা-এর জন্য ৫ টাকা, ২য় পাঁউণ্ডের জন্য ৪ টাকা, ৩য় পাউণ্ডের জন্য ৩ টাকা এবং ৪র্থ পাউণ্ডের জন্য ২ টাকা দিতে রাজী থাকিলে তাহার সম্ভাব্য দাম (potential price) বা মোট উপযোগের পরিমাণ হইবে (৫+৪+৩+২+১=) ১৫ টাকা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ৫ পাউণ্ডের জন্য

সম্ভাব্য ও প্রদত্ত দামের মধ্যে পার্থক্যই ভোক্তার উদ্বৃত্ত

---

১. অধ্যাপক বোল্ডিং (Boulding) ভোক্তার উদ্বৃত্তকে 'ক্রেতার উদ্বৃত্ত' (Buyer's Surplus) আখ্যা দিয়াছেন। তবে 'ভোক্তার উদ্বৃত্ত' নামটিই অধিক পরিচিত।

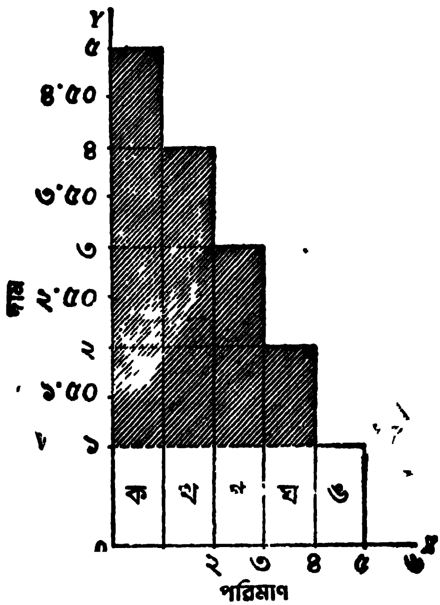
২. "The benefit which a person derives from purchasing at a low price for which he would rather pay a high price than go without, may be called his consumer's surplus." Marshall: *Economics of Industry*

৩. Consumer's surplus is 'the difference between the potential price and actual price.' Taussig: *Principles of Economics*

মোট দাম দিতেছে (৫ × ১ =) ৫ টাকা। সুতরাং (১৫ – ৫ –) ১০ টাকা হইল তাহার উদ্বৃত্তের পরিমাণ। টাকাকড়ির অংকে হিসাব না করিয়া তৃপ্তির একক ধরিয়াও বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের পূর্বোক্ত উদাহরণে (১৪৩ পৃষ্ঠা) ভোক্তা (রামবাবু) তিন গ্লাস শরবত পান করিয়া ৯ একক বা ৯০ পয়সার মত তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৃতীয় এককের উপযোগ ২০ বলিয়া দাম দিয়াছিলেন মাত্র (২০ × ৩ =) ৬০ পয়সা। সুতরাং তাঁহার ক্ষেত্রে (ভোক্তার) উদ্বৃত্ত হইয়াছিল ৩০ একক। অতএব বলা যায়, ভোক্তার মোট উদ্বৃত্ত (total consumer's surplus) হইল মোট উপযোগ হইতে মোট দাম বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা।

একটি রেখাচিত্রের সাহায্যেও ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা করা যায়। নিম্নে এইরূপ একটি রেখাচিত্র অংকন করা হইল।

রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে চা-ক্রয়ের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে উপযোগের পরিমাপ হিসাবে চা-এর দাম ধরা হইল। আমাদের ক্রেতা ১ম পাউণ্ড ৫ টাকা পর্যন্ত দাম দিয়া কিনিত। সুতরাং উহা তাহার নিকট ১ পাউণ্ড চা-এর মোট উপযোগের পরিমাপ। আয়তক্ষেত্র (rectangle) ক দিয়া ইহা বুঝানো যাইতেছে। অনুরূপভাবে আয়তক্ষেত্র খ গ ঘ ও ঙ যথাক্রমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পাউণ্ড হইতে প্রাপ্ত উপযোগের পরিমাপ করিতেছে। প্রথম পাউণ্ড চা হইতে ক্রেতা ৫ টাকার মত উপযোগ লাভ করিতেছে, কিন্তু দাম দিতেছে ১ টাকা মাত্র। সুতরাং ৪ টাকা তাহার উদ্বৃত্ত। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ আয়তক্ষেত্র ক-এর আবৃত অংশ (shaded portion) দ্বারা বুঝানো হইতেছে। অনুরূপভাবে আয়তক্ষেত্র খ গ ও ঘ প্রত্যেকটির আবৃত অংশ যথাক্রমে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পাউণ্ড চা-এর ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্তের পরিমাপ করিতেছে। আয়তক্ষেত্র ঙ-র কোন আবৃত অংশ নাই, কারণ উহা প্রান্তিক একক (৫ম পাউণ্ড) চা ক্রয় বুঝাইতেছে বলিয়া উহাতে কোন উদ্বৃত্ত নাই। সুতরাং মোট আবৃত অংশ এই ক্ষেত্রে ভোক্তার মোট উদ্বৃত্তের পরিমাপ। ইহা রেখাচিত্রে আয়তক্ষেত্র কয়টির সমষ্টি হইতে উহার মূল্য-নির্দেশক সাদা অংশটি বাদ দিয়া পাওয়া যাইতেছে।



ভোক্তার উদ্বৃত্তের পরিমাপ এবং ধারণাটির মূল্য (Measurement of Consumer's Surplus and Value of the Concept) : উপরের পর্যালোচনা হইতে এই ধারণা হইবে যে দুইভাবে ভোক্তার উদ্বৃত্তের পরিমাপ করা যায় : (ক) টাকাকড়ির অংকে এবং (খ) তৃপ্তির এককের (unity of satisfaction or utils) মাধ্যমে। অনেকের মতে, বিভিন্ন কারণে টাকাকড়ির অংকে ভোক্তার উদ্বৃত্তের পরিমাপ করা যায় না। প্রথমত, সম পরিমাণ অর্থব্যয় সম পরিমাণ তৃপ্তি নির্দেশ করে না বলিয়া কোন বিশেষ দ্রব্যের ভোগ বা ক্রয় হইতে কে কতটা উদ্বৃত্ত লাভ করিল তাহার হিসাব করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির (necessaries) ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্ত অপরিসীম ও অপরিমেয় হইতে বাধ্য। এক মুঠা ভাতের জন্য মানুষ তাহার সর্বস্ব দিতে পারে, এক গ্লাস মদের জন্য মাতাল তাহার পকেট নিঃশেষ করিতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে আকাংক্ষার তীব্রতার পরিমাপ করা যাইবে কিরূপে ? তৃতীয়ত, বলা হয় যে প্রাপ্তি বা ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সংগে সংগে পূর্ববর্তী এককসমূহের উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকে। যে-ব্যক্তি প্রথম গ্লাস শরবত হইতে ৫০ পয়সার মত উপযোগ তৃপ্তিলাভ করে দ্বিতীয় গ্লাস পান করিবার পর তাহার পক্ষে প্রথম গ্লাস হইতে প্রাপ্ত তৃপ্তির পরিমাণ কমিয়া যায়—এইরূপ যুক্তিই প্রদর্শন করা হয়। চতুর্থত, যে-সকল দ্রব্যের পরিবর্ত আছে বা পরিপূরক প্রয়োজন হয় তাহাদের ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্ত পরিমাপ করা সম্ভব নহে। যেমন, মাছের জন্য লোকে যে-দাম দিতে চাহিবে (potential price) তাহা অনেক ক্ষেত্রে মাংসের দামের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং মাছের মোট উপযোগের পরিমাপ করা যায় না। পরিশেষে ইহাও বলা হয় যে, কোন দ্রব্যের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি এককের জন্য কে কত দাম দিতে চাহিত তাহা সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ভোক্তার উদ্বৃত্ত অনুমানসিদ্ধ (hypothetical) মাত্র।[১]

তৃপ্তির এককের মাধ্যমে পরিমাপের বিরুদ্ধেও ঐ একই অভিযোগ করা যায়—বলা যায় যে পূর্ববর্তী এককসমূহ হইতে কে কতটা তৃপ্তিলাভ করিল তাহা জানা অসম্ভব। আরও বলা হয় যে প্রান্তিক একক হইতে লব্ধ উপযোগের পরিমাণও জানা যায় না।

ক। তত্ত্বগত মূল্য : অবশ্য পরিমাপের বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ খণ্ডনেরও প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। যাহা হউক, তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক দিয়া ধারণাটির যে কিছু মূল্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

১। ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন

তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা অ্যাডাম স্মিথ কৃত ব্যবহার-মূল্য (value-in-use) ও বিনিময়-মূল্যের (value-in-exchange) পার্থক্য অনুধাবন করিতে এবং ঐ পার্থক্য পরিমাপ করিতেও কতকটা সহায়তা করে। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে জিনিসপত্রের জন্য আমরা যে-দাম দিই তাহাই উহাদের আকাংক্ষার পরিমাপ নহে। ভোক্তার উদ্বৃত্তই হইল

১. আসলে অধ্যাপক মার্শাল নহেন, ডুপুই (Dupuit) নামে একজন ফরাসী স্থপতি-অর্থবিদ্যাবিদ ধারণাটির অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অনুমানগুলি নির্দেশ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার হাতে ধারণাটি দানা বাঁধে নাই।

এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্যের পরিমাপ। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন স্থান বা বিভিন্ন সময়ের মধ্যে জীবনযাত্রার মানের তুলনা করিতে ইহা আমাদিগকে সহায়তা করে। ভোক্তার উদ্বৃত্ত যত অধিক হইবে জীবনযাত্রার মানও তত উন্নত হইবে। কোন স্থানে বিদ্যুৎ কারেন্টের ইউনিট ৫০ পয়সার স্থলে ২৫ পয়সা হইলে ভোগের পরিমাণ বাড়িবে। এইজন্য সাধারণ ক্ষেত্রে অতীতের তুলনায় বর্তমানে এবং সকল ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশের তুলনায় উন্নত দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।[১] তৃতীয়ত, ইহা হইতে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে যে-সুবিধা ভোগ করি তাহারও কতকটা পরিমাপ করিতে পারি। যে-দ্রব্যের জন্য আকাংক্ষা অধিক তাহা আমদানি এবং যাহার জন্য আকাংক্ষা কম তাহা রপ্তানি করিলে উদ্বৃত্ত তৃপ্তির পরিমাণ বাড়িতে থাকে।

২। জীবনযাত্রার মানের তুলনায় সুবিধা

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধার পরিমাপ

খ। ব্যবহারিক মূল্য: ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী, অর্থমন্ত্রী প্রভৃতিকে ভোক্তার উদ্বৃত্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দ্রব্যমূল্য ও নীতি নির্ধারণ করিতে হয়। যদি একচেটিয়া কারবারী ভোক্তার কিছুই উদ্বৃত্ত অবশিষ্ট না রাখে তবে তাহার বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে, ভবিষ্যতে লোকে ঐ দ্রব্য ভোগের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে, ধীরে ধীরে পরিবর্ত-দ্রব্যের প্রতি আকর্ষিত হইতে পারে, ইত্যাদি। অর্থমন্ত্রীর পক্ষে যদি দুইটি করের মধ্যে বিচার করিতে হয় তবে যাহার ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের পরিমাণ অধিক তাহা ধার্য করাই যুক্তিযুক্ত। ইহাতে করভার কম অনুভূত হয়।

পরিবারের ব্যয়নির্বাহ-পদ্ধতি এবং সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি (Purchase Plan of the Household and the Law of Equi-marginal Utility):

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে ভোক্তার অর্থনৈতিক আচরণের বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যেই একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভোক্তা বলিতে পরিবারকেই (household) বুঝায়। সুতরাং ভোক্তার অর্থনৈতিক আচরণ এবং পরিবারের অর্থনৈতিক আচরণ এক এবং অভিন্ন ধারণা।

ভোক্তা বলিতে পরিবারকে বুঝায়

ভোক্তা বা পরিবারের এই আচরণ প্রতিফলিত হয় ব্যয়নির্বাহের (purchase plan) মধ্যে, কারণ পরিবারের অর্থনৈতিক কার্য (economic activity) হইল ব্যয়নির্বাহের মাধ্যমে ভোগ করা বা অভাবমোচন করা।

পরিবারের ব্যয়-নির্বাহ-পদ্ধতি

প্রত্যেক পরিবারেরই সমস্যা হইল যে উহার আয় সীমাবদ্ধ অথচ অভাবের অন্ত নাই। এই অবস্থায় প্রত্যেককে বুঝিয়াসুঝিয়া হিসাব করিয়া চলিতে হয়—কোন্ কোন্

১. Consumer's surplus enables us "to see how lucky the citizens of modern efficient communities really are." Samuelson: *Economics*

দ্রব্য কত কত পরিমাণে ক্রয় করা হইবে সে-সম্বন্ধে হিসাব করিয়া নির্বাচনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হইল সীমাবদ্ধ আয়ের সাহায্যে পরিবারের যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করা। অন্যভাবে বলা যায়, প্রত্যেক ভোক্তা বা পরিবার তাহার নির্দিষ্ট আয়কে এমনভাবে ব্যয় করে যাহাতে মোট উপযোগ সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। কিভাবে পরিবার এই ব্যয়নির্বাহ করে তাহারই সংকেত পাওয়া যায় সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির (Law of Equi-marginal Utility) মধ্যে নীতিটিকে পরিবর্তনের সূত্রও (Principle of Substitution) বলা হয়।

পরিবারের অর্থনৈতিক আচরণের লক্ষ্য

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি

• বিধিটির ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে পরিবারের ভোগব্যয় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাথমিক নীতির উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, পরিবারের ভোগব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে উহার আয়ের উপর। যে-পরিবারের আয় যত বেশী সেই পরিবারের ব্যয়ের সামর্থ্যও তত অধিক। দ্বিতীয়ত, পরিবারের ক্রয়সামর্থ্য আয় ছাড়াও দ্রব্যাদির বাজার-দাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কারণ প্রচলিত দামেই পরিবারকে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়—দামকে প্রভাবান্বিত করিবার ক্ষমতা কোন ভোক্তার নাই। তৃতীয়ত, ধরিয়া লওয়া হয় যে প্রত্যেক পরিবার বা ভোক্তাই হিসাবী (rational)—অর্থাৎ ভোক্তা জানে যে কিভাবে ব্যয় করিলে পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হয়।

পরিবারের ভোগব্যয়ের কয়েকটি নীতি

পরিবারের নির্বাচন-সমস্যা: ভোগব্যয়ের উপরি-উক্ত নীতিগুলি হইতে এ-ধারণা সহজেই করা যাইবে যে পরিবারকে প্রথমেই ঠিক করিতে হয়—মোট আয় হইতে কতটা পরিমাণ ভোগের জন্য ব্যয় করা হইবে। ভোগব্যয়ের জন্য অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়া গেলে পরিবারকে স্থির করিতে হয় যে প্রচলিত বাজার-দামে কোন্ কোন্ দ্রব্য কত কত পরিমাণে নির্দিষ্ট অর্থ দ্বারা ক্রয় করা হইবে। ইহাকেই বলে পরিবারের নির্বাচন-সমস্যা (problem of choice of the household)। ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট বলিয়া পরিবারকে যে শুধু বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে নির্বাচন করিতে হয় তাহাই নহে, উহাকে আবার দ্রব্যাদির বিভিন্ন পরিমাণের মধ্যেও নির্বাচন করিতে হয়—কোন দ্রব্য বেশী পরিমাণ ক্রয় করা হইলে অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হয়। এই দ্বিতীয় প্রকার নির্বাচনকেই বলা হয় পরিবর্তন (substitution)।

পরিবর্তন-নীতি ও উহার লক্ষ্য

নির্বাচনের (choice) মত পরিবর্তনেরও উদ্দেশ্য হইল নির্দিষ্ট অর্থব্যয়ের দ্বারা যথাসম্ভব অধিক উপযোগ লাভ করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে—অর্থাৎ মোট উপযোগকে সর্বাধিক করিয়া তুলিতে হইলে—পরিবারকে বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণের প্রান্তিক উপযোগকে দ্রব্যাদির দামের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারবিবেচনা করিয়া চলিতে হয়। উহাকে বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা কোন দ্রব্যের

নির্বাচনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—সর্বাধিক উপযোগ লাভ

অতিরিক্ত একক ক্রয় করা হইলে তাহা হইতে যে-অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করা যায় তাহার তুলনায় ঐ একই পরিমাণ অর্থ অন্যান্য দ্রব্যের অতিরিক্ত একক ক্রয় করিতে ব্যয় করা হইলে কতটা পরিমাণ অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যাইতে পারে।

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি ও পরিবারের ভারসাম্যের অবস্থা (Law of Equi-marginal Utility and Equilibrium of the Household) : এইভাবে বিচারবিবেচনা করিয়া নির্দিষ্ট অর্থব্যয়কে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক দ্রব্যের উপর ব্যয়িত শেষ টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility per last rupee) সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়। ইহা করিতে পারিলেই পরিবার উহার নির্দিষ্ট অর্থব্যয় হইতে সর্বাধিক উপযোগ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

সর্বাধিক উপযোগ-লাভের পদ্ধতি

এই অবস্থাকে পরিবারের ভারসাম্যের অবস্থা (equilibrium condition) বলা হয়, কারণ উপযোগ সর্বাধিক হওয়ায় পরিবার আর অর্থব্যয়ের বণ্টনের কোন পরিবর্তন করিতে চাহিবে না। উহা তখন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় থাকিবে।[১] এইভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে সমপ্রান্তিক উপযোগে আসিয়া ভোক্তা বা পরিবার ভারসাম্যের অবস্থায় পৌঁছায় বলিয়া গতিটিকে বলা হয় সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Equi-marginal Utility)। ইহা 'সর্বাধিক পরিতৃপ্তির ধারণা' (Doctrine of Maximum Satisfaction) নামেও অভিহিত।

পরিবারের ভারসাম্যের অবস্থা

সর্বাধিক পরিতৃপ্তি বা ভোক্তার ভারসাম্যের অবস্থাকে আর একভাবেও দেখানো যায়। বলা যায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয় হইতে উপযোগ তখনই সর্বাধিক হয় যখন ক্রীত দ্রব্যসমূহের প্রান্তিক উপযোগ উহাদের দামের সমানুপাতিক হইয়া দাঁড়ায়। যেমন, কোন দ্রব্যের এক এককের দাম যদি অন্য আর একটি দ্রব্যের এক এককের দামের দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে ভারসাম্যের অবস্থায় প্রথম দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগকে দ্বিতীয় দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের দ্বিগুণ হইতে হইবে। ক ও খ এই দুইটি কাল্পনিক দ্রব্য ধরিয়া উপযোগ সর্বাধিককরণের উপরি-উক্ত নিয়মটিকে এইভাবে সংক্ষেপে দেখানো যায় :

$$\frac{\text{ক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{ক দ্রব্যের দাম}} = \frac{\text{খ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{খ দ্রব্যের দাম}} \text{।}$$

উপরের সমীকরণটিতে দেখানো হইয়াছে যে ক দ্রব্যের উপর ব্যয়িত টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগ খ দ্রব্যের উপর ব্যয়িত টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগের সমান।

১. বিষয়টি উদাহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, মাত্র স্বামী-স্ত্রী দুইজনের কোন পরিবারের মাসিক আয় ৫০০ টাকা। উহা হইতে পরিবার জীবনবীমা ইত্যাদির মাধ্যমে মাসিক ১০০ টাকা সঞ্চয় করে। সুতরাং ঐ পরিবার মাসে ৪০০ টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ। যদি পরিবারটি বাড়ীভাড়ার জন্য মাসে ১০০ টাকা, খাওয়াদাওয়ার জন্য ২০০ টাকা, জামাকাপড়ের জন্য ৫০ টাকা এবং আমোদপ্রমোদের জন্য ৫০ টাকা ব্যয় করিয়া মনে করে যে উপযোগ সর্বাধিক হইতেছে—অর্থাৎ ঐ টাকায় ইহা অপেক্ষা আর ভাল থাকা যায় না—তবে পরিবারটি ভারসাম্যের অবস্থায় আছে বুঝিতে হইবে। তখন আর ঐ পরিবার অন্যভাবে নির্দিষ্ট ৪০০ টাকা ব্যয় করিবার কথা ভাবিবে না।

উপযোগকে সর্বাধিক করিবার এই নিয়মটির যুক্তি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ধরা যাউক, দুই দ্রব্যের ক্ষেত্রে টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগ সমান হয় নাই। দেখা গেল যে ক দ্রব্যের ক্ষেত্রে শেষ এক টাকা ব্যয়ের ফলে প্রান্তিক উপযোগ লাভ হইয়াছে ৬ একক আর খ দ্রব্যের ক্ষেত্রে শেষ টাকাটি ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ হইল ৯ একক। এই অবস্থায় পরিবার ক দ্রব্যের উপর ব্যয় কমাইয়া দিয়া খ দ্রব্যের উপর টাকা ব্যয় বাড়াইয়া দিবে। ইহার ফলে ক দ্রব্যের ক্ষেত্রে টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগ বাড়িয়া যাইবে এবং খ দ্রব্যের ক্ষেত্রে টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া আসিবে। এইভাবে দুইটি দ্রব্যের ক্রয়ের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে শেষ পর্যন্ত উভয় ক্ষেত্রেই টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগ সমান সমান হইয়া দাড়াইবে।

উদাহরণের সাহায্যে পরিবারের ক্রয়-পদ্ধতির ব্যাখ্যা (Illustration of the Purchase Plan of the Household): বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগকে সমান করিয়া পরিবার বা ভোক্তা কিভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয় হইতে যথাসম্ভব সর্বাধিক উপযোগ লাভ করিতে পারে তাহা নিম্নের উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক যে আমাদের রামবাবু বাজারের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ৮ টাকা লইয়া ক ও খ এই দুইটি দ্রব্য ক্রয় করিতে বাজারে গেলেন। বাজারে ক ও খ দ্রব্য দুইটির প্রতি এককের দাম হইল যথাক্রমে ২ টাকা ও ১ টাকা। আমরা আরও ধরিয়া লইয়াছি যে দ্রব্য দুইটির বিভিন্ন পরিমাণ হইতে কত কত প্রান্তিক উপযোগ লাভ করা যাইবে সে-সম্পর্কে রামবাবুর সুস্পষ্ট ধারণা রহিয়াছে। এখন দেখা যাউক, পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে রামবাবু মোট বরাদ্দ ৮ টাকা ব্যয়কে কিভাবে দ্রব্য দুইটির মধ্যে বণ্টন করিয়া মোট উপযোগকে সর্বাধিক করিবার চেষ্টা করিবেন।

ক দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণের প্রান্তিক উপযোগ ১৪, ১২, ১০ ইত্যাদি কিন্তু দ্রব্যটির দাম ২ টাকা হওয়ায় ঐ দ্রব্যের টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগ হইবে ৭, ৬, ৫, ইত্যাদি (কারণ, $\frac{১৪}{২}$ = ৭, $\frac{১২}{২}$ = ৬ ইত্যাদি)। খ দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ১ টাকা হওয়ায় উহার প্রান্তিক উপযোগ এবং টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগ অভিন্ন হইবে। এখন প্রশ্ন, রামবাবু তাঁহার নির্দিষ্ট ৮ টাকা ব্যয়ে দ্রব্য দুইটির কত কত পরিমাণ ক্রয় করিবেন? দুইটি দ্রব্যের টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগের হিসাবের দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে রামবাবু খ দ্রব্যের ৪ একক এবং ক দ্রব্যের ২ একক ক্রয় করিলেই তাঁহার মোট উপযোগ সর্বাধিক হইয়া দাঁড়াইবে। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, রামবাবু মোট ৮ টাকার মধ্যে ৪ টাকা খ দ্রব্য ক্রয় করিতে এবং বাকী ৪ টাকা ক দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করিলে তাঁহার মোট ব্যয় হইতে প্রান্তিক উপযোগ বা তৃপ্তি হইবে ক দ্রব্যের দরুন (১৪+১২=) ২৬ একক এবং খ দ্রব্যের দরুন (৯+৮+৭+৬=) ৩০ একক। সুতরাং মোট উপযোগ হইবে (২৬+৩০ =) ৫৬ একক। অন্য কোনভাবে ঐ ৮ টাকা ব্যয় করিয়া রামবাবু দ্রব্য দুইটি হইতে ৫৬ একক উপযোগ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত রামবাবুর পরিবারের আয়ব্যয়ের পরিমাণ বা রুচি অথবা দ্রব্য

দুইটির দাম অপরিবর্তিত থাকিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে রামবাবু অন্য কোনভাবে নির্দিষ্ট অর্থ ব্যয় করিবার দিকে ঝুঁকিবেন না।

পরিবারের ব্যয়ের কাম্য বণ্টন

দ্রব্যের একক সংখ্যা	ক দ্রব্য (দাম=২ টাকা)		খ দ্রব্য (দাম=১ টাকা)	
	প্রান্তিক উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ÷দাম	প্রান্তিক উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ÷দাম
১	১৪	৭	৯	৯
২	১২	৬	৮	৮
৩	১০	৫	৭	৭
৪	৬	৩	৬	৬
৫	২	১	৫	৫
৬	০	০	৪	৪

আয়ব্যয়, দাম ইত্যাদির পরিবর্তনের দরুন পরিবারের ক্রয়-পদ্ধতির পরিবর্তন (Changes in the Purchase Plan of the Household due to Changes in Income, Variation in Prices, etc.) : এখন রামবাবুর পরিবারের আয় কিংবা দ্রব্যাদির দাম পরিবর্তিত হইলে রামবাবুর ভোগব্যয়ের বা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত কিভাবে পরিবর্তিত হইবে, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে।

১। দামের পরিবর্তনের ফল

প্রথমে ধরা যাউক যে রামবাবুর নির্বাচিত দৈনিক ভোগব্যয়ের পরিমাণ ৮ টাকা এবং খ দ্রব্যের দাম ১ টাকা অপরিবর্তিত রহিল, কিন্তু ক দ্রব্যের দাম ২ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১ টাকা হইল। এখন রামবাবুর পরিবার মোট ৮ টাকাকে দুইটি দ্রব্য ক্রয়ে কিভাবে ব্যয় করিবে? ক দ্রব্যের দাম অর্ধেক হওয়ার দরুন ক দ্রব্যের ক্ষেত্রে টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগ দ্বিগুণ হইবে। সুতরাং রামবাবুর পরিবারকে ক ও খ দুই দ্রব্যের 'টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগকে নূতনভাবে তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে দ্রব্য দুইটির কত কত পরিমাণ ক্রয় করা হইবে। দ্রব্য দুইটির টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগের হিসাব হইতে বলা যায় যে ঐ পরিবার মোট উপযোগকে সর্বাধিক করিবার জন্য ৮ টাকার মধ্যে ৪ টাকা ব্যয় করিয়া খ দ্রব্যের ৪ একক এবং বাকী ৪ টাকা ব্যয় করিয়া ক দ্রব্যের ৪ একক ক্রয় করিবে। অতএব, তুলনায় ক দ্রব্যের দাম কমিয়া যাওয়ায় উহার ক্রয়ের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বাড়িয়া যাইবে।

এখন আবার ধরা যাউক, ক দ্রব্যের দাম ২ টাকা এবং খ দ্রব্যের দাম ১ টাকা অপরিবর্তিত রহিল কিন্তু রামবাবুর পরিবারের আয় বৃদ্ধি হওয়ায় দুইটি দ্রব্যের উপর মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৮ টাকা হইতে বাড়াইয়া ১১ টাকা করা হইল। এখন পরিবারের হইয়া রামবাবু কিভাবে এই মোট ১১ টাকা দ্রব্য দুইটির মধ্যে বণ্টন করিবেন? দ্রব্য দুইটির টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগের হিসাব হইতে সহজেই বলা যায় যে রামবাবুর

পরিবার ৬ টাকা ব্যয় করিয়া ক দ্রব্যের ৩ একক এবং বাকী ৫ টাকার দ্বারা খ দ্রব্যের ৫ একক ক্রয় করিবে। ইহার ফলে মোট উপযোগ হইবে সর্বাধিক। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, ক দ্রব্যের দরুন উপযোগ হইবে (১৪+১২+১০=) ৩৬ একক এবং খ দ্রব্যের দরুন (৯+৮+৭+৬+৫=) ৩৫ একক। সুতরাং মোট উপযোগ হইবে ৭১ একক। আর কোনভাবে ১১ টাকা ব্যয় করিয়া রামবাবুর পরিবার ৭১ একক উপযোগ লাভ করিতে পারিবে না। এখানে লক্ষণীয় হইল যে ৩ একক ক দ্রব্য এবং ৫ একক খ দ্রব্য ক্রয়ে টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগ সমান সমান (৫ একক) হইতেছে।

বিধিটির গুরুত্ব (Importance of the Law): মার্শালের মতে, প্রান্তিক উপযোগ বিধি বা পরিবর্তনের নীতি অর্থবিদ্যার অনুসন্ধানের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত। উপরের আলোচনায় আমরা ভোক্তা বা পরিবারের অর্থব্যয়ের দিক দিয়াই ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ইহা ছাড়াও বিধিটি বর্তমান ব্যয় ও ভবিষ্যৎ সঞ্চয়, উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইতে পারে এবং হয়। ভোগ ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করি মাত্র। আমরা দেখি যে কতটা এখন এবং কতটা ভবিষ্যতে ব্যয় করিলে অধিক তৃপ্তিলাভ করা যাইবে। যদি আমাদের ধারণা হয়, বর্তমানে এতটা ব্যয় না করিয়া পরে ব্যয় করিলে অধিক তৃপ্তিলাভ করা যাইবে তবে আমরা তাহাই করি। বিপরীত দিক দিয়া যদি মনে হয় যে ভবিষ্যতের পরিবর্তে বর্তমানে ব্যয় করিলেই অধিক তৃপ্তিলাভ সম্ভব হইবে তবে সেই পন্থাই অনুসরণ করি। এইভাবে পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে ব্যয়ের এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়।

নীতিটির প্রয়োগের ব্যাপকতা

ভোগ ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ

উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সর্বদাই উৎপাদনের একটি উপাদানের সংগে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের পরিবর্তনসাধন করিয়া চলে। কিন্তু যন্ত্রপাতি বাড়াইয়া এবং শ্রমিক কমাইয়া বা শ্রমিক বাড়াইয়া এবং যন্ত্রপাতি কমাইয়া উৎপাদনের কাম্য অনুপাত ঠিক করিতে থাকে। এই কাম্য অনুপাতের স্থলে বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পরের সমান হয় এবং তখনই তাহার মুনাফা হয় সর্বাধিক।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ

বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন নীতির প্রয়োগ সহজেই অনুধাবন করা যায়। বিনিময় বলিতে পরিতৃপ্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি জিনিসের পরিবর্তে আর একটি জিনিসের পরিবর্তনই বুঝায়। সুতরাং বিনিময়ের ক্ষেত্রেই এই নীতির সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োগ রহিয়াছে। দাম-নির্ধারণ ব্যাপারেও ইহার গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না। যোগানে ঘাটতি পড়ার দরুন কোন জিনিসের দাম যখন বাড়িয়া যায় তখন আমরা পরিবর্তন নীতি অনুসরণ করিয়া ঐ বেশী দামের জিনিস কম এবং অপেক্ষাকৃত কম দামের জিনিস বেশী করিয়া ক্রয় করিয়া থাকি। ফলে যে-জিনিসের যোগান হ্রাস পাইয়াছে তাহার দাম কমিয়া আসে।

দাম-নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ

বণ্টনতত্ত্ব (Theory of Distribution) অনুসারে উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। পরিবর্তন নীতির প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনও পরস্পরের সমান হয়।

বণ্টনতত্ত্বে প্রয়োগ

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Law of Equi-marginal Returrs): অর্থবিদ্যার অন্যান্য সূত্রের মত সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি কেবল ঝোঁক বা প্রবণতারই (tendency) নির্দেশ করে মাত্র। বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তির ব্যয়নির্বাহ যে পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করিয়া সমপ্রান্তিক উপযোগের সৃষ্টি করিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করিতে হইলে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে হয়, প্রতি পদে হিসাব করিতে হয়। ইহা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে অধিকাংশ সময়ই সম্ভব হয় না। প্রথমত, আমরা ব্যয়নির্বাহ ব্যাপারে কতকটা স্বভাব দ্বারা পরিচালিত হই, বিচার করিয়া দেখি না যে অন্যভাবে ব্যয় করিলে অধিক তৃপ্তিলাভ করা যাইত কি না। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাদিগকে সামাজিক রীতিনীতি আচারব্যবহার প্রভৃতি মানিয়া চলিতে হয়। ইহার জন্য আমরা ব্যয়নির্বাহ ব্যাপারে পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করিতে পারি না। যেমন, সামাজিক প্রথার জন্য আমরা এদেশে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ উপনয়ন ইত্যাদির সময় সংগতির অতিরিক্তও ব্যয় করিয়া থাকি, পূজার সময় ঋণ করিয়াও প্রয়োজনাতিরিক্ত পোশাকপরিচ্ছদ কিনিয়া থাকি।

অর্থবিদ্যার অন্যান্য সূত্রের ন্যায় ইহা প্রবণতারই নির্দেশ করে—কারণ:

১। ব্যয়নির্বাহ ব্যাপারে আমরা কতকটা স্বভাব দ্বারা পরিচালিত হই

২। আমাদিগকে সামাজিক রীতিনীতিও মানিয়া চলিতে হয়

তৃতীয়ত বলা হয় যে, সকল দ্রব্যের একক প্রয়োজনমত বিভাজ্য (owing to indivisibility) নহে বলিয়া আমরা বিভিন্ন দ্রব্য হইতে সমপ্রান্তিক উপযোগ লাভ করিতে পারি না। যেমন, আর ২৫০ গ্রাম মাছ এবং আর ২৫০ গ্রাম আলুর মধ্যে পরিবর্তন করিতে পারি; কিন্তু আর ২৫০ গ্রাম মাছ ও ১ খানি ধুতির মধ্যে পরিবর্তন করিতে পারি না। কারণ, ১ খানি ধুতি ছোট ছোট খণ্ডে ক্রয় করা যায় না।

৩। এককের অবিভাজ্যতার দরুন সমপ্রান্তিক উপযোগ লাভ সম্ভব হয় না

চতুর্থত, অনেকে বিধিটির সমালোচনা এই বলিয়া করেন যে ইহা দ্বারা মোট উপযোগের পরিমাপ হয়ত করা যায়, কিন্তু মোট পরিতৃপ্তির পরিমাপ করা যায় না, কারণ উপযোগ ও পরিতৃপ্তি এক জিনিস নহে। উপযোগ বলিতে বুঝায় আকাঙ্ক্ষার অবস্থা বা কাম্যতা (desiredness)। যে-দ্রব্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা যত তীব্র হইবে তাহা হইতে পরিতৃপ্তিও তত অধিক লাভ করা যাইবে এরূপ কোন কথা নাই। সুতরাং সমপ্রান্তিক উপযোগ হইতে সর্বাধিক পরিতৃপ্তির সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না।

৪। বিধিটির দ্বারা মোট পরিতৃপ্তির পরিমাপ করা যায় না

অতএব দেখা যাইতেছে, সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির কার্যকারিতা নানা দিক দিয়া সীমাবদ্ধ। তবে ইহা সম্পূর্ণ মূল্যহীন ধারণা নহে। কারণ প্রথমত, উপযোগ ও পরিতৃপ্তির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং দ্বিতীয়ত, মানুষ সর্বদা বিচারবিবেচনা করিয়া না চলিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলে। এদেশে লোকে যখন উৎসব ইত্যাদিতে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করে তখন সমালোচনার ভয়ে বা সুখ্যাতির আশাতেই করে। ইহাও একপ্রকার পরিতৃপ্তি যাহাকে উপযোগ হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায় না। আবার মানুষ প্রতি পদে পরিবর্তনের নীতি না মানিয়া, বিভিন্ন দ্রব্য হইতে সমপ্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যাইতেছে কি না তাহার বিচার না করিয়া চলিলেও বুদ্ধিমান জীব হিসাবে মোটামুটি বিচারবিবেচনা করে। ফলে অর্থবিদ্যার অন্যান্য অনুমানসিদ্ধ ও অনিশ্চিত সূত্রের ন্যায় সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি বা পরিবর্তনের সূত্রের একটা মোটামুটি কার্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়।[১]

ধারণাটির মূল্য

সংক্ষিপ্তসার

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রান্তিক উপযোগতত্ত্বের সাহায্যে চাহিদার ভিত্তি ব্যাখ্যা করা হইত। প্রান্তিক উপযোগতত্ত্বের মূল বক্তব্য হইল এইরূপ: কোন দ্রব্যের পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে উহার উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পাইয়া প্রত্যেক ভোক্তার ক্ষেত্রে তাহার দামের সমান হইয়া দাঁড়ায়। এই ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধিকে একরূপ ব্যতিক্রমহীন বলিয়া ধরা হয়।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি হইতে ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে ধারণা উদ্ভূত। বর্তমানে এই ধারণাটি বিশেষ সমালোচনার সম্মুখীন হইলেও ইহার যে কিছুটা মূল্য আছে সন্দেহ নাই।

প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব অনুসারে ভোক্তা বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে পরিবর্তন নীতি অনুসরণ করিয়া চলে এবং তাহার নির্দিষ্ট আয় এমনভাবে বণ্টন করে যেন বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগ সমপ্রান্তিক হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগ যখন সমপ্রান্তিক হয় তখনই তাহার পরিতৃপ্তি হয় সর্বাধিক।

অনুশীলনী

1. Define utility. Discuss the need and importance of the distinction between total and marginal utility. In this context, discuss the relevance of cardinal concept of demand.

[উপযোগের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। এই প্রসঙ্গে উপযোগের পরিমাণবাচক ধারণার তাৎপর্যের পর্যালোচনা কর।]

(১৬, ১৪১-৪৪ এবং ১৭০-৭২ পৃষ্ঠা)

2. Examine the principle of substitution and the law of equi-marginal utility. What are the limitations of the law ?

[পরিবর্তন-নীতি এবং সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির পর্যালোচনা কর। বিধিটির কোন ব্যতিক্রম আছে কি ?]

(১৫১-৫৩, ১৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা)

3. Explain the concept of 'Consumer's Surplus'. What are the uses of this concept in economic theory ?

[ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে ধারণা ব্যাখ্যা কর। অর্থনৈতিক তত্ত্বে ধারণাটির মূল্য কি ?]

(১৪৭-৫০ পৃষ্ঠা)

---

১. "We are not, of course, compelled to distribute our income according to the law of substitution ... as a stone thrown into the air compelled ... to fall back to the earth. But as a matter of fact we do, in a certain rough fashion, because we are reasonable." Chapman : *Outlines of Political Economy*

4. **Write a short note on consumer's surplus.**

[ভোক্তার উদ্বৃত্তের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর।] (১৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা)

5. **How does a consumer distribute a given amount of money in purchasing two commodities the prices of which are given ?**

[দুইটি জিনিসের দাম দেওয়া থাকিলে কোন ভোক্তা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঐ দুইটি দ্রব্য ক্রয়ে কিভাবে ব্যয় করে তাহা দেখাও।] (১৫০-৫৩ পৃষ্ঠা এবং ১৫শ অধ্যায়ের ১নং প্রশ্ন ও তাহার ইংগিত)

---

১৫ চাহিদার ভিত্তির আধুনিক ব্যাখ্যা—পছন্দতত্ত্ব বা নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ

(MODERN EXPLANATION OF THE BASIS OF DEMAND—PREFERENCE THEORY OR INDIFFERENCE CURVE ANALYSIS)

সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অর্থবিদ্যাবিদগণ উপযোগ সম্বন্ধে ধারণার সাহায্যে চাহিদার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু উপযোগ সম্বন্ধে ধারণার সীমাবদ্ধতার (limitations) জন্য এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইতে পারে নাই। উপযোগ অন্যতম মানসিক ধারণা বলিয়া ইহার পরিমাপ করা সম্ভব হয় নাই। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে অবশ্য পরিমাপ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, অর্থবিদ্যা আলোচনায় আমরা নির্বাচন-সমস্যা (problem of choice)[১] এবং বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার আপেক্ষিকতার সহিতই সম্পর্কিত, কোন বিশেষ দ্রব্যের জন্য মোট বা প্রান্তিক আকাংক্ষার সহিত নহে। বস্তুত, কোন বিশেষ দ্রব্যের চাহিদাকে অন্য-নিরপেক্ষভাবে (in isolation) দেখা যায় না, অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদার সহিত তুলনা করিয়াই উহার বিচার করিতে হয়।

উপযোগের মাধ্যমে চাহিদা ব্যাখ্যার ত্রুটি

সংশ্লিষ্ট ভোক্তার পক্ষে মাছের উপযোগ কত তাহা নির্ধারণ করা যায় না, কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ মাছ ও মাংসের মধ্যে সে কি অনুপাত পছন্দ করিবে তাহা নির্ণয় করা যায়। সুতরাং বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা পরস্পর হইতে পৃথক নহে, পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এই কারণে প্রত্যেক ভোক্তারই পছন্দের একটি পর্যায় বা অনুপাতের হিসাব (scale of preferences) থাকে। ফলে সে সর্বদাই সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের এক এককের সহিত অন্যান্য দ্রব্যের অতিরিক্ত এককসমূহের তুলনা করিয়া থাকে। যেমন, লোকে বাজারে গিয়া বিচার করে যে তাহারা আর একটু মাছ বা আর একটু মাংস কিনিবে। সীমাবদ্ধ আয় লইয়া সর্বাধিক পরিতৃপ্তিসাধনের প্রচেষ্টাতেই লোকে এরূপ করিয়া থাকে।

উপযোগ অপেক্ষা পছন্দের আপেক্ষিকতার ধারণার মাধ্যমেই চাহিদার ব্যাখ্যা করা বিজ্ঞানসম্মত

---

১. ২ পৃষ্ঠা দেখ।

পছন্দতত্ত্ব বা নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ (Preference Theory or Indifference Curve Analysis): এই পছন্দের পর্যায় (scale of preferences) উপযোগের মত মানসিক ধারণা নয়। মানুষের বাহ্যিক আচরণে প্রকাশ পায় বলিয়া ইহা সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণযোগ্য।[১] বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য নিরপেক্ষতা-সূচীর (indifference schedule) অবতারণা করা যাইতে পারে। নিরপেক্ষতা-সূচী বলিতে বুঝায় বিভিন্ন দ্রব্যসমন্বয়ের (combinations of goods) এমন একটি তালিকা যাহার প্রত্যেকটি সমন্বয় কোন ব্যক্তিবিশেষ সমভাবে পছন্দ করে। ক ও খ যদি দুইটি দ্রব্য হয়, তবে ক দ্রব্যের কিছুটা এবং খ দ্রব্যের কিছুটা লইয়া এমন অনেক সমন্বয় সৃষ্টি করা যাইতে পারে যাহাদের মধ্যে পছন্দ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ (indifferent) থাকিবে। ক ও খ দ্রব্যের পরিবর্তে যদি আমরা সন্দেশ ও আমের উদাহরণ লই তবে বিষয়টি অনুধাবন করা আরও সহজ হইবে। ধরা যাউক,

পছন্দের পর্যায় ও নিরপেক্ষতা-সূচী

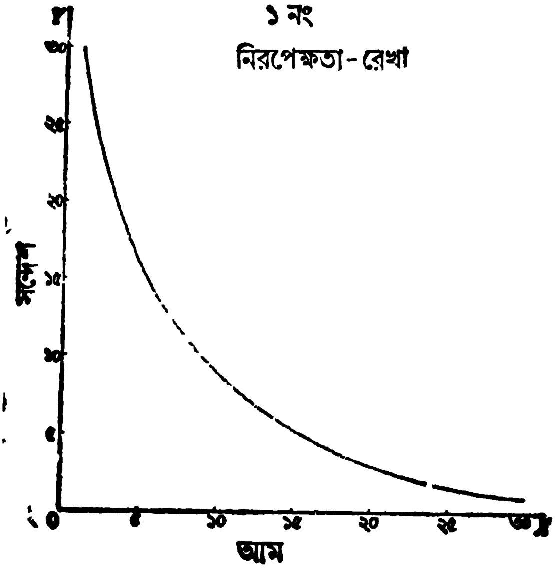
উদাহরণ

রাম ও শ্যাম দুইজনে একই ট্রেনে করিয়া গ্রামের বাড়ীতে যাইতেছে। বাড়ীর জন্য রাম ৪০টি সন্দেশ এবং শ্যাম এক টুকরি আম লইয়া চলিয়াছে। গাড়ীতে শ্যাম আম লইয়া যাইতেছে শুনিয়া রামের মনে হইল ৪০টি সন্দেশ না লইয়া কিছু আম লইলে মন্দ হইত না। রাম আম লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় শ্যাম উহাতে রাজী হইল। তখন রাম সন্দেশের পরিবর্তে কিভাবে আম লইতে চাহে তাহা ব্যাখ্যা করিল। রাম বলিল, সন্দেশের পরিবর্তে সে টুকরি হইতে এরূপভাবে আম লইবে যে যতগুলি আম সে লইবে তাহার তৃপ্তি এবং যতগুলি সন্দেশ সে ছাড়িবে তাহার তৃপ্তি সমান সমান হইবে। অর্থাৎ, বিনিময়ের ফলে রামের পরিতৃপ্তির কোনরকম পরিবর্তন হইবে না। শ্যাম এই সর্ত মানিয়া লইয়া রামকে তাহার আম-সন্দেশ বিনিময়ের হার উল্লেখ করিতে বলিল। রাম বলিল: প্রথমবারে সে ১টি আমের বদলে ১০টি সন্দেশ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত, কিন্তু দ্বিতীয়বারে ১টি আমের বদলে ৫টি সন্দেশ, তৃতীয়বারে ১টি আমের বদলে ৪টি সন্দেশ দিতে রাজী। সে সন্দেশ ও আমের যে বিভিন্ন সমন্বয় বর্ণনা করিল তাহা একটি তালিকার আকারে সাজানো যাইতে পারে:

৩০টি সন্দেশ	এবং	১টি আম
২৫টি "	"	২টি "
২১টি "	"	৩টি "
১৬টি "	"	৫টি "
১৪টি "	"	৬টি "
১০টি "	"	৯টি "
৫টি "	"	১৬টি "
১টি "	"	৩০টি "

১. "The fact that people do buy one or more units of one good in preference to the one or more units of some other good ··· is an observable and abjective phenomenon ···." Meyers: *Elements of Economics*

নিরপেক্ষতা-রেখা : ১৫৯ পৃষ্ঠার তালিকাই রামের নিরপেক্ষতা-সূচী (indifference schedule)। ইহার অন্তর্গত সন্দেশ ও আমের বিভিন্ন সমন্বয় সম্পর্কে রাম নিরপেক্ষ—অর্থাৎ প্রত্যেকটি সমন্বয় সে সমভাবে পছন্দ করে। এই সকল সমন্বয়ের অন্তর্ভুক্ত সন্দেশের হিসাব-নির্দেশক চিহ্ন উল্লম্ব অক্ষে এবং আমের হিসাব-নির্দেশক চিহ্ন অনুভূমিক অক্ষে সাজাইয়া এবং বিন্দুগুলিকে যুক্ত করিয়া রেখা অংকন করিলে যে-রেখা পাওয়া যাইবে তাহাই রামের নিরপেক্ষতা-রেখা (indifference curve)।



এইরূপ রেখাকে নিরপেক্ষতা-রেখা বলা হয়, কারণ ইহা যে-সকল দ্রব্যসমন্বয়ের নির্দেশ করিতেছে তাহাদের প্রত্যেকটি ভোক্তার নিকট সমান কাম্য বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে ভোক্তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

নিরপেক্ষতা-রেখা বলা হয় কেন

প্রান্তিক পরিবর্তনের হার (Marginal Rate of Substitution) : ১৫৯ পৃষ্ঠার নিরপেক্ষতা-সূচী এবং উপরের রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে যে রাম তাহার পরিতৃপ্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমের পরিবর্তে সন্দেশ কিভাবে দিতে রাজী থাকে। এখন ব্যক্তিবিশেষ তাহার পরিতৃপ্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একটি দ্রব্যের যতটা পরিমাণ দিয়া অন্য একটি দ্রব্যের ১ একক লইতে রাজী থাকে তাহাকে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার বা পরিবর্তনের অনুপাত (Marginal Rate of Substitution বা সংক্ষেপে MRS or Substitution Ratio বা সংক্ষেপে SR) বলা হয়। উপরি-উক্ত উদাহরণে রামের সন্দেশের সংখ্যা যখন ৪০ তখন সে ১টি আমের পরিবর্তে ১০টি সন্দেশ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। সুতরাং প্রান্তিক পরিবর্তনের হার হইল ১০ : ১। এই প্রান্তিক পরিবর্তনের হার ক্রমহ্রাসমান। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার সূচী হইতে দেখা যাইবে যে রামের আমের পরিবর্তে সন্দেশ দিবার

ইচ্ছা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। প্রথমবারে সে ১টি আমের পরিবর্তে ১০টি সন্দেশ দিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু দ্বিতীয়বারে ঐ ১টি আমের জন্যই ৫টির অধিক এবং তৃতীয়বার ৪টির অধিক সন্দেশ দিতে রাজী নয়। আবার শেষে—অর্থাৎ বিনিময়ের ফলে তাহার মোট সন্দেশ যখন ৫টি এবং আম ১৬টিতে দাঁড়াইয়াছে তখন সে ১৪টি আম না পাইলে আর ৪টি সন্দেশ দিতে কোনমতে ইচ্ছুক নয়। এইরূপ বিনিময়ের ইচ্ছাহ্রাসকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তন-যোগ্যতা (Diminishing Marginal Substitutability) বা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পবিবর্তনেব হার (Diminishing Marginal Rate of Substitution) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে, বামের নিকট সন্দেশের তুলনায় আমের পরিবর্তনযোগ্যতা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক বিনিময়যোগ্যতা

নিরপেক্ষতা-রেখার আকৃতি: বর্তমানে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির (Law of Diminishing Marginal Utility) পরিবর্তে এই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতার ধাবণাই চাহিদাব ভিত্তি ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হইতেছে। প্রান্তিক বিনিময়যোগ্যতার হার ক্রমশ কমিয়া আসে বলিয়াই বামদিক হইতে ডানদিকে যতই আসা যায় নিবপেক্ষতা-রেখাব ঢাল (slope) ততই কমিয়া আসে। সুতরাং দেখা যাইতেছে,নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল প্রান্তিক পরিবর্তনেব হারের উপর নির্ভর করে। সহজ ভাষায় বলা যায়, কোন ব্যক্তি তাহার পরিতৃপ্তি ক্ষুণ্ণ না করিয়া যে-সর্তে এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সহিত বিনিময় কবিতে রাজী সেই সর্তেবই পরিমাপ বা নির্দেশক হইল নিরপেক্ষতা-রেখার ঢাল।

নিরপেক্ষতা-মানচিত্র (Indifference Map): একটির পরিবর্তে যদি একাধিক নিরপেক্ষতা-রেখা পর পর অংকন কবা যায় তাহা হইলে তাহাকে বলা হয় নিরপেক্ষতা-মানচিত্র (Indifference Map)। আমাদের রাম ও শ্যামের মধ্যে সন্দেশ ও আমের বিনিময়ের উদাহরণে আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে রামের মাত্র ৪০টি সন্দেশ আছে। ৪০টির পরিবর্তে তাহার ৩৫টি কিংবা ৫০টি বা অন্য কোন সংখ্যক সন্দেশ থাকিলে, আম ও সন্দেশের মধ্যে অন্যান্য প্রকার সমন্বয়ের ভিত্তিতে আরও নিরপেক্ষতা-রেখা অংকন করা যাইত। এইভাবে দ্রব্যসমূহের পৃথক পৃথক সমষ্টির কল্পনা করিয়া কয়েকটি নিরপেক্ষতা-রেখা উপর হইতে নিচে অংকন করিলে ঐ রেখাচিত্র নিরপেক্ষতা-মানচিত্র বলিয়া অভিহিত হয়। ১৬২ পৃষ্ঠায় এরূপ একটি মানচিত্র অংকন করা হইল।

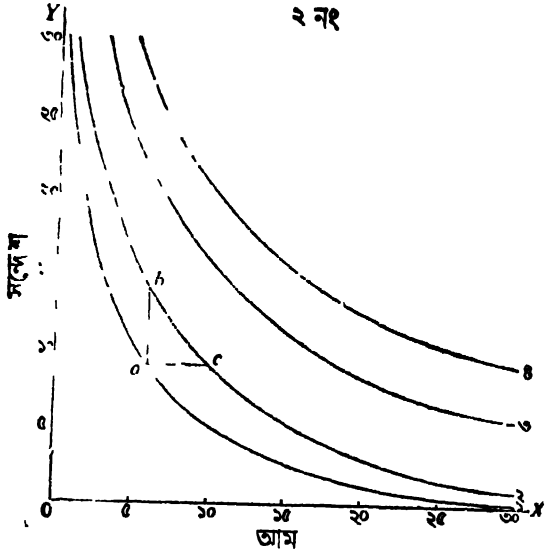
নিরপেক্ষতা-মানচিত্র কাহাকে বলে

মানচিত্রে ১, ২, ৩ এবং ৪ হইল ৪টি পর পর সাজানো নিরপেক্ষতা-রেখা। যে-কোন নিরপেক্ষতা-রেখা হইতে উপর দিকে বা ডানদিকে অগ্রসর হইলে ঊর্ধ্বস্তরের নিরপেক্ষতা-রেখায় পৌছানো যায়। ধরা যাউক, ১নং রেখা আমাদের মূল নিরপেক্ষতা-রেখা। ইহার a চিহ্নিত স্থান হইতে উপর দিকে বা ডানদিকে অগ্রসর হইলে ২নং নিরপেক্ষতা-রেখাতে পৌছানো যায়। ইহার দ্বারা বুঝানো যাইতেছে যে যদি একটি দ্রব্যের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিয়া অপর একটির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তবে

তৃপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। উপরের দিকে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হইল উল্লম্ব অক্ষে (vertical axis) যে-দ্রব্য ধরা হইতেছে (আমাদের উদাহরণে সন্দেশ) তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ডানদিকে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হইল অনুভূমিক অক্ষে (horizontal axis) যে-দ্রব্য ধরা হইতেছে (আমাদের উদাহরণে আম) তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি। নিম্নের রেখাচিত্রে দেখা যাইবে যে, ১নং নিরপেক্ষতা-রেখার a বিন্দু হইতে অগ্রসর হইয়া ২নং নিরপেক্ষতা-রেখার b কিংবা c বিন্দুতে পৌছানো যাইতেছে। যে-কোন

উপরের নিরপেক্ষতা-রেখা অধিক পরিতৃপ্তির নির্দেশক

২ নং



নিরপেক্ষতা - মানচিত্র

দিকে আরও অগ্রসর হইলে আরও উপরিস্থিত নিরপেক্ষতা-রেখার—যথা, ৩নং, ৪নং ইত্যাদিতে পৌছানো যায়। ইহার অর্থ হইল যে দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে যে-কোনটির পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাইবে তৃপ্তির পরিমাণও তত অধিক হইবে।

ভোগ-সম্ভাবনা রেখা বা মূল্য-রেখা (The Consumption Possibility Line or Price Line) : নিরপেক্ষতা-মানচিত্রের সহিত আয় ও দামের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা তাহার পছন্দের পর্যায়ের (scale of preferences) নির্দেশক মাত্র। নিরপেক্ষতা-রেখা দুইটি পৃথক দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ের মধ্যে ভোক্তার নিরপেক্ষতার অবস্থা নির্দেশ করে। তবে কোন নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তিবিশেষের নির্দিষ্ট আয়, তাহার পছন্দ-নির্দেশক নিরপেক্ষতা-মানচিত্র (Indifference Map) এবং বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য হইতে আমরা তাহার ঐ সকল দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ বা চাহিদা নির্ধারণ করিতে পারি।

এখন ভোগ-সম্ভাবনা রেখা বা মূল্য-রেখার প্রকৃতি কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। ধরা যাউক, কোন ভোক্তা (বা পরিবার) সপ্তাহে ক ও খ দ্রব্য ক্রয় করিতে মোট ৩০ টাকা ব্যয় করে; বাজারে ক দ্রব্যের প্রতি এককের দাম হইল ১.৫০ টাকা আর খ দ্রব্যের প্রতি এককের দাম হইল ১ টাকা। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে ৩০ টাকা ব্যয় করিয়া ঐ ভোক্তা দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ের যে-কোনটি ক্রয় করিতে পাবে। যদি সে সমস্ত টাকাই ক দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করে তাহা হইলে সে ২০ একক ক দ্রব্য ভোগ করিতে পারে, অপরদিকে সমস্ত টাকা যদি খ দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করা হয় তাহা হইলে সে ৩০ একক খ দ্রব্য পাইতে পারে। ইহা ছাড়া ৩০ টাকার দ্বারা দুই দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ও ক্রয় করা যাইতে পারে। যেমন, ৩০ টাকার দ্বারা ৮ একক ক দ্রব্য এবং ১৮ একক খ দ্রব্য অথবা ১৬ একক ক দ্রব্য এবং ৬ একক খ দ্রব্য ইত্যাদি বিভিন্ন সমন্বয় ভোগ করিতে পারা যায়। দুই দ্রব্যের মধ্যে নির্দিষ্ট আয় কিভাবে বণ্টন করা যায় তাহার ধারণা নিম্নের তালিকাটি হইতে করা যাইবে।

ভোগ-সম্ভাবনা রেখা বা মূল্য-রেখার প্রকৃতি

ভোগ-সম্ভাবনা (Consumption-Possibilities)

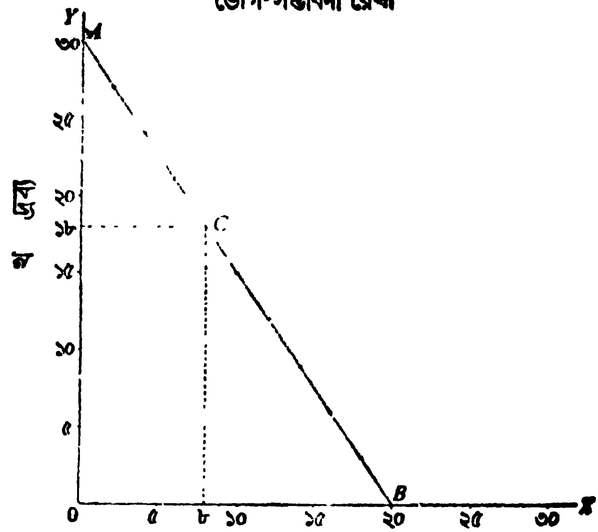
ক দ্রব্যের পরিমাণ	খ দ্রব্যের পরিমাণ	ক দ্রব্যের উপর ব্যয়	খ দ্রব্যের উপর ব্যয়	মোট আয়
২০	০	৩০ টাকা	০ টাকা	৩০ টাকা
১৬	৬	২৪ "	৬ "	৩০ "
১২	১২	১৮ "	১২ "	৩০ "
৮	১৮	১২ "	১৮ "	৩০ "
৪	২৪	৬ "	২৪ "	৩০ "
০	৩০	০ "	৩০ "	৩০ "

উপরের তালিকায় দুইটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন সমন্বয় দেখানো হইল তাহা রেখা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। ভোক্তা ৩০ টাকা ব্যয় করিয়া উল্লিখিত নির্দিষ্ট দামে ক ও খ দ্রব্যের যে বিভিন্ন সমন্বয় ভোগ করিতে সমর্থ তাহা AB রেখার দ্বারা দেখানো হইয়াছে। রেখাচিত্রের OX অক্ষে ক দ্রব্যের পরিমাণ এবং OY অক্ষে খ দ্রব্যের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে। ভোক্তা সমস্ত টাকাই যদি খ দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করে তাহা হইলে OA পরিমাণ—অর্থাৎ ৩০ একক খ দ্রব্য সে ভোগ করিতে পারে। অপরদিকে সমস্ত টাকা ক দ্রব্য কিনিতে ব্যয় করা হইলে OB পরিমাণ—অর্থাৎ ২০ একক ক দ্রব্য সে ভোগ করিতে সমর্থ হয়। AB রেখাটির অন্যান্য বিন্দুতে ভোক্তা ক ও খ দ্রব্য দুইটির অন্যান্য বিকল্প সমন্বয় ভোগ করিতে সমর্থ হয়। যেমন, AB রেখার C বিন্দুর দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ভোক্তা ৩০ টাকা

ব্যয় করিয়া দ্রব্য দুইটির উপরি-উক্ত বাজার-দামে ক দ্রব্যের ৮ একক এবং খ দ্রব্যের ১৮ একক ভোগ করিতে পারে। AB রেখা ভোক্তার ভোগ-সম্ভাবনা বা ক্রয়-সুযোগ নির্দেশ করে ; এইভাবে মোট ব্যয়ের পরিমাণ এবং বাজার-দাম নির্দিষ্ট

৩ নং

ভোগ-সম্ভাবনা রেখা



ক দ্রব্য

দেওয়া থাকিলে যে-রেখার সাহায্যে ভোক্তার ক্রয়-সুযোগ দেখানো হয় তাহাকে মূল্য-রেখা (Price Line) বা বাজেট লাইন (Budget Line) বা ভোগ-সম্ভাবনা রেখা (Consumption-Possibility Line) বলা হয়।[১] নির্দিষ্ট ব্যয়ের অধিক ব্যয় করিতে পারে না বলিয়া ভোক্তা মূল্য-রেখার উপরে যাইতে পারে না। সে ইহার নিচেও থাকে না, কারণ তাহা হইলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে ৩০ টাকা) ব্যয় করা হইবে না। সুতরাং মূল্য-রেখা ধরিয়া ব্যয় করিয়াই ভোক্তা বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে ব্যয় বণ্টন করে। এই প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন, মূল্য-রেখা (Price Line) এবং নিরপেক্ষতা-রেখা (Indifference Curves) পরস্পর হইতে পৃথক। মূল্য-রেখা নির্দিষ্ট দাম ও নির্দিষ্ট ব্যয়ের সংগতির মধ্যে ভোক্তা বিভিন্ন দ্রব্যের যে-সকল বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করিতে পারে তাহারই নির্দেশ করে। অপরদিকে নিরপেক্ষতা-রেখা তাহার রুচি বা পছন্দের সূচক ; ইহার সহিত বাজারের অবস্থার কোন সম্পর্ক নাই।

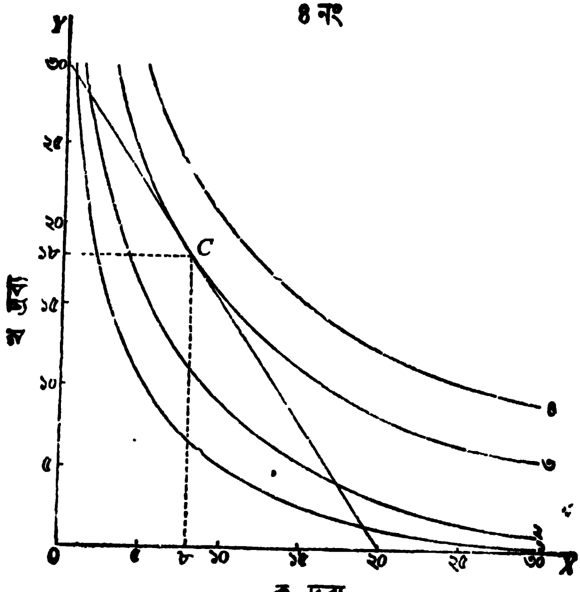
ভোগ-সম্ভাবনা রেখা বা মূল্য-রেখার সংজ্ঞা

---

১. ইহাকে ব্যয়-রেখা (Outlay Curve or Expenditure Curve) আখ্যাও দেওয়া হয়।

ভোক্তার ভারসাম্যের অবস্থা (Consumer's Equilibrium Position): এখন মূল্য-রেখা এবং নিরপেক্ষতা-মানচিত্রকে একসংগে করিয়া ভোক্তার ভারসাম্যের অবস্থা বিচার করা যাইতে পারে। ভোক্তার লক্ষ্য হইল নির্দিষ্ট অর্থ (উপরি-উক্ত উদাহরণে ৩০ টাকা) ব্যয় করিয়া বাজার-দামে (উদাহরণে ক দ্রব্যের দাম ১·৫০ টাকা ও খ দ্রব্যের দাম ১ টাকা) দুইটি দ্রব্যের এমন সমন্বয় ক্রয় করা যাহাতে তাহার পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হয়। বলা হইয়াছে যে ভোক্তা মূল্য-রেখা ধরিয়া দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ের যে-কোন সমন্বয় ক্রয় করিতে পারে। নিম্নের চিত্রে, ভোক্তাকে মূল্য-রেখা ধরিয়াই স্থির করিতে হইবে যে, ক ও খ দ্রব্যের কোন্ সমন্বয়টি সে ক্রয় করিবে। বর্তমান উদাহরণে ভোক্তা ৩০ টাকার অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ নয় বলিয়া সে মূল্য-রেখার ডানদিকে উপরে যাইতে পারে না, আবার মূল্য-রেখার বামদিকে নিচেও সে যায় না, কারণ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে নির্দিষ্ট ৩০ টাকার সমস্তটাই সে ব্যয় করে। এখন প্রশ্ন, দ্রব্য দুইটির বিভিন্ন সমন্বয়ের মধ্যে কোনটি ভোক্তা নির্বাচন করিবে? নিম্নের চিত্রে মূল্য-রেখাকে নিরপেক্ষতা-মানচিত্রের উপর স্থাপন করা হইয়াছে।

৪ নং



দেখা যাইতেছে, মূল্য-রেখা চারিটি বিভিন্ন বিন্দুতে ১নং ও ২নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে ছেদ করিয়াছে। ইহাদের কোনটিই কিন্তু ভোক্তার নিকট কাম্য হইতে পারে না। কারণ, ঐ সকল বিন্দুর যে-কোনটি হইতে মূল্য-রেখা ধরিয়া উপর অথবা নিচের দিকে অগ্রসর হইলে উপরিস্থিত নিরপেক্ষতা-রেখায় পৌছানো যায়—অর্থাৎ অধিক পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। *C* বিন্দুতে কিন্তু মূল্য-রেখা ৩নং নিরপেক্ষতা-

রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে (tangent) মাত্র। এই বিন্দু হইতে মূল্য-রেখা ধরিয়া যেদিকে অগ্রসর হওয়া যাউক না কেন ইহার উপরের কোন নিরপেক্ষতা-রেখায়—যথা, ৪নং নিরপেক্ষতা-বেখায় পৌছানো যাইবে না। অর্থাৎ, অধিক পরিতৃপ্তি-নির্দেশক রেখাগুলি তাহার আর্থিক সংগতির বাহিরে। সুতরাং নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (৩০ টাকা) দ্বারা সংশ্লিষ্ট ভোক্তা (রাম) C বিন্দু যতটা ক দ্রব্য এবং যতটা খ দ্রব্য ক্রয় নির্দেশ করে, ততটাই কিনিতে পারে। ইহাই ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে তাহার সর্বাধিক পরিতৃপ্তির সূচক এবং ঐ ঐ পরিমাণ দ্রব্যই (অর্থাৎ, ৮ একক ক দ্রব্য ও ১৮ একক খ দ্রব্য) তাহার চাহিদা। এই অবস্থাকে বামের ভারসাম্যের অবস্থা বলা হয়, কারণ সে প্রচলিত বাজার-দামে নির্দিষ্ট অর্থ দ্বারা দুই দ্রব্যের এমন সমন্বয় ক্রয় করিতেছে যাহাতে তাহার পরিতৃপ্তি যথাসম্ভব সর্বাধিক হইয়াছে।

মূল্য-বেখা যেখানে নিবপেক্ষতা-বেখাকে স্পর্শ কবে সেখানেই চাহিদা নির্ধাবিত হয

নিরপেক্ষতা, দাম-পরিবর্তন ও আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি (Indifference, Price-Changes and Income Variation):

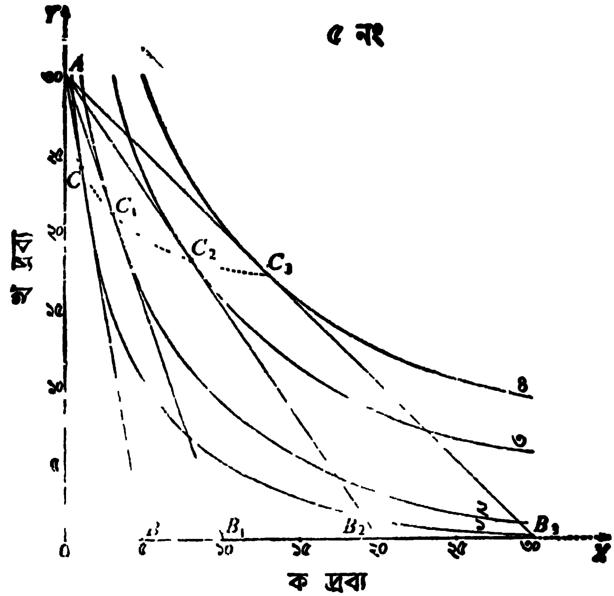
এতক্ষণ পর্যন্ত দাম ও আয় নির্দিষ্ট ধরিয়া ভোক্তার ভারসাম্যের অবস্থা ও চাহিদা ব্যাখ্যা কবা হইল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হইতে পারে অথবা ভোক্তার আয পরিবর্তিত হইতে পারে এবং উহার ফলে মোট ব্যয়ের পরিমাণও পরিবর্তিত হইতে পারে। দাম ও আয় পবিবর্তনেব ফলে ভোক্তার বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদাব পরিবর্তনও ঘটিয়া থাকে।

দাম ও আয পবিবর্তনেব ফলে ভাবসাম্যেব অবস্থাব পরিবর্তন

ক। দাম-পরিবর্তন ও মূল্য-ভোগ রেখা (Price-Changes and the Price-Consumption Curve): প্রথমে দেখা যাউক দাম-পরিবর্তনের ফলে ভোক্তার ভারসাম্যের অবস্থা বা চাহিদা কিভাবে পরিবর্তিত হয়। উপরি-উক্ত উদাহরণে আমবা ধরিয়া লইয়াছিলাম যে রাম ক ও খ দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য সপ্তাহে ৩০ টাকা কবিয়া ব্যয় কবে। আর ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে ক ও খ দ্রব্যের বাজার-দাম হইল যথাক্রমে ১.৫০ টাকা ও ১ টাকা। এই সকল অনুমানের ভিত্তিতে রামের নিরপেক্ষতা-মানচিত্রের সাহায্যে দেখানো হইয়াছে যে রাম ক দ্রব্যের ৮ একক এবং খ দ্রব্যের ১৮ একক ক্রয় করিবে। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে রামের এই ভারসাম্যের অবস্থা C_2 বিন্দুতে দেখানো হইয়াছে। ইহার কারণ মূল্য-রেখা AB_2 ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে C_2 বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে।

দাম-পবিবর্তন ও মূল্য-বেখা

এখন ধরা যাউক যে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিয়া মাত্র ক দ্রব্যের দাম ১.৫০ টাকা হইতে কমিয়া ১ টাকা হইল। এক্ষেত্রে মূল্য-রেখা হইবে AB_3। এই রেখা ৪নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে C_3 বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং C_3 বিন্দু রামের ভারসাম্যের অবস্থার নির্দেশক এবং দুইটি দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ হইবে ১৩ একক ক দ্রব্য এবং ১৭ একক খ দ্রব্য। অপরপক্ষে আমরা যদি ধরি যে ক দ্রব্যের



দাম ১'৫০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩ টাকা হইল তাহা হইলে রামের দুই দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ ঠিক হইবে C_1 বিন্দুতে। ক দ্রব্যের দাম যদি আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৬ টাকা হয় তাহা হইলে দুই দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ C বিন্দুতে স্থির হইবে। এখন C, C_1, C_2, C_3 প্রভৃতি বিন্দুকে সংযোগ করিয়া রেখা অংকন করা হইলে উহাকে বলা হয় মূল্য-ভোগ রেখা (Price-Consumption Line or Curve)। ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে রামের মোট ব্যয়, খ দ্রব্যের দাম এবং নিরপেক্ষতা-মানচিত্র অপরিবর্তিত থাকিয়া ক দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হইলে দুই দ্রব্যের কত কত পরিমাণ রাম ক্রয় করিবে।

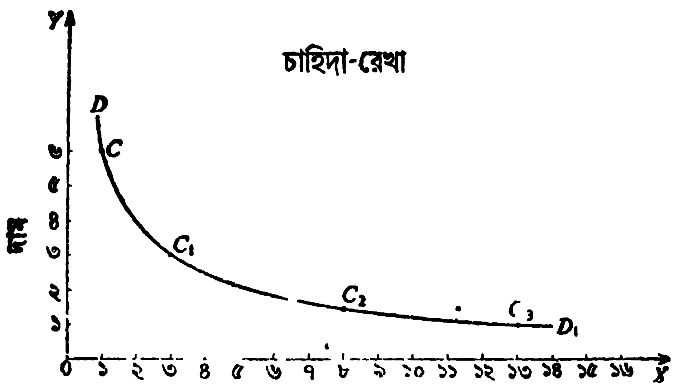
ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-রেখা (The Individual Demand Curve): উপরের আলোচনায় ধরা হইয়াছে যে ভোক্তা (রাম) ক এবং খ মাত্র এই দুইটি ভোগ্যদ্রব্যই ক্রয় করে। কিন্তু বাস্তব জীবনে ভোক্তা বহু দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং রাম বহু দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে ধরিয়া লইয়া রামের (বা রামের পরিবারের[১]) চাহিদার আলোচনা করা যাইতে পারে। এখন ক দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিতেছে অনুমান করা হইলে খ দ্রব্যকে একটি দ্রব্য না ধরিয়া রামের ক্রয়শক্তি (general purchasing power) বলিতে পারা যায়। অর্থাৎ, উপরের রেখাচিত্রে $0A$ হইল রামের ক্রয়শক্তি বা মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ

১. স্মরণ করা যাইতে পারে অর্থবিদ্যায় ভোক্তা (Consumer) বলিতে ব্যক্তিবিশেষকে (individual) না বুঝাইয়া পরিবারকেই (Household) বুঝায়। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-রেখা হইল প্রকৃতপক্ষে পরিবারের চাহিদা-রেখা।

(আমাদের উদাহরণে ইহা ৩০ টাকা)। এই অবস্থায় রামের নিরপেক্ষতা-রেখা হইল ক দ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে পরিবর্তন হারের (rates of substitution) নির্দেশক এবং C, C_1, C_2, C_3 প্রভৃতি বিন্দুর দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে রামের ভোগ্যদ্রব্যের উপর মোট ব্যয় সপ্তাহে ৩০ টাকা হইলে যদি অন্যান্য দ্রব্যের দাম এবং রামের পছন্দ ও রুচি অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু ক দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হয় তবে রাম তাহার মোট ব্যয়কে ক দ্রব্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করিবে। যেমন, C_2 বিন্দুতে রাম ৩০ টাকার মধ্যে ১২ টাকা ব্যয় করিবে ক দ্রব্য এবং ১৮ টাকা ব্যয় করিবে অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিতে। আবার ক দ্রব্যের দাম ১.৫০ টাকা হইতে কমিয়া ১ টাকা হইলে রামের ক্রয় C_3 বিন্দুতে স্থির হইবে এবং রাম ১৩ টাকা ব্যয় করিবে ক দ্রব্য ক্রয় করিতে এবং ১৭ টাকা ব্যয় করিবে অন্যান্য দ্রব্যের জন্য। C, C_1, C_2, C_3 প্রভৃতি বিন্দু সংযোগ করিয়া যে মূল্য-ভোগ রেখা (Price-Consumption Curve) অংকন করা হইয়াছে তাহা হইতেই রামের (বা রামের পরিবারের) ক দ্রব্যের চাহিদা-রেখা অংকন করা যায়। চাহিদা-রেখা দ্বারা দেখানো হয় যে বিভিন্ন দামে কোন্ কোন্ দ্রব্যের কত কত চাহিদা হইবে। নিম্নে এইরূপ একটি চাহিদা-রেখা অংকন করা হইল :

মূল্য-ভোগ রেখা হইতে চাহিদা-রেখা অংকন

৬ নং



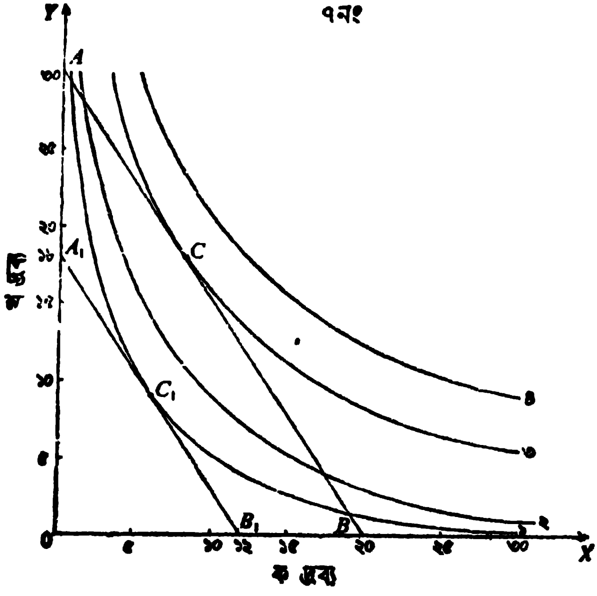
উপরের চিত্রটিতে DD_1 রেখা হইল রামের ক দ্রব্যের জন্য চাহিদা-রেখা। OY-অক্ষে ক দ্রব্যের দাম এবং OX-অক্ষে ক দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে। পূর্বের চিত্রের মূল্য-ভোগ রেখা (Price-Consumption Curve) হইতে বিভিন্ন দামে ক দ্রব্যের কত কত পরিমাণ রাম ক্রয় করিবে তাহা DD_1 চাহিদা-রেখায় দেখানো হইয়াছে। DD_1 রেখাটি হইল ব্যক্তিবিশেষের—অর্থাৎ রামের (বা রামের পরিবারের) চাহিদা-রেখা। বাজারে প্রত্যেক দ্রব্যের বহুসংখ্যক ক্রেতা থাকে

সুতরাং কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজারের চাহিদা-রেখা পাইতে হইলে বাজারের সকল ক্রেতার চাহিদাকে যোগ দিতে হইবে।

খ। আয়ের পরিবর্তন (Income Variation): লোকের আয়ের পরিবর্তনের সংগে ভোগ্যদ্রব্যের উপর মোট ব্যয়ও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। যথা, আয় বৃদ্ধি পাইলে বিভিন্ন দ্রব্যের উপর অধিক ব্যয় করা সম্ভব হয়, অপরদিকে আয় হ্রাস পাইলে ব্যয় হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে ভোক্তার ভারসাম্যের অবস্থাও পরিবর্তিত হয়। পূর্বের দৃষ্টান্ত ধরিয়া বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে যে, রামের সাপ্তাহিক আয়ব্যয় যখন ৩০ টাকা এবং ক ও খ দ্রব্যের দাম যখন যথাক্রমে ১·৫০ টাকা ও ১ টাকা তখন রাম ৮ একক ক দ্রব্য এবং ১৮ একক খ দ্রব্য ক্রয় করিবে, কারণ মূল্য-রেখা AB ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে C বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে এবং C বিন্দুর দ্বারা যে-দ্রব্য সমন্বয় বুঝায় তাহা ক্রয় করিলেই রামের পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হইবে। এখন ধরা যাউক, রামের সাপ্তাহিক আয় ৩০ টাকা হইতে কমিয়া ১৮ টাকা হইল কিন্তু দুইটি দ্রব্যের দাম এবং রামের পছন্দ ও রুচি অপরিবর্তিতই রহিল। এই অবস্থায় ১৮ টাকা ব্যয় (রাম তাহার আয় সবটাই ক ও খ দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করে ধরিয়া লইয়াই আলোচনা করা হইতেছে) করিয়া ক ও খ দ্রব্যের যে-বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করিতে পারে তাহা নিম্নের চিত্রে নূতন

আয়ের পরিবর্তনের ফলে মূল্য-রেখার স্থান পরিবর্তন

৭নং



ভোগ-সম্ভাবনা রেখা বা মূল্য-রেখা A_1B_1 দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, আয় কমিবার ফলে মূল্য-রেখা বামদিকে সরিয়া আসিয়াছে। রামকে এই A_1B_1

মূল্য-রেখা ধরিয়াই দুই দ্রব্যের ক্রয় স্থির করিতে হইবে। রাম ১৮ টাকার সমস্তটাই যদি খ দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করে তাহা হইলে সে খ দ্রব্যের ১৮ একক ক্রয় করিতে পারে, অপরদিকে আবার সব টাকাই যদি ক দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় করে তাহা হইলে ক দ্রব্যের ১২ একক কিনিতে পারে (কারণ, ক দ্রব্যের দাম ১'৫০ টাকা ও খ দ্রব্যের দাম ১ টাকা অপরিবর্তিত রহিয়াছে)। ইহা ব্যতীত দুই দ্রব্যের অন্যান্য বিভিন্ন সমন্বয়ও সে ক্রয় করিতে সমর্থ। এখন প্রশ্ন হইল, দুই দ্রব্যের কোন সমন্বয় ক্রয় করিলে রাম ভারসাম্যের অবস্থায় পৌছিবে—অর্থাৎ রামের পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হইবে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে C_1 বিন্দু দ্রব্য দুইটির যে-সমন্বয় নির্দেশ করে তাহা ক্রয় করিলেই তাহার পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হইবে। অর্থাৎ, রাম ক দ্রব্যের ৬ একক এবং খ দ্রব্যের ৯ একক ক্রয় করিবে। ইহার কারণ হইল, A_1B_1 মূল্য-রেখা ১নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে C_1 বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে।

আয়-পরিবর্তন ও ভারসাম্যের অবস্থা

উপসংহার—চাহিদার পরিমাণবাচক ও মাত্রাবাচক তত্ত্ব (Conclusion—Cardinal and Ordinal Theories of Demand): বর্তমান ও পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে ভোক্তার আচরণ বা চাহিদার ব্যাখ্যা প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে করা যায়। প্রথমটি হইল উপযোগের পরিমাণবাচক তত্ত্ব (Cardinal Theory of Utility)। মার্শাল প্রভৃতি লেখক এই তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হয় যে মানুষের তৃপ্তি বা উপযোগ পরিমাপ করা যায়। কোন দ্রব্য হইতে কত উপযোগ পাওয়া যাইতেছে তাহা পরিমাণসূচক সংখ্যার (cardinal numbers) দ্বারা নির্দেশ করা যায় এবং ঐ দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে কিভাবে মোট উপযোগ বাড়িয়া চলে তাহা দ্রব্যের বিভিন্ন প্রান্তিক এককের উপযোগ যোগ করিয়া বলা যায়। অর্থাৎ, কোন জিনিসের দৈর্ঘ্য কিংবা ওজন যেমন আমরা মাপিতে পারি তেমনি উপযোগের পরিমাপও করিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, কোন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ১ম গ্লাস শরবত পান করিলে ৫০ একক উপযোগ বা ৫০ পয়সার তৃপ্তিলাভ করে, ২য় গ্লাস হইতে ৪০ একক উপযোগ বা ৪০ পয়সার তৃপ্তি এবং ৩য় গ্লাস হইতে ২৫ একক উপযোগ বা ২৫ পয়সার তৃপ্তিলাভ করে। এই ব্যক্তি যদি মোট তিন গ্লাস শরবত পান করে তবে তাহার মোট উপযোগ হইবে (৫০+৪০+২৫=) ১১৫ একক বা ১১৫ পয়সার সমান। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা হয়, ভোক্তার তৃপ্তি সর্বাধিক হইবে সেই অবস্থায় যখন সে তাহার সীমাবদ্ধ আয়কে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করিয়া দেয় যেখানে উহাদের প্রান্তিক উপযোগ উহাদের দামের সমানুপাতিক হইয়া দাঁড়ায়।

ক। উপযোগের পরিমাণবাচক তত্ত্ব

ভোক্তার আচরণ বা চাহিদার দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইল তৃপ্তির মাত্রাবাচক বা পর্যায়-বাচক তত্ত্ব (Ordinal Theory)। অধিকাংশ আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ এই তত্ত্ব প্রয়োগের পক্ষপাতী। ইঁহাদের অভিমত হইল, উপযোগের পরিমাণবাচক তত্ত্ব

ত্রুটিপূর্ণ এই কারণে যে উপযোগ মানসিক ধারণা মাত্র; নির্দিষ্টভাবে পরিমাণবাচক সংখ্যার দ্বারা উহাকে মাপা যায় না। ইহা ছাড়া ভোক্তার চাহিদা বা আচরণের ব্যাখ্যার জন্য এরূপ পরিমাপের কোন প্রয়োজনও নাই; মাত্র কোন্ অবস্থায় ভোক্তার মোট তৃপ্তি অধিক বা কম বা সমান হইতেছে এইটুকু জানিতে পারিলেই চাহিদার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ইহারা নিরপেক্ষতা-রেখার সাহায্যে ভোক্তার পছন্দের পর্যায় বা মাত্রা হিসাব করিয়া চাহিদার বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। ইহারা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি মাত্রাবাচক সংখ্যার (ordinal numbers) সাহায্যে পছন্দ বা তৃপ্তির পর্যায় বা মাত্রা নির্দেশ করেন। যেমন, নিরপেক্ষতা-মানচিত্রে পছন্দের পর্যায় অনুসারে নিরপেক্ষতা-রেখাগুলিকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি সংখ্যায় সূচিত করা হয়। কিন্তু এইভাবে সাজানো হইলেও প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রভৃতি নিরপেক্ষতা-রেখায় কত কত পরিমাণ তৃপ্তি হইতেছে তাহা পরিমাপ করা হয় না, মাত্র বুঝানো হয় যে কোন একটি নিরপেক্ষতা-রেখার তৃপ্তি অন্যান্য রেখার তৃপ্তি অপেক্ষা কম বা বেশী, তবে কত কম বা কত বেশী তাহার ইংগিত ইহার ভিতর নাই। এই মাত্রাবাচক তত্ত্ব অনুসারে ভোক্তার সর্বাধিক তৃপ্তির অবস্থা বা ভারসাম্যের অবস্থা হইল সেই অবস্থা যেখানে দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তন হার (marginal rate of substitution) দ্রব্যের বাজার-দামের সমানুপাতিক হয়।

খ। চাহিদার ব্যাখ্যার পর্যায়বাচক বা মাত্রাবাচক তত্ত্ব

মাত্রাবাচক তত্ত্ব অনুসারে ভোক্তার ভারসাম্য

মাত্রাবাচক নিরপেক্ষতা তত্ত্বের দাবি হইল যে ইহা পরিমাণবাচক উপযোগতত্ত্ব হইতে উন্নততর। কিন্তু এই দাবি সত্ত্বেও এই তত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, রবার্টসন (D. H. Robertson) উক্তি করিয়াছেন যে নূতন নামকরণ করা হইলেও মাত্রাবাচক নিরপেক্ষতা তত্ত্বের বিশেষ কোন অভিনবত্ব নাই। অধ্যাপক আর্মষ্ট্রং (Prof. Armstrong) মনে করেন যে মার্শালের প্রান্তিক উপযোগের ধারণার উপরই এই তত্ত্ব ভিত্তিশীল। কারণ, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তন হার (diminishing marginal rate of substitution) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগতত্ত্বেরই নামান্তর। দ্বিতীয়ত, মাত্রাবাচক তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে ভোক্তা বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে পছন্দের পর্যায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। কিন্তু এই অনুমান অবাস্তব দোষে দুষ্ট, কারণ কোন ভোক্তার পক্ষে মনে মনে অসংখ্য দ্রব্যের মধ্যে পছন্দের পর্যায়ে নির্ণয় করা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। তৃতীয়ত, নিরপেক্ষতা-রেখায় সম্পূর্ণ অবাস্তব ও হাস্যকর দ্রব্যসমষ্টিও দেখানো হয়। যেমন, যখন দেখানো হয় যে ১০টি জামা এবং ২ জোড়া জুতার তৃপ্তি ১৫টি জামা এবং শূন্য জুতার তৃপ্তির সমান তখন স্বতই ইহা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইবে যে ভোক্তা ৫ জোড়া অধিক কাপড়ের পরিবর্তে খালি পায়ে রাস্তায় চলিতে রাজী হইয়াছে।[১]

মাত্রাবাচক নিরপেক্ষতা তত্ত্বের সমালোচনা

১. Bober: *Intermediate Price and Income Theory*

যাহা হউক, এই সকল ত্রুটির কথা বলা হইলেও বর্তমানে অধিকাংশ অর্থবিদ্যাবিদই পর্যায়বাচক বা মাত্রাবাচক নিরপেক্ষতা তত্ত্বের সাহায্যে চাহিদার বিশ্লেষণ করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তসার

উপযোগ সম্বন্ধে ধারণার সীমাবদ্ধতার জন্য উপযোগের মাধ্যমে চাহিদার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইতে পারে নাই। এজন্য বর্তমানে পছন্দতত্ত্বের সাহায্যে চাহিদার ব্যাখ্যা করা হয়। এই ব্যাখ্যাকে নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ বলিয়া অভিহিত করা হয়। উপযোগের মাধ্যমে ব্যাখ্যাকে বলা হয় চাহিদার পরিমাণবাচক তত্ত্ব এবং নিরপেক্ষতা-রেখার মাধ্যমে বিশ্লেষণকে বলা হয় চাহিদার পর্যায়বাচক বা মাত্রাবাচক তত্ত্ব। অনেকের মতে, নূতন তত্ত্বটিতে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই- উহা পুরাতন তত্ত্বটির উপরই নির্ভরশীল।

অনুশীলনী

1. How does a consumer distribute a given amount of money in purchasing two commodities, the prices of which are given ?

[দুইটি জিনিসের দাম দেওয়া থাকিলে কোন ভোক্তা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কিভাবে ঐ দুইটি দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে দেখাও।]

[ইংগিত: ভোক্তা তাহার নির্দিষ্ট ব্যয়কে এমনভাবে বণ্টনের প্রচেষ্টা করে যেন তাহার পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হয়। প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব অনুসারে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যদ্বয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান সমান হইলেই ইহা সম্ভব হয়। সুতরাং ভোক্তা ঐ প্রচেষ্টাই করে। পছন্দতত্ত্ব অনুসারে ভোক্তার ভোগ-সম্ভাবনা রেখা বা মূল্য-রেখা যেখানে কোন নিরপেক্ষতা-রেখাকে স্পর্শ করে সেখান হইতে উল্লম্ব ও অনুভূমিক অক্ষে দুইটি লম্ব টানিলেই ক্রয়ের পরিমাণ পাওয়া যায়। ... এবং ১৫০-৫৩ অথবা ১৬২-৬৬ পৃষ্ঠা]

2. Show how a rational consumer allocates his income among different items of consumption.

[কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ভোক্তা কিভাবে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ে তাহার আয়কে বণ্টন করে দেখাও।]

(পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর)

3. Explain the effects of (*a*) a change in price, and (*b*) a change in income on a consumer's demand for a commodity.

[(ক) দামের পরিবর্তন এবং (খ) আয়ের পরিবর্তনের ফলে কোন দ্রব্যের জন্য ভোক্তার চাহিদার কি তারতম্য হয় দেখাও।] (১৬৬-৬৭, ১৬৯-৭০ পৃষ্ঠা)

4. Distinguish between Cardinal and Ordinal theory of demand.

[চাহিদার পরিমাণবাচক ও মাত্রাবাচক তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।] (১৭০-৭২ পৃষ্ঠা)

১৬

যোগান ও উৎপাদন-ব্যয়
(SUPPLY AND COST OF PRODUCTION)

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Supply): চাহিদার ন্যায় স্থিতিস্থাপকতা যোগানেরও বৈশিষ্ট্য। দাম-পরিবর্তনের হার ও যোগানের পরিমাণের পরিবর্তনের হারের মধ্যে সম্পর্ককে বুঝাইবার জন্যই অর্থবিদ্যাবিদগণ 'যোগানের স্থিতিস্থাপকতা' (Elasticity of Supply) কথাটি ব্যবহার করেন। স্থিতিস্থাপকতা দাম-পরিবর্তনে যোগান যে-পরিমাণে সাড়া দেয় তাহাই পরিমাপ করে। অর্থাৎ, দাম-পরিবর্তনের ফলে যে-হারে যোগানের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় তাহাকেই স্থিতিস্থাপকতা বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ

সংক্ষেপে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়:

$$\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{যোগানের পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামে শতকরা পরিবর্তন}}$$ ।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পাঁচ প্রকার অবস্থা: দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে সকল জিনিসের যোগানের পরিমাণের সমান হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। যে-অনুপাতে দাম পরিবর্তিত হয় তাহার তুলনায় যোগানের পরিবর্তনের অনুপাত যদি বেশী হয় তাহা হইলে তাহাকে স্থিতিস্থাপক যোগান (Elastic Supply) বলা হয়। অপরদিকে দাম-পরিবর্তনের অনুপাত অপেক্ষা যোগানের পরিবর্তনের অনুপাত যদি কম হয় তাহা হইলে তাহাতে অস্থিতিস্থাপক যোগান (Inelastic Supply) আখ্যা দেওয়া হয়। চাহিদার মত যোগানের স্থিতিস্থাপকতাকেও মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(ক) পূর্ণাংগ স্থিতিস্থাপক যোগান (Perfectly Elastic Supply): যেক্ষেত্রে দামের অতি সামান্য পরিবর্তনের ফলে যোগান অপরিমেয়ভাবে পরিবর্তিত হয় সেক্ষেত্রে যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক। এই অবস্থায় যোগান-রেখার আকার সরল ও অনুভূমিক (horizontal)।

(খ) অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক যোগান (Relatively Elastic Supply): যেখানে দাম-পরিবর্তনের অনুপাতের তুলনায় যোগানের পরিমাণের পরিবর্তনের অনুপাত অধিক কিন্তু পরিমেয় (finite), সেখানে যোগান অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক। যেমন, দাম শতকরা ১ ভাগ বাড়িবার ফলে যদি যোগানের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগের অধিক হয় তাহা হইলে যোগান অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক।

(গ) যোগানের একক স্থিতিস্থাপকতা (Unit Elasticity of Supply): দাম-পরিবর্তনের ফলে যদি সমহারে যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন হয় তাহা হইলে যোগান একক স্থিতিস্থাপক হইবে।

(ঘ) অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক যোগান (Relatively Inelastic Supply) : যেক্ষেত্রে দাম-পরিবর্তনের হারের তুলনায় যোগানের পরিমাণের পরিবর্তনের হার কম হয় সেক্ষেত্রে যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক। যেমন, দামের শতকরা ১ ভাগ পরিবর্তনের ফলে যদি যোগানের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগের কম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ঐ যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক।

(ঙ) পূর্ণাংগ অস্থিতিস্থাপক যোগান (Perfectly Inelastic Supply) : যেক্ষেত্রে দাম-পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণের কোনপ্রকার পরিবর্তন হয় না সেক্ষেত্রে যোগানকে পূর্ণাংগ অস্থিতিস্থাপক যোগান বলা হয়। অর্থাৎ, দাম যাহাই হউক না কেন যোগানের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। এ-অবস্থায় যোগান-রেখার আকার উল্লম্ব ও সরল হয়।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : যোগানের স্থিতিস্থাপকতা একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদন-ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বিশেষ মাত্রায় বৃদ্ধি পায়—অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বিশেষভাবে কার্য করে—সেক্ষেত্রে দাম সামান্য বাড়িলে যোগান তেমন বৃদ্ধি পায় না, কারণ উৎপাদক ঐ দামে ব্যয়-সংকুলান করিতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়। আবার যেখানে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি কার্য করে সেখানে সামান্য দাম বাড়িলে যোগানের পরিমাণ বিশেষ মাত্রায় বাড়িয়া যায়। কারণ, উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়।

১। উৎপন্নের হার

শাকসবজি দুধ প্রভৃতির ন্যায় যে-সকল দ্রব্য ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল তাহাদের যোগান স্বল্পকালীন বাজারে অস্থিতিস্থাপক হয়। দাম কম হইলেও এগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়, কারণ তাহা না হইলে এই সকল দ্রব্য নষ্ট হইয়া যাইবে।

২। দ্রব্যের স্থায়িত্ব

উৎপাদকের বিকল্প পন্থা অবলম্বনের সুযোগসুবিধা যত বেশী থাকিবে যোগান তত বেশী স্থিতিস্থাপকতাবিশিষ্ট হইবে। বিভিন্ন বাজারে কোন দ্রব্যের বিক্রয়ের সুবিধা থাকিলে এক বাজারে দাম হ্রাস পাইলে উৎপাদক অন্যান্য বাজারে ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিবে। ফলে যে-বাজারে দ্রব্যটির দাম কমিয়াছে সে-বাজারে যোগান দ্রুত হ্রাস পাইবে। আবার যদি কোন উৎপাদক একাধিক দ্রব্য উৎপাদন করিতে থাকে এবং যদি একদিকের উৎপাদন হইতে অন্যদিকের উৎপাদনে সহজে সরিয়া যাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলেও ঐ সকল দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে। কারণ, কোন দ্রব্যের দাম কমিয়া গেলে উৎপাদক ঐ দ্রব্যের উৎপাদন ছাড়িয়া অন্য দ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত হইবে।

৩। উৎপাদকের বিকল্প পন্থা অবলম্বনের সুযোগসুবিধা

ইহা ছাড়া যদি কোন শিল্পের শ্রমিকদের অন্যান্য শিল্পে নিয়োগের এবং উহার মালমসলা অন্যান্য বাজারে বিক্রয়ের সুযোগসুবিধা থাকে তাহা হইলে ঐ শিল্পজাত দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে। নির্দিষ্ট শিল্পের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকে অন্যান্য জিনিস উৎপাদনের উপযোগী করিয়া তোলা সহজ হইলেও যোগান স্থিতিস্থাপক

৪। উৎপাদনের উপাদানের অন্যান্য শিল্পে নিয়োগের সুযোগসুবিধা

হইবে। কারণ, ঐ শিল্পজাত দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে উহার উৎপাদন ছাড়িয়া অন্যান্য জিনিসের উৎপাদনে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকে নিয়োজিত করা হইবে।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর সময়ের প্রভাব: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বিচারে সময়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন থাকিতে হইবে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর সময়ের প্রভাব অধিক। স্বল্প সময়ের মধ্যে যোগানের খুব বেশী পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু সময় যত দীর্ঘ হইতে থাকে মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণের জন্য উৎপাদকরা ততই কলকারখানায় আয়তনবৃদ্ধি ও নূতন উৎপাদকরা কলকারখানা পত্তন করিয়া যোগান বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। অধিকাংশ দ্রব্যেব ক্ষেত্রেই দীর্ঘকালীন যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত অধিক।

স্থিতিস্থাপকতা ও দাম (Elasticity and Price): দামের স্থায়িত্ব (stability of prices) চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভরশীল। চাহিদা ও যোগান যত বেশী স্থিতিস্থাপক হইবে দামে তত বেশী স্থায়িত্ব আসিবে।[১] প্রথমে চাহিদার দিক হইতে বিষয়টির আলোচনা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, কমলালেবুর যোগান বৃদ্ধি পাইল। কমলালেবুর চাহিদা স্থিতিস্থাপক বলিয়া ঐ বেশী লেবু বিক্রয় করিবার জন্য দাম বিশেষ হ্রাস করিতে হইবে না। ফলে দামে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিবে না। অপরদিকে চাউলের যোগান অধিক হইলে দাম বেশ কিছুটা হ্রাস পাইবে, কারণ চাউলের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

চাহিদা ও যোগানেব স্থিতিস্থাপকতা দামে স্থায়িত্ব আনয়ন কবে

যোগানের দিক হইতে বিষয়টি আলোচনা করিবার জন্য শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে তুলনা করা যাইতে পারে। শিল্পজাত দ্রব্যের যোগান অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক বলিয়া চাহিদার পরিবর্তনের সংগে সংগে যোগানের পরিবর্তন করা সহজসাধ্য হয়। ইহার ফলে দামে বিশেষ তারতম্য ঘটে না। অপরপক্ষে কৃষিজাত দ্রব্যের যোগান অস্থিতিস্থাপক বলিয়া চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির ফলে দামেও বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে দেখা যায়।

উৎপাদন-ব্যয়ের ধারণা (Concept of Cost of Production): যোগানের পশ্চাতে কার্য করে উৎপাদন-ব্যয়। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান কতটা উৎপাদন করিবে এবং বাজারে দাম কি হইবে তাহা একদিকে যেমন চাহিদার দ্বারা নিরূপিত হয়, অপরদিকে তেমনি আবার নির্ধারিত হয় উৎপাদকের উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা। প্রত্যেক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল মুনাফাকে সর্বাধিক করা। বিক্রয়লব্ধ আয় ও উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্যই হইল মুনাফা। সুতরাং উৎপাদক উৎপাদন-ব্যয়কে যথাসম্ভব কম রাখিয়াই উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে।

যোগানের পশ্চাতে কায করে উৎপাদন-ব্যয়

১. "Elasticity, whether of demand or of supply, makes for stability of prices." Cairncross

এখন প্রশ্ন, উৎপাদন-ব্যয় বলিতে কি বুঝায়? অর্থবিদ্যায় উৎপাদন-ব্যয় সম্বন্ধে ধারণা মোটামুটি দুই প্রকার : (ক) আর্থিক উৎপাদন-ব্যয় (Money Cost of Production), এবং (খ) সুযোগ-ব্যয় বা বিকল্প ব্যয় (Opportunity Cost or Alternative Cost)।

ক। আর্থিক উৎপাদন-ব্যয় (Money Cost of Production) : যখন উৎপাদক কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে চাহে তখন তাহাকে উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপাদান নিয়োগ করিতে হয়। এই সকল খাতে উৎপাদককে যে-অর্থব্যয় করিতে হয় তাহাই উৎপাদন-ব্যযের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যন্ত্রপাতি কলকব্জা প্রভৃতি স্থায়ী মূলধন-দ্রব্য ক্রয় করিতে যে-খরচ হয় তাহার সমস্তটাই চলতি বৎসরের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয় না, কারণ ঐ যন্ত্রপাতি একাধিক বৎসর ধরিয়া উৎপাদনে সাহায্য করিয়া থাকে। যে-কয় বৎসর ধরিয়া ঐ স্থায়ী মূলধন-দ্রব্য কাজ দিবে সেই কয় বৎসরের মধ্যে উহার ব্যয়কে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। যেমন, কোন কারখানায় একটি যন্ত্রের দাম যদি ২০ হাজার টাকা হয় এবং উহার দ্বারা যদি ১০ বৎসর পর্যন্ত কাজ করা চলে তাহা হইলে প্রতি বৎসর ঐ স্থায়ী মূলধন বাবদ খরচ ২ হাজার টাকা বলিয়া ধরিতে হইবে। অর্থাৎ, প্রতি বৎসর উৎপাদনের জন্য স্থায়ী মূলধন-দ্রব্যের যে-ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহার দাম হইল ২ হাজার টাকা এবং স্বাভাবিকভাবেই ঐ ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয়কে বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহার উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্থায়ী মূলধনের অবচয় বাবদ এই ব্যয়কে অবচয়-ব্যয় (depreciation charges) বলা হয় এবং ইহার জন্য বৎসরে যে-টাকা জমা রাখা হয় তাহাকে অবপূর্তি জমা (depreciation allowance) বলা হয়।

আর্থিক উৎপাদন-ব্যয়ের হিসাব

উৎপাদক বা উদ্যোক্তার স্বাভাবিক মুনাফাকেও উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। কারণ, কোন ব্যবসায়ে স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিতে না পারিলে উৎপাদক বেশীদিন উহাতে টিকিয়া থাকিবে না। স্বাভাবিক মুনাফা বলিতে উৎপাদকের সেই আয়কে বুঝায় যাহা সে অন্যত্র উপার্জন করিতে পারে।

স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত

অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের মালিক নিজের জমি, মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদান ব্যবসায়ে নিযোগ করিতে পারে এবং নিজেই ব্যবসায়ের দৈনন্দিন পরিচালনা কার্য সম্পাদন করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় তাহার জমি বাবদ যে-খাজনা হইতে পারে, মূলধন বাবদ যে-সুদ হইতে পারে এবং পরিচালনা কার্য বাবদ যে-মাহিনা হইতে পারে তাহা উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে যে-সকল উপাদান নিয়োগ করিতে হয় তাহাদের দরুন ব্যয়ের সমষ্টিকেই উৎপাদন-ব্যয় বলা যায়। ইহাকে আর্থিক উৎপাদন-ব্যয় বা ব্যক্তিগত উৎপাদন-ব্যয় (Money Cost of Production or Private Cost of Production) বলা হয়। ইহার

অন্তর্ভুক্ত হইল : (১) শ্রমিক এবং কর্মচারীদের মজুরি ও বেতন, (২) কাঁচামালের দাম, (৩) মূলধনের সুদ, (৪) জমিবাড়ীর খাজনা, (৫) স্থায়ী মূলধন-দ্রব্যের অবচয়পূর্তি বাবদ ব্যয়, (৬) স্বাভাবিক মুনাফা, (৭) বিক্রয়করণ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত ব্যয়, এবং (৮) করপ্রদানের জন্য ব্যয় প্রভৃতি।

খ। সুযোগ-ব্যয় (Opportunity Cost): অর্থবিদ্যায় সুযোগ-ব্যয়ের ধারণাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুযোগ-ব্যয়কে বিকল্প ব্যয়ও (alternative cost) বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় হইল অন্য ক্ষেত্রে ঐ সকল উপাদান সর্বাপেক্ষা অধিক যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ তাহাই। সমাজের উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। যখন উহা এক ক্ষেত্রে উৎপাদনে নিযুক্ত হয় তখন অন্য ক্ষেত্রে উহার দ্বারা যাহা উৎপাদন করা হইত তাহা সম্ভব হয় না। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারিত তাহাই হইল প্রথম ক্ষেত্রের উৎপাদন-ব্যয়। ধরা যাউক, কোন কৃষক তাহার নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে ৫০ কুইন্টাল ধান বা ১০০ কুইন্টাল ইক্ষু জন্মাইতে পারে। এখন কৃষক যদি ধান উৎপাদন না করিয়া ইক্ষু উৎপাদন করে তাহা হইলে ১০০ কুইন্টাল ইক্ষুর উৎপাদন-ব্যয় হইবে ৫০ কুইন্টাল ধান। দেশে যদি উৎপাদনের সকল উপাদানের পূর্ণ নিয়োগাবস্থা বর্তমান থাকে তাহা হইলে ১০০ কুইন্টাল অতিরিক্ত ইক্ষু উৎপাদন করিতে হইলে ৫০ কুইন্টাল ধানের উৎপাদন পরিহার করিতে হইবে, আর ৫০ কুইন্টাল অতিরিক্ত ধান উৎপাদন করিতে হইলে ১০০ কুইন্টাল ইক্ষুর উৎপাদন ছাড়িয়া দিতে হইবে।

সংজ্ঞা ও উদাহরণ

আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক কাজকর্ম টাকাকড়ির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সুতরাং সুযোগ-ব্যয়ের নীতিকে ব্যাখ্যা করা হয় টাকাকড়ির মাধ্যমে। এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে সুযোগ-ব্যয়ের সংজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়ায়: অন্যান্য বিকল্প ক্ষেত্রের উৎপাদনকার্য ছাড়িয়া নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানসমূহকে নিয়োগ বা আকর্ষণ করিতে হইলে যে-পরিমাণ অর্থমূল্য দিতে হয় তাহাই হইল ঐ দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়। যখন উৎপাদনের উপাদানের একাধিক ক্ষেত্রে নিয়োগের সুযোগ থাকে তখন উহাকে কোন ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইলে উহা অন্য ক্ষেত্রে যে-সর্বাধিক আয় অর্জন করিতে পারে তাহা উহাকে দিতে হইবে; তাহা না দিলে উহা অন্য যেক্ষেত্রে অধিক আয় করিতে পারে সেখানে চলিয়া যাইবে। যেমন, পাটকল শিল্পে কোন শ্রমিককে রাখিতে হইলে কাপড়ের কলে সে যাহা পাইতে পারে তাহা দিতে হইবে, কোন ব্যবসায়ের জন্য মূলধন ঋণ করিতে হইলে অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলধনের যে-সুদ দেওয়া হয় তাহাই দিতে হইবে। কৃষিজমির বেলায় একপ্রকার ফসল তুলিবার জন্য যে-দাম দেওয়া হয় অন্য প্রকার ফসল তুলিবার জন্য ব্যবহার করিতে হইলে ঐ দাম দিতে হইবে। উদ্যোক্তার মূল্যও অনুরূপভাবে নির্ধারিত হয়। কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত উদ্যোক্তা অন্যান্য বেতনভুক

টাকাকড়ির দিক দিয়া সুযোগ-ব্যয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

বিকল্প নিয়োগে উৎপাদনের উপাদানের যে-মূল্য হয় তাহাই সুযোগ-ব্যয়

পরিচালক হিসাবে যাহা পাইতে পারে তাহা না পাইলে সে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। মোটকথা, বিকল্প শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের উপাদানসমূহের যে-মূল্য হয় তাহাই কোন নির্দিষ্ট শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে উহাদের নিয়োগের জন্য দিতে হয় এবং এই ব্যয়ই ঐ শিল্পের বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়।

স্বল্পমেয়াদী উৎপাদন-ব্যয় (Short-run Cost) : বাজারের যোগান নির্ভর করে বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (Firm) স্বতন্ত্র যোগানের উপর। সুতরাং উৎপাদন-ব্যয় বলিতে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানেরই উৎপাদন-ব্যয় বুঝায়—শিল্পের (Industry) উৎপাদন-ব্যয় বলিয়া কোন কিছু হইতে পারে না। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণের তারতম্যের জন্য উৎপাদন-ব্যয়ের হারে তারতম্য ঘটে। প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন দুই ভাবে করিতে পারে। প্রথমত, প্রতিষ্ঠান তাহার আয়তন পরিবর্তিত (variation in scale of plant) করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারে, অথবা প্রতিষ্ঠান তাহার আয়তন স্থির রাখিয়া (অর্থাৎ, কারখানার যন্ত্রপাতি প্রভৃতির পরিমাণ স্থির রাখিয়া) উহার ব্যবহারের পরিবর্তনের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত করিতে পারে। উভয় প্রকারের পরিবর্তন এককালীন উৎপাদন-ব্যয়কে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, কিন্তু উহাদের প্রভাব একই প্রকারের নাও হইতে পারে। উৎপাদন-ব্যয়ের আলোচনায় এই দুই প্রকারের পরিবর্তনকে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে।

উৎপাদন-ব্যয় বলিতে প্রতিষ্ঠানেরই উৎপাদন-ব্যয় বুঝায়

এই দুই প্রকারের পরিবর্তন আবার সময়ের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। সময় স্বল্প হইলে প্রতিষ্ঠানের আয়তন—অর্থাৎ কলকারখানা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থায়ী সাজসরঞ্জাম—পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। অতএব, স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন করিতে হইলে অবস্থিত আয়তনের মধ্যে থাকিয়া শ্রম কাঁচামাল প্রভৃতির পরিমাণের পরিবর্তন করিতে হয়। সময় দীর্ঘ হইলে প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিবর্তিত করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। সুতরাং উৎপাদন-ব্যয়কে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা হয়। এখন প্রথমে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী উৎপাদন-ব্যয়ের আলোচনা করা হইতেছে।

ক। স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় (Fixed Costs and Variable Costs) : স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের কতকগুলি উপাদানের—যেমন, স্থায়ী কলকারখানা যন্ত্রপাতি ইত্যাদির পরিবর্তনসাধন সম্ভব হয় না। অবশ্য অন্যান্য উপাদানের—যথা, শ্রম কাঁচামাল ইত্যাদির হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে আমরা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়কে 'স্থির ব্যয়' ও 'পরিবর্তনশীল ব্যয়' এই দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। যে-সকল ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণের সহিত সম্পর্কচ্যুত—উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে যে-ব্যয় পরিবর্তিত হয় না, স্থিরই থাকিয়া

স্থির ব্যয় কাহাকে বলে

যায়—তাহাকে স্থির ব্যয় বলা হয়।[১] ইহা পরিপূরক ব্যয় (supplementary costs) বা উপরিস্থ ব্যয় (overhead costs) নামেও পরিচিত। সাধারণত খাজনা, দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের (executives) বেতন এবং অবপূর্তি বাবদ খরচ ইত্যাদি ব্যয়কে স্থির ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উৎপাদন কম হউক বা বেশী হউক বা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকুক, ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকিতে হইলে প্রতিষ্ঠানকে এই সকল স্থায়ী ব্যয় বহন করিতেই হইবে।

পরিবর্তনশীল ব্যয় কাহাকে বলে

আর পরিবর্তনশীল ব্যয় হইল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সেই সকল ব্যয় যাহা উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে পরিবর্তিত হয়। উৎপাদন সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিলে প্রতিষ্ঠানকে এই ব্যয় মোটেই বহন করিতে হয় না।[২] যেমন, উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে অধিক পরিমাণে কাঁচামাল শ্রম প্রভৃতি নিয়োগ করিতে হয় এবং উৎপাদন বন্ধ রাখিলে ঐ ব্যয় সম্পূর্ণ পরিহার করা যাইতে পারে। মজুরি, কাঁচামাল, জ্বালানি ও বৈদ্যুতিক শক্তি, পরিবহণ প্রভৃতি সংক্রান্ত ব্যয় এই পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। পরিবর্তনশীল ব্যয়কে প্রাথমিক ব্যয় (prime costs) বলিয়াও অভিহিত করা হয়।

পরিবর্তনশীল ব্যয়কে প্রাথমিক ব্যয়ও বলা হয়

মনে রাখিতে হইবে যে স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য স্বল্পকালীন মাত্র, কারণ দীর্ঘকালে সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল। দীর্ঘকালে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য স্থায়ী মূলধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নিঃশেষ হইয়া যায় বা অকেজো হওয়ায় বাতিল হইয়া যায়; শিল্প-সংগঠক প্রয়োজনমত নূতন যন্ত্রপাতি বসাইতে ও কারখানার আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে; উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সংখ্যা পরিবর্তন করিতে পারে; এক শিল্প ছাড়িয়া অন্য শিল্পে চলিয়া যাইতে পারে।

স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য স্বল্পকালীন মাত্র

এমনকি স্বল্পকালীন অবস্থাতেও স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট নহে। কোন বিশেষ ব্যয় 'স্থির ব্যয়' না 'পরিবর্তনশীল ব্যয়ে'র মধ্যে পড়িবে তাহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসৃত নীতির উপর। যেমন, স্বল্পদিনের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন করিতে যাইয়া কোন প্রতিষ্ঠান যদি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সংখ্যা পরিবর্তন করে তাহা হইলে উহাদের মাহিনা পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যেই ধরিতে হইবে। আবার যদি কোন প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু সময়ের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করে (যথা, তিন-চারি বৎসরের জন্য যদি শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়) এবং কাজ থাকুক বা না-থাকুক তাহাদের চাকরিতে বহাল রাখে,

এই পার্থক্য আবার অনুসৃত উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল

১. "The fixed costs of a firm are those costs that do not vary with the size of its output." Benham

২. "By definition, variable costs are zero when no output is being produced. But they change with quantity." Samuelson

তাহা হইলে ঐ মজুরি স্থির ব্যয়ের মধ্যেই ধরিতে হইবে। যাহা হউক, স্বল্পকালীন অবস্থার আলোচনায় স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে ইহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে যে মাত্র দীর্ঘকালীন অবস্থাতেই স্থির ব্যয় প্রকৃত ব্যয় হইয়া দাঁড়ায়।[১]

স্থির ব্যয় দীর্ঘকালীন অবস্থাতেই প্রকৃত ব্যয় হইয়া দাঁড়ায়

স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন কম হউক আর বেশী হউক অথবা উৎপাদন একেবারে না-হউক, উৎপাদককে স্থির ব্যয় বহন করিতেই হয়, ইহা হইতে তাহার কোন অব্যাহতি নাই। এখন স্বল্প-কালীন অবস্থায় যদি বাজারে মন্দা দেখা দেয় এবং দ্রব্যের দাম পড়িয়া যায় তবে উৎপাদক তাহার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মোট উৎপাদন-ব্যয় উঠাইতে নাও সমর্থ হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় উৎপাদক উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে কি না? ইহার উত্তরে বলা যায়, উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিলেও তাহাকে স্থির ব্যয় বহন করিতে হইবে। সুতরাং স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়ারও লোকসান আছে এবং এই লোকসানের পরিমাণ হইল স্থির ব্যয়ের পরিমাণ। এক্ষেত্রে উৎপাদক যদি উৎপাদন চালাইয়া পরিবর্তনশীল ব্যয়ের কিছু অধিক অর্থ বিক্রয় হইতে উঠাইতে পারে তাহা হইলে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়ার লোকসান অপেক্ষা কম লোকসান হইবে। কারণ, উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটাইয়াও কিছু অর্থ তাহার অতিরিক্ত থাকিবে এবং উহার সাহায্যে কিছুটা অংশ স্থির ব্যয় মিটানো সম্ভব হইবে। সুতরাং যে-পর্যন্ত পরিবর্তনশীল ব্যয় উসুল করিবার মত দাম পাওয়া যায় সে-পর্যন্ত উৎপাদক ভবিষ্যতে ভাল অবস্থার আশায় ক্ষতি স্বীকার করিয়াও উৎপাদন চালাইয়া যায়। তবে বাজার-দাম হইতে যদি পরিবর্তনশীল ব্যয়ও না উঠে তবে উৎপাদন বন্ধ করিলেই কম ক্ষতি হইবে।

অতএব দেখা গেল যে, স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদকগণ পরিবর্তনশীল ব্যয় দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়।[২] কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় বিক্রয় হইতে উৎপাদকের সমগ্র ব্যয় উঠিয়া না আসিলে প্রতিষ্ঠান টিকিয়া থাকিবে না। অন্যভাবে বলা যায়, দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদককে উৎপাদনের স্থির ব্যয় উঠাইতে হইবে, নতুবা সে ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবে। অতএব, স্থির ব্যয় দীর্ঘকালীন অবস্থাতে দামের উপর প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারে না।

পরিবর্তনশীল ব্যয় স্বল্পকালে এবং স্থির ব্যয় দীর্ঘকালে প্রভাব বিস্তার করে

খ। গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় (Average Costs and Marginal Costs) : যেহেতু মোট ব্যয় স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়—এই

১. "... in the long period overhead costs are true costs." Cairncross

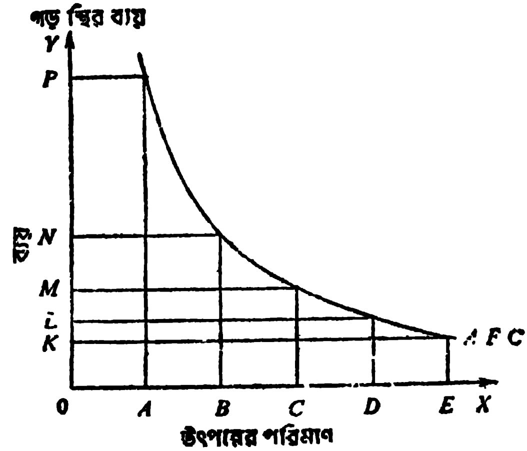
২. "Any rational businessman will disregard his fixed costs entirely in deciding whether to accept some extra business for he knows fixed costs will go on any way ... ." Samuelson

দুই অংশে বিভক্ত সেই হেতু গড় ব্যয় তিন প্রকারের হইতে পারে· (ক) গড় স্থির ব্যয়, (খ) গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং (গ) গড় মোট ব্যয়।

১। গড় স্থির ব্যয় (Average Fixed Costs [*AFC*]) : উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের গড় স্থির ব্যয়—অর্থাৎ প্রতি একক দ্রব্যের স্থির ব্যয় (fixed cost per unit of output)—মোট স্থির ব্যয়কে মোট উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ দিয়া ভাগ দিলেই পাওয়া যাইবে। যেমন, কোন প্রতিষ্ঠানের স্থির ব্যয় যদি ১০০ টাকা এবং উৎপাদনের পরিমাণ ১ একক হয় তবে গড় স্থির ব্যয় হইবে ১০০ টাকা। যখন ঐ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ ১০ একক তখন প্রতি এককের স্থির ব্যয় (১০০ ÷ ১০ =) ১০ টাকা, যখন উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ একক তখন প্রতি এককের স্থির ব্যয় (১০০ ÷ ১০০ =) ১ টাকা। মোট স্থির ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে গড় স্থির ব্যয় বা একক প্রতি স্থির ব্যয় হ্রাস পায়। প্রতিষ্ঠানের গড় স্থির ব্যয়কে আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে নিম্নলিখিতভাবে দেখাইতে পারি :

উৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধির সংগে সংগে গড় স্থির ব্যয় হ্রাস পায়

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে দেখা যায় গড় স্থির ব্যয়-রেখা উপর হইতে নিচের দিকে ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝানো যাইতেছে যে উৎপাদনের পরিমাণ যত বেশী হইতেছে প্রতিষ্ঠানের গড় স্থির ব্যয় তত হ্রাস পাইতেছে। যখন উৎপাদনের পরিমাণ *OA* তখন গড় স্থির ব্যয়ের পরিমাণ *OP*, আর যখন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া হয় *OE* তখন গড় স্থির ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া *OK*-তে দাঁড়াইতেছে।

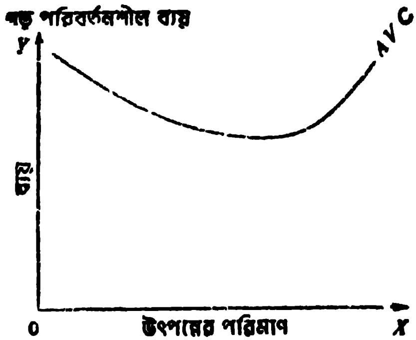


২। গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (Average Variable Costs [*AVC*]) : গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় বা প্রতি একক দ্রব্যের পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রতিষ্ঠানের মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দিয়া ভাগ দিলেই পাওয়া যায়।

এই গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে প্রথম প্রথম উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে উহা হ্রাস পাইতে থাকে এবং একটা স্তরে আসিয়া পৌছাইলে উহা ন্যূনতম হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পর উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইতে থাকিলে উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার কারণ হিসাবে এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে : প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে। যে-পর্যন্ত না ঐ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত

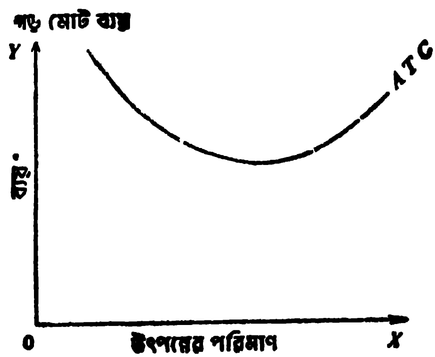
গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রথমে হ্রাস এবং পরে বৃদ্ধি পায়

হইতেছে সেই পর্যন্ত পরিবর্তনশীল উপাদান বাড়াইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইতে থাকিলে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে—অর্থাৎ গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে। অপরদিকে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক উৎপাদন-ক্ষমতাকে ছাড়াইয়া অধিক উৎপাদন করা হইতে থাকিলে পরিচালনা ও স্থানাভাব প্রভৃতি অসুবিধা দেখা দেয় এবং উৎপাদনের হার হ্রাস পায়। অতএব, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় বাড়িতে থাকে। এই গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের রেখাচিত্র টানিলে উহা U-আকৃতি ধারণ করিবে।



৩। গড় মোট ব্যয় (Average Total Costs [*ATC*]) : গড় মোট ব্যয়—অর্থাৎ দ্রব্যের এককপিছু মোট ব্যয় (unit cost)—প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয়কে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণ দিয়া ভাগ দিলেই পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয়ের দুইটি অংশ হইল মোট স্থির ব্যয় এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় যোগ দিয়াও গড় মোট ব্যয় বা প্রতি একক দ্রব্যপিছু ব্যয় পাওয়া যায়। গড় মোট ব্যয়ও উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে হ্রাস পাইতে থাকে। কারণ, গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় উভয়ই প্রথমদিকে উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে হ্রাস পায়, তারপর গড় মোট ব্যয় উৎপাদনের একটা স্তরে আসিয়া ন্যূনতম হইয়া দাঁড়ায় এবং ইহার পর উৎপাদনবৃদ্ধি হইতে থাকিলে ঐ ব্যয় ঊর্ধ্বমুখী হইতে থাকে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ন্যূনতম স্তরে পৌঁছাইয়া ঊর্ধ্বাভিমুখী হইলেও উৎপাদনবৃদ্ধির আরও কিছুটা সময় পর্যন্ত গড় মোট ব্যয় নিম্নমুখী থাকিতে পারে, কারণ গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়বৃদ্ধির হার অপেক্ষা গড় স্থির ব্যয়হ্রাসের হার অধিক হইতে পারে। কিন্তু একটা স্তরে আসিয়া গড় স্থির ব্যয়হ্রাসের হার ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়বৃদ্ধির হার সমান সমান হয়। উৎপাদনের এই স্তরেই গড় মোট ব্যয় ন্যূনতম হয় এবং এই স্তরের উৎপাদনকে প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী কাম্য উৎপাদন (short-run optimum output) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার পর উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া-

ইহাও প্রথমে হ্রাস ও পরে বৃদ্ধি পায়



চলিলে গড় মোট ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যে-কারণে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের তারতম্য হয় সেই কারণই গড় মোট ব্যয়ের তারতম্যের গোড়ায় রহিয়াছে। অর্থাৎ, পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি বা ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিই হইল ইহার মূল কারণ।[১]

কোন প্রতিষ্ঠানের গড় মোট ব্যয়কে রেখাচিত্রের দ্বারা দেখানো হইলে উহা U-আকৃতি ধারণ করিবে। যেমন ১৮২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় রেখাচিত্র।

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Costs) : এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে 'অতিরিক্ত' ব্যয় হয় তাহাই হইল প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়।

প্রান্তিক ব্যয়ের ব্যাখ্যা

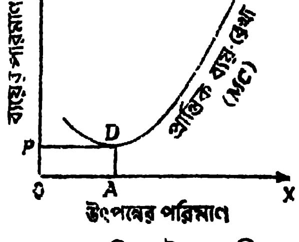
অন্যভাবে বলা যায় যে এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে যাইয়া মোট ব্যয়ের যে-পরিবর্তন হয় তাহাকেই প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলা হয়।[২] যেমন, যদি ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে ১০০ টাকা এবং ১১ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে ১০৮ টাকা পড়ে তাহা হইলে একাদশ এককের বা প্রান্তিক ব্যয় হইল ৮ টাকা। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রান্তিক ব্যয় দ্বারা এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনের ফলে মোট ব্যয়ের পরিবর্তনকেই বুঝায়, গড় মোট ব্যয়ের পরিবর্তনকে বুঝায় না।

প্রান্তিক ব্যয় মাত্র পরিবর্তনশীল ব্যয় লইয়া গঠিত কেন

স্বল্পকালীন অবস্থায় মোট ব্যয় মোট স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় লইয়া গঠিত। যেহেতু স্থির ব্যয় উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে পরিবর্তিত হয় না, এক একক অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের যে-পরিবর্তন হয় তাহাই হইল প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ও স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে কমিতে থাকে এবং পরে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং স্বল্পমেয়াদী প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের রেখাও U-আকৃতি ধারণ করে (নিম্নের রেখাচিত্রটি দেখ)।

প্রান্তিক ব্যয় এবং গড় উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Marginal Cost and Average Cost) :

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্কের সূত্রগুলির ব্যাখ্যা এইভাবে করা যাইতে পারে: (১) যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা কম থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত গড় ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত গড় ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা কম থাকে। (২) অপরপক্ষে যখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় তখন গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব, গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে



১. ৮০-৮১ পৃষ্ঠা দেখ।

২. "Marginal cost represents the *change* in total costs when we produce an extra unit of output." Samuelson

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। (৩) যখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় ব্যয়ের সমান হয় তখন গড় ব্যয় বাড়েও না কমেও না—স্থির থাকে।

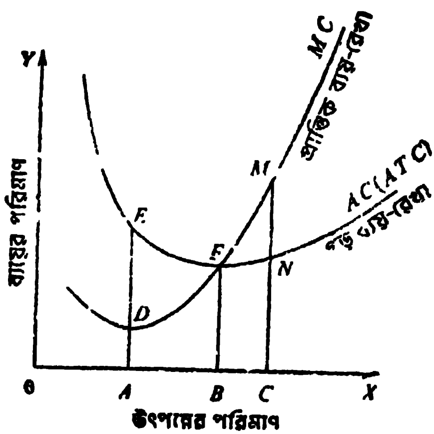
উদাহরণ

অতএব, যখন গড ব্যয় বাড়েও না কমেও না—স্থির থাকে তখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড ব্যয়ের সমান হয়। (৪) এইখানেই গড় ব্যয় ন্যূনতম হইয়া দাঁড়ায়।

একটি উদাহরণের সাহায্যে গড ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে উপরি-বর্ণিত সম্পর্কের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে :

উৎপাদন	মোট ব্যয়	গড ব্যয়	প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়
একক	টাকা	টাকা	টাকা
১	১৬	১৬	১৬
২	২৪	১২	৮
৩	৩০	১০	৬
৪	৩৭	৮ ১/৪	৪
৫	৪০	৮	৩
৬	৪৮	৮	৮
৭	৫৮	৮ ২/৭	১০
৮	৭০	৮ ৩/৪	১২

উপরের হিসাবটি হইতে দেখা যাইতেছে, ৫ম একক দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড ব্যয় অপেক্ষা কম, সুতরাং গড ব্যয ৫ম একক দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে। ৬ষ্ঠ একক দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড ব্যয়ের সমান, অতএব, গড ব্যযের হ্রাসবৃদ্ধি কোনটাই হইতেছে না এবং ন্যূনতম স্তরে আসিয়া দাঁডাইয়াছে। ইহার পর ৭ম একক দ্রব্য উৎপাদন হইতে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড ব্যয় অপেক্ষা অধিক, সুতরাং গড ব্যয় উর্ধ্বমুখী হইয়াছে।



প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড ব্যয়ের মধ্যে উক্ত সম্পর্ক পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রটি হইতেও বুঝা যাইবে।

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্র হইতে দেখা যাইতেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত *OB* পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন না হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা (*MC*) গড় মোট ব্যয়-রেখার (*AC* [*ATC*]) নিম্নে থাকিতেছে। অর্থাৎ, প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড ব্যয় অপেক্ষা কম হইতেছে। যেমন, উৎপন্নের পরিমাণ যখন *OA*, তখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাণ হইল *AD* আর গড় ব্যয়ের পরিমাণ হইল *AE*। এই অবস্থায় গড় ব্যয় হ্রাস পাইবে।

গড ব্যয-রেখার নিম্নগতি ইহাই বুঝাইতেছে। অপরদিকে OB পরিমাণ দ্রব্যের অধিক উৎপাদন হইলে প্রান্তিক ব্যয গড ব্যযের অধিক হয। যেমন, OC পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যযের পরিমাণ হইবে CM আর গড মোট ব্যযের পরিমাণ হইবে CN। এই অবস্থায গড ব্যয উর্ধ্বমুখী হইবে। উর্ধ্বমুখী গড ব্যয-রেখা ইহারই ই'গিত দিতেছে। পরিশেষে, যখন উৎপন্নের পরিমাণ OB তখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয ও গড ব্যয় উভযেরই পরিমাণ PF-এর সমান। এই স্তরেই গড ব্যয ন্যূনতম এব' প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয-রেখা গড ব্যয-রেখাকে F বিন্দুতে ছেদ করিযা উপরে উঠিযা গিযাছে।

পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি এবং স্বল্পকালীন উৎপাদন-ব্যয় (Law of Variable Proportions and Short-run Costs) : দেখা গেল, স্বল্পকালীন অবস্থায উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের গড ব্যয (average cost) ও প্রান্তিক ব্যয (marginal cost) উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে হ্রাস এব পরে বৃদ্ধি পায। গড ও প্রান্তিক ব্যয প্রথমদিকে হ্রাস পায গড স্থির ব্যয (AFC) উৎপাদনবৃদ্ধির স গে স গে হ্রাস পায বলিযা। উৎপাদনের পরিমাণ যত অধিক হয ততই স্থির ব্যয অধিক পরিমাণ দ্রব্যের মধ্যে বিভক্ত হইযা যায। পরিচালনা, বিক্রযকরণ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, শ্রমবিভাগ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে ব্যযস ক্ষেপ ঘটে। যেমন, একজন ম্যানেজার কম বা বেশী উৎপাদন পরিচালনা করিতে সমর্থ হইতে পারেন। এক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির স গে তাঁহার মাহিনা বাবদ ব্যয প্রতি একক দ্রব্যপিছু কমিতে থাকিবে। যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটিতে পারে।

উৎপাদন ব্যয প্রথমে হ্রাস

কিন্তু স্বল্পকালীন অবস্থায উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে ক্রমাগত ব্যযস ক্ষেপ হইতে পারে না। একটা স্তরে গড কিংবা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যযের নিম্নগতি শেষ সীমায আসিযা পৌঁছায। এইখানেই উপাদানসমূহ সর্বাধিক দক্ষতার সহিত ব্যবহৃত হয। সর্বাধিক দক্ষতার সহিত ব্যবহৃত হইবার কারণ হইল উপাদানগুলির মধ্যে সঠিক এবং কাম্য অনুপাত। এই কাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ছাডাইযা উৎপাদন বৃদ্ধি করিযা চলিলে উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে অনুপাত আর ঠিক বা সন্তোষজনক থাকে না—স্থাযী উপাদানগুলির তুলনায পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির অনুপাত অত্যধিক হইযা পডে। ফলে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি না পাইযা হ্রাস পাইতে থাকে। যেমন, কোন কারখানায ৫০০ শ্রমিক ভালভাবে কাজ করিতে পারে, কিন্তু যদি ঐ কারখানায ৬০০ বা ৭০০ শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে স্থানাভাব দেখা দিবে এবং ফলে উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটিবে। স্থির যন্ত্রপাতিতে যত লোক ভালভাবে কাজ করিতে পারে তাহার অধিক হওয়ায় উৎপাদন ভালভাবে হইতে পারিবে না, তদারককার্যেও শিথিলতা দেখা দিবে। সুতরাং কাম্য স্তরের পরে উৎপাদনবৃদ্ধি হইলে উৎপাদনের হার কম হইবে।

এব' পরে বৃদ্ধি পাইবার কারণ

পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধির সংজ্ঞা : অর্থবিদ্যায় উৎপাদনের এই সূত্র পরিবর্তনশীল অনুপাতের বিধি (Law of Variable Proportions) বা উৎপাদনের উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns to the Factor of Production) নামে পরিচিত। ইতিপূর্বেই আমরা এই বিধির আলোচনা করিয়াছি (৮০-৮১ পৃষ্ঠা)।[১] স্বল্পমেয়াদী উৎপাদন-ব্যয়ের আলোচনা প্রসংগেও ইহার কিছুটা পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। সূত্রটির সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে : উৎপাদনের অন্য সকল উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি কোন একটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত পবিবর্তনশীল উপাদানের গড় উৎপাদন এবং প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই হ্রাস পায়।

বিধিটির ব্যাখ্যা : প্রথম প্রথম অবশ্য পরিবর্তনশীল উপাদানটির পরিমাণবৃদ্ধির ফলে উপাদানগুলির মধ্যে অনুপাত কাম্য সমন্বয়ের (optimum combination) দিকে অগ্রসর হইলে গড ও প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, ফলে গড ও প্রান্তিক ব্যয়ও ক্রমহ্রাসমান হইবে। এই অবস্থাকে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বা ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অবস্থা বলা হয়। তারপর ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন সুরু হইলে স্বতই ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের দিকে ঝোঁক দেখা দিবে। অবশ্য ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের ক্রিয়া সুরু করার কিছু পর হইতে (মোট) গড ব্যয় (*ATC* বা *AC*) ক্রমবর্ধমান হইতে পারে। ইহার কারণ, গড পরিবর্তনশীল ব্যয়ের (*AVC*) বৃদ্ধির হার অপেক্ষা গড স্থির ব্যয়ের (*AFC*) হ্রাসেব পরিমাণ অধিক হইতে পাবে। কিন্তু পরে গড পরিবর্তনশীল ব্যয়বৃদ্ধির হার গড স্থিব ব্যয়ের হারকে অতিক্রম করিয়া যায় এবং গড (মোট) ব্যয় ক্রমবর্ধমান হইতে থাকে।

দেখা যাইতেছে, স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ও গড উৎপাদন-ব্যয় প্রথমে কমে ও পরে বাড়ে এবং গড ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা U-আকৃতির হয়। কারণ, স্বল্পকালীন অবস্থায় মূলধন-দ্রব্য, সংগঠন প্রভৃতি কতকগুলি উপাদান স্থির থাকে। এই স্থির উপাদানের সহিত পরিবর্তনশীল উপাদান যখন অধিক মাত্রায় জুডিয়া দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইতে থাকে তখন প্রথমদিকে গড ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় কমিতে এবং পরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের তারতম্যের কারণের সংক্ষিপ্তসার

দীর্ঘকালীন উৎপাদন-ব্যয় (Long-run Costs) : দীর্ঘকাল বলিতে বুঝায় এমন একটা সময় যাহার মধ্যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান আয়তন ও সংগঠন পরিবর্তন করিয়া পরিবর্তিত অবস্থার সংগে সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, দীর্ঘকালীন অবস্থায় সংগঠক প্রতিষ্ঠানের আয়তন, যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম ঘরবাড়ী ইত্যাদি সকল উপাদানই পরিবর্তিত

দীর্ঘকালের সংজ্ঞা

১. অনেক লেখক ইহাকে অ-সমানুপাতিক উৎপন্নের বিধি (Law of Non-proportional Outputs or Returns) বলিয়া অভিহিত করেন।

করিতে পারে। সুতরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল, স্থির ব্যয় বলিয়া কিছু নাই।

এখন প্রশ্ন, দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির সহিত গড় ব্যয়ের গতি এবং দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখার আকৃতি ঠিক কি ধরনের হইবে? বলা হয় যে সাধারণত দীর্ঘকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখাও U-আকৃতির হইবে। তবে উহা স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখার মত সোজা আকৃতির না হইয়া অধিকতর চেপ্টা বা বিস্তৃত আকৃতির হইবে। কারণ, স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়ের মত দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা U-আকৃতি ধারণ করার তাৎপর্য সুস্পষ্ট। উৎপাদক যখন শিল্পের আয়তন প্রসার করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে থাকে তখন প্রথমদিকে গড় ব্যয় কমিতে কমিতে ন্যূনতম স্তরে গিয়া পৌছায় এবং কিছুটা সময় স্থির (constant) থাকে। পরে আবার উহা বাড়িতে সুরু করে।

দীর্ঘকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখার আকৃতি ও ইহার কারণ

বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদক যাহাতে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যথাসম্ভব কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারে তাহার জন্য প্রতিষ্ঠানের এক আয়তন ছাড়িয়া অন্য আয়তনে চলিয়া যায়—অর্থাৎ উৎপাদনের আয়তন পরিবর্তন করে। নির্দিষ্ট মুহূর্তে সে শিল্পের নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থাকিয়া উৎপাদন করিতে থাকে এবং এই নির্দিষ্ট আয়তনের গড় ব্যয়-রেখা হইল স্বল্পকালীন গড় ব্যয়-রেখা। চাহিদা পরিবর্তনের জন্য উৎপাদন পরিবর্তন করিতে যাইয়া যখন সে দেখে যে অন্য এক আয়তনে উৎপাদন করিলে গড় মোট ব্যয় কম হইবে তখন সে পূর্বের আয়তন পরিবর্তন করিয়া আবার নূতন আয়তনে উৎপাদন করে। এই আয়তনের মোট গড় ব্যয়-রেখাও স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখা। এইভাবে একাধিক আয়তন ও স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখা হইতে সরিয়া সরিয়া উৎপাদক দীর্ঘকালীন উৎপাদন সম্পাদন করে। এই সকল স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখা হইতেই দীর্ঘকালীন ব্যয়-রেখা টানা হয়। কারণ, দীর্ঘকালীন অবস্থায় দেখানো হয় যে বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের যথাসম্ভব কম উৎপাদন-ব্যয় কি। সুতরাং প্রত্যেক স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখার যে-বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য অন্যান্য আয়তনের গড় মোট ব্যয় অপেক্ষা কম ব্যয়ে উৎপাদন করা যায় সেই সকল বিন্দুকে তলার দিক হইতে স্পর্শ করাইয়া রেখা টানিলেই দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা (Long-run Average Cost Curve) পাওয়া যায়।

দীর্ঘকালীন অবস্থায় ব্যয়হ্রাসের জন্য উৎপাদনের আয়তন পরিবর্তন করা হয়

এই আয়তনের পরিবর্তন হইতে ন্যূনতম গড় ব্যয় নির্ধারণ করা হয়

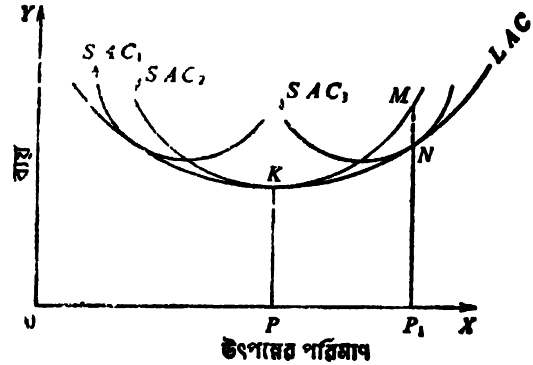
উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখাচিত্র নিম্নলিখিত-ভাবে দেখাইতে পারা যায়:

পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে *LAC* রেখাটি হইল দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা। এই রেখাটি প্রথমে নিম্নগামী হইয়া *K* বিন্দুতে সর্বনিম্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা দেখানো

হইতেছে যে, উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ে গড় ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। যখন OP পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে তখন গড় ব্যয় ন্যূনতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরের দিকে আবার LAC রেখা উপরে উঠিয়া গিয়াছে—অর্থাৎ গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। SAC_1, SAC_2 ও SAC_3 এই তিনটি রেখা তিনটি আয়তনের স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখা।

দীর্ঘকালীন গড ব্যয়-রেখা

দীর্ঘকালীন গড ব্যয়-রেখা LAC স্বল্পকালীন গড মোট ব্যয়-রেখা তিনটিকে—SAC_1, SAC_2 ও SAC_3—তলা হইতে স্পর্শ করিয়া উঠিয়াছে এবং ইহার আকৃতি স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখা অপেক্ষা বিস্তৃত বা চেপ্টা। যে-বিন্দুতে দীর্ঘকালীন গড ব্যয়-রেখা কোন স্বল্পকালীন গড মোট ব্যয়-রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে সেই বিন্দুতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের গড ব্যয়



অন্য যে-কোন আয়তনে এ পরিমাণ দ্রব্যের গড মোট ব্যয় অপেক্ষা কম। ধরা যাউক, উৎপাদক OP পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে। এখন ধরা যাউক যে, সে OP_1 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে চায়। স্বল্পকালীন অবস্থায় ঐ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে গড ব্যয় হইবে P_1M, কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিবর্তন করিয়া উপরের রেখাচিত্রের তৃতীয় আয়তনে চলিয়া যাইবে বলিয়া ঐ আয়তনে OP_1-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে গড ব্যয় হইবে P_1N।

প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখাও উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে নিম্নগামী হয় এবং পরে উর্ধ্বগামী হইয়া দীর্ঘকালীন গড ব্যয়-রেখাকে তাহার সর্বনিম্ন স্তরে ছেদ করিয়া উপরে উঠিয়া যায়। দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখা স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখার তুলনায় চেপ্টা ধরনের হয়, কারণ দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম দ্রুত হয়।

প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখা

দীর্ঘকালীন ব্যয়ের তারতম্যের কারণ এবং আয়তনের প্রতিদান (Causes of Long-run Cost Variation and Returns to Scale): আমরা দেখিয়াছি যে স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-ব্যয় পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধির (Law of Variable Proportions) কার্যকারিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বল্পকালে যন্ত্রপাতি ঘরবাড়ী ইত্যাদি কতকগুলি উপাদান স্থায়ী থাকে এবং ইহাদের সহিত যখন অধিক মাত্রায় পরিবর্তনীয় উপাদান

জুড়িয়া উৎপাদনবৃদ্ধি করা হইতে থাকে তখন প্রথমদিকে উৎপন্নের হার ক্রমবর্ধমান গতিতে বাড়িতে থাকে। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যখন অনুপাত সর্বোৎকৃষ্ট বা কাম্য হইয়া দাঁড়ায় তখনই উৎপাদনের উপাদানের উৎপন্নের হার সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। এই কাম্য স্তরের পরে যখন স্থির উপাদানের সহিত অধিক মাত্রায় পরিবর্তনশীল উপাদান জুড়িয়া দেওয়া হইতে থাকে তখন উপাদানপ্রতি উৎপন্নের হার ক্রমহ্রাসমান হয়। এই কারণেই প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখা প্রথমে নিম্নগামী ও পরে ঊর্ধ্বমুখী হয়।

স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-ব্যয়ের তারতম্যের পশ্চাতে কায করে পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি

কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় ধরিয়া লওয়া হয় যে উৎপাদনের সকল উপাদান পরিবর্তন করা এবং বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাত (optimum proportions) বজায় রাখা সম্ভব। যদি তাহাই হয় তবে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন উৎপাদন-ব্যয়ের তারতম্যের কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা হয় যে দীর্ঘকালীন উৎপাদন-ব্যয়ের পিছনে কার্য করে আয়তনের প্রতিদানের বিধি (Laws of Returns to Scale)।

দীর্ঘকালীন অবস্থায় কায করে আয়তনের প্রতিদানের বিধি

তিন ধরনের প্রতিদান: আয়তনের প্রতিদান তিন ধরনের হইতে পারে: (১) আয়তনের সমহারে প্রতিদান (Constant Returns to Scale বা সংক্ষেপে *CR*), (২) আয়তনের ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান (Increasing Returns to Scale বা সংক্ষেপে *IR*), এবং (৩) আয়তনের ক্রমহ্রাসমান হারে প্রতিদান (Diminishing Returns to Scale বা সংক্ষেপে *DR*)।

যখন উৎপাদনের উপাদান সমহারে পরিবর্তিত করা হইলে উৎপন্ন সমহারে পরিবর্তিত হয়, তখন বলা হয় যে সমহারে আয়তনের প্রতিদান হইতেছে। যেমন, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহ দ্বিগুণ করিলে যদি দ্বিগুণ উৎপন্ন হয়, তিনগুণ করিলে যদি তিনগুণ উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি তবে আয়তনের প্রতিদান সমহারে হইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয় সকল আয়তনেই সমান থাকিবে এবং গড় ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা অনুভূমিক হইবে। স্বতই মনে হইতে পারে যে, সকল সময়ই আয়তনের প্রতিদানের হার সমপরিমাণ হইবে, কারণ দীর্ঘকালীন অবস্থায় কাম্য অনুপাতে উৎপাদনের উপাদানের হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে আয়তনের সমহারে প্রতিদানের সূত্র সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না। আয়তনের সমহারে প্রতিদানের জন্য উৎপাদনের উপাদানসমূহ সম্পূর্ণভাবে বিভাজ্য (divisible) হওয়া প্রয়োজন এবং শ্রমবিভাগের দরুন আর কোন ব্যয়সংক্ষেপ হয় না বলিয়া অনুমান করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই অনুমান যুক্তিসংগত বলিয়া মনে করা হয় না। দীর্ঘকালীন অবস্থায় বিভিন্ন উপাদানের

ক। সমহারে প্রতিদান

আয়তনের প্রতিদানের হার সর্বক্ষেত্রে সমপরিমাণ হইতে পারে না

হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব হইলেও তাহাদিগকে ইচ্ছামত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা সম্ভব হয় না এবং উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে শ্রমবিভাগের দরুন ব্যয়সংক্ষেপ হইবেই। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। যে-ছাপাখানায় হস্তচালিত যন্ত্রের দ্বারা ছাপার কাজ সম্পাদিত হইতেছে সেখানে লিনোটাইপ যন্ত্র বসাইলে উৎপাদনের এককপ্রতি ব্যয় হ্রাস পাইবে। কিন্তু লিনোটাইপ যন্ত্রের দাম অনেক বলিয়া উৎপাদনের আয়তন বৃহৎ না হইলে ঐ যন্ত্রে উৎপাদন পোষায় না, এবং লিনোটাইপ যন্ত্রকে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং যে পর্যন্ত ছাপাখানা বৃহদাকার ধারণ না করিতেছে, সে-পর্যন্ত নিম্নস্তরের হস্তচালিত যন্ত্রের সাহায্যেই উৎপাদন চলিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আয়তনবৃদ্ধির দরুন এককপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইতে পারে।

কারণ, উৎপাদনের উপাদান সম্পূর্ণ বিভাজ্য নহে এবং ব্যয়সংক্ষেপের সুযোগ বর্তমান থাকে

যখন নির্দিষ্ট হারে উৎপাদনের উপাদান পরিবর্তিত করিলে উৎপাদন অধিকতর হারে বৃদ্ধি পায় তখন আয়তনের প্রতিদান ক্রমবর্ধমান হইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে। যেমন, উৎপাদনের আয়তন দ্বিগুণ করিলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যদি দ্বিগুণের অধিক হয় তবে আয়তনের প্রতিদান হইল ক্রমবর্ধমান। ইহার মূলে রহিয়াছে বৃহদায়তন বা বহুল উৎপাদনের সুবিধা বা আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (economies of mass production or economies of scale)।[১] আয়তনবৃদ্ধি করা হইলে নির্দিষ্ট আকারের উৎকৃষ্ট ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব হয়, সংগঠকের শক্তির পূর্ণতর ব্যবহার হয়, বিশেষীকরণের জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, অধিক দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করা যায়, ইত্যাদি। এই সকলের ফলে আয়তনের প্রতিদান ক্রমবর্ধমান হয় এবং একক দ্রব্যপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের গড় ব্যয়-রেখা নিম্নগামী হইতে থাকে।

খ। ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান

এইরূপ প্রতিদানের কারণ হইল আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ

কিন্তু আয়তন ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিলে আয়তনের প্রতিদান ক্রমবর্ধমান থাকে না। ইহার কারণ আছে। অত্যধিক বৃহদায়তনে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতকগুলি অসুবিধা ও ব্যয়বাহুল্য (diseconomies) দেখা দেয়। আয়তন অত্যধিক বৃহৎ হইলে পরিচালনাকার্যে নানা প্রকার অসুবিধা হইতে থাকে। সংগঠক সর্বদিকে আর নজর রাখিতে পারে না—অধস্তন কর্মচারীদের হস্তে অনেক বিষয় ছাড়িয়া দিতে হয়। পরিচালনায় আর পূর্বেকার উদ্যম থাকে না—গতানুগতিকতা (red tape) আসিয়া যায়। উৎপাদনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য হারাইয়া যায়। এই সকলের ফলে উৎপাদনের ব্যয়সংক্ষেপের তুলনায় ব্যয়বাহুল্যই অধিক হয়। সুতরাং উপাদানের প্রতিদানে ক্রমহ্রাসমান গতি দেখা দেয়। এই গতিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : যখন নির্দিষ্ট হারে উৎপাদনের উপাদান পরিবর্তন করিলে উৎপন্নের পরিমাণের হার হ্রাস পায় তখন উৎপাদনের

গ। ক্রমহ্রাসমান হারে প্রতিদান

১. ৭১-৭৪ পৃষ্ঠা দেখ।

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান হইতেছে বলিয়া ধরা হয়। যেমন, উৎপাদনের উপাদান দ্বিগুণ করা হইলে যদি উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুণের কম হয় তাহা হইলে আয়তনের প্রতিদান হইবে ক্রমহ্রাসমান।

সংক্ষিপ্তসার: অতএব, কোন কোন সময় সমহারে আয়তনের প্রতিদান দেখা দিলেও সাধারণ ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের (economies of scale) দরুন ক্রমবর্ধমান প্রতিদান দেখা দেয়। পরে এই ব্যয়সংক্ষেপের সুযোগ যখন আর থাকে না—অর্থাৎ নীট ব্যয়সংক্ষেপ যখন আর হয় না তখন সুরু হয় ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান। সুতরাং দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা সাধারণ ক্ষেত্রে প্রথমে নামিয়া পরে আবার উর্ধ্বমুখী হইতে সুরু করে। অর্থাৎ, উহাও U-আকৃতির হয়।

সংক্ষিপ্তসার

চাহিদার ন্যায় যোগানেরও স্থিতিস্থাপকতা আছে এবং উহা বিভিন্ন বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা দামে স্থায়িত্ব আনয়ন করে।

যোগানের পশ্চাতে কার্য করে উৎপাদন-ব্যয়। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে উৎপাদন-ব্যয় বলিতে (ক) আর্থিক উৎপাদন-ব্যয়, এবং (খ) সুযোগ-ব্যয়—এই দুই রকম ধারণা করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় উৎপাদন-ব্যয়কে প্রথম অর্থেই ধরা হয়।

স্বল্পকালে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় স্থির ও পরিবর্তনশীল—এই দুই ভাগে বিভক্ত। দীর্ঘকালে এই পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। স্বল্পকালের আলোচনায় প্রতিষ্ঠানের গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উভয় ব্যয়ই প্রথমে হ্রাস ও পরে বৃদ্ধি পায়। ইহা হয় পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি অনুসারে। দীর্ঘকালেও গড় ব্যয় প্রথমে হ্রাস ও পরে বৃদ্ধি পায়। ইহা হয় আয়তনের প্রতিদানের তারতম্যের জন্য।

অনুশীলনী

1. What do you mean by 'Elasticity of Supply'? What are the factors that influence elasticity of supply?

['যোগানের স্থিতিস্থাপকতা' বলিতে কি বুঝায়? কোন্ কোন্ বিষয় এই স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ করিয়া থাকে?] (১৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা)

2. 'Elasticity, whether of demand or of supply makes for stability of prices'. Explain.

['চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যতই অধিক হইবে দামে ততই স্থায়িত্ব আসিবে।' ব্যাখ্যা কর।] (১৭৫ পৃষ্ঠা)

3. Distinguish between fixed and variable costs. Classify the following as fixed or variable costs, giving reasons: (a) fuel, (b) interest on Company issued bonds, (c) depreciation charges, (d) executive salaries.

[স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। নিম্নলিখিত ব্যয়গুলির মধ্যে কোন্‌টি স্থির এবং কোন্‌টি পরিবর্তনশীল ব্যয় তাহা যুক্তি সহকারে দেখাও: (ক) জ্বালানি, (খ) কোম্পানী বণ্ডের উপর সুদ, (গ) যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বাবদ রক্ষিত মূল্য (অবপূর্তি মূল্য) এবং (ঘ) উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন।] (১৭৮-৮০ পৃষ্ঠা)

4. What do you mean by a Supply Curve? How is it related to firm's costs in a competitive market?

[যোগান-রেখা বলিতে কি বুঝ? প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখার সহিত উহার উৎপাদন-ব্যয়ের সম্পর্ক কি?]

[ইংগিত : বাজারে প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন দামে কোন দ্রব্যের যে-বিভিন্ন পরিমাণ যোগান দিতে ইচ্ছুক থাকে তাহা তালিকার ভিত্তিতে রেখাচিত্র অংকন করা হইলে তাহাকেই বলা হয় যোগান-রেখা। সুতরাং কোন দ্রব্যের বাজারে বিভিন্ন দাম ও ঐ সকল দামে দ্রব্যাদির যে যে পরিমাণ সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজী থাকে এই দুই-এর মধ্যে সম্পর্ককে যোগান-রেখায় দেখানো হয়। বিভিন্ন দামে প্রতিষ্ঠান-সমূহ কত কত যোগান দিবে তাহা নির্ভর করে উৎপাদন-ব্যয়ের উপর। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হইল সর্বাধিক মুনাফা করা। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম দেওয়া থাকিলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ততটাই উৎপাদন করিয়া যোগান দিবে যতটা করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও দাম সমান সমান হয়। স্বল্পকালীন অবস্থায় ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হয় বলিয়াই উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি করা হইলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সুতরা দাম অধিক হইলে যোগান অধিক হয়, দাম কম হইলে যোগান কম হয়। এইভাবে স্বল্পকালীন যোগান-রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রান্তিক ব্যয় এবং ন্যূনতম গড় উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। এখন শিল্পে প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ ও শিল্প ত্যাগ করিবার সুযোগ থাকিলে এবং সমজাতীয় উপাদানের যোগানের কোন অভাব না থাকিলে যোগান-রেখা সরল ও অনুভূমিক হয়, কারণ একই ন্যূনতম গড় ব্যয়ে উৎপাদন করিয়া অধিক যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। যেক্ষেত্রে অধিক যোগান দিতে গেলে ন্যূনতম গড় ব্যয় বাড়ে সেক্ষেত্রে যোগান-রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। ... এবং ১১৫-১৮, ১৭৫ পৃষ্ঠা]

5. Explain the concepts of (a) Fixed Cost and Variable Cost, (b) Marginal Cost and Average Cost. Why does Marginal Cost consist of Variable Cost only ?

[(ক) স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়, এবং (খ) প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের ধারণা ব্যাখ্যা কর। প্রান্তিক ব্যয় মাত্র পরিবর্তনশীল ব্যয় লইয়া গঠিত হয় কেন ?] (১৭৮-৭৯ এবং ১৮০-৮৩ পৃষ্ঠা)

১৭ প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ও দাম (COMPETITIVE EQUILIBRIUM AND PRICE)

ভারসাম্যের ধারণা (The Concept of Equilibrium) : প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ও দাম সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা পূর্বেই (১২শ অধ্যায়ে) করা হইয়াছে। এখন চাহিদা ও যোগানের প্রকৃতি বিশ্লেষণের পর এ-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে। এই আলোচনার উপক্রমণিকা হিসাবে ভারসাম্য সম্বন্ধে ধারণার কয়েক দিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে। এগুলি 'ফরমুলা' বা সূত্র হিসাবে সুস্পষ্টভাবে স্মরণ রাখিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইলে অনুধাবনের সুবিধা হইবে।

১। ভারসাম্য : ভারসাম্য বলিতে বুঝায় 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা। অর্থাৎ, ভারসাম্য অবস্থায় উপাদান বা বিষয়সমূহের পক্ষে পরিবর্তনের কোনরূপ ঝোঁক দেখা যায় না।[১]

---

১. ২৫ পৃষ্ঠা দেখ

২। প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য : চাহিদা ও যোগান যখন পরস্পরের সমান হয় এবং উহাদের পক্ষে অন্তত কিছুকালের জন্য ঐ অবস্থায় থাকিবার প্রবণতা দেখা যায় তখনই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্যের অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

৩। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য : প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হইল মুনাফা সর্বাধিক করিয়া তোলা (maximisation of profit)। সুতরাং সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে পারিলে তবেই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ভারসাম্যে আসে। কারণ, ঐ অবস্থাতেই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদনের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধির কোন ঝোঁক দেখা যায় না।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন—উভয় প্রকার হইতে পারে। স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের যে মুনাফা হইবেই, এমন কোন কথা নাই। সুতরাং উহার লোকসান ন্যূনতম হইলেই মুনাফা সর্বাধিক হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান লোকসান ন্যূনতম হইলেই উহা ভবিষ্যৎ লাভের আশায় ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকিবে এবং যে-পরিমাণে উৎপাদন করিলে লোকসান ন্যূনতম হয় সেই পরিমাণ উৎপাদনই করিয়া চলিবে। উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির কোন ঝোঁক না থাকায় ঐ অবস্থাকেই ভারসাম্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অতএব, স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের সর্ত হিসাবে ন্যূনতম লোকসানকেই সর্বাধিক মুনাফা বলিয়া ধরিতে হইবে।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দুই-ই হয়

দীর্ঘকালীন অবস্থায় অবশ্য প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে ধনাত্মক মুনাফা (positive profit) অর্জন করিতেই হইবে। এই মুনাফা যতক্ষণ সর্বাধিক না হয় ততক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির ঝোঁক থাকিবে। ফলে উহা ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিবে না।

৪। শিল্পের ভারসাম্য : শিল্পের ভারসাম্য বলিতে এমন অবস্থা বুঝায় যে-অবস্থায় কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শিল্প ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার বা নূতন কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শিল্পে প্রবেশ করিবার ঝোঁক থাকে না। সকল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানই যদি সর্বাধিক মুনাফা লাভ করে তবেই এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় এই সর্বাধিক মুনাফা আবার স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত হইতে পারে না। মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত হইলে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হইয়া যোগান বৃদ্ধি করিবে এবং ফলে মুনাফা হ্রাস পাইয়া স্বাভাবিক মুনাফাতেই দাঁড়াইবে।

উপরের আলোচনা হইতে এই ধারণাও সহজে করা যাইবে যে, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া স্বল্পকালীন অবস্থায় সমগ্র শিল্প ভারসাম্যে উপনীত হইতে পারে না. কারণ স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত হয় অতিরিক্ত মুনাফা করে, না-হয় ক্ষতি সহ্য করিয়া থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের শিল্পে যোগ দিবার, না-হয় পুরাতন

সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য সাধারণত দীর্ঘকালীন

প্রতিষ্ঠানগুলির শিল্প ত্যাগ করিবার ঝোঁক বর্তমান থাকে। সুতরাং সাধারণত সমগ্র শিল্প মাত্র দীর্ঘকালীন অবস্থাতেই ভারসাম্যে উপনীত হয়।

প্রতিযোগিতামুলক ভারসাম্য ও দামের ভিত্তি (Basis of Competitive Equilibrium and Price) : ধনতান্ত্রিক বা ব্যক্তিগত উদ্যোগপ্রধান অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহাদের উৎপাদনের সমষ্টিই বাজারে মোট যোগান নির্ধারণ করে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য কিভাবে নির্ণীত হয় এবং ভারসাম্য অবস্থায় উৎপাদন কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা বুঝিতে পারিলে শিল্পের ভারসাম্য ও দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। এই কারণে প্রথমেই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য (Equilibrium of the Firm) সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যই প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ও দামের ভিত্তি

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য (Equilibrium of the Firm) : আমরা দেখিয়াছি, যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক করা সম্ভব হয় সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের স্তরেই প্রতিষ্ঠান ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হয়। উৎপাদনের পরিমাণ এই স্তরে পৌছিলে পর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আর উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধির প্রবণতা থাকে না, কারণ উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা মুনাফার পরিমাণকে আর বর্ধিত করিবার সম্ভাবনা থাকে না। এখন মুনাফার পরিমাণ নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর : (ক) বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের উৎপাদন-ব্যয় এবং (খ) ঐ পরিমাণ দ্রব্যের বিক্রয় হইতে লব্ধ আয় (Revenue)। একটু পরেই আলোচনা করিয়া দেখিব যে উৎপাদনের যে-স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Cost বা সংক্ষেপে *MC*) প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের (Marginal Revenue বা সংক্ষেপে *MR*) সমান হয়, সেই স্তরেই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বাধিক হয়। প্রথমে বিক্রয়লব্ধ আয় লইয়া আলোচনা করা যাউক।

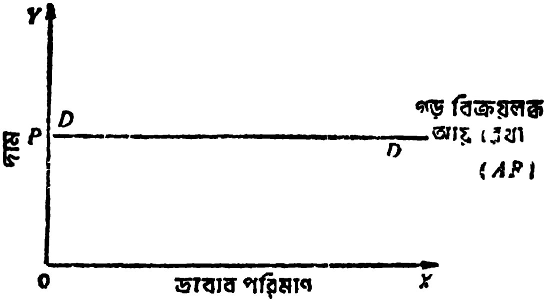
মোট ও গড় বিক্রয়লব্ধ আয় (Total and Average Revenue) : মোট উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের যে-আয় হয় তাহাই হইল প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রয়লব্ধ আয়। অন্য দিক দিয়া দেখিলে এই মোট আয় হইল সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের উপর ক্রেতাদের মোট ব্যয়। প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রয়লব্ধ আয়কে দ্রব্যের পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে প্রতিষ্ঠানের গড় (বা প্রতি একক দ্রব্যের) বিক্রয়লব্ধ আয় (*AR*) পাওয়া যায়। যেমন, ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যদি মোট ১০০ টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি একক হইতে বিক্রয়লব্ধ আয় বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয় হইল (১০০ টাকা÷১০=) ১০ টাকা। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে এই গড় বিক্রয়লব্ধ আয় দ্রব্যটির প্রতি এককের দাম (price)। আমরা যদি কোন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন

গড় বিক্রয়লব্ধ আয় কিভাবে নির্ধারিত হয়

প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা বা বিক্রয়-রেখা

পরিমাণ দ্রব্যের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়ের রেখা টানি তাহা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহিদা-রেখা (Demand Curve) পাইব, কারণ ইহা হইতে জানিতে পারা যাইবে বিভিন্ন দামে প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যটির চাহিদা কত কত হইবে।[১] এই রেখাকে সাধারণত গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা (Average Revenue বা *AR* Curve) বলা হয়। অনেকে আবার ইহাকে বিক্রয়-রেখা (Sales Curve) বলিয়াও অভিহিত করেন।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিক্রয়-রেখার আকৃতি : গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখার আকৃতি বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের গড বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic)। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ধরিয়া লওয়া হয় যে বহু সংখ্যক বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য পরস্পরের সংগে প্রতিযোগিতা করে। প্রত্যেক বিক্রেতা এতই ক্ষুদ্র যে তাহার যোগানের হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা বাজার-দাম প্রভাবান্বিত হয় না। বাজারে প্রচলিত দামে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান কমবেশী যত ইচ্ছা পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। বাজার-দামের অধিক চাহিলে প্রতিষ্ঠান মোটেই বিক্রয় করিতে পারিবে না, কারণ তাহা হইলে ক্রেতারা অন্য বিক্রেতার নিকট চলিয়া যাইবে। আবার বাজার-দাম হ্রাস করিলে চাহিদা অপরিসীমভাবে বাড়িয়া যাইবে। বাজার-দামেই যখন যথেচ্ছ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব তখন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দাম বাজার-দাম অপেক্ষা হ্রাস করিবার কোন হেতু নাই। এই অবস্থায় গড বিক্রয়লব্ধ আয়-বেখা নিম্নে অংকিত রেখাটির মত অনুভূমিক (horizontal) ও সরল হইবে।

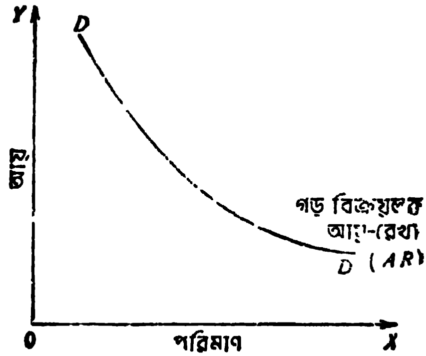


দেখা যাইতেছে, গড বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা (*AR* curve) বা *DD* রেখাটি বামদিক হইতে ডানদিকে সমান্তরালভাবে (horizontally) চলিয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝায়, *OP* দামে প্রতিষ্ঠান যে-কোন পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বিক্রয়-রেখার আকৃতি : একচেটিয়া কারবার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য অপূর্ণাংগ বাজারে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, কারণ উহা হয় বাজারের সমগ্র যোগান বা

১. "... the average revenue curve of a firm is really the same thing as the demand curve of consumers for the firm's product." Stonier and Hague

যোগানের একটা মোটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করে, অথবা পৃথকীকৃত কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (differentiated but close substitute) লইয়া প্রতিযোগিতা করে। সুতরাং এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখার স্থিতিস্থাপকতা পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতা হইতে কম (less than perfectly elastic) হয় এবং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান তাহার দ্রব্যের দাম না কমাইলে অধিক বিক্রয় করিতে পারে না। ফলে প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা নিচে ডানদিকে নামিয়া আসে। পার্শ্বে এইরূপ গড় বিক্রয়-রেখার একটি নমুনা দেওয়া হইল :



DD রেখাটি হইল গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা (*AR* curve)। ইহা ঢালু হইয়া ডানদিকে নামিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝায় অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে প্রতিষ্ঠানকে দাম হ্রাস করিতে হইবে।

প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (Marginal Revenue [*MR*]): এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে প্রতিষ্ঠানের যে-অতিরিক্ত বিক্রয়লব্ধ আয় হয় তাহাকেই প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় বলা হয়।[১] যেমন, যদি কোন প্রতিষ্ঠান ১০ টাকা দামে ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে তাহার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইল ১০০ টাকা। যদি প্রতিষ্ঠান ১১ একক দ্রব্য ৯'৫০ টাকা দামে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে উহার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় দাঁড়াইবে ১০৪'৫০ টাকা। এখানে ১১শ এককের বা প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইল (১০৪'৫০ টাকা − ১০০ টাকা =) ৪'৫০ টাকা। এই দৃষ্টান্তে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এখানে দেখা যাইতেছে, প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (৪'৫০ টাকা) দ্রব্যটির দাম (৯'৫০ টাকা) হইতে কম হইয়াছে। ইহার কারণ, ১০ একক হইতে বিক্রয় বাড়াইয়া ১১ একক করার দরুন দাম ১০ টাকা হইতে কমাইয়া ৯'৫০ টাকা করিতে হইয়াছে। পূর্বেকার ১০ একক দ্রব্যের প্রত্যেক এককে ৫০ পয়সা করিয়া লোকসান হইয়াছে এবং মোট ক্ষতির পরিমাণ হইয়াছে (৫০ পয়সা × ১০ =) ৫ টাকা। এই ক্ষতি ১১শ একক দ্রব্যের দাম হইতে বাদ দিয়াই অতিরিক্ত একক দ্রব্যের দরুন অতিরিক্ত আয় বা প্রান্তিক আয় হিসাব করিতে হইবে। যেমন, একাদশ এককের দাম হইল ৯'৫০ টাকা এবং পূর্বেকার দশ এককে মোট ক্ষতি হইয়াছে ৫ টাকা। সুতরাং প্রান্তিক আয় হইল (৯'৫০ টাকা − ৫ টাকা =) ৪'৫০ টাকা।

প্রান্তিক আয় কাহাকে বলে

---

১. "Marginal Revenue is the extra revenue resulting from selling an extra unit of goods."

এই আলোচনা হইতে আমরা বলিতে পারি, যেক্ষেত্রে অতিরিক্ত একক দ্রব্য বিক্রয় করিতে গিয়া দাম হ্রাস করিতে হয় সেখানে প্রান্তিক আয় দ্রব্যটির দাম হইতে কম হইবে। একচেটিয়া কারবার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয়। সুতরাং ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় দ্রব্যের দাম অপেক্ষা কম হয়।

প্রান্তিক আয় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দাম অপেক্ষা কম হয়

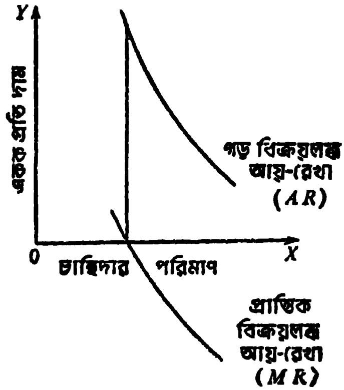
যেক্ষেত্রে অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম (অর্থাৎ, গড় বিক্রয়লব্ধ আয়) হ্রাস করিতে হয় না সেক্ষেত্রে দাম এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হয় এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই এরূপ হয়। একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, বাজারে কোন দ্রব্যের প্রতি এককের দাম ১০ টাকা। ঐ দামে কোন প্রতিষ্ঠান পূর্বে ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মোট ১০০ টাকা (বিক্রয়লব্ধ) আয় করিত। এখন পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ১১ একক দ্রব্য বিক্রয় করিল এবং ফলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইল ১১০ টাকা। এক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইল (১১০ টাকা -- ১০০ টাকা =) ১০ টাকা। সুতরাং বিক্রয়লব্ধ আয় এবং দাম সমানই হইল।

কোন্ ক্ষেত্রে উহারা সমান হয়

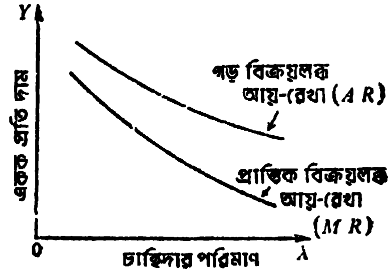
প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় এবং গড় বিক্রয়লব্ধ আয় বা দামের মধ্যে সম্পর্ক : উপরের আলোচনা হইতে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ও গড় বিক্রয়লব্ধ আয় বা দামের মধ্যে সম্পর্ক কি তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। যখন গড় বিক্রয়লব্ধ আয় হ্রাস পাইতে থাকে তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সকল সময় গড় বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে কম থাকে। অতএব, গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা যখন নিম্নগামী তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা উহার নিম্নে থাকে। আর যখন গড় বিক্রয়লব্ধ আয় কমেও না বা বাড়েও না—অর্থাৎ সমান থাকে তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ও গড় বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হয়। এই অবস্থায় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা (*MR* curve) ও গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা (*AR* curve) এক হইবে এবং সরল ও অনুভূমিক (horizontal) আকৃতি ধারণ করিবে। পরবর্তী পৃষ্ঠার তৃতীয় রেখাচিত্রটি দেখ।

চাহিদা—অর্থাৎ গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখার স্থিতিস্থাপকতার দিক হইতে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের গতির আর একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। যখন প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic)—অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকতা ১-এর অধিক তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ধনাত্মক (positive) হইবে। কারণ, চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে দাম কমাইলে বিক্রয়ের পরিমাণবৃদ্ধির ফলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যখন চাহিদা একক স্থিতিস্থাপকতাসম্পন্ন (unit elasticity) তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় শূন্যে দাঁড়ায়, কারণ যত পরিমাণ দ্রব্যই বিক্রয় করা হউক না কেন মোট বিক্রয়লব্ধ আয় একই থাকিয়া যায়। যখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১-এর কম—অর্থাৎ চাহিদা যখন অস্থিতিস্থাপক তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ঋণাত্মক

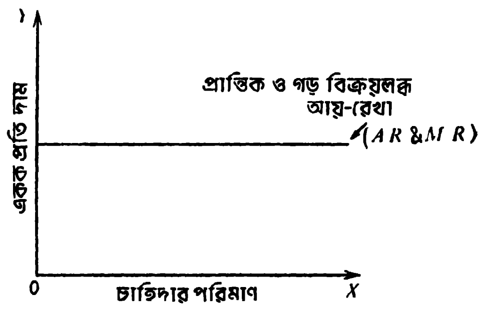
(১) অস্থিতিস্থাপক চাহিদা
(*Inelastic Demand*)



(২) স্থিতিস্থাপক চাহিদা
(*Elastic Demand*)



(৩) সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা
(*Perfectly Elastic Demand*)



(negative) হয়, কারণ দাম-হ্রাসের ফলে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম হয়। চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক (Perfectly elastic) হইলে কি হয় তাহার আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখার গতি দেখানো হইয়াছে।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের প্রকৃতি ও সর্ত (Nature and Conditions of Equilibrium of the Firm):

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের প্রকৃতি ও সর্ত সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে (১৯২-৯৩ পৃষ্ঠা)। দেখা গিয়াছে: (১) মুনাফাকে সর্বাধিক করা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদকের লক্ষ্য বলিয়া যতটা পরিমাণ উৎপাদন করিলে মুনাফা সর্বাধিক হয় ততটা উৎপাদিত হইলে তবেই প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য আসে, এবং (২) উৎপাদনের যে-স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (*MC*) ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (*MR*) পরস্পরের সমান হয় সেই স্তরেই মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। এখন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়—অর্থাৎ এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা এক একক অতিরিক্ত

প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের সর্ত: প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক আয়

দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ আয় অধিক হইতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বাড়াইয়াই চলিবে। কারণ, উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বাড়িতেই থাকিবে। অপরপক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় যদি প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে অধিক হয় তাহা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির দ্বারা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার অংক হ্রাস পাইতে থাকিবে। সুতরাং প্রতিষ্ঠান সেই পর্যন্তই উৎপাদন চালাইবে যেখানে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে একটি উদাহরণ লওয়া যাউক।

নিম্নের উদাহরণে দেখা যায় যে ৫-একক দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা কম এবং ৭-একক দ্রব্য উৎপাদন হইতে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা অধিক। ৬-একক দ্রব্য উৎপাদনের বেলায় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান। সুতরাং উৎপাদক ৬-একক পর্যন্ত দ্রব্য উৎপাদন করিবে, কারণ এখানেই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বাধিক হইবে।

দ্রব্যের পরিমাণ (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়	প্রান্তিক বিক্রয়-লব্ধ আয়
১	৫ টাকা	১০ টাকা
২	৬ "	১০ "
৩	৭ "	১০ "
৪	৮ "	১০ "
৫	৯ "	১০ "
৬	১০ "	১০ "
৭	১১ "	১০ "

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণ (Price Determination under Perfect Competition): পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বলিতে কি বুঝায় তাহা আমরা পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি (৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা)।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য

আমরা দেখিয়াছি: পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রথমত বহুসংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতা থাকে। সুতরাং কোন বিক্রেতা বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না, কিন্তু বাজার-দামে কমবেশী যথেচ্ছ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ক্রয়বিক্রয়ের দ্রব্য সমজাতীয় হয়। তৃতীয়ত, ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। অর্থাৎ, বাজারের বিভিন্ন অংশে ক্রয়বিক্রয়ের অবস্থা সম্পর্কে ক্রেতাবিক্রেতারা সম্যকভাবে অবহিত থাকে। চতুর্থত, শিল্পে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ-সুযোগ থাকে এবং বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহ সম্পূর্ণ গতিশীল (perfect mobility) থাকে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার

এই সকল বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখিয়া এখন বাজারে বিভিন্ন সময়ে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করা যাউক। এই দিক দিয়া দাম মোটামুটি দুই পর্যায়ে বিভক্ত হইতে পারে—যথা, (ক) বাজার-দাম বা অত্যল্পকালীন দাম, এবং (খ) স্বাভাবিক দাম।

ক। বাজার-দাম বা অত্যল্পকালীন দাম (Market Value or Very Short-period Value): অত্যল্পকাল বলিতে এমন স্বল্প সময়কে বুঝায় যাহার ভিতর উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণকে পরিবর্তিত করা সম্ভব হয় না। বিক্রেতাদের হাতে যে-মজুত মাল আছে তাহার দ্বারাই যোগান সীমাবদ্ধ থাকে। এই অত্যল্পকালীন বাজারে যে-দাম প্রচলিত থাকে তাহাকেই বাজার-দাম বা অত্যল্পকালীন দাম বলিয়া অভিহিত করা হয়। অত্যল্পকালীন দাম বা বাজার-দাম প্রধানত নির্ভর করে মোট চাহিদার উপর। চাহিদা অধিক হইলে দাম অধিক হইবে, চাহিদা কম হইলে দাম স্বল্প হইবে। দ্রব্যটি দুগ্ধ বা মৎস্যের ন্যায় অতি ক্ষণস্থায়ী হইলে চাহিদার প্রভাব সম্পূর্ণ প্রাধান্যলাভ করিবে, তা উৎপাদন-ব্যয় যাহাই হউক না কেন। যে-দামে ক্রেতারা এইরূপ দ্রব্যের যোগানের সমগ্রটা ক্রয় করিতে চাহিবে সেই দামেই স্বল্প সময়ের মধ্যে বিক্রেতাদের উহা বিক্রয় করিতে হইবে। অবশ্য বিক্রেতাদের চেষ্টা থাকে যথাসম্ভব অধিক দামে বিক্রয় করিবার, কিন্তু চাহিদা-দাম যদি কম থাকে তাহা হইলে স্বল্প দামে বিক্রয় করা ছাড়া বিক্রেতাদের গত্যন্তর থাকে না।

প্রধানত ইহা নির্ধারিত হয় চাহিদার প্রকৃতি দ্বারা

সংরক্ষণ-দাম: বেশীর ভাগ দ্রব্যই অবশ্য এরূপ ক্ষণস্থায়ী নয়। সুতরাং দাম অত্যন্ত কম হইলে অনেক ক্ষেত্রেই বিক্রেতারা অদূর ভবিষ্যতে উচ্চতর দামে বিক্রয়ের আশায় দ্রব্যটি ধরিয়া রাখিতে পারে। বিক্রেতারা অদূর ভবিষ্যতে যে-দাম পাইবে বলিয়া আশা করে সেই দাম অপেক্ষা বাজার-দাম কম হইলে বাজারে দ্রব্য বিক্রয় করে না। ভবিষ্যতের এই প্রত্যাশিত দামকে সংরক্ষণ-দাম (Reservation Price) বলা হয়। অতএব বলা যাইতে পারে, সংরক্ষণ-দাম হইল বিক্রেতাদের বিক্রয় করিবার ন্যূনতম দাম।

বিক্রেতারা অবশ্য সংরক্ষণ-দাম ধার্য করিতে পারে

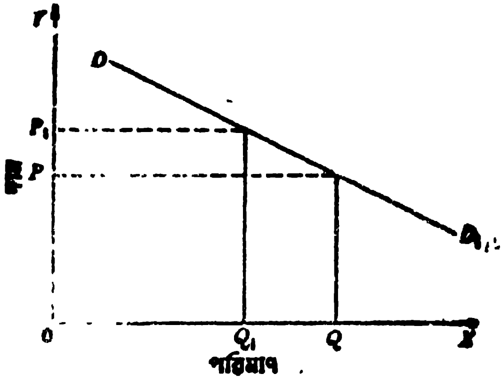
এই সংরক্ষণ-দাম নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দামের, দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের, উহার চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। এই সকল বিষয় সম্পর্কে অনুমান করিয়াই বিক্রেতারা সংরক্ষণ-দাম ঠিক করে। কতটা সময় দ্রব্যটি ধরিয়া রাখিতে হইবে এবং ধরিয়া রাখিবার ব্যয় কত পড়িবে তাহাও বিক্রেতাকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়। আবার নগদ টাকাকড়ির যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে অতি অল্প দামেও বিক্রয় করিবার চাপ অধিক হইবে। যাহা হউক, মোটামুটিভাবে আমরা বলিতে পারি স্বল্পকালীন (short-run) দাম কি হইবে, তাহার দিকে তাকাইয়াই বিক্রেতারা মাল ধরিয়া রাখিবে কি না তাহা ঠিক করে। সুতরাং বাজার-দাম স্বল্পকালীন দাম ও উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত

সংরক্ষণ-দাম কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

বাজার-দাম স্বল্পকালীন দাম ও উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা কতকটা প্রভাবান্বিত হয়

ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অত্যল্পকালীন দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় নিম্নের রেখাচিত্রটি হইতে বুঝা যাইবে :

DD_1 রেখাটি দ্বারা অত্যল্পকালীন চাহিদার অবস্থা বুঝানো হইয়াছে। $0Q$ হইল বিক্রেতাদের হাতে যে-পরিমাণ দ্রব্য আছে তাহার নির্দেশক। এখন $0Q$ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম হইবে $0P$। কিন্তু বিক্রেতারা যদি QQ_1 পরিমাণ দ্রব্য ধরিয়া রাখে এবং মাত্র $0Q_1$ পরিমাণ দ্রব্য বাজারে ছাড়ে তাহা হইলে দাম হইবে $0P_1$, আবার যদি সমগ্র $0Q$ পরিমাণ দ্রব্যই বাজারে ছাড়িতে বাধ্য হয় তবে দাম হইবে $0P$।



খ। স্বাভাবিক দাম (Normal Price) : চাহিদা ও যোগানের নির্দিষ্ট অবস্থায় যে-দাম হওয়া স্বাভাবিক তাহাকেই স্বাভাবিক দাম বলে। সময়ের সহিত স্বাভাবিক দামের সম্পর্ক রহিয়াছে। সময় যথেষ্ট না হইলে চাহিদা ও যোগান উহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। বাজার-দামের ক্ষেত্রে সময় এতই স্বল্প হয় যে চাহিদার সহিত যোগান মোটেই সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে না। সময় যত দীর্ঘ হইতে থাকিবে যোগান ততই চাহিদার সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলিবার সুযোগ পাইবে। সুতরাং বলিতে পারা যায়, মোটামুটিভাবে যে-সময়ের মধ্যে চাহিদার অবস্থার সহিত যোগানের অবস্থার সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয় সেই সময়কার দামই হইল স্বাভাবিক দাম।

স্বাভাবিক দাম
কাহাকে বলে

স্বাভাবিক দাম স্বল্পমেয়াদী (short-run) ও দীর্ঘমেয়াদী (long-run)—উভয়ই হইতে পারে। স্বল্পকালীন অবস্থায় যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি উৎপাদকের স্থায়ী মূলধন অপরিবর্তিত থাকে। এই অবস্থার মধ্যে থাকিয়া উৎপাদকেরা চাহিদার প্রকৃতি অনুযায়ী উৎপাদনের পরিবর্তন করিলে যে-দাম নির্ধারিত হয় তাহাই স্বল্পমেয়াদী স্বাভাবিক দাম। এই দাম একদিকে ক্রেতাদের প্রান্তিক উপযোগ (Marginal utility) বা পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (Marginal Rate of Substitution) এবং অপরদিকে উৎপাদকের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদকেরা চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী যোগানকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে, কারণ তাহারা এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিবর্তিত করিয়া উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদকের স্বাভাবিক মুনাফা নাও হইতে পারে ; কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করা না হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া চলিয়া

স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী
স্বাভাবিক দাম

যাইবে। সুতরাং দাম শুধু প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়েরই সমান হইবে না, ন্যূনতম গড ব্যয়েরও নীচে যাইবে না।

এই স্বাভাবিক দামের সহিত বাজার-দামের সম্পর্ক রহিয়াছে। যদিও সাময়িক প্রভাব দ্বারা বাজার-দামের দ্রুত হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তবুও বাজার-দাম স্বাভাবিক দাম দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় আমরা দেখিয়াছি, বিক্রেতারা ভবিষ্যতে দাম কি হইতে পারে, উৎপাদনের অবস্থা কি হইবে ইত্যাদি বিষয় বিচারবিবেচনা করিয়া বাজারে যোগান দেয়। যেমন, গ্রামের হাটে যদি ধানের দাম কোনদিন কম থাকে তাহা হইলে বিক্রেতারা ভবিষ্যতে স্বাভাবিক দাম পাওয়ার আশায় ধান বাজারে না ছাড়িয়া ধরিয়া রাখিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাজার-দাম স্বাভাবিক দামের চতুর্দিকে আবর্তিত হইতে থাকে। উহা সাময়িকভাবে কোন সময় স্বাভাবিক দামের উপরে চলিয়া যাইতে পারে আবার কোন সময় নিচে নামিয়া আসিতে পারে—কিন্তু সব সময়ই উহার গতি থাকে স্বাভাবিক দামের দিকে।

স্বাভাবিক দাম ও বাজার-দামের মধ্যে সম্পর্ক

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী স্বাভাবিক দাম এবং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য (Short-run Price under Perfect Competition and Equilibrium of the Firm): আমরা দেখিয়াছি যে অত্যল্পকালীন বাজারে যোগান স্থির থাকে—উহার হ্রাসবৃদ্ধি করা চলে না। কিন্তু সময় যতই অধিক হইতে থাকে ততই যোগানের পরিমাণ পরিবর্তনসাধ্য হয়। সুতরাং স্বল্পকালীন বাজারে যোগানের কতকটা পরিবতন করা সম্ভব। এখন এই পরিবর্তন কতদূর সম্ভব তাহা স্বল্পকাল বলিতে কি বুঝায় তাহার উপর নির্ভর করে। অর্থবিদ্যাবিদগণ স্বল্পকাল (short-run) বলিতে বুঝেন সেই সময় যখন শিল্পে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও আয়তন উভয়ই অপরিবর্তিত থাকে এবং এই সকল অবস্থিত প্রতিষ্ঠান তাহাদের অবস্থিত যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির দ্বারা যোগানের পরিবর্তনসাধন করে। এইরূপ অবস্থার মধ্যে চাহিদার ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে যে-দাম নির্ধারিত হয় তাহাই স্বল্পমেয়াদী স্বাভাবিক দাম। এখন প্রথমে দেখা প্রয়োজন, প্রতিযোগিতামূলক স্বল্পকালীন বাজারে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (the firm) ভারসাম্য কিভাবে আসে।

স্বল্পকাল বলিতে কি বুঝায়

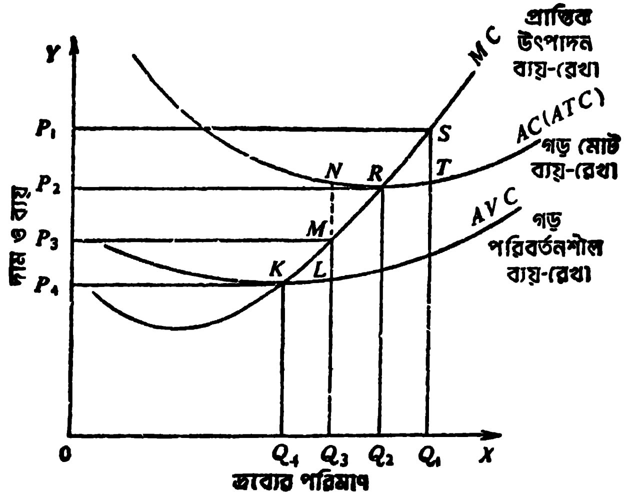
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য: স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট আয়তনের (scale) মধ্যে থাকিয়া উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। এই অবস্থায় সে কতটা উৎপাদন করিবে এবং তাহার দ্রব্যের দাম কি হইবে?

উৎপাদকের লক্ষ্য মুনাফার পরিমাণকে সর্বাধিক করা বলিয়া যতটা উৎপাদন করিলে মুনাফা সর্বাধিক হয় উৎপাদক ততটাই উৎপাদন করিবে। আমরা দেখিয়াছি যে, প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (MC) এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (MR) পরস্পরের সমান হইলেই মুনাফা সর্বাধিক হয় এবং ইহাই প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের সর্ত। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায়

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ

ক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (এবং গড় বিক্রয়লব্ধ আয়) দামের সমান হয়। সুতরাং যতটা উৎপাদন করিলে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দ্রব্যের দামের সমান হয় উৎপাদক ততটাই উৎপাদন করিবে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (*MC*) দাম অপেক্ষা কম থাকিলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। অপরপক্ষে প্রচলিত দাম অপেক্ষা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন হ্রাস করিয়া প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিবে। বাজারে প্রচলিত দাম যদি পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের পরিমাণকে পরিবর্তিত করিয়া প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়কে বাজারের নূতন দামের সহিত সমান করিয়া লইবে। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে।

দাম ও প্রান্তিক ব্যয় সমান সমান হয় কেন



উপরের রেখাচিত্রে *MC* হইল প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা, *AC* (*ATC*) গড় মোট ব্যয়-রেখা এবং *AVC* গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়-রেখা। আমরা দেখিয়াছি, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখা বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা (Demand Curve or Average Revenue Curve) সরল ও অনুভূমিক হয়, কারণ প্রতিষ্ঠান বাজারে প্রচলিত দামে যথেচ্ছ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। তাই P_1S, P_2R, P_3M এবং P_4K রেখাগুলি হইল বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন দামে প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের চাহিদা-রেখা। এই রেখা আবার প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা, কারণ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা অভিন্ন। এখন OP_1 যদি দাম হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান OQ_1 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে, কারণ এখানেই প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও দাম—অর্থাৎ প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হইয়া দাঁড়ায়। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, প্রতিষ্ঠান যখন OQ_1 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে তখন উহা স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা (supernormal profit) অর্জন

করিতেছে, কারণ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইল Q_1S কিন্তু গড় মোট ব্যয় বা প্রতি এককের মোট ব্যয় হইতেছে Q_1T পরিমাণ। সুতরাং প্রতি এককে অতিরিক্ত লাভ হইতেছে TS পরিমাণ টাকাকড়ি। এখন যদি বাজার-দাম হ্রাস পাইয়া OP_2 হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান OQ_2 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে, কারণ এখানেই প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও দাম (অর্থাৎ, প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়) পরস্পরের সমান হইয়া দাঁড়াইবে। এখানে আবার লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রতিষ্ঠান মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) অর্জন করিতেছে, কারণ প্রতি একক হইতে বিক্রয়লব্ধ আয় বা দাম এবং প্রতি এককের মোট ব্যয় (অর্থাৎ, গড় মোট ব্যয়) সমান। ইহার অর্থ, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এমন যে কেহই অতিরিক্ত মুনাফা করিতে পারে না। আবার ধরা যাউক যে বাজার-দাম হ্রাস পাইয়া OP_3 হইল। এখন প্রতিষ্ঠান OQ_3 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে দাম (বা প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়) এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় সমান হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের লোকসান হইবে, কারণ দাম বা একক প্রতি বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা প্রতি এককের মোট উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইবে। প্রতি এককের মোট উৎপাদন-ব্যয় হইবে Q_3N আর এককপিছু বিক্রয় করিয়া আয় হইবে Q_3M। সুতরাং প্রতি এককে লোকসানের পরিমাণ দাঁড়াইবে MN। দাম যদি আরও কমিয়া OP_4 হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান OQ_4 পরিমাণ উৎপাদন করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও দাম সমান হইবে। এখানে দাম গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমান কিন্তু গড় মোট উৎপাদন-ব্যয়—অর্থাৎ প্রতি এককের মোট উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা পূর্বের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের লোকসানের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

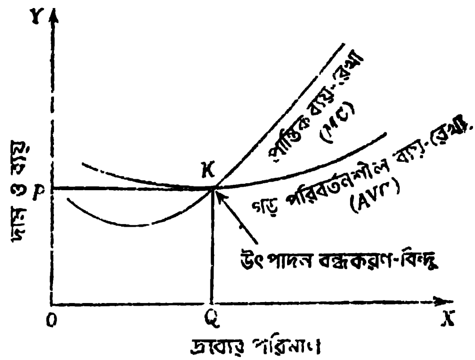
স্বল্পকালীন উৎপাদন-বন্ধাবস্থা (Short-run Shutdown Conditions): এখন প্রশ্ন, দাম যদি গড় মোট উৎপাদন-ব্যয়ের (average total cost) কম হয় এবং ফলে প্রতিষ্ঠানের যদি লোকসান হইতে থাকে তাহা হইলে উৎপাদক উৎপাদন চালাইবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে স্বল্পকালীন অবস্থায় দুই ধরনের ব্যয়—স্থির ব্যয় (fixed cost) এবং পরিবর্তনশীল ব্যয়ের (variable cost) মধ্যে। স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন কম হউক বা বেশী হউক বা উৎপাদন একেবারে বন্ধ হইয়া যাউক, প্রতিষ্ঠানকে স্থির ব্যয় বহন করিয়াই যাইতে হয়। সুতরাং উৎপাদন বন্ধ রাখিলেও উৎপাদকের ক্ষতির পরিমাণ হইবে এই স্থির ব্যয়ের পরিমাণ। এখন উৎপাদক যদি দেখে যে, উৎপাদন করিয়া পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অধিক কিছু বিক্রয়লব্ধ আয় অর্জন করা সম্ভব তাহা হইলে সে উৎপাদন চালাইয়া যাইবে, কারণ ইহার দ্বারা তাহার ক্ষতির পরিমাণ ন্যূনতম হইবে (loss is minimised)। যদি বিক্রয়লব্ধ আয় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অধিক হয় তাহা হইলে পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটাইয়াও স্থির ব্যয়ের একাংশ মিটানো সম্ভব হয়। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, যে-পর্যন্ত

স্বল্পকালীন অবস্থায় লোকসান হইলেও প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কেন করে

এবং কতটা পর্যন্ত করে

বিক্রয়লব্ধ আয় বা দাম হইতে পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটানো সম্ভব হয় সে-পর্যন্ত উৎপাদক ভবিষ্যতের আশায় উৎপাদন চালু রাখিবে ; কিন্তু দাম পরিবর্তনশীল ব্যয়ের নিচে চলিয়া গেলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিবে, কারণ এই অবস্থায় লোকসানের পরিমাণ স্থির ব্যয়ের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইবে। সুতরাং লোকসানের পরিমাণ যথাসম্ভব কম রাখিতে হইলে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করাই সমীচীন মনে করিবে, কারণ উহার ফলে স্থির ব্যয়ই লোকসান হইবে, উহার অধিক হইবে না।

২০৩ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দাম যখন OP_4 তখন প্রতিষ্ঠান K বিন্দুতে উৎপাদন—অর্থাৎ OQ_4 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে। এই দামে প্রতিষ্ঠানের মাত্র পরিবতনশীল ব্যয উসুল হইতেছে, স্থির ব্যয় একেবারেই উঠিতেছে না। সুতরাং K বিন্দুকে উৎপাদন-বন্ধকরণ বিন্দু (Shutdown Point) বলা হয়। এই বিন্দুতে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিবার প্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছে—অর্থাৎ দাম OP_4-এর কম হইলে সে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে।



শিল্প ও স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (Industry and the Short-run Normal Price) : উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের যোগান আলোচনার পর এখন দেখা যাউক, সমগ্র শিল্পের যোগান ও চাহিদার দ্বারা বাজারে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়।

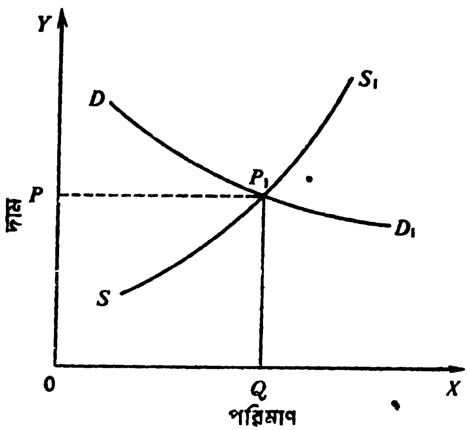
শিল্পের যোগান-রেখা

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সমগ্র শিল্প বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত। স্বল্পকালীন অবস্থায় এই সংখ্যা এবং ইহাদের আয়তন অপরিবর্তিত থাকে। আমরা দেখিয়াছি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ততটা পরিমাণই উৎপাদন করে যতটা করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও দাম পরস্পরের সমান হয়। এখন বিভিন্ন দামে শিল্পের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ যোগ দিলেই বিভিন্ন দামে শিল্পের মোট যোগান পাওয়া যায় এবং উহার ভিত্তিতে শিল্পের যোগান-রেখা টানিতে পারা যায়। শিল্পের এই স্বল্পকালীন যোগান-রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়, কারণ স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা ঊর্ধ্বমুখী এবং উহাদের সংখ্যাও নির্দিষ্ট। সুতরাং স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

এখন এই যোগান-রেখাকে সমগ্র শিল্পের চাহিদা-রেখার সহিত সংযুক্ত করিলে যে-বিন্দুতে রেখা দুইটি পরস্পরকে ছেদ করিবে সেই বিন্দুতে স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হইবে। ২০৬ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের SS_1 হইল সমগ্র শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান-রেখা। ইহা ঊর্ধ্বগামী। DD_1 রেখাটি শিল্পের দ্রব্যের চাহিদা-রেখা। এই চাহিদা-রেখা

প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখার মত সরল ও অনুভূমিক নয়, ইহা বামদিক হইতে ডানদিকে নিচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ, ক্রেতারা দাম কমিলে অধিক এবং দাম অধিক হইলে কম ক্রয় করিবে।

স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম



পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে P_1 বিন্দুতে যোগান ও চাহিদা রেখা পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং স্বল্পকালীন অবস্থায় ভারসাম্য দাম হইবে $0P$। এই দামে ক্রেতারা যতটা পরিমাণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং বিক্রেতারা যতটা যোগান দিতে রাজী থাকিবে তাহা সমান। ইহা হইল $0Q$ পরিমাণ দ্রব্য। ইহাকে স্বল্পকালীন ভারসাম্য পরিমাণ দ্রব্য বলা যাইতে পারে। চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে কিভাবে দাম আসিয়া ভারসাম্য দামে স্থির হইয়া দাঁড়ায় তাহার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বেই করিয়াছি (১২০-২২ পৃষ্ঠা)।

এই স্বল্পকালীন ভারসাম্য পরিমাণ দ্রব্য ও ভারসাম্য দাম অবশ্য শিল্পের (industry) ক্ষেত্রে পূর্ণ ভারসাম্যের নির্দেশক নহে, কারণ আমরা দেখিয়াছি যে বিশেষ অবস্থা ছাড়া স্বল্পকালীন বাজারে সমগ্র শিল্প ভারসাম্যে উপনীত হয় না (১৯৩ পৃষ্ঠা)। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের ভারসাম্যের পার্থক্য স্মরণ রাখিলেই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য বলিতে বুঝায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন হ্রাসবৃদ্ধির কোন ঝোঁক না থাকা। স্বল্পকালীন অবস্থায় হয় সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিলে অথবা লোকসান ন্যূনতম হইলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় বা দাম যখনই পরস্পরের সমান হয় তখনই এইরূপ হয়। অপরদিকে কিন্তু শিল্পের ভারসাম্য বলিতে বুঝায় শিল্পের আয়তন অপরিবর্তিত থাকার প্রবণতা। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যখন কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শিল্প ত্যাগ করিয়া যাইবার ঝোঁক থাকে না এবং বাহির হইতে নূতন কোন প্রতিষ্ঠান শিল্পে আকৃষ্ট হয় না, তখনই শিল্পে ভারসাম্য আসে। এখন স্বল্পকালীন অবস্থায় সাধারণত প্রতিষ্ঠানগুলি হয় অতিরিক্ত মুনাফা করে, না-হয় লোকসান সহ্য করিতে থাকে। মুনাফা বেশী হইলে যতই সময় অতিবাহিত হইতে থাকে ততই বাহির হইতে প্রতিষ্ঠান আসিয়া শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং লোকসান

স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পূর্ণ ভারসাম্য আসিলেও শিল্পের ক্ষেত্রে আসে না

দীর্ঘকালীন অবস্থাতেই শিল্পে পূর্ণ ভারসাম্য আসে

হইতে থাকিলে প্রতিষ্ঠান শিল্প ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে থাকে স্তুতরাং একমাত্র দীর্ঘকালীন অবস্থায় শিল্পের পূর্ণ ভারসাম্য আসিতে পারে।

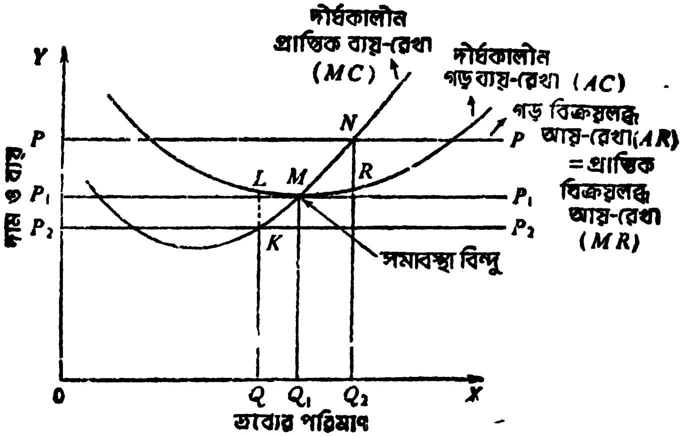
দীর্ঘমেয়াদী স্বাভাবিক দাম (Long-run Normal Price) : স্বল্পকালীন অবস্থার মত দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিটি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ততটাই উৎপাদন করে যতটা পরিমাণ উৎপাদন করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় বা দামেব সমান হয়। কিন্তু স্বল্পকালীন অবস্থায় দামের পরিবর্তন ঘটিলে প্রতিষ্ঠান মাত্র নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থাকিয়া উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারে, সময় দীর্ঘ হইলে প্রতিষ্ঠান তাহার আয়তন পরিবর্তন করিয়াও উৎপাদনের পবিমাণ পরিবর্তিত কবিতে সমর্থ হয়। ইহা ব্যতীত স্বল্পকালীন অবস্থায় শিল্পে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে, কারণ স্বল্পকালীন অবস্থায় শিল্প ত্যাগ (exit) বা শিল্পে অনুপ্রবেশ (entry) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হয় না। স্তুতরাং উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এই অবস্থায় আমরা দেখিয়াছি যে, প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক মুনাফা বা অতিরিক্ত মুনাফা বা লোকসান যে-কোনটাই হইতে পারে। দীর্ঘকালীন অবস্থায় শিল্পে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। সংশ্লিষ্ট শিল্পে মন্দা দেখা দিলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া যাইতে পারে। অপরদিকে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে বাহির হইতে নূতন প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদক লাভের আশায় ঐ শিল্পে প্রবেশ করিতে পাবে। স্তুতরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াও উৎপাদন ও যোগানের পরিবর্তন করা হয়। এখন দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দ্রব্যের সম্পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয় উঠাইতে হইবে, অন্যথায় উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে মোট উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা রহিয়াছে। স্বাভাবিক মুনাফা বলিতে বুঝায় উৎপাদকের নিজের সেই আয়কে যাহা সে অন্যত্র চলিয়া গেলে অর্জন করিতে পারে। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠান উৎপাদন স্থির করিবে সেই পরিমাণে যেখানে তাহার দীর্ঘকালীন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাজারের প্রচলিত দামেরই শুধু সমান নয়, দাম অন্ততপক্ষে ন্যূনতম দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়েরও সমান হয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখার যে-বিন্দুতে উৎপাদন করা হইলে উৎপাদকের মোট ব্যয় এবং মোট বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হয় সেই বিন্দুকে 'সমাবস্থা বিন্দু' (break-even point) বলা হয়। দীর্ঘকালীন দাম এই সমাবস্থা বিন্দুর কম হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উৎপাদন-ব্যয় উমুল করিতে পারিবে না। এই অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, কারণ দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠানই লোকসান করিয়া শিল্পে টিকিয়া থাকে না।

স্বাভাবিক মুনাফা

দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়, দাম ও গড় উৎপাদন-ব্যয় পরস্পরের সমান হয়

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখা বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা সরল ও অনুভূমিক (horizontal) হয়—অর্থাৎ প্রচলিত দামে প্রতিষ্ঠান

যথেচ্ছ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। অতএব, উৎপাদক দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করে। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে :



দেখা যাইতেছে যে দাম যদি OP হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানটি OQ_2 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে, কারণ চাহিদা-রেখা PP প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখাকে N বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। অর্থাৎ, এখানে দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পরস্পরের সমান হইয়াছে। তবে দাম কিন্তু দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের অধিক। দাম হইল OP আর দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় হইল Q_2R। সুতরাং প্রতি এককে অতিরিক্ত মুনাফা হইল RN। এক্ষেত্রে উৎপাদক গড় ব্যয়ের ন্যূনতম স্তরের পরও উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছে। এখন দাম যদি OP_1 হয় তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ হইবে OQ_1 এবং দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে। প্রতিষ্ঠান এখানে মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা করিবে। এখানেই প্রতিষ্ঠান সমাবস্থায় (break-even condition) স্থিত হইবে, কারণ প্রতিষ্ঠানের কোন লোকসান কিংবা অতিরিক্ত মুনাফা কোনটাই হইতেছে না। সুতরাং M বিন্দুকে সমাবস্থা বিন্দু (break-even point) বলা হয়। দাম যদি আরও কমিয়া OP_2 পরিমাণ হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে যদিও OQ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে দাম OP_2 প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় QK-র সমান হয়, কিন্তু গড় ব্যয় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে; উহার পরিমাণ হইবে QL এবং প্রতি এককে লোকসান দাঁড়াইবে KL পরিমাণ অর্থ। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের অন্যতম সর্ত হইল যে দাম অন্তত ন্যূনতম গড় ব্যয়ের সমান হইবে।[১]

দীর্ঘকালীন অবস্থায় দাম অন্তত ন্যূনতম গড় ব্যয়ের সমান হয়

১. "Price will have to be at least equal to minimum average total unit cost at the optimum output for any firm which is to remain in the industry." Meyers: *Elements of Economics*

আমরা দেখিয়াছি যে OP দামে উৎপাদক যখন OQ_2 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে তখন একক দ্রব্যপ্রতি তাহার RN পরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত মুনাফা (super-normal profit) হয়। এখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এইরূপ অতিরিক্ত মুনাফা করিতে পারে কি না? আমরা যদি ধরিয়া লই যে সমজাতীয় উৎপাদনের উপাদানের কোন অভাব নাই এবং উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে উহাদের দাম বাড়ে না এবং শিল্পে নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের পথে কোন বাধা নাই তাহা হইলে কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘকালীন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে না। প্রতিযোগিতার চাপে দাম ন্যূনতম গড ব্যয়ের সমান হইবে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান কাম্য আকার (optimum size) ধারণ করিবে ও ন্যূনতম গড ব্যয়ে উৎপাদন করিবে। ইহার কারণ বুঝা কঠিন নয়। সকল প্রতিষ্ঠানেরই উৎপাদন-ব্যয় এক এবং শিল্পে নূতন উৎপাদক সহজেই প্রবেশ করিতে পারে। সংশ্লিষ্ট শিল্পে যদি অতিরিক্ত মুনাফা হইতে থাকে তাহা হইলে নূতন প্রতিষ্ঠান মুনাফার আশায় শিল্পে আসিয়া জুটিবে এবং ন্যূনতম গড ব্যয়ে উৎপাদন স্থরু করিবে। ফলে যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম হ্রাস পাইয়া দীর্ঘকালীন ন্যূনতম গড ব্যয়ের সমান হইবে এবং কোন প্রতিষ্ঠানই এখন স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা করিতে পারিবে না।

এবং প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফার অধিক লাভ কবিতে পারে না

২০৮ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটির দিকে লক্ষ্য করিলে বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে।

ধরা যাউক, দাম OP এবং প্রতিষ্ঠানটি একক দ্রব্যপ্রতি RN পরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত মুনাফা করিতেছে। এমতাবস্থায় নূতন প্রতিষ্ঠান মুনাফার আকর্ষণে আসিয়া শিল্পে প্রবেশ করিবে এবং Q_1M উৎপাদন-ব্যয়ে প্রতি একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে থাকিবে। এই নূতন প্রতিষ্ঠান পূর্বতন প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বাজারে স্বল্প দামে যোগান দিতে থাকিবে। ফলে দাম হ্রাস পাইয়া OP_1 পরিমাণ দাঁড়াইবে। OP_1 দাম গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় Q_1M-এর সমান।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, দীর্ঘকালীন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারে সমজাতীয় উৎপাদনের উপাদানের যোগানের কোন অভাব না থাকিলে এবং প্রতিষ্ঠানের শিল্প ত্যাগ ও শিল্পে অবাধ প্রবেশের (free entry) স্থযোগ থাকিলে দাম সকল প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয়—উভয়েরই সমান হয়।[১] পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম আবার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ও গড় বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান।

দীর্ঘকালীন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য

স্থতরাং দাম = প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় = গড় উৎপাদন-ব্যয়

= প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় = গড় বিক্রয়লব্ধ আয়।

$$(\text{Price} = MC = AC = MR = AR)$$

১. "At long-run competitive equilibrium under absolutely free entry each firm would be producing where both its marginal cost and its average cost equalled market price." Samuelson

এই অবস্থাতেই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ভারসাম্যের অবস্থায় পৌঁছিবে, কারণ প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হওয়ায় মুনাফা সর্বাধিক হইবে। এরূপ অবস্থায় সমগ্র শিল্পও ভারসাম্যের অবস্থায় থাকিবে, কারণ মুনাফা স্বাভাবিক হওয়ায় কোন প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া যাইতে চাহিবে না অথবা বাহির হইতে আর কোন নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে আকৃষ্ট হইবে না।

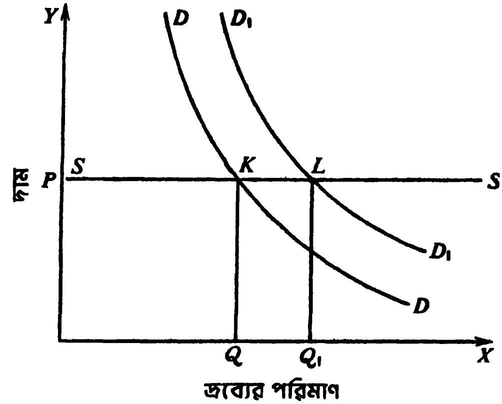
ঐ অবস্থায় শিল্পের ভারসাম্য

সমব্যয়সম্পন্ন শিল্প এবং অনুভূমিক যোগান-রেখা (Constant Cost Industry and Horizontal Supply Curve): একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে উপরে যে-শিল্পের কথা আলোচনা করা হইল তাহা হইল সমব্যয়সম্পন্ন শিল্পের (constant cost industry) আলোচনা। সমব্যয়সম্পন্ন বলিতে বুঝায় সেরূপ শিল্প যেখানে উৎপাদনের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, শিল্পের যোগান-দাম (supply price) সমানই থাকিবে। অর্থাৎ, শিল্পটি একই গড় উৎপাদন-ব্যয়ে দ্রব্যটির যোগান দিয়া যাইতে সমর্থ। এখানে মনে রাখিতে হইবে, শিল্পের সম উৎপাদন-ব্যয়ের (constant cost) জন্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধির হার সমপরিমাণ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা U-আকৃতি ধারণ করে—অর্থাৎ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে গড় ব্যয় হ্রাস পাইয়া নিম্নতম স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় এবং পরে ঊর্ধ্বমুখী হয় (১৮৬-৮৮ পৃষ্ঠা)। ইহা সত্ত্বেও শিল্প সমব্যয়সম্পন্ন হইবে যদি শিল্পগত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম গড় উৎপাদন-ব্যয় (minimum average cost) এক ও অভিন্ন হয় এবং যদি প্রতিষ্ঠান শিল্প হইতে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে অথবা শিল্পে নূতন প্রতিষ্ঠান প্রবেশ করিলে এই ন্যূনতম গড় উৎপাদন-ব্যয়ের পরিবর্তন না হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে সকল প্রতিষ্ঠানকেই দীর্ঘকালীন ন্যূনতম গড় ব্যয়ে দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে। সুতরাং সমগ্র শিল্পের যোগান-রেখা সরল ও অনুভূমিক (horizontal) হইবে। এই যোগান-রেখার সহিত শিল্পের চাহিদা-রেখা সংযোগ করিলে আমরা দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য দ্রব্যের পরিমাণ পাইব। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে ইহা দেখানো হইল।

সমব্যয়সম্পন্ন শিল্প

SS হইল দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা। ইহা সরল ও অনুভূমিক, কারণ শিল্পটি সম উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন। *DD* হইল চাহিদা-রেখা। ধরা যাউক যে, শিল্পটি এবং উহার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ভারসাম্য অবস্থায় আছে এবং সকলেই স্বাভাবিক মুনাফা করিতেছে। এই অবস্থায় ভারসাম্য দ্রব্যের পরিমাণ হইল *OQ* ও দাম হইল *OP*, কারণ চাহিদা-রেখা *DD* যোগান-রেখা *SS*-কে *K* বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। এখন ধরা যাউক যে চাহিদা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাইল এবং চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া গিয়া হইল D_1D_1। প্রথমদিকে চাহিদাবৃদ্ধির ফলে দাম *OP*-র অধিক হইয়া দাঁড়াইবে, কারণ স্বল্পকালের মধ্যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলি (firms) অবস্থিত সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির সাহায্যে যতটা সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে এবং উহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ও বৃদ্ধি

পাইবে। কিন্তু দাম ন্যূনতম গড় ব্যয়ের অধিক হওয়ায় সকলেই স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা করিতে থাকিবে। কিন্তু সময় যত অতিবাহিত হইতে থাকিবে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান তত প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যোগান বৃদ্ধি পাইবে। ফলে দাম আবার কমিয়া Q_1L-এ দাঁড়াইবে, কারণ নূতন প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম গড় উৎপাদন-ব্যয় OP হইবে। সকল প্রতিষ্ঠানই আবার স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করিতে থাকিবে। কারণ, দাম ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে। কিন্তু উৎপন্ন বা যোগানের পরিমাণ OQ হইতে বাড়িয়া OQ_1-এ দাঁড়াইবে। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে চাহিদার বৃদ্ধি হইলে কি অবস্থা দাঁড়ায় তাহা দেখানো হইল। চাহিদা হ্রাস পাইলে কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। যখন চাহিদা হ্রাস পায় তখন দাম OP অপেক্ষা কমিয়া যাইবে। শিল্পে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলির লোকসান হইতে থাকিবে, কারণ দাম এখন ন্যূনতম গড় ব্যয়ের কম। প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে শিল্প ছাড়িয়া অন্যত্র চলিযা যাইতে সুরু করিবে। ফলে যোগান ক্রমশ কমিতে থাকিবে এবং দামও বাড়িতে থাকিবে। শেষ পর্যন্ত দাম আবার OP-র সমান হইয়া দাঁড়াইবে।



পূর্ণাংগ ভারসাম্য ও প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান: শিল্পের এইরূপ ভারসাম্যকে অনেকে পূর্ণাংগ ভারসাম্য (perfect equilibrium) বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান (marginal firm) বলিয়া গণ্য।

ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্প (Increasing and Decreasing Cost Industry):

সমপরিমাণ উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের প্রকৃতি কি তাহা আমরা উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখিলাম। এখন ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের প্রকৃতি আলোচনা করা যাউক।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় (Increasing Cost): যখন কোন শিল্পের সম্প্রসারণ ও উৎপাদনবৃদ্ধি হইলে ঐ শিল্পজাত দ্রব্যের যোগান-দাম (supply price) বৃদ্ধি পায় তখন ঐ শিল্প ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন। অর্থাৎ, শিল্প অধিক পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেওয়ার ফলে দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন-ব্যয় অধিক পড়িতেছে।

শিল্পের সমপরিমাণ (constant) উৎপাদন-ব্যয় হইবার অন্যতম সর্ত হইল একই দামে সমজাতীয় উৎপাদনের উপাদানের যোগানের প্রাচুর্য। যদি শিল্পপ্রসারের ফলে উপাদানসমূহের দাম বৃদ্ধি পায় এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পটি যদি কোন উপাদান বা কাঁচামাল বিশেষ পরিমাণে ব্যবহার করে তবে ঐ শিল্পের প্রসার হইলে উপাদানটির বা কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে শিল্পান্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানের এককপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং যোগান-দাম ও যোগান-রেখা ঊর্ধ্বগামী হইবে। সাধারণত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই অবস্থাই দেখা যায়।[১] আবার একই দামে বিভিন্ন উপাদান অধিক মাত্রায় পাওয়া গেলেও উহারা একই গুণসম্পন্ন নাও হইতে পারে—অর্থাৎ নিকৃষ্ট ধরনের হইতে পারে। ইহার ফল দামবৃদ্ধির মত দাঁড়ায়, কারণ ইহাদের উৎপাদন কম অথচ দাম এক। এগুলিকে বহিরাগত ব্যয়বৃদ্ধি (external diseconomies) বলা হয়। ইহা ব্যতীত উদ্যোক্তাদের মধ্যে দক্ষতার তারতম্য থাকিতে পারে। চাহিদাবৃদ্ধির সংগে শিল্পের প্রসার হইতে থাকিলে কম দক্ষ উৎপাদকেরা শিল্পে আসিয়া প্রবেশ করিতে থাকিবে। ইহার ফলে শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এককপ্রতি উৎপাদন-ব্যয়ের তারতম্য দেখা দিবে। দক্ষতর উৎপাদকের সুদক্ষ পরিচালনায় কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় কম হইবে আর কম দক্ষ উৎপাদকের উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইবে। কম দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পে টিকিয়া থাকিবার কারণ হইল যে দামবৃদ্ধির দরুন এইগুলি লাভজনক হইবে। এই অধিক উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে-প্রতিষ্ঠান মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা করিতেছে তাহাকে 'প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান' (Marginal Firm) বলা যাইতে পারে। বাজারের দাম এই প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানের গড ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইবে। অধিক দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে কিন্তু গড ব্যয় হইতে অধিক হইবে। সুতরাং এই অধিকতর দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা হইবে। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি সমগ্র শিল্পের যোগান-রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। কারণ, চাহিদাবৃদ্ধির ফলে অধিক ব্যয়সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করে এবং দাম প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানের গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। অপরদিকে যদি চাহিদা ও দাম কমিয়া যায় তাহা হইলে প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান শিল্প ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের কারণ

১। বহিরাগত ব্যয়বৃদ্ধি

২। পরিচালনাগত ব্যয়বৃদ্ধি

প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান

উৎপাদন-ব্যয় ক্রমবর্ধমান হইলে দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা ঊর্ধ্বমুখী হইবে

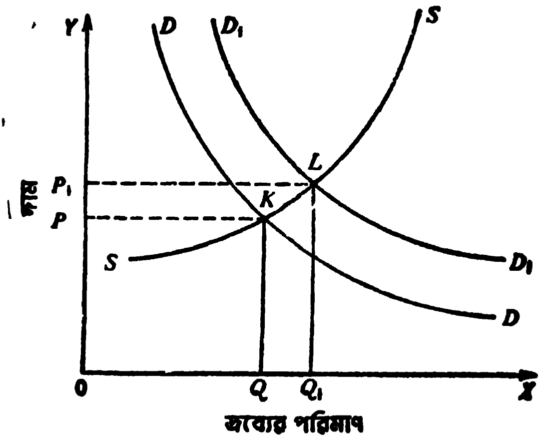
অপূর্ণাংগ ভারসাম্য ও প্রান্তাধীন প্রতিষ্ঠান : শিল্পের এইরূপ ভারসাম্যকে অনেক সময় 'অপূর্ণাংগ ভারসাম্য' (imperfect equilibrium) আখ্যা দেওয়া হয়। এই অবস্থায় মাত্র অপেক্ষাকৃত অদক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিই 'প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান' বলিয়া গণ্য

১. "This case of slight increasing costs would probably be most typical of a competitive world." Samuelson

হয়, কারণ উহারা স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত লাভ করিতে পারে না। অপেক্ষাকৃত অধিক দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত লাভ করে বলিয়া 'প্রান্তাধীন প্রতিষ্ঠান' (intra-marginal firms) আখ্যা পাইতে পারে।

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের ভারসাম্যের অবস্থা বুঝানো হইল।

SS হইল দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা। DD রেখাটি প্রথমে চাহিদার অবস্থা বুঝাইতেছে। যোগান-রেখা SS চাহিদা-রেখা DD-কে K বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং ভারসাম্য দাম হইল $0P$ এবং ভারসাম্য দ্রব্যের পরিমাণ হইল $0Q$। এখন ধরা যাউক যে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া D_1D_1 হইল। ইহার ফলে দাম বাড়িয়া গেল। স্বাভাবিকভাবে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন বৃদ্ধি করিল এবং নূতন প্রতিষ্ঠান আসিয়া শিল্পে প্রবেশ করিল। কিন্তু এখন উৎপাদন-ব্যয় পূর্বাপেক্ষা অধিক হওয়ায় দাম পূর্বের পর্যায়ে নামিয়া আসিতে পারিল না। শেষ পর্যন্ত দাম বাড়িয়া $0P_1$ পরিমাণে দাঁড়াইবে, কারণ পরিবর্তিত চাহিদা-রেখা যোগান-রেখাকে L বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ এই অবস্থায় $0Q_1$ পরিমাণে দাঁড়াইবে। অপরদিকে চাহিদা হ্রাস পাইলে অনেক প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। ইহার ফলে উৎপাদন হ্রাস পাইবে এবং উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পাইবে। ভারসাম্য দাম ও উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা কম হইবে।



ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় (Decreasing Cost) : যখন উৎপাদনের পরিমাণবৃদ্ধির ফলে শিল্পের যোগান-দাম পূর্বের তুলনায় হ্রাস পায় তখন ঐ শিল্পকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্প বলা হয়। অর্থাৎ, উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির ফলে শিল্পের দ্রব্যপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইয়া থাকে। আমরা জানি যে উৎপাদনের

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় কখন দেখা দেয়

আয়তন বৃদ্ধি হইলে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দেয়। যখন কোন প্রতিষ্ঠান তাহার আয়তন বৃদ্ধি করে তখন অধিক মাত্রায় শ্রমবিভাগের ফলে এবং যে-সকল উপাদান (যেমন, যন্ত্রপাতি উদ্যোক্তা প্রভৃতি) অবিভাজ্য (indivisible) তাহাদের পূর্ণ ব্যবহারের দরুন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। ইহা ব্যতীত শিল্পের প্রসারের দরুন বহিরাগত (external) ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে। যেমন, স্বল্প দামে

শিল্পের কাঁচামাল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পাওয়া যাইতে পারে। এই আয়তনজনিত সুযোগ-সুবিধা চলিতে থাকিলে এবং উৎপাদনের উপাদানের প্রাচুর্য থাকিলে উৎপাদনের আয়তনবৃদ্ধির সংগে গড় উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে।

কিন্তু অনির্দিষ্ট কালের জন্য আয়তনজনিত সুযোগসুবিধা পাওয়া যায় না। এমন এক সময় আসে যখন আয়তনবৃদ্ধির অসুবিধা আসিয়া দেখা দেয়। যাহা হউক, এখন প্রশ্ন, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভাবসাম্য হয় কি না? আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (firm) ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় চলিতে থাকিলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য আসিবে না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা হইল সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic)। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বাজার-দামে কমবেশী যত ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারে। এখন কোন প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের দরুন যদি উৎপাদন-ব্যয় ক্রমহ্রাসমান হয় তাহা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদনবৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিবে, কারণ যতই উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইবে ততই ব্যয়হ্রাসের দরুন মুনাফা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সুতরাং ঐ প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য আসিবে না এবং যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্য উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস হইতে থাকে তাহা হইলে পরিশেষে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবার দেখা দিবে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় একটা স্তরের পর ক্রমবর্ধমান হয়। অবশ্য আয়তন অতি-বৃহদাকার ধারণ না করা পর্যন্ত আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমগ্র বাজার আয়ত্তাধীন করিবার জন্য ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যে-কয়টি প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুযোগ থাকে উহারা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বিতাড়িত করিয়া একচেটিয়া প্রতিযোগিতা স্থাপন করে।[১] সুতরাং দেখা যাইতেছে, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্রমহ্রাসমান গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (*AC* & *MC*) প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[২]

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের সীমা

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা

দাম-নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব (Time Element in Price-Determination) : প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য দামের বিস্তারিত আলোচনার পর এখন দাম-নির্ধারণে সময়ের যে গুরুত্ব রহিয়াছে পৃথকভাবে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে।

---

১. Samuelson : *Economics*

২. অধ্যাপক মার্শাল অবশ্য একথা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয় মোটামুটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা। এরূপ প্রতিষ্ঠানকে তিনি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান (Representative Firm) আখ্যা দিয়াছেন।

তিন প্রকার ভারসাম্যের অবস্থা : দাম-নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রথম ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক মার্শাল। পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, সময়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে মার্শাল বাজারকে চারি ভাগে ভাগ করিয়াছেন (৯৫ পৃষ্ঠা) এবং এই চারি প্রকার বাজারের জন্য দামের উল্লেখ করিয়াছেন : (ক) অত্যল্পকালীন দাম বা বাজার-দাম (Very Short-period or Market Price), (খ) স্বল্পকালীন দাম (Short-period Price), (গ) দীর্ঘকালীন বা স্বাভাবিক দাম (Long-period or Normal Price) এবং (ঘ) অতি-দীর্ঘকালীন দাম (Very Long-period or Secular Price)। ইহাও বলা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে অতি-দীর্ঘকালীন দাম মোটামুটি গুরুত্বহীন (৯৭ পৃষ্ঠা)। সুতরাং বর্তমানে আমরা আলোচনা প্রথম তিন প্রকার দামের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ রাখিব।

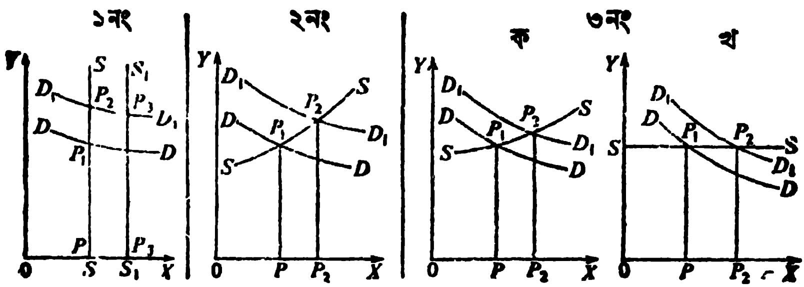
১। **ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্য** : যে-ভারসাম্যের ফলে অত্যল্পকালীন দাম বা বাজার-দাম নির্ধারিত হয় তাহাকে বলা হয় অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্য (temporary or momentary equilibrium)। এই অবস্থায় যোগান মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে এবং ফলে শিল্পের যোগান-রেখা উল্লম্ব আকার (vertical industry supply curve) ধারণ করে (২০০-০১ পৃষ্ঠা)। অতএব, দাম-নির্ধারণে চাহিদার প্রভাবই অধিক ক্রিয়া করিয়া থাকে। চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় তবে দামও বৃদ্ধি পাইবে।

২। **স্বল্পকালীন ভারসাম্য** : স্বল্পকালীন দাম নির্ধারিত হয় স্বল্পকালীন ভারসাম্য (short-run equilibrium) দ্বারা। এই অবস্থায় নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থাকিয়া পরিবর্তনশীল উপাদানসমূহের (variable factors) পরিবর্তনসাধন দ্বারা যোগানের কিছুটা বৃদ্ধিসাধন সম্ভব, কিন্তু চাহিদা বেশী বৃদ্ধি পাইলে তাহার সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব নহে। নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থাকিয়া পরিবর্তনশীল উপাদানসমূহের পরিবর্তনসাধন দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে গেলে সাধারণত ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের (increasing cost) সূত্র ক্রিয়া করে। ফলে যোগান-রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। এই ঊর্ধ্বমুখী যোগান-রেখা চাহিদা-রেখার সহিত যেখানে মিলিত হয় সেখানেই দাম নির্ধারিত হয়।

৩। **দীর্ঘকালীন ভারসাম্য** : দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদনের আয়তন এবং সকল উপাদানের সম্পূর্ণ পরিবর্তনসাধন সম্ভব। চাহিদা বহুদিন ধরিয়া অধিক থাকিলে উৎপাদকগণ নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া এবং উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিবে। যেমন, মাছের চাহিদা বহুদিন ধরিয়া অধিক থাকিলে খাল বিল জলা সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য নূতন নূতন নৌকাও নির্মিত হইবে। এখন এইভাবে আয়তন বৃদ্ধি করার জন্য উৎপাদনের উপাদানের দাম যদি বৃদ্ধি না পায় তবে ঐ শিল্পের যোগান-রেখা অনুভূমিক (horizontal) হইবে এবং ঐ শিল্প হইবে সমব্যয়সম্পন্ন শিল্প (২১০ পৃষ্ঠা)। কিন্তু সাধারণত সম্প্রসারণশীল শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদান অন্যান্য শিল্প হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হয় বলিয়া

উৎপাদন-ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে শিল্পের যোগান-রেখা স্বল্পকালীন অবস্থার মত না হইলেও কিছুটা ঊর্ধ্বগামী হয়। মার্শালের মতে, এই প্রকার ঊর্ধ্বগামী যোগান-রেখাসম্পন্ন শিল্পের সাক্ষাৎই সাধারণত পাওয়া যায়। এইরূপ শিল্পের যোগান-রেখা চাহিদা-রেখার সহিত যেখানে মিলিত হয় সেখানেই দীর্ঘকালীন বা স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয়।

নিম্নের রেখাচিত্র তিনটিতে এই তিন প্রকার ভারসাম্যের অবস্থা দেখানো হইল :



ক্ষণস্থায়ী ভাবসাম্য স্বল্পকালীন ভাবসাম্য দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

১নং রেখাচিত্রে ভারসাম্যের অবস্থা হইল ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থা। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে উল্লম্ব যোগান-রেখা SS মূল চাহিদা-রেখা DD-কে P_1 বিন্দুতে ছেদ করিতেছে। সুতরাং বাজার-দাম হইল PP_1। এখন চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া গেলে দাম বৃদ্ধি পাইবে। যেমন, চাহিদা-রেখা সরিয়া D_1D_1 হইলে দাম PP_1-এর পরিবর্তে PP_2 হইবে। কিন্তু যদি দামবৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীরা মজুত মাল হইতে কিছু বাজারে ছাড়ে, তবে যোগানবৃদ্ধির ফলে যোগান-রেখা (S_1S_1) ডানদিকে সরিয়া আসিবে এবং দাম PP_2-র পরিবর্তে হইবে P_3P_3।

২নং রেখাচিত্রে বা স্বল্পকালীন ভারসাম্যের অবস্থায় দেখা যাইতেছে যে ঊর্ধ্বমুখী যোগান-রেখা SS চাহিদা-রেখা DD-কে P_1 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং দাম হইল PP_1। পরে চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া গিয়া (D_1D_1) যোগান-রেখাকে P_2 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং চাহিদাবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া হিসাবে যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু যোগান-রেখা ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সংগে সংগে দামও কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৩নং রেখাচিত্রে ভারসাম্যের অবস্থা বা স্বাভাবিক দামের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, যোগান-রেখা ঊর্ধ্বমুখী হইলেও স্বল্পকালীন ভারসাম্যের মত অতটা ঊর্ধ্বমুখী নহে। ফলে চাহিদাবৃদ্ধির জন্য দাম কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও স্বল্পকালীন অবস্থার মত অতটা বৃদ্ধি পায় নাই। প্রথমে দাম ছিল PP_1, যাহা স্বল্পকালীন অবস্থায় মূল দামের সমান। পরে দাম বৃদ্ধি পাইয়া হইল P_2P_2, যাহা স্বল্পকালীন ভারসাম্যের বর্ধিত দাম অপেক্ষা কম। আবার যদি এই দীর্ঘকালীন অবস্থায় শিল্পটি সমব্যয়সম্পন্ন (constant cost)

হয় তবে যোগান-রেখা অনুভূমিক হইবে এবং দাম কোনরূপ বৃদ্ধি পাইবে না এবং ভারসাম্যের অবস্থা ৩নং-এর খ রেখাচিত্রের মত ধারণ করিবে। পূর্বে দাম ছিল PP_1। এখন যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম হইয়াছে P_2P_2 যাহা PP_1 দামেরই সমান।

সংক্ষিপ্তসার

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যই প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্যের ভিত্তি। যেখানে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়ের সমান হয় সেখানেই প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য আসে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে প্রতিষ্ঠানকে বাজার-দাম মানিয়া লইয়া এই ভারসাম্যে পৌছিবার প্রচেষ্টা করিতে হয়। ইহার ফলে দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। কিন্তু দাম গড় ব্যয় অপেক্ষা অধিক বা অল্প হইতে পারে। অধিক হইলে প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিবে, অল্প হইলে লোকসান বহন করিবে। দীর্ঘকালে এই দুইটি অবস্থার কোনটিই সম্ভব নয়। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে দীর্ঘকালে দাম শুধু প্রান্তিক ব্যয়ের নহে গড় ব্যয়েরও সমান হইবে। এইরূপ শিল্পকে সমব্যয়সম্পন্ন শিল্প বলা হয়। ইহা ছাড়া ক্রমবর্ধমান ব্যয় ও ক্রমহ্রাসমান ব্যয় শিল্পের কল্পনাও করা হয়।

দাম-নির্ধারণে সময়ের বিশেষ গুরুত্ব আছে। সময় যত দীর্ঘ হইবে যোগানের পক্ষে ততই চাহিদার সহিত তাল রাখা সম্ভব হইবে।

অনুশীলনী

1. Discuss the relation between price, marginal cost and average cost in a perfectly competitive market both in the short and in the long run.

[পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন অবস্থায় দাম, প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা দেখাও।]

[ইংগিত: স্বল্পকালীন অবস্থায় দাম=প্রান্তিক ব্যয়, কারণ দাম=প্রান্তিক আয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় দাম, যাহা প্রান্তিক আয় (MR) হইতে অভিন্ন=প্রান্তিক ব্যয়=গড় ব্যয়। প্রান্তিক ব্যয় (MC) যেখানে গড় ব্যয়ের (AC) সমান সেখানে গড় ব্যয় নিম্নতম।...এবং ২০২-০৪, ২০৭-১০ পৃষ্ঠা]

2. Explain the concepts of marginal revenue, marginal cost and average cost. Why in the long run must the firms be operating at the point of lowest long-run average cost in the case of perfect competition?

[প্রান্তিক আয়, প্রান্তিক ব্যয় এবং গড় ব্যয়ের ধারণা ব্যাখ্যা কর। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে সকল প্রতিষ্ঠানকেই দীর্ঘকালীন নূনতম গড় ব্যয়ে উৎপাদন করিতে হইবে কেন?]

(১৮২-৮৩, ১৯৬-৯৭; ২০৭-১০ পৃষ্ঠা)

3. Explain the assumptions of perfect competition and show why marginal cost will equal price under perfect competition.

[পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সর্ত বা অনুমানগুলি ব্যাখ্যা কর এবং এইরূপ প্রতিযোগিতাধীনে দাম কেন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইবে দেখাও।]

[দ্বিতীয় অংশের ইংগিত: উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের সর্ত হইল প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়= প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ও দাম অভিন্ন। সুতরাং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়=দাম।...এবং ৯৮-৯৯, ২০২-০৪ পৃষ্ঠা]

4. Examine the influence of cost of production on the determination of value (*a*) in the short-run and (*b*) in the long-run.

[(ক) স্বল্পকালে ও (খ) দীর্ঘকালে দাম-নির্ধারণের উপর উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (২০২-০৪, ২০৭-১০ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the conditions of equilibrium of a firm under perfect competition both in the short as well as long run.

[পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল—উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের সর্ত ব্যাখ্যা কর।] (২০২-০৩, ২০৭-১০ পৃষ্ঠা)

6. Write short notes on : (a) Shut-down point, (b) Break-even point.

[টীকা রচনা কর : (ক) (প্রতিষ্ঠানের) বন্ধকরণ বিন্দু, (খ) সমাবস্থা বিন্দু—অর্থাৎ লোকসানও নহে, অতিরিক্ত লাভও নহে—এইরূপ স্বাভাবিক মুনাফার অবস্থা।] (২০৪-০৫, ২০৭ পৃষ্ঠা)

১৮ | একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম (PRICE UNDER MONOPOLY)

একচেটিয়া কারবারের অর্থ

আমরা ইতিপূর্বেই (১০০ পৃষ্ঠা) দেখিয়াছি যে যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন বা বিক্রয় মাত্র একজন ব্যক্তি বা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের হস্তে থাকে তখন ঐ অবস্থাকে একচেটিয়া কারবার বলা হয়। একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহার দ্রব্যের কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitutes) পাওয়া যায় না।

মুনাফা সর্বাধিক করা হইল ব্যবসায়ীর লক্ষ্য

একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম (Price under Monopoly) : সকল প্রকার কারবারেই ব্যবসায়ী তাহার মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে চায়। একচেটিয়া কারবারীরও লক্ষ্য হইল মুনাফাকে সর্বাধিক করা। কিন্তু প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া কারবারীর পার্থক্য রহিয়াছে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক উৎপাদককে বাজারে প্রচলিত দাম মোটামুটি মানিয়া লইতে হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজারে প্রচলিত দাম অপেক্ষা কেহ অধিক চাহিলে ক্রেতারা অন্য বিক্রেতার নিকটে চলিয়া যাইবে। এইজন্য পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক কারবারী বাজার-দাম স্বীকার করিয়া লইয়া উৎপাদন বা যোগান বৃদ্ধি করিয়া যায় এবং যেখানে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দামের সমান হয় সেখানেই থামে। সুতরাং দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমানই হয়—উহার অধিক বা কম হয় না।

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কিভাবে এই লক্ষ্যসাধন করে

একচেটিয়া কারবারী যোগান নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে

একচেটিয়া কারবারে কিন্তু উৎপাদক বা ব্যবসায়ী দ্রব্যের যোগানের সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। সে দুইটি পন্থার যে-কোনটি অবলম্বন করিতে পারে : (ক) সে ইচ্ছামত দামের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে, অথবা (খ) যোগান কমবেশী করিতে পারে। তবে সে যত খুশি চড়া দামে যত খুশি বিক্রয় করিতে পারে না, কারণ যোগানের উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ থাকিলেও লোকের চাহিদার উপর

তাহার হাত নাই।[১] যেক্ষেত্রে সে দাম বাঁধিয়া দেয় সেক্ষেত্রে কতটা পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হইবে তাহা নির্ভর করে চাহিদার অবস্থার উপর। অপরদিকে যেক্ষেত্রে সে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ স্থির করিয়া দেয় সেক্ষেত্রে কত দাম হইবে তাহা নির্ভর করিবে লোকের চাহিদার উপর। যেহেতু একচেটিয়া কারবারী একাই দ্রব্যটির সমগ্রটা যোগান দিয়া থাকে সেই হেতু যোগানের পরিমাণ সে যত বাড়াইয়া চলিবে দ্রব্যের দাম তত হ্রাস পাইবে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে। ধরা যাউক, বিভিন্ন দামে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহিদা হইল নিম্নলিখিত রূপ :

দ্রব্যের দাম	চাহিদা
১১ টাকা	১০০ একক (units) দ্রব্য
৯ "	২০০ " " "
৮ ,,	৩০০ ,, ,, ,,
৭ ,,	৪০০ ,, ,, ,,
৬ ,,	৫০০ ,, ,, ,,

এখন একচেটিয়া কারবারী যদি ৪০০ একক (units) দ্রব্য বিক্রয় করিতে চায় তাহা হইলে ৭ টাকার অধিক সে দাম ধার্য করিতে পারে না। যদি সে ৭ টাকার স্থলে ৮ টাকা দাম করে তাহা হইলে ৩০০ এককের বেশী সে বিক্রয় করিতে পারিবে না। আবার সে যদি ৫০০ একক দ্রব্য বাজারে ছাড়ে তাহা হইলে ৬ টাকার বেশী দাম সে পাইতে পারে না।

কিন্তু চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না

স্বতরাং দাম নির্ধারিত হয় যোগানের পরিমাণ ও চাহিদার অবস্থা দ্বারা

সুতরাং দেখা যাইতেছে,- একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম মাত্র একচেটিয়া কারবারীর যোগানের দ্বারাই নির্ধারিত হয় না। একদিকে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের যোগান এবং অপরদিকে লোকের ঐ দ্রব্যের চাহিদা—এই দুই শক্তির প্রভাবেই দাম স্থির হয়।

একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের দাম কিংবা যোগানের পরিমাণ লোকের চাহিদার দিকে নজর রাখিয়া এমনভাবে ঠিক করে যে মুনাফা যেন সর্বাধিক হয়। এই একচেটিয়া মুনাফার হিসাব তাহার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (total revenue) হইতে দ্রব্যটির মোট উৎপাদন-ব্যয় (total cost of production) বাদ দিলেই পাওয়া যাইবে। অতএব, মোট বিক্রয়লব্ধ আয় এবং উৎপাদনের মোট ব্যয়ের পার্থক্যকে সর্বাধিক করাই হইল একচেটিয়া কারবারীর আসল উদ্দেশ্য। ইহা করিবার জন্য একচেটিয়া কারবারীকে দুইটি প্রধান বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয় : (১) দ্রব্যটির চাহিদার অবস্থা এবং (২) দ্রব্যটির উৎপাদন-ব্যয়ের প্রকৃতি।

একচেটিয়া কারবারী কিভাবে মুনাফা সর্বাধিক করিবার চেষ্টা করে

১. "The monopolist can fix whatever price he pleases or can sell whatever amount he pleases ; but he cannot sell as much as he likes at whatever price he likes." Benham

চাহিদার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় এইজন্য যে তাহার বিক্রয়লব্ধ আয় নির্ভর করে চাহিদার অবস্থার উপর। যেখানে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক সেখানে দাম বৃদ্ধি করা হইলেও বিক্রয় বিশেষ কমে না। এরূপ ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী দাম চড়া রাখিয়া সর্বাধিক মুনাফার দিকে ঝুঁকিবে। কিন্তু যেখানে চাহিদা স্থিতিস্থাপক সেখানে দাম সামান্য পরিমাণ বাড়াইলে বিক্রয়ের পরিমাণ অনেকখানি কমিয়া যাইবে। এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীকে অতি সতর্কতার সহিত দাম স্থির করিতে হইবে। দাম বেশী করা হইলে বিক্রয় কমিয়া যাইয়া তাহার লাভের অংশ কমিয়া যাইতে পারে। অতএব, দাম সামান্য কমাইলে বিক্রয় বাড়িয়া তাহার লাভের পরিমাণ যদি বেশী হয় তাহা হইলে সে তাহাই করিবে। যাহা হউক, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে উৎপাদনের যে-স্তরে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের কম (less than unity)—অর্থাৎ চাহিদা যখন অস্থিতিস্থাপক সেই স্তরে সে উৎপাদন কমাইতে থাকিবে। কারণ, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের কম হইলে উৎপাদকের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ঋণাত্মক (negative) হইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে মোট আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইবে অথচ প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকিবে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান (equal to unity) হইলেও উৎপাদক উৎপাদন কমাইতে থাকিবে। কারণ, এই অবস্থায় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় শূন্য পরিমাণে দাঁড়ায়—অর্থাৎ মোট বিক্রয়লব্ধ আয় উৎপাদন বা যোগান বৃদ্ধির ফলে বাড়ে না। সুতরাং যে-অবস্থায় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক (greater than unity) হয় সেই অবস্থাতেই একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য অবস্থা আসিবে। অবশ্য এ-পর্যায়ে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়কে সমান করিয়াই সে সর্বাধিক মুনাফা করিবে।

তাহাকে চাহিদার অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যোগান দিতে হয়

দেখিতে হয় যে দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক

চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে তবেই একচেটিয়া কারবারে ভারসাম্য আসে, অস্থিতিস্থাপক হইলে নয়

চাহিদার দিকে দৃষ্টি রাখাই যথেষ্ট নয়, একচেটিয়া কারবারীকে ব্যয়ের দিকটাও বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে, কারণ উৎপাদন-ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারিলে লাভের পরিমাণ বেশী হইবার সম্ভাবনা। অধিক উৎপাদন করিতে যাইয়া যদি দেখা যায় যে প্রতি একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে, সেক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর চেষ্টা হইবে উৎপাদন কম করা এবং দাম বেশী রাখা, কারণ অধিক দামে বিক্রয় কিছু কম হইলেও উৎপাদন-ব্যয় কম হইবে। তবে যেক্ষেত্রে দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক সেক্ষেত্রে দাম সামান্য কম রাখিয়া অধিক উৎপাদন দ্বারা অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিলেই হয়ত একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হইবে। যেক্ষেত্রে কোন দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইলে এককপ্রতি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় কমিতে থাকে সেক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী উৎপাদন বাড়াইয়া এবং দাম কমাইয়া অধিক বিক্রয় করিবার দিকে ঝুঁকিবে।

তাহাকে উৎপাদন-ব্যয়ের দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে একচেটিয়া কারবার থাকিলেই দাম অধিক হইবে—এই ধারণা ঠিক নয়। দাম কম করিয়া যদি একচেটিয়া কারবারী মুনাফা সর্বাধিক করিতে পারে তাহা হইলে সে দ্রব্যের দাম কম রাখিবে, আর দাম উচ্চ রাখিলে যদি মুনাফা সর্বাধিক হয় তাহা হইলে সে দ্রব্যের দাম বেশী করিবে।

কারবার একচেটিয়া হইলেই যে দাম অধিক হইবে এইরূপ কোন কথা নাই

এখন, একচেটিয়া কারবারী মুনাফা সর্বাধিক কবিবার জন্য কিভাবে দ্রব্যের দাম বা যোগানের পরিমাণ ঠিক করে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

উদাহরণ

ধরা যাউক, কোন একচেটিয়া কারবারী বিশেষ ধরনের কোন দ্রব্য উৎপাদন কবে এবং তাহার উৎপাদন-ব্যয় ও বাজারে বিক্রয়ের অবস্থা হইল এইরূপ :

(হিসাব টাকা ও পয়সায়)

(ক) দ্রব্যের পরিমাণ	(খ) একক প্রতি দাম• (টাকা)	(গ) মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (টাকা)	(ঘ) একক প্রতি বা গড় উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)	(ঙ) মোট উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)	(চ) একচেটিয়া মুনাফা (টাকা) [গ—ঙ]
৩০	৮	২৪০	৭	২১০	৩০
৪০	৭	২৮০	৬	২৪০	৪০
৫০	৬	৩০০	৫·৫০	১৭৫	২৫

উপরের ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে, উৎপাদক ৭ টাকা দাম অথবা ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। কারণ, মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (২৮০ টাকা) হইতে মোট উৎপাদন-ব্যয় (২৪০ টাকা) বাদ দিলে তাহার নীট মুনাফা দাঁড়ায় ৪০ টাকা। দাম বৃদ্ধি করিয়া ৮ টাকা করা হইলে মুনাফার পরিমাণ কমিয়া হয় ৩০ টাকা। অপরদিকে দাম হ্রাস করিয়া ৬ টাকা করা হইলে মুনাফা আরও কমিয়া যাইয়া হয় ২৫ টাকা। সর্বাধিক মুনাফাই যখন একচেটিয়া কারবারীর লক্ষ্য তখন দাম ৭ টাকার অধিক কিংবা কম হইবে না।

একচেটিয়া দামতত্ত্বের বিকল্প ব্যাখ্যা (Alternative Explanation of Monopoly Price) : একচেটিয়া দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা আর একভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে একচেটিয়া কারবারী বা প্রতিষ্ঠান তাহার মুনাফা সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্যে উৎপাদন বা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। যখন তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Cost) এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (Marginal Revenue) পরস্পর সমান হয় তখনই তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। সুতরাং যতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইয়া দাঁড়াইবে ততটা

পরিমাণ দ্রব্যই সে উৎপাদন বা সরবরাহ করিবে, কারণ ইহা করিলেই তাহার মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক হইবে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলিতে এক একক (unit) অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক) দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে-ব্যয় পড়ে তাহাকে বুঝায়। যেমন, ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে যদি ১০০ টাকা ব্যয় হয় এবং ১১ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে যদি ১০৫ টাকা পড়ে তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়—অর্থাৎ এক একক অতিরিক্ত দ্রব্যের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হইল (১০৫ টাকা − ১০০ টাকা =) ৫ টাকা।[১] অপরদিকে এক একক অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক) দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কোন কারবারী বা প্রতিষ্ঠান যে-অতিরিক্ত আয় করে তাহাকে বলা হয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়। যেমন, প্রতি একক দ্রব্য ১২ টাকা করিয়া দামে ১০টি দ্রব্য বিক্রয় করিলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় দাঁড়ায় ১২০ টাকা। যখন সে ১১টি দ্রব্য বিক্রয় করে তখন যদি প্রতি এককের দাম কমিয়া ১১.৫০ টাকা হয় তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ১২৬.৫০ টাকা। এক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়—অর্থাৎ এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত আয় হইবে (১২৬.৫০ টাকা − ১২০ টাকা =) ৬.৫০ টাকা। এই উদাহরণ হইতে দেখা যায় : কারবারী যখন এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করে তখন তাহার অতিরিক্ত ব্যয় পড়ে ৫ টাকা। সে উহা যখন বিক্রয় করে তখন অতিরিক্ত আয় হয় ৬.৫০ টাকা এবং ফলে অতিরিক্ত মুনাফা হয় (৬.৫০ টাকা − ৫ টাকা =) ১.৫০ টাকা।

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হইলেই একচেটিয়া মুনাফা সর্বাধিক হয়

কিভাবে কারবারী ইহা করিতে চেষ্টা করে

এখন, যতক্ষণ পর্যন্ত একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে উৎপাদন বাড়াইয়া চলিতে থাকে। কারণ, ইহাতে তাহার মুনাফার মোট অংক বাড়িয়াই চলে। অবশেষে যখন তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হয়, তখন তাহার মুনাফার পরিমাণ হয় সর্বাধিক। ইহার পর সে আর উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে না, কারণ তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা অধিক হইবে এবং ফলে প্রতি একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনে লোকসান হইবে।

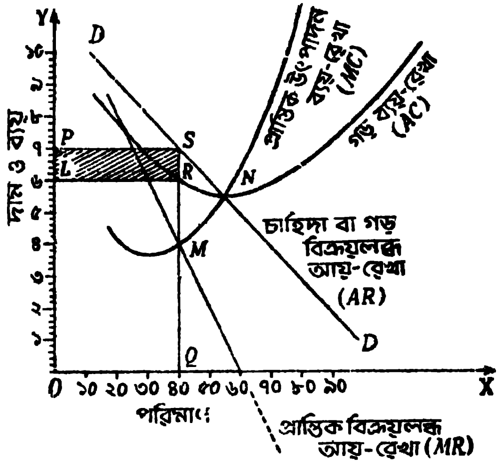
উদাহরণ

বিষয়টিকে বুঝাইবার জন্য পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রটি অংকন করা হইল।

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে AC হইল গড় ব্যয়-রেখা এবং MC হইল প্রান্তিক ব্যয়-রেখা। $DD(AR)$ হইল গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা বা চাহিদা-রেখা। একচেটিয়া কারবারীর দিক হইতে DD রেখা দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিলে এককপিছু তাহার বিক্রয়লব্ধ আয় কত হয় এবং ক্রেতাদের দিক হইতে ইহা দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে বিভিন্ন দামে তাহারা কত পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে রাজী থাকে। গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা বা চাহিদা-রেখা যে নিম্নগামী তাহার কারণ

১. এখানে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অধীন ধরা হইয়াছে।

হইল একচেটিয়া কারবারী অধিক পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহিলে তাহাকে দাম কমাইতে হয়। অনুভূমিক অক্ষে ৬০-এর পার্শ্ব দিয়া যে MR রেখাটি নিচে নামিয়া গিয়াছে উহা হইল প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা। উহা দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে অতিরিক্ত একক দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে কত অতিরিক্ত বিক্রয়লব্ধ আয় হয়। প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখাটি গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখার নিম্নে রহিয়াছে। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে গড় বিক্রয়লব্ধ আয় যখন কমিতে থাকে তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় গড় বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে কম হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কিন্তু বিক্রেতাবিশেষের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা সরল ও অনুভূমিক (horizontal) হয়। কারণ, বিক্রেতাবিশেষকে অধিক বিক্রয়ের জন্য দাম কমাইতে হয় না, সে বাজার-দামে কমবেশী যত ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারে এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতাবিশেষের গড় বিক্রয়লব্ধ আয় সমান থাকে বলিয়া তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় গড় বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়। সুতরাং তাহার গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা এক এবং অভিন্ন হয়।



এখন আমরা জানি যে বিক্রেতা বা উৎপাদকের লক্ষ্য হইল যথাসম্ভব সর্বাধিক মুনাফা করা এবং যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করিলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হইয়া দাঁড়ায় সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিলেই তাহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে। উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে, যখন উৎপন্নের পরিমাণ হইল OQ (৪০ একক) তখন প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা MC প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা MR-কে M বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে—অর্থাৎ M বিন্দুতে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্নের সর্বাপেক্ষা লাভজনক পরিমাণ হইল OQ (৪০ একক দ্রব্য)। এখন OQ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করিলে গড় আয় বা প্রতি এককের দাম হয় QS (৭ টাকা)। সুতরাং QS (৭ টাকা) হইল একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা লাভজনক দাম। একচেটিয়া মুনাফা কতটা হইতেছে তাহা গড় মোট ব্যয়-রেখার দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। প্রতি এককের দাম যখন QS (৭ টাকা) তখন প্রতি এককের উৎপাদন-ব্যয় বা গড়

রেখাচিত্রের পাটীগাণিতিক ব্যাখ্যা

উৎপাদন-ব্যয় হইল QR (৬'০০ টাকা) এবং এককপিছু একচেটিয়া মুনাফার (monopoly .profits) পরিমাণ হইল RS (৭'০০ টাকা−৬'০০ টাকা=১'০০ টাকা) এবং মোট একচেটিয়া মুনাফার পরিমাণের পরিমাপ করিতেছে $RSPL$ আয়তক্ষেত্রটি (১'০০ টাকা × ৪০ একক দ্রব্য = ৪০ টাকা)। অন্যভাবে বলা যায়, একচেটিয়া কারবারীর মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাপ হইল $QSP0$ আয়তক্ষেত্র (৭ টাকা × ৪০ একক দ্রব্য = ২৮০ টাকা) এবং মোট উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাপ হইল $QRL0$ আয়তক্ষেত্র (৬'০০ টাকা × ৪০ একক দ্রব্য = ২৪০ টাকা)। সুতরাং মোট একচেটিয়া মুনাফা হইল $RSPL$ আয়তক্ষেত্র (৪০ টাকা)। উৎপাদন ৪০ একক অপেক্ষা অধিক করিলে মুনাফার পরিমাণ ৪০ টাকা অপেক্ষা কম হইবে এবং কম করিলে ৪০ টাকাতে পৌঁছিবে না। অতএব, একচেটিয়া কারবারী ৪০ একক দ্রব্যই উৎপাদন করিয়া যোগান দিবে।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Perfect Competition and Monopoly): পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের পর্যালোচনার পর এখন উহাদের মধ্যে পার্থক্যের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে: (ক) একচেটিয়া কারবারীকে বেশী বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয়। এইরূপ কারবারে গড় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা উভয়ই নিম্নগামী হয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখাটি গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখার নিচে থাকে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কিন্তু উভয় রেখা এক ও অভিন্ন হয় এবং সরল ও অনুভূমিক রূপ ধারণ করে।

১। বিক্রয়লব্ধ আয়ের প্রকৃতির পার্থক্য

(খ) ২২৩ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে গড় মোট ব্যয়-রেখার দিকে একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে উৎপাদনের গড় ব্যয়ের ন্যূনতম স্তরে আসিবার পূর্বেই একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ, দৃষ্টান্তে AC রেখার R বিন্দুতে উৎপাদন হইল একচেটিয়া কারবারীর সর্বাপেক্ষা লাভজনক উৎপাদন। কিন্তু উৎপাদন যদি আরও বৃদ্ধি করা হইত তাহা হইলে এককপ্রতি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বা গড় ব্যয় আরও কমিয়া যাইতে থাকিত এবং N বিন্দুতে আসিয়া ন্যূনতম হইয়া দাঁড়াইত। একচেটিয়া কারবারী ইহা করিল না কেন? উৎপাদনবৃদ্ধি না করিবার কারণ হইল, উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে একচেটিয়া কারবারীর এককপ্রতি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া যাইত বটে কিন্তু সংগে সংগে দ্রব্যের দামও এরূপ হ্রাস পাইত যে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইত। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় থাকার অবস্থাতেই একচেটিয়া কারবারী ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিয়াছে।[১]

২। একচেটিয়া কারবারে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের অবস্থাতেই ভারসাম্য আসিতে পারে

১. ন্যূনতম ব্যয়ের অবস্থাতেও একচেটিয়া কারবারে ভারসাম্য আসিতে পারে।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কিন্তু এরূপ ঘটে না। কারণ, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বাজার-দামে কমবেশী যত খুশি বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া উৎপাদন-ব্যয় কমিতে থাকিলে প্রতিষ্ঠান ক্রমাগত উৎপাদন বাড়াইয়া অধিক মুনাফা করিবার চেষ্টা করে। পূর্বেই (২১৩-১৪ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করা হইয়াছে যে অধিক সময় ধরিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের এই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় চলিতে থাকিলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ভাঙিয়া গিয়া অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবার দেখা দেয়।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কিন্তু এরূপ ঘটে না

(গ) সাধারণত একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের দাম প্রতি একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বা গড় উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। সুতরাং একচেটিয়া কারবারে দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদকের পক্ষে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা সম্ভব। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা করিতে সমর্থ হয় না, কারণ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা হইতে থাকিলে নূতন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান শিল্পে আসিয়া প্রবেশ করে এবং ইহাদের প্রতিযোগিতার চাপে কোন প্রতিষ্ঠানেরই আর অতিরিক্ত মুনাফা করিবার সুযোগ থাকে না।

৩। একচেটিয়া কারবারী অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে পারে যাহা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় সম্ভব নয়

(ঘ) একচেটিয়া কারবারে গড় বিক্রয়লব্ধ আয় বা দাম (*AR or* Price) প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (*MC*) অপেক্ষা অধিক হয় বলিয়া উহা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়েরও অধিক হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উহারা সকলেই পরস্পরের সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য হয় যখন—

৪। এই দুই প্রকার কারবারে ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় = প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় = গড় বিক্রয়লব্ধ আয় বা দাম = গড় উৎপাদন-ব্যয় ($MC = MR = AR$ *or* Price $= AC$); কিন্তু একচেটিয়া কারবারে ভারসাম্যের সর্ত হইল মাত্র প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় = প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ($MC = MR$)।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া কারবারের দাম ও উৎপন্ন (Price and Output under Perfect Competition and Monopoly): একচেটিয়া কারবারের তুলনায় পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় সাধারণত দাম কম এবং উৎপন্নের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানগুলি সেই পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াইয়া চলে যে-পর্যন্ত না প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দামের সমান হয়। কিন্তু একচেটিয়া কারবারে উৎপাদক উৎপাদনের পরিমাণ বা দাম এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক থাকে। এখন যদি আমরা ধরিয়া লই যে দ্রব্যের চাহিদা ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের অবস্থা একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় অভিন্ন তাহা হইলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তুলনায় একচেটিয়া কারবারে দাম অধিক এবং উৎপাদনের পরিমাণ কম হইবে। কারণ, পূর্ণাংগ

প্রতিযোগিতায় উৎপাদক যে-পর্যন্ত না প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দামের সমান হইতেছে সে-পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলে এবং ফলে ভারসাম্য অবস্থায় দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়, অধিক হইতে পারে না। কিন্তু একচেটিয়া কারবারের ভারসাম্য অবস্থায় দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। তবে যেক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী উৎপাদনের উপাদানসমূহকে কম দাম দেয়, উৎপাদনে উন্নততর কলাকৌশল প্রয়োগ করে এবং বৃহদায়তনের ব্যয়সংক্ষেপের অধিকতর স্থযোগস্থবিধা ভোগ করে সেক্ষেত্রে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তুলনায় হয়ত একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদনের পরিমাণ অধিক এবং দামও কম হইতে পারে।

একচেটিয়া কারবারে সর্বাবস্থায় উৎপাদন স্বল্প ও দাম অধিক নহে

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার (Discriminating Monopoly) : অনেক সময় একচেটিয়া কারবারী একই দ্রব্য বিভিন্ন ক্রেতার নিকট পৃথক পৃথক দামে বিক্রয় করিয়া থাকে। একচেটিয়া কারবারী যখন এরূপ করে তখন ইহাকে বলা হয় বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার বা দাম পৃথকীকরণ (Discriminating Monopoly or Price Discrimination)।[১] পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এরূপ দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হয় না, কারণ বহু বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকায় কোন বিক্রেতা কোন ক্রেতার নিকট হইতে বাজার-দামের অধিক দাম আদায় করিতে পারে না।

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার কাহাকে বলে

তিন প্রকারের দাম পৃথকীকরণ: একচেটিয়া কারবারীর এই দাম পৃথকীকরণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: ব্যক্তিগত দাম পৃথকীকরণ (personal discrimination), স্থানগত দাম পৃথকীকরণ (local discrimination) এবং ব্যবহারগত দাম পৃথকীকরণ (use discrimination)।

(১) ব্যক্তিগত দাম পৃথকীকরণের বেলায় একই দ্রব্য বা সেবামূলক কার্যের (services) জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে বিভিন্ন দাম আদায় করা হয়। যেমন, কোন চিকিৎসক ধনীদের নিকট হইতে বেশী 'ফী' এবং দরিদ্রদের নিকট হইতে কম 'ফী' চাহিতে পারেন। (২) যখন একস্থান ও অপর স্থানের মধ্যে একই জিনিসের দামের পার্থক্য করা হয় তখন তাহাকে স্থানগত দাম পৃথকীকরণ বলা হয়। যেমন, বড় বড় যে-সকল দোকানে অভিজাতশ্রেণী জিনিসপত্র ক্রয় করে সেখানে দাম অপেক্ষাকৃত অধিক হয় অথচ সেই সকল দ্রব্যই সাধারণ দোকানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামে পাওয়া যায়। আবার একচেটিয়া কারবারী দেশের বাজারে দামের তুলনায় বিদেশের বাজারে স্বল্প দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। (৩) যখন বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য একই জিনিসের পৃথক পৃথক দাম আদায় করা হয় তখন তাহাকে ব্যবহারগত দাম পৃথকীকরণ

১. **"The act of selling the same article, produced under a single control, at different prices to different buyers is known as *price discrimination*." Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition***

বলা হয়। যেমন, বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কারখানার নিকট হইতে স্বল্প দাম কিন্তু গৃহস্থের নিকট হইতে বেশী দাম আদায় করে।

দাম পৃথকীকরণ কোন্ অবস্থায় সম্ভব হয়? এখন দেখা যাউক, কোন্ অবস্থায় দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হয় না, কারণ কোন বিক্রেতা বাজার-দামের অধিক দাম চাহিলে ক্রেতারা অন্য বিক্রেতার নিকট চলিয়া যাইবে। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অভাব—অর্থাৎ প্রতিযোগিতার অপূর্ণাংগতা থাকিলে তবেই দাম পৃথকীকরণের প্রশ্ন উঠিতে পারে।

পুনর্বিক্রয়ের সুযোগ না থাকিলেই সম্ভব হয়

কিন্তু অপূর্ণাংগ বাজার বা একচেটিয়া কারবার থাকিলেই যে দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হইবে তাহা মনে করা ভুল। দাম পৃথকীকরণকে সম্ভব করিতে হইলে অন্তত একটি সর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন। সর্তটি হইল, দ্রব্যটি পুনর্বিক্রয় (resale) করিবার কোন সুযোগ থাকিবে না।[১] যদি দ্রব্যটি পুনর্বিক্রয়করণের সুযোগ থাকে তাহা হইলে যে-বাজারে দ্রব্য স্বল্প দামে বিক্রয় হয় সেখান হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া লোকে যে-বাজারে দ্রব্যটির দাম অধিক সেখানে বিক্রয় করিয়া মুনাফা লাভ করিবার প্রচেষ্টা করিবে। ফলে একচেটিয়া কারবারীর দাম পৃথকীকরণের নীতি ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন একচেটিয়া কারবারী একই দ্রব্য রামের নিকট ৫ টাকায় বিক্রয় করে এবং শ্যামের নিকট ১০ টাকায় বিক্রয় করে। এখন যদি দ্রব্যটির পুনর্বিক্রয়ের সুবিধা থাকে তাহা হইলে রাম একচেটিয়া কারবারীর নিকট হইতে ৫ টাকা দামে দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া শ্যামের নিকট ৫ টাকার উর্ধ্বে এবং ১০ টাকার নিচে যে-কোন দামে বিক্রয় করিয়া লাভ করিতে থাকিবে। ইহার ফলে একচেটিয়া কারবারী দেখিবে যে, সে ১০ টাকা দামে শ্যামের নিকট কিছুই বিক্রয় করিতে পারিতেছে না এবং বাধ্য হইয়া উভয়ের নিকট একই দামে বিক্রয় করিবে। সুতরাং দাম পৃথকীকরণ তখনই সম্ভব হয় যখন দ্রব্যটি স্বল্প দামের বাজার হইতে অধিক দামের বাজারে আনিয়া বিক্রয় করা সম্ভব নহে। অন্যভাবে বলা যায়, বিভিন্ন কারণের জন্য যদি বিভিন্ন বাজার বা ক্রেতাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত এবং একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্য পুনর্বিক্রীত হওয়া সম্ভব না হয় তবেই একচেটিয়া কারবারী দাম পৃথকীকরণ করিতে সমর্থ হইবে।

প্রথমত, যখন এক বাজারের ক্রেতারা অন্য বাজারে দ্রব্যটি যে স্বল্প দামে বিক্রয় হইতেছে তাহা জ্ঞাত থাকে না তখন একচেটিয়া কারবারী দুই বাজারে দুই রকম দাম আদায় করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় একই দ্রব্যকে পৃথকীকৃত প্রতিপন্ন করিয়া ক্রেতাদের নিকট হইতে বিভিন্ন দাম আদায় করা হয়। তৃতীয়ত, দামের পার্থক্য যদি অতি সামান্য হয় তাহা হইলে ক্রেতাদের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।

১. **"The fundamental condition which must be fulfilled if discrimination is to take place is that there can be no possibility of *resale* from one consumer to another." Stonier and Hague**

চতুর্থত, প্রত্যক্ষ সেবামূলক দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে (direct services) দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হইতে পারে। যেমন, ডাক্তার ধনীদের নিকট হইতে অধিক ফী ও গরীবদের নিকট হইতে কম ফী আদায় করিতে পারেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সেবামূলক কার্যের পুনর্বিক্রয়ের প্রশ্নই থাকে না। পঞ্চমত, যখন দুই বাজারের মধ্যে দূরত্ব থাকে তখন দুই বাজারে দ্রব্যটি বিভিন্ন দামে বিক্রয় হইতে পারে। যেমন, এক বাজারে হয়ত দ্রব্যটির দাম ৪ টাকা অন্য বাজারে উহার দাম ৩ টাকা। এক্ষেত্রে প্রতিটি মাল বহনের ভাড়া ১ টাকার কম না হইলে দ্বিতীয় বাজার হইতে প্রথম বাজারে মাল পুনর্বিক্রয় করিয়া কোন লাভ করা যায় না। সুতরাং পুনর্বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে না। ইহা ছাড়া আমদানি-শুল্ক থাকিলেও দেশী ও বিদেশী বাজারের মধ্যে দামের পার্থক্য করা সম্ভব হয়। আইনের দ্বারাও দাম পৃথকীকরণ সম্ভব করা যাইতে পারে—যেমন, আলোর জন্য গৃহস্থের নিকট হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অধিক দাম এবং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কম দাম আদায় করা হয়।

কোন্ কোন্ অবস্থায় পুনর্বিক্রয়ের সুযোগ থাকে না

দাম পৃথকীকরণ কোন্ অবস্থায় লাভজনক? এতক্ষণ দেখা গেল, কোন্ কোন্ অবস্থায় দাম পৃথকীকরণ করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন, কোন্ অবস্থায় দাম পৃথকীকরণ একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে লাভজনক? কারণ, একচেটিয়া কারবারীর লক্ষ্য মুনাফার অংককে যথাসম্ভব সর্বাধিক করা বলিয়া দাম পৃথকীকরণের দ্বারা তাহার মুনাফা না বাড়িলে দাম পৃথকীকরণের কোন অর্থই হয় না। দাম পৃথকীকরণ তখনই লাভজনক হইবে যখন এক বাজারে ক্রেতাদের দ্রব্যটির জন্য চাহিদার আতিশয্য অন্য বাজারের ক্রেতাদের চাহিদার আতিশয্য হইতে পৃথক। ইহার তাৎপর্য বুঝা কঠিন নয়। যখন একচেটিয়া কারবারী দেখে যে এক বাজারের ক্রেতাদের চাহিদার আতিশয্য অন্য বাজারের ক্রেতাদের চাহিদার আতিশয্য হইতে অধিক তখন সে যেখানে চাহিদার আতিশয্য অধিক সেখানে অধিক দাম আদায় করিবে, কারণ সেখানে ক্রেতারা দ্রব্যটির জন্য অধিক দাম দিতে প্রস্তুত থাকে এবং দাম অধিক করা হইলেও ইহারা ক্রয় বিশেষ হ্রাস করে না। অপরদিকে যে-বাজারে দ্রব্যটির জন্য ক্রেতাদের চাহিদার আতিশয্য কম সেখানে একচেটিয়া কারবারী দাম অপেক্ষাকৃত কম রাখিবে। কারণ, এখানে দাম অধিক করা হইলে বিক্রয় বিশেষভাবে কমিয়া যাইবে এবং দাম কম করা হইলে বিক্রয় বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইবে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, একচেটিয়া কারবারী দুই বাজারে একই দামে দ্রব্যটি বিক্রয় না করিয়া যে-বাজারে চাহিদার আতিশয্য অপেক্ষাকৃত অধিক সে-বাজারে দাম অধিক এবং যে-বাজারে চাহিদার আতিশয্য অপেক্ষাকৃত কম সে-বাজারে দাম কম করিয়া অধিক লাভবান হইবে। বিষয়টিকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। যখন দুই বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (elasticities of demand) পৃথক তখনই দাম পৃথকীকরণ একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে লাভজনক হয়।[১] যে-বাজারে চাহিদার

১. "... discrimination is profitable only if elasticity of demand is different in the various markets." Benham

স্থিতিস্থাপকতা কম সেই বাজারে একচেটিয়া কারবারী দাম অধিক করিবে, কারণ দাম অধিক করা হইলেও বিক্রয় বিশেষভাবে কমিবে না। অপরদিকে যে-বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশী সেখানে একচেটিয়া কারবারী দাম কম করিবে, কারণ এখানে দাম অধিক করা হইলে বিক্রয় বিশেষভাবে কমিয়া যাইবে এবং দাম কম করা হইলে অধিক বিক্রয় হইবে ও লাভ বেশী হইবে। কিন্তু উভয় বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (অর্থাৎ ক্রেতাদের চাহিদার আতিশয্য) যদি এক হয় তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে দুই বাজারে দাম পৃথক করা লাভজনক হইবে না, কারণ ইহার ফলে এক বাজারে যাহা লাভ হইবে অন্য বাজারে তাহা লোকসান হইয়া যাইবে। সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দুই বাজারে পৃথক না হইলে দাম পৃথকীকরণ লাভজনক হয় না। পরিশেষে বলা যায়, বাজার দুইটিকে পৃথক রাখিতে যদি বিরাট ব্যয় হয় তাহা হইলেও দাম পৃথকীকরণ লাভজনক হইবে না।

দুই বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পৃথক হইলে তবেই দাম পৃথকীকরণ লাভজনক হয়

পৃথকীকৃত একচেটিয়া কারবারের ভারসাম্য (Equilibrium under the Discriminating Monopoly): উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে যখন বিভিন্ন বাজারে পৃথক দাম ধার্য করা সম্ভব এবং যখন ঐ সকল বাজারে ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও বিভিন্ন তখন প্রত্যেক বাজারে পৃথক পৃথক দাম ধার্য করা হইলে একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় দুইটি সর্ত পূরণ হইলে তবেই একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়াইবে: (ক) বিভিন্ন বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (MR) সমান সমান হইতে হইবে, এবং (খ) প্রত্যেক বাজারে এই প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় একচেটিয়া কারবারীর সমগ্র উৎপন্নের প্রান্তিক (MC) উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে।

পৃথকীকৃত একচেটিয়া কারবারে সর্বাধিক মুনাফার দুইটি সর্ত:

সর্ত দুইটির কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। ধরা যাউক, একচেটিয়া কারবারী ১নং ও ২নং বাজারে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ভাগাভাগি করিয়া একই দামে বিক্রয় করিতেছে। এখন যদি দেখা যায় যে ১নং বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ অপেক্ষা ২নং বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ অধিক, তবে ১নং বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইলে ও দাম বাড়াইলে এবং ২নং বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইলে ও দাম কমাইলে একচেটিয়া কারবারীর অধিক লাভ হইবে। ধরা যাউক, ১নং বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ হইল ৮ টাকা। সুতরাং এই বাজারে এক একক দ্রব্য কম বিক্রয় করা হইলে উৎপাদকের বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ ৮ টাকা কমিয়া যাইবে। ২নং বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ১২ টাকা—অর্থাৎ উহাতে আর এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করা হইলে উহা হইতে বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ১২ টাকা। এখন উৎপাদক যদি ১নং বাজারে দাম বাড়াইয়া এক একক দ্রব্য কম বিক্রয় করে এবং ২নং বাজারে দাম কমাইয়া ঐ একক দ্রব্য বিক্রয় করে তাহা

১। উভয় বাজারের বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হইবে

হইলে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যবিক্রয়ের মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ (১২ টাকা− ৮ টাকা=) ৪ টাকা বর্ধিত হইবে। অতএব, উৎপাদক ১নং বাজারে দামবৃদ্ধি ও বিক্রয়হ্রাস এবং ২নং বাজারে বিক্রয়বৃদ্ধি ও দামহ্রাস করিতে থাকিবে। এইভাবে যতক্ষণ-পর্যন্ত না দুই বাজারে তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হইয়া দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত এক বাজার হইতে অন্য বাজারে দ্রব্য স্থানান্তরিত হইতে থাকিবে।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে দুই বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হইলেও দুই বাজারে দাম কিন্তু পৃথক—যে-বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম (এই উদাহরণে ১নং বাজার) সে-বাজারে দাম অধিক হইবে এবং যে-বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত অধিক (এই উদাহরণে ২নং বাজার) সে-বাজারে দাম কম হইবে।

পৃথকীকৃত একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের দ্বিতীয় সর্তটির তাৎপর্য বুঝা কঠিন নয়। সর্তটির পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রত্যেক বাজারে—প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় একচেটিয়া কারবারীর সমগ্র উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে। আমরা জানি প্রত্যেক উৎপাদক তাহার মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার জন্য ততটাই উৎপন্ন করে যতটা করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়। উপরি-উক্ত দুই বাজারের দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা বলিতে পারি যে, ভারসাম্য অবস্থায় ১নং ও ২নং প্রত্যেক বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ই একচেটিয়া কারবারীর বিক্রীত মোট উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। সুতরাং উক্ত উদাহরণ লইয়া পৃথকীকৃত একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের অবস্থা এইভাবে দেখাইতে পারা যায়:

২। প্রত্যেক বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে

ভারসাম্য অবস্থা

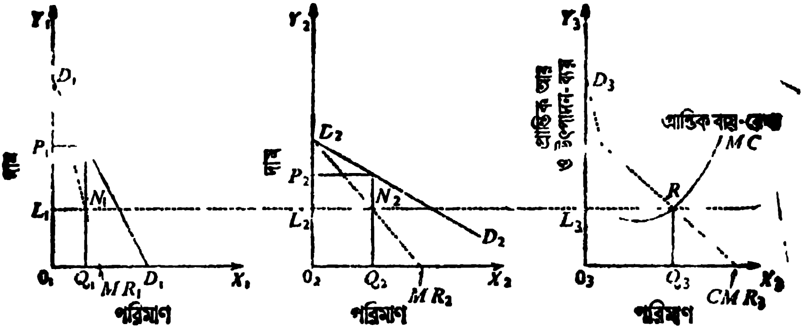
১নং বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়
=২নং বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়
=মোট উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়।

এই ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ (equilibrium amount) স্থির করিবার জন্য দুই বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান ধরিয়া লইয়া একচেটিয়া কারবারী হিসাব করিয়া দেখে যে প্রত্যেক বাজারে বিক্রয়লব্ধ আয় এতটা হইলে কতটা পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হয়। ইহা হইতে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের বিভিন্ন স্তরে দুই বাজারের মিলিত বিক্রয়ের পরিমাণ কত হইবে তাহা বাহির করা যায়।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা: একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। ধরা যাউক, দুই বাজারেই যখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ১৬ টাকা তখন ১নং বাজারে বিক্রয় হয় ১৬ একক দ্রব্য আর ২নং বাজারে বিক্রয় হয় ১২ একক দ্রব্য। আবার যখন প্রত্যেক বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ১৪ টাকা তখন ১নং বাজারে বিক্রয় হয় ১৭ একক দ্রব্য আর ২নং বাজারে বিক্রয় হয় ১৩ একক দ্রব্য। ইহা হইতে হিসাব করা যায় যে যখন দুই বাজারেই প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ১৬ টাকা হইবে তখন দুই

বাজারে মিলিয়া মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৮ একক দ্রব্য। আবার যখন দুই বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইল ১৪ টাকা তখন দুই বাজারের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ হইবে ৩০ একক দ্রব্য। এইভাবে দুই বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের বিভিন্ন স্তরে কত পরিমাণ মোট দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব তাহা বাহির করার পর একচেটিয়া কারবারীর সর্বাধিক লাভজনক উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারণ করা সহজ। কারণ, মোট যতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া দুই বাজারে বিক্রয় করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় উভয় বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইবে ততটাই উৎপাদন করিলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে।

নিম্নের রেখাচিত্রটির সাহায্যে দাম পৃথকীকরণের নীতিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে:



১নং চিত্র ২নং চিত্র ৩নং চিত্র

ধরা যাউক, উৎপাদক দুই বাজারে একচেটিয়া কারবারী এবং বাজার দুইটিতে চাহিদার অবস্থা পৃথক এবং উহাদের মধ্যে পুনর্বিক্রয় (resale) হইতেছে না।

দুই বাজারের চাহিদা ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা

উপরের ১নং রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে, প্রথম বাজারে চাহিদা বা বিক্রয় রেখা (demand or sales curve) হইল D_1D_1 এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা হইল MR_1; ২নং রেখাচিত্রে দ্বিতীয় বাজারে চাহিদা বা বিক্রয় রেখা হইল D_2D_2 এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা হইল MR_2। এখন প্রশ্ন, কোন্ বাজারে কি দামে কত কত পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিলে একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হইবে?

দুই বাজার মিলিয়া মোট কতটা পরিমাণ উৎপন্ন করিলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয় তাহা একচেটিয়া কারবারীকে স্থির করিতে হইবে। আমরা জানি যে যতটা

সম্মিলিত প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইলেই ভারসাম্য আসিবে

উৎপাদন করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হয় ($MC=MR$) ততটা উৎপাদন করিলেই উৎপাদকের মুনাফা সর্বাধিক হয়। উপরের ৩নং রেখাচিত্রে MC রেখাটি হইল একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা (marginal cost curve); আর CMR_3 রেখাটি হইল দুই বাজারের সম্মিলিত প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা (combined or

aggregate marginal revenue curve)। এই রেখাটি প্রথম বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা MR_1 এবং দ্বিতীয় বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা MR_2 পাশাপাশি যোগ করিয়া পাওয়া গিয়াছে। এই সম্মিলিত প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা CMR_3 হইতে বুঝা যায় যে তুই বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হইলে বিভিন্ন প্রান্তিক আয়ের স্তরে তুই বাজারে কত কত বিক্রয় করা সম্ভব হয়। যেমন, যখন তুই বাজারেই প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ হইল O_3L_3 তখন প্রথম বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ O_1Q_1 ও দ্বিতীয় বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ হইল O_2Q_2 এবং তুই বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩নং রেখাচিত্রের O_3Q_3 $(=O_1Q_1+O_2Q_2)$ পরিমাণ। ৩নং রেখাচিত্র হইতে দেখা যায় একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা MC উভয় বাজারের সম্মিলিত প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা CMR_3-কে R বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। স্থতরাং যখন একচেটিয়া কারবারী মোট O_3Q_3 পরিমাণ উৎপাদন করিবে তখন তাহার মুনাফা হইবে সর্বাধিক।

এখন এই মোট পরিমাণকে তুই বাজারে এমনভাবে ভাগ করিয়া বিক্রয় করিতে হইবে যেন প্রথম এবং দ্বিতীয় বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় Q_3R-এর সমান হয়। একচেটিয়া কারবারী প্রথম বাজারে O_1Q_1 পরিমাণ বিক্রয় করিলে এবং দ্বিতীয় বাজারে O_2Q_2 পরিমাণ বিক্রয় করিলে উভয় বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় Q_3R-এর সমান হয়। প্রথম বাজারে O_1Q_1 পরিমাণ বিক্রয় করা হইলে প্রতি এককের বাজার-দাম হইবে O_1P_1 এবং দ্বিতীয় বাজারে O_2Q_2 পরিমাণ বিক্রয় করা হইলে বাজার-দাম হইবে O_2P_2। এখানে দেখা যাইতেছে, প্রথম বাজারের দাম দ্বিতীয় বাজারের তুলনায় অধিক। ইহার কারণ হইল প্রথম বাজারে চাহিদার মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা (price elasticity) দ্বিতীয় বাজারের চাহিদার মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতার তুলনায় কম।

তুই বাজারের মধ্যে মোট উৎপন্নকে কিভাবে ভাগ করা হয়

তুই বাজারের দাম বিভিন্ন

দাম পৃথকীকরণ সমাজের দিক হইতে কাম্য কি না? (Is Price Discrimination Beneficial to Society?): কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দাম পৃথকীকরণ কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দাম পৃথকীকরণ না করা হইলে দ্রব্যটি মাত্র উৎপাদিতই হইতে পারে না।[১] যেমন, এমন হইতে পারে যে দ্রব্যটির দাম খুব বেশী করা হইলে বিক্রয় কম হয় এবং উৎপাদকের উৎপাদন-ব্যয়ই সংকুলান হয় না। অপরপক্ষে দাম কম করা হইলে হয়ত বিক্রয় বাড়িতে পারে কিন্তু অত স্বল্প দামেও উৎপাদকের পোষায় না। এই অবস্থায় এক দাম ধার্য করিলে দ্রব্যটির উৎপাদনই হইবে না। দাম পৃথকীকরণ করা হইলে উৎপাদক একশ্রেণীর ক্রেতার নিকট হইতে অধিক দাম অপর একশ্রেণীর ক্রেতার নিকট হইতে কম দাম আদায় করিতে পারে এবং তখন

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ইহা কাম্য

১. Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition*

উৎপাদন লাভজনক হইয়া দাঁড়ায়। যেমন, রেলপথ বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রী ও বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যের ভাড়ার মধ্যে তারতম্য করিয়া লাভ করিতে পারে। তারতম্যের ব্যবস্থা না থাকিলে হয়ত রেলপথ পরিচালনা লোকসানজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইত।

যখন বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দাম পৃথক করা হয় তখন যাহাদের নিকট হইতে অধিক দাম আদায় করা হয় তাহাদের স্বতই অসুবিধা হয় এবং যাহাদের নিকট হইতে কম দাম আদায় করা হয় তাহাদের সুবিধা হয়। এখন যদি ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে অধিক এবং দরিদ্রের নিকট হইতে কম দাম আদায় করা হয় তাহা হইলে ঐ প্রকার দাম পৃথকীকরণকে সমাজের দিক হইতে কাম্য বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। অপর-দিকে আবার যদি বিদেশী বাজারে কম দামে বিক্রয় করিবার জন্য দেশী বাজারে অত্যধিক দাম আদায় করা হয় তাহা হইলে দেশীয় ক্রেতাদের স্বার্থ স্বতই ক্ষুণ্ণ হয়।

আর একভাবেও দাম পৃথকীকরণের সুবিধা দেখা দিতে পারে। দাম পৃথকী-করণের ফলে হয়ত অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইতে পারে। এখন উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে যদি ক্রমহ্রাসমান ব্যয় দেখা দেয় তাহা হইলে হয়ত একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যটির দাম কমাইতে পারে।

একচেটিয়া কারবারীর সীমাবদ্ধতা (Limits to the Power of a Monopolist) : অনেক সময়ই একচেটিয়া কারবারী যতটা দাম বৃদ্ধি করিতে সমর্থ কার্যত তাহা করে না। একাধিক কারণের জন্যই সে দাম কতকটা কম রাখিতে বাধ্য হয়। প্রথমত, দাম খুব উচ্চ হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারী আসিয়া ব্যবসায় খুলিতে পারে। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যের দাম বেশী হইলে লোকে অন্য দ্রব্য ক্রয় সুরু করিতে পারে—যেমন, বিদ্যুতের দাম অত্যধিক হইলে লোকে কেরোসিন তৈলের দ্বারা আলো জ্বালাইতে পারে। তৃতীয়ত, দাম উচ্চ হইলে সরকার জনসাধারণের স্বার্থে একচেটিয়া কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। চতুর্থত, একচেটিয়া কারবারী দাম উঁচু করিতে চাহিলে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিরুদ্ধ আন্দোলন দেখা দিতে পারে—যেমন, কলিকাতায় ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল।

সংক্ষিপ্তসার

অন্যান্য সকল ব্যবসায়ীর ন্যায় একচেটিয়া কারবারীরও লক্ষ্য হইল মুনাফাকে সর্বাধিক করিয়া তোলা। তবে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের ন্যায় একচেটিয়া কারবারীকে দাম মানিয়া লইতে হয় না—সে যোগান নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। সে চাহিদা ও উৎপাদন-ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এমনভাবে যোগান নিয়ন্ত্রণ করে যেন তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়।

তাহার প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইলেই তাহার পক্ষে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। সুতরাং যে-দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিলে প্রান্তিক আয় ও ব্যয় পরস্পরের সমান হয়, সে সেই পরিমাণ দ্রব্যই বিক্রয় করে।

সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিবার জন্য একচেটিয়া কারবারী অনেক সময় দাম পৃথকীকরণের আশ্রয় লয়। দ্রব্যটির পুনর্বিক্রয়ের সুযোগ না থাকিলে তবেই ইহা সম্ভব হয়।

দাম পৃথকীকরণ অনেক সময় সমাজের দিক দিয়া কাম্য বিবেচিত হইতে পারে।

অনুশীলনী

1. Both the monopolist and the competitive producers aim at maximising their net gains. Show how they achieve this objective.

[একচেটিয়া কারবারী ও প্রতিযোগী কারবারী উভয়েই নীট মুনাফাকে সর্বাধিক করিয়া তুলিতে চায়। কিভাবে তাহারা ঐ লক্ষ্য সাধন করে দেখাও।] (২১৮-২১, ২২৪-২৬ পৃষ্ঠা)

2. How is monopoly price determined ? Is monopoly price necessarily higher than price under competition ?

[একচেটিয়া বাজারে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় ? একচেটিয়া বাজারের দাম সর্বদা কি প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারের দাম অপেক্ষা বেশী হয় ?] (২১৮-২১ অথবা ২২১-২৪ এবং ২২৫-২৬ পৃষ্ঠা)

3. Is it inevitable that the monopoly price of a commodity must be higher than the competitive price ? In your answer outline the major differences in the determination of these two types of price.

[একচেটিয়া কারবারের দ্রব্যের দাম কি সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক দাম হইতে অধিক ? তোমার উত্তরে এই দুই প্রকার দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে মূল পার্থক্যগুলি সংক্ষেপে নির্দেশ কর।] (২২৪-২৬ পৃষ্ঠা)

4. In what circumstances is it (*a*) possible and (*b*) profitable for a monopolist to practise price discrimination ?

[কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে দাম পৃথকীকরণ (ক) সম্ভব এবং (খ) লাভজনক হইতে পারে ?] (২২৭-২৯ পৃষ্ঠা)

5. Show how price is determined under monopoly. What are the conditions under which a monopolist can charge different prices from different customers ?

[কিভাবে একচেটিয়া কারবারে দাম নির্ধারিত হয় দেখাও। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে তাহার দ্রব্যের জন্য পৃথক পৃথক দাম ধার্য করা সম্ভব হয় ?] (২২১-২৪ এবং ২২৭-২৮ পৃষ্ঠা)

6. Would any firm operating under condition of monopoly and wishing to maximise profit ever operate at a level where the demand for its output was inelastic ? Explain fully.

[যে অবস্থায় উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক, সেই অবস্থায় সর্বাধিক মুনাফা-সন্ধানী একচেটিয়া কারবারী উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইবে কি ? বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।] (২১৮-২০ পৃষ্ঠা)

7. Write a short note on Discriminating Monopoly.

[একচেটিয়া কারবারে দাম পৃথকীকরণের উপর একটি টীকা রচনা কর।] (২২৬-২৯ পৃষ্ঠা)

---

১৯ | অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণ (PRICE DETERMINATION IN IMPERFECT COMPETITION)

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত অর্থবিদ্যাবিদগণ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রেই দাম-নির্ধারণ লইয়া আলোচনা করিতেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও অবিমিশ্র একচেটিয়া কারবার—বাস্তব জগতে উভয়ই বিশেষ বিরল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অস্তিত্বই বর্তমান। ফলে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম-নির্ধারণ লইয়া আলোচনা সুরু হইল।

আলোচনার ফলে আবার দেখা গেল যে, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মৌলিক দাম-নির্ধারণতত্ত্বের নির্দেশ করা বিশেষ কঠিন, কারণ অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা

বলিতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবারের মত বাজারের কোন সুনির্দিষ্ট অবস্থা বুঝায় না—বুঝায় বাজারের বিভিন্ন প্রকার অবস্থা। অন্যভাবে বলিতে গেলে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবার হইল বাজারের দুই প্রকার চূড়ান্ত অবস্থা, অপরদিকে উহাদের মধ্যবর্তী যে-কোন অবস্থাকেই অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ফলে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা একদিকে যেমন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার প্রায় সমতুল্য হইতে পারে, অন্যদিকে তেমনি উহা আবার একচেটিয়া কারবারেরও কাছাকাছি গিয়া পড়িতে পারে।[১] ফলে বিভিন্ন ধরনের অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণের কোন মূলতত্ত্ব নাই

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, দ্রব্যের দাম কখনই এক হয় না। অবশ্য পূর্ণাংগ অলিগোপলির ক্ষেত্রে দ্রব্য সমজাতীয় হয় বলিয়া দাম শেষ পর্যন্ত একই হইবার প্রবণতা দেখা যায়। তবুও মোটামুটিভাবে বলা যায়, মূলত দ্রব্যের দামের বিভিন্নতাই অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাকে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবার হইতে পৃথক করে।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণের মূলনীতি

(Main Principles of Price Determination under Imperfect Competition) : অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণের কোন এক সুনির্দিষ্ট তত্ত্বের সন্ধান না পাওয়া গেলেও উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দাম-নির্ধারণের কয়েকটি মূলনীতির নির্দেশ করা হইয়াছে। নিম্নে সংক্ষেপে উহাদের বর্ণনা করা হইতেছে।

তবে কতকগুলি মূলনীতি নিদেশ করা যাইতে পারে

১। অন্যান্য বাজারের ন্যায় অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বেলাতেও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের যোগান চাহিদার প্রভাবের সহিত মিলিত হইয়া দাম-নির্ধারণ করে সত্য, কিন্তু অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে অধিকাংশ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানই তাহাদের মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টায় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়কে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান করিয়া তুলিবার লক্ষ্যাভিমুখে চলে না।[২] উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের এইরূপ আচরণের একাধিক কারণ আছে।

অধিকাংশ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক ব্যয় ও আয় সমান করিবার প্রচেষ্টা করে না

প্রথমত, উৎপাদক সকল সময় ইহা নির্ণয় করিতে পারে না যে, দামের কিছুটা তারতম্য করিলে বিক্রয়লব্ধ আয় কি হইবে। কারণ, পরিবর্তিত দামে বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ভর করিবে অন্যান্য প্রতিযোগীও দামের হ্রাসবৃদ্ধি করে কি না, তাহার উপর। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যদি দামহ্রাস করে তবে অপরাপর প্রতিষ্ঠানও প্রত্যাঘাতের

১. "... imperfect competition has many varieties, ranging from near perfect competition to near monopoly." Hanson : *A Textbook of Economics*

২. **Benham :** *Economics*

(retaliation) ব্যবস্থা করিতে পারে। সুতরাং ফল শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন।

দ্বিতীয়ত, যে-দামে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব উৎপাদক সেই দাম নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেও সে দীর্ঘকালীন স্বার্থে দাম অপেক্ষাকৃত কম রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করিতে পারে। দাম বেশী করিলে নূতন নূতন প্রতিযোগী আসিয়া জুটিবে, এই ভয়েই সে দামবৃদ্ধির পথে অগ্রসর না হইতে পারে।

তৃতীয়ত, সুনাম অর্জনের জন্যই অনেক সময় অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীন প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘদিন ধরিয়া একই দাম ধার্য রাখিতে দেখা যায়। লোকে যখন দামের সংগে পরিচিত হইয়া গিয়াছে তখন দাম পরিবর্তন করিলে ব্যবসায়ের সুনাম নষ্ট হইবে, বাঁধা খরিদ্দাররা অন্যের কাছে ভিড়িবে—এই আশংকাই প্রতিষ্ঠান করিতে থাকে।

২। এইভাবে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানই প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান করিবার প্রচেষ্টা না করিয়া শিল্পের প্রচলিত দামকেই (prevailing prices) মানিয়া লয়। এই দাম সংশ্লিষ্ট শিল্পের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ ঐতিহ্য (traditions of trade) দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইহা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের বেশ কিছুটা উপরে থাকে যাহার ফলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিবর্তনশীল ও ধার্য—উভয় প্রকার ব্যয়ই সংকুলান করিয়া বিনিয়োজিত মূলধনের উপর স্বাভাবিক হারে প্রতিদান (normal rate of return on capital) পাওয়া সম্ভব হয়। মূলধনের উপর এই স্বাভাবিক প্রতিদানের হার বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে স্বতই বিভিন্ন হয়।

তাহারা শিল্পের প্রচলিত দামকেই মানিয়া লয়

ইহাতে মূলধনের উপর স্বাভাবিক হারে প্রতিদান পাওয়া যায়

৩। কলাকৌশলের উদ্ভাবন ও উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নয়নের ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইলে এবং চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দামহ্রাস করিয়া অধিক বিক্রয় এবং এককপিছু কম মুনাফা করে, কিন্তু বিনিয়োজিত মূলধনের উপর অধিক হারে প্রতিদান লাভ করিবার দিকে ঝুঁকে। ফলে শিল্পটির ক্ষেত্রে নূতন দাম প্রচলিত হয় এবং বিনিয়োজিত মূলধনের উপর নূতন প্রতিদানের হার প্রবর্তিত হয়। এই নূতন দাম প্রচলনের ক্ষেত্রে সাধারণত কয়েকটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে নেতৃত্ব করিতে দেখা যায়। ইহাকে দাম-নেতৃত্ব (price-leadership) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

৪। অতএব, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা হইল প্রধানত সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতা, মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা নহে। এইরূপে বাজারে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই বিজ্ঞাপন, উপহার-কুপন, ধারে বিক্রয় ইত্যাদি দ্বারাই খরিদ্দার আকর্ষণ করিবার প্রচেষ্টা করে, দামহ্রাস করিয়া নয়।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা প্রধানত সেবাভিত্তিক

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন অবস্থায় দাম-নির্ধারণ (Price Determination under Different Conditions of Imperfect Competition) : অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণের মূলনীতির আলোচনার পর এখন উহার বিভিন্ন অবস্থায় দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে।

ক। একচেটিয়া প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition) : অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অন্যতম রূপ হইল একচেটিয়া প্রতিযোগিতা। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান পৃথকীকৃত (differentiated) কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitutes) লইয়া প্রতিযোগিতা করে। সুতরাং বিক্রেতার সংখ্যা বহু হইলেও বিক্রেতাদের দ্রব্য একেবারে এক ধরনের বা সমজাতীয় হয় না, প্রত্যেকের দ্রব্য সামান্য পৃথক ধরনের হয়। ট্রেডমার্ক, সুন্দর প্যাকেট, ব্যবসায়ের সুনাম, গুণের তারতম্য প্রভৃতির দরুন এই পার্থক্যের উদ্ভব হয়।

একচেটিয়া কারবারের বৈশিষ্ট্য

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় দ্রব্য একেবারে সমজাতীয় হয় না বলিয়া বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা-রেখা বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা বেশ খানিকটা স্থিতিস্থাপক (very elastic) হইলেও অপরিসীমভাবে স্থিতিস্থাপক হয় না। সুতরাং তাহার পক্ষে বিক্রয় বৃদ্ধি করিতে হইলে দাম কিছুটা কমাইতে হয় এবং সে দাম বৃদ্ধি করিলে তাহার দ্রব্যের চাহিদা কমে।

চাহিদা ও যোগানের প্রকৃতি

দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা স্বল্প পরিধির মধ্যেই তাহার দাম-পরিবর্তন করিতে পারে। এই পরিধি অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর দামের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। কোন বিক্রেতা যদি অন্যান্য বিক্রেতা যে-দামে বিক্রয় করিতেছে তাহা হইতে অধিক মাত্রায় দাম বৃদ্ধি করে তাহা হইলে সে মোটেই বিক্রয় করিতে পারিবে না, কারণ অবস্থিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিয়া তাহার ক্রেতাদের আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে। আবার প্রচলিত দামের খুব কমেও কোন বিক্রেতার দাম কমাইবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, বহু সংখ্যক বিক্রেতার মধ্যে সে অন্যতম মাত্র এবং যে-পরিমাণ দ্রব্য সে উৎপাদন করিতে পারে তাহা বিক্রয় করিবার জন্য দাম খুব কম করার দরকার হয় না। তবে একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় উৎপাদক অধিক মুনাফা লাভের জন্য দামের পরিবর্তন অপেক্ষা দ্রব্যের প্রকারভেদ (variation of design), বিজ্ঞাপন, বিশেষ সুযোগসুবিধা ইত্যাদির দ্বারা ক্রেতাদের আকৃষ্ট ও চাহিদাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা সফল হইলে একচেটিয়া প্রতিযোগী অন্তত স্বল্পকালীন অবস্থায় অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। আর যদি অনুকরণ, নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রবেশ প্রভৃতির ফলে সংশ্লিষ্ট উৎপাদকের দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায় তবে অতিরিক্ত মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফায় পরিণত হইবে এবং অধিকাংশ সময় ইহাই ঘটে। যাহা হউক, বলা যায় নূতন কিছু লইয়া বাজারে প্রথমে প্রবেশ করিলে

স্বল্পকালীন অবস্থায় অতিরিক্ত এবং দীর্ঘকালে স্বাভাবিক মুনাফা

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের সম্ভাবনা সর্বদাই বর্তমান থাকে। এই কারণেই দেখা যায়, পরিচিত দ্রব্য উৎপাদকেরাও বাজারে ক্রমাগত নূতন নূতন আকারে ছাড়িতেছে।[১]

দেখা গিয়াছে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের মত একচেটিয়া প্রতিযোগীও দীর্ঘকালীন অবস্থায় মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে। এ-বিষয়ে কিন্তু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া প্রতিযোগিতার কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের গড় উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম না-হওয়া পর্যন্ত উৎপাদনবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়; একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় কিন্তু উৎপাদনবৃদ্ধি করিয়া এককপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হইলেও প্রতিষ্ঠান উহা করে না। ইহার কারণ হইল এইরূপ: পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বাজারের প্রচলিত দামে যথেচ্ছ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে—কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে দাম কমে না। দাম ধার্য থাকে বলিয়া প্রতিষ্ঠান শুধু উৎপাদন-ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত গড় উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া যায়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় কোন প্রতিষ্ঠান উৎপাদনবৃদ্ধি করিয়া অধিক বিক্রয় করিতে চাহিলে উহাকে দাম কমাইতে হয়। ফলে বিক্রয়লব্ধ আয় হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং হ্রাসমান গড় উৎপাদন-ব্যয়ের অবস্থাতেই—অর্থাৎ ন্যূনতম গড় ব্যয়ে পৌঁছিবার পূর্বেই প্রতিষ্ঠান উৎপাদনবৃদ্ধি বন্ধ করিয়া দেয়। কারণ, উৎপাদন-বৃদ্ধি করিয়া গড় ব্যয়কে সর্বনিম্ন স্তরে লইয়া গেলে প্রতি এককের উৎপাদন-ব্যয় অবশ্য হ্রাস পাইবে, কিন্তু প্রতি এককের বিক্রয়লব্ধ আয় হ্রাস পাইয়া গড় উৎপাদন-ব্যয়ের কম হইবে। সুতরাং একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান কাম্য আকার (optimum size) ধারণ করে না এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তুলনায় একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় উৎপাদন কম ও দাম অধিক হয়। অথচ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানেরও কোন অতিরিক্ত মুনাফা নাও হইতে পারে।[২] ইহাকে আমরা 'অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অপচয়' বলিতে পারি।

একচেটিয়া প্রতিযোগী ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগীর মুনাফার মধ্যে পার্থক্য

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান কাম্য আকার ধারণ করে না

'অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অপচয়'

খ। অলিগোপলি (Oligopoly): অলিগোপলি অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার আর একটি প্রকারভেদ। অলিগোপলি শব্দটির অর্থ 'স্বল্পসংখ্যক বিক্রেতা'।[৩] অন্যভাবে বলা যায়, যখন সমজাতীয় বা সামান্য পৃথকীকৃত কোন দ্রব্যের বিক্রেতার সংখ্যা স্বল্প হয় তখন অলিগোপলির উদ্ভব হয়। যেমন, লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদক বা বিক্রেতা অথবা সিগারেটের উৎপাদকের সংখ্যা কম বলিয়া উহাদের অলিগোপলির দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যায়।

অলিগোপলির সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত

---

১. Hanson: *A Textbook of Economics*

২. "... imperfect competition may result in wastage of resources, too high a price, and yet no profits for the imperfect competitors." Samuelson

৩. ১০৪ পৃষ্ঠা দেখ।

অলিগোপলিতে বিভিন্ন বিক্রেতার দাম ও বিক্রয়ের পরিমাণ পরস্পরের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল হয়। কারণ, প্রত্যেক বিক্রেতাই সমগ্র যোগানের একটা মোটা অংশ যোগান দেয় এবং সমজাতীয় বা সামান্য ভিন্ন ধরনের দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া প্রত্যেকেই অপরের দাম ও উৎপন্নের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ধরা যাউক, ক এবং খ কোন দ্রব্যের বিক্রেতা বা উৎপাদক। এখন ক যদি বিক্রয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাম কমায় তাহা হইলে উহার প্রভাব খ-এর উপর বিস্তার করিবে। ক দাম কমানোর ফলে খ হয়ত তাহার বিক্রয় কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া সমপরিমাণে বা অধিক মাত্রায় তাহার দাম কমাইয়া ক-এর উপর প্রত্যাঘাত করিবে বা প্রতিশোধ (retaliation) লইবে। ইহার প্রতিক্রিয়া আবার ক-এর উপর দেখা দিবে। দাম কমানো সত্ত্বেও ক তাহার বিক্রয়বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে না, এমনকি তাহার বিক্রয় পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যাইতে পারে। সামগ্রিকভাবে ফল দাঁড়াইবে যে ক এবং খ উভয়কেই পূর্বাপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করিতে হইবে।

এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিক্রেতার দাম পরস্পরের উপর নির্ভরশীল

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবার বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় এই প্রকারের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ঘাতপ্রত্যাঘাত ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক থাকে না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার সংখ্যা বহু ও অল্প হওয়ায় কেহই অন্যান্য বিক্রেতার দাম ও বিক্রয়ের পরিমাণে কোন পরিবর্তন আনিতে পারে না। একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাহার দ্রব্য অন্যান্য দ্রব্য হইতে বিশেষ পৃথক ধরনের। স্তরাং একচেটিয়া কারবারী তাহার উৎপন্ন বা দামের পরিবর্তন করিলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর এরূপ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না যাহার ফলে তাহার নিজস্ব বিক্রয় উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। মোটকথা, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘাত-প্রত্যাঘাতের কোন প্রশ্ন নাই বলিয়া বিক্রেতারা পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করিয়া তাহাদের দাম কিংবা উৎপন্ন পরিবর্তিত করিতে সমর্থ। স্বতরাং ইহাদের ক্ষেত্রে চাহিদা-স্চী ও চাহিদা বা বিক্রয় রেখা (Demand or Sales Curve) নির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু অলিগোপলিতে প্রত্যেক বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা কি হইবে তাহা নির্ভর করে অন্যান্য বিক্রেতা দাম বা উৎপন্ন সম্পর্কে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে তাহার উপর। ফলে অলিগোপলিতে দাম-নির্ধারণ সম্পর্কে বহু ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

অলিগোপলিতে দাম-নির্ধারণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব

এইরূপ সকল ব্যাখ্যার ভিতর না গিয়া মাত্র দুই-একটির আলোচনা করিয়া অলিগোপলিতে দাম ও উৎপন্ন নির্ধারণের প্রকৃতি দেখাইবার চেষ্টা করা হইবে। ডুয়োপোলির বা দুইটি প্রতিষ্ঠানের কথা ধরিয়া এই আলোচনা করা হইলে বিষয়টি সহজবোধ্য হইবে। ডুয়োপোলি হইল অলিগোপলির অন্তর্গত একটি শ্রেণী।

অলিগোপলির ক্ষেত্রে দাম-নির্ধারণের আলোচনা ডুয়োপোলির ভিত্তিতে করা হয়

পূর্বেই (১০৫ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করা হইয়াছে যে অলিগোপলি দুই শ্রেণীর হইতে পারে: (ক) পূর্ণাংগ অলিগোপলি (Perfect Oligopoly) এবং (খ) পৃথকীকৃত অলিগোপলি (Differentiated Oligopoly)। পূর্ণাংগ অলিগোপলিতে বিক্রেতাদের দ্রব্য সমজাতীয় (homogeneous) হয় আর পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে বিক্রেতাদের দ্রব্য কতকটা পৃথক ধরনের (some differentiation of the product) হয়।

দুই শ্রেণীর অলিগোপলি
১। পূর্ণাংগ,
২। পৃথকীকৃত

১। পূর্ণাংগ অলিগোপলি (Perfect Oligopoly): প্রথমে ধরা যাউক, ক ও খ দুইজন বিক্রেতার উৎপাদন-ব্যয় এক এবং মোট ক্রেতার এক অর্ধেক ক এবং অপর অর্ধেক খ-এর নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করে। দ্রব্যটি সমজাতীয় বলিয়া দাম এক হইলে ক্রেতাদের কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা বিশেষ আকর্ষণ নাই। অতএব, এক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত দুইজনের দামই এক হইতে বাধ্য। কোন প্রতিষ্ঠান যদি অন্যের তুলনায় দাম বেশী করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে ক্রেতারা ঐ বিক্রেতা ছাড়িয়া অন্য বিক্রেতার নিকট চলিয়া যাইবে, কারণ উভয়ের দ্রব্যই একজাতীয়। এখন প্রশ্ন, দাম কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? একটি পথ হইল যে ক ও খ উভয়ই বুঝাপড়া ও পরামর্শ করিয়া একচেটিয়া মুনাফা (monopoly profits) ভোগের সিদ্ধান্ত করিতে পারে। এই অবস্থায় একচেটিয়া কারবার থাকিলে সর্বাধিক মুনাফার স্তরে যতটা উৎপন্ন ও যেরূপ দাম হইত অলিগোপলিতেও তাহাই হইবে। উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে চলিলে ক ও খ উভয়েরই একচেটিয়া মুনাফা সর্বাধিক হইবে।

সম উৎপাদন-ব্যয় ও বাজার বণ্টন অনুমানের ভিত্তিতে দাম নির্ণয়

এখন যদি এমন হয় যে ক ও খ এর মধ্যে উপরি-উক্ত ধরনের বুঝাপড়া সম্ভব হইল না, দাম পরিবর্তিত করিয়া একজন অপরের অপেক্ষা অধিক মুনাফা করিতে প্রবৃত্ত হইল, তবে এই অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে দুইজনেরই মুনাফার অংক কমিয়া যাইতে থাকিবে। একজন যদি দাম কমায় তাহা হইলে অপরজনও সমপরিমাণে বা অধিক মাত্রায় দাম কমাইতে থাকিবে, কারণ তাহা না করিলে উহার বিক্রয় কমিয়া যাইবে। এইভাবে দামহ্রাসের প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিলে—প্রত্যেকের মুনাফার পরিমাণও হ্রাস পাইতে থাকিবে। এই অবস্থায় ভারসাম্য কোথায় আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন। তবে ইহা বলা যায়, দীর্ঘকালীন অবস্থায় উভয়ের শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) না হইলে উভয়েই ব্যবসায় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং আশা করা যায়, দাম অন্তত এমন হইবে যে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হইতেছে।

আমরা এতক্ষণ ক ও খ এর উৎপাদন-ব্যয় সমান ধরিয়া লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এখন ধরা যাউক, ক-এর উৎপাদন-ব্যয় খ-এর উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কম। সুতরাং ক কম দামে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা করিতে পারে। ইহা হইলে ক ও খ এর মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। এই বিরোধে ক-এর সুবিধা, কারণ সে দাম কম

রাখিলে খ-কেও ঐ দামে বিক্রয় করিতেই হইবে। এখন ক-এর দামে খ-এর স্বাভাবিক মুনাফা করিবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলে খ ব্যবসায় হইতে বিতাড়িত হইবে এবং ক-এর কারবার সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া কারবারে পরিণত হইবে। আর যদি ক-এর দামে খ-এর স্বাভাবিক মুনাফা হয় তাহা হইলে খ ব্যবসায়ে থাকিবে এবং ক-এর নেতৃত্ব মানিয়া চলিবে। এই আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে পূর্ণাংগ অলিগোপলিতে দাম ও উৎপন্ন একদিকে একচেটিয়া কারবার হইতে সুরু করিয়া অপরদিকে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার স্তরে চলিয়া যাইতে পারে।

পূর্ণাংগ অলিগোপলিতে দাম ও উৎপন্ন একচেটিয়া কারবারের স্তর হইতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার স্তরে যাইতে পারে

অলিগোপলিতে দুই-এর অধিক বিক্রেতা বা উৎপাদক থাকিলে একই অনিশ্চিত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বিক্রেতারা পৃথক পৃথক বা স্বাধীনভাবে দাম ও উৎপন্ন স্থির করিতে থাকিলে উহাদের মধ্যে দামের ভিত্তিতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া যাইবে। ইহার ফলে দাম প্রতিযোগিতার স্তরে আসিয়া দাঁড়ায়। শিল্পে প্রবেশের সুবিধা থাকিলে ইহা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

দুইজনের অধিক প্রতিযোগী থাকিলেও অনুরূপ ঘটিতে পারে

আবার প্রতিযোগিতার চাপ হ্রাস করিয়া দাম চড়া রাখার জন্য বিক্রেতাদের মধ্যে বুঝাপড়াও হইতে পারে। যে-সকল শিল্পে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ অত্যধিক ও প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ-সুযোগ কম সেই সকল ক্ষেত্রে চুক্তি বা বুঝাপড়ার মাধ্যমে উচ্চ মুনাফা ভোগ করার সম্ভাবনা থাকে।

দাম-নেতৃত্ব: অনেক শিল্পে আবার যাহাকে বলা হয় মূল্য বা দাম-নেতৃত্ব ('Price Leadership) তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়।[1] শিল্পের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠান কোন এক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব মানিয়া চলে। এই নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানটি যেভাবে দাম ধার্য করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাহা অনুসরণ করিয়া তাহাদের দাম পরিবর্তিত করে। সাধারণত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানই নেতৃত্বের স্থান অধিকার করে। যাহাতে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা যায় তাহার দিকে নজর রাখিয়া এই নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান দাম ধার্য করিয়া দেয়।

২। পৃথকীকৃত অলিগোপলি (Differentiated Oligopoly): পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে[2] বিক্রেতাদের দ্রব্য সমজাতীয় হয় না; কিছুটা পৃথক ধরনের হয়। সুতরাং একজন যদি দামহ্রাস করে সংগে সংগেই অন্য বিক্রেতারা প্রতিশোধ লইবার জন্য দামহ্রাস নাও করিতে পারে। এই অবস্থায় সাময়িক মুনাফা করার লোভে বুঝাপড়া ভংগ করিয়া দামহ্রাস করিবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। এইজন্য বলা যায় যে পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে ভারসাম্য অত্যন্ত অস্থায়ী হয়।

পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে দামহ্রাস করার প্রবণতা অতি প্রবল

১. ১০৫ ও ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

২. ইহাকে অপূর্ণাংগ অলিগোপলিও (Imperfect Oligopoly) বলা হয়।

অপূর্ণাংগ অলিগোপলিতে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য বিক্রেতা তাহাদের দামহ্রাস না করে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম দামহ্রাসকারী বিক্রেতা অধিক বিক্রয়ের সুবিধা ভোগ করিতে থাকে। এই কারণে বিক্রেতাদের মধ্যে দামহ্রাস (price-cutting) করিবার দিকে প্রবণতা দেখা যায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতাদের মধ্যে দামহ্রাসের মারফত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। কিন্তু এইভাবে ক্রমাগত দামহ্রাস চলিতে থাকিলে সকল বিক্রেতার পক্ষেই স্বাভাবিক মুনাফা লাভ অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে। তখন বিভিন্ন কারবারী প্রতিযোগিতার অসুবিধা অনুভব করিয়া নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়া করিয়া দাম বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারে।

দামহ্রাসের প্রতিযোগিতা

ইহার ফলাফল

পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে এই বুঝাপড়ার মাধ্যমে অধিক মুনাফা করার ব্যবস্থা টিকিয়া থাকা বিশেষভাবে কঠিন, কারণ প্রত্যেক বিক্রেতা মনে করে যে দামহ্রাস করিলে সংগে সংগেই অন্যান্য বিক্রেতা দামহ্রাস করিবে না। সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে সে বেশ পরিমাণ মুনাফা করিয়া লইতে পারিবে।

বিক্রয়করণ-ব্যয় (Selling Costs) : অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় ছাড়াও বিক্রয়করণ-ব্যয়ের সমস্যা রহিয়াছে। দ্রব্য যত কম সমজাতীয় হয় বিক্রয়করণ-ব্যয় তত গুরুত্ব লাভ করে। কারণ, দ্রব্য সমজাতীয় না হইলে দাম হ্রাস করিয়া বিক্রয় বৃদ্ধি করা কঠিন হয় এবং ফলে অধিক মাত্রায় প্রচার বিজ্ঞাপন প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন করিয়া বিক্রয় বাড়াইবার প্রচেষ্টা করিতে হয়। এই কারণেই একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় (এবং পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে) বিক্রয়করণ-ব্যয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বিক্রয়করণ-ব্যয়কে উৎপাদন-ব্যয় (production costs) হইতে পৃথক বলিয়া ধরা হয় ; কার্যক্ষেত্রে অবশ্য উভয়ই মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে উভয় ব্যয়ই উঠাইতে হইবে।

এখন প্রশ্ন, শুধু বিক্রয়করণের দরুন উৎপাদক কতটা পর্যন্ত ব্যয় করিবে ? ইহার উত্তরে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রয়করণ-ব্যয় অপেক্ষা ঐ ব্যয়ের দরুন বিক্রয়লব্ধ আয় অধিক থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদক বিক্রয়করণ-ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া চলিবে। যেখানে উহারা সমান সমান হইবে সেখানেই উৎপাদক বিক্রয়করণ-ব্যয়ের বৃদ্ধি বন্ধ করিবে। কারণ, যেখানে 'প্রান্তিক বিক্রয়করণ-ব্যয়' এবং 'বিক্রয়করণ-ব্যয় হইতে প্রান্তিক আয়' সমান সমান হইয়া দাঁড়ায় সেখানেই উৎপাদকের বিক্রয়করণ-ব্যয় হইতে মুনাফা সর্বাধিক হয়। ইহার পরও বিক্রয়করণ-ব্যয় বাড়াইয়া চলা হইলে আয় অপেক্ষা ব্যয়ই অধিক হইবে এবং উৎপাদকের মুনাফা কমিয়া যাইবে। সুতরাং সে আর অগ্রসর হইবে না।

বিক্রয়করণ-ব্যয়ের সীমা

সংক্ষিপ্তসার

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণের কোন মূলতত্ত্ব নাই, তবে কতকগুলি মূলনীতি নির্দেশ করা যাইতে পারে: ১। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় অধিকাংশ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান একাধিক কারণে প্রান্তিক আয় ও ব্যয় সমান করিবার প্রচেষ্টা করে না। ২। তাহারা শিল্পের প্রচলিত দামকেই মানিয়া লয়।

৩। এই দামে উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হইয়াও মূলধনের উপর স্বাভাবিক হারে প্রতিদান পাওয়া যায়। ৪। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় অনেক ক্ষেত্রে দাম-নেতৃত্ব দেখা যায়। ৫। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা প্রধানত সেবাভিত্তিক।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান কাম্য আকার ধারণ করে না। পূর্ণাংগ অলিগোপলিতে দাম ও উৎপন্ন কি হইবে, বলা কঠিন। পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বুঝাপড়ার মাধ্যমে দামবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়।

অনুশীলনী

1. When does competition become imperfect in a market? Discuss the principles which determine value in an imperfect market.

[বাজারে প্রতিযোগিতা কখন অপূর্ণাংগ হয়? অপূর্ণাংগ বাজারে দাম-নির্ধারণের মূলনীতিগুলি ব্যাখ্যা কর।] (১০৪-০৫ এবং ২৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা)

2. Discuss why competition is often imperfect in a market for a commodity. How are prices determined under Imperfect Competition?

[দ্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতা প্রায়ই অপূর্ণাংগ হয় কেন? অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে কিভাবে দাম নির্ধারিত হয়?] (১০৪-০৫ এবং ২৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা)

3. Explain how price can be determined under monopolistic competition (*i*) in the short run and (*ii*) in the long run.

[একচেটিয়া প্রতিযোগিতাধীনে (ক) স্বল্পকালীন এবং (খ) দীর্ঘকালীন দাম নির্ধারণের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।] (২৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা)

4. Write short notes on (*a*) Imperfect Competition, (*b*) Differentiated Oligopoly, (*c*) Price-leadership, and (*d*) Selling Costs.

[টীকা রচনা কর: (ক) অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা, (খ) পৃথকীকৃত অলিগোপলি, (গ) দাম-নেতৃত্ব, এবং (ঘ) বিক্রয়করণ-ব্যয়।] (১০৪-০৫, ২৪১-৪২, ১০৫-০৬ ও ২৪১, ২৪২ পৃষ্ঠা)

---

২০ | পরস্পর-সম্পর্কিত দাম (INTER-RELATED PRICE)

দাম বা মূল্য তত্ত্বের আলোচনায় আমরা এতক্ষণ ধরিয়া লইয়াছিলাম যে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান অসম্পর্কিত ও স্বতন্ত্র—একটি দ্রব্যের চাহিদা বা যোগানের পরিবর্তন অন্য কোন দ্রব্যের চাহিদা বা যোগানের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। বাস্তব জীবনে কিন্তু এই অনুমান সর্বদা সত্য নহে। দেখা যায়, একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তন অন্যান্য দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অর্থাৎ, বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এখানে কতকগুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ পরস্পর-সম্পর্কিত দামের কথা আলোচনা করা হইতেছে।

ক। পরস্পর-সম্পর্কিত চাহিদা (Inter-related Demand): পরস্পর-সম্পর্কিত চাহিদা তিন প্রকারের হয়: সংযুক্ত বা পরিপূরক চাহিদা, উদ্ভূত চাহিদা ও সংমিশ্রিত চাহিদা।

১। সংযুক্ত বা পরিপূরক চাহিদা (Joint or Complementary Demand) : যখন কোন আকাংক্ষা তৃপ্তির জন্য একসংগে একাধিক দ্রব্যের চাহিদা হয় তখন ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদাকে সংযুক্ত বা পরিপূরক চাহিদা বলা হয়, কারণ এক্ষেত্রে একটি দ্রব্য অপর আর একটি দ্রব্যের পরিপূরক হিসাবে কার্য করে। কলম ও কালি, চা চিনি ও দুধ, মোটরগাড়ী ও পেট্রল, রুটি ও মাখন প্রভৃতি এই প্রকার চাহিদার দৃষ্টান্ত।

সংযুক্ত চাহিদা কাহাকে বলে

এইরূপ পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির চাহিদা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইলে অপরটির চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটিয়া থাকে। ধরা যাউক, ফাউণ্টেন-পেনের যোগানবৃদ্ধির দরুন দাম হ্রাস পাওয়ায় উহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইল ; ইহার ফলে কালির চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। তখন কালির দাম বৃদ্ধি পাইবার দিকে ঝোঁক দেখা দিবে। অপরদিকে আবার যদি এমন হয় যে ফাউণ্টেন-পেনের যোগান কমিবার ফলে দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার চাহিদা কমিয়া গেল, তবে ইহার সংগে সংগে কালির চাহিদাও কমিয়া যাইবে এবং কালির দাম হ্রাস পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে সংযুক্ত দ্রব্যের চাহিদা বা দামের পরিবর্তনের পরিমাণ নিভর করিবে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর।

পরিপূরক চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক

বলা হয়, দুই বা ততোধিক দ্রব্যের চাহিদা যদি এইভাবে সংযুক্ত হয় তবে ইহাদের পৃথক পৃথকভাবে প্রান্তিক উপযোগ ও চাহিদা বাহির করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহাদের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে দাম-নির্ধারণে অসুবিধা দেখা দেয়। কারণ, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম একদিকে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং অপরদিকে প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। ইহার উত্তরে বলা হয় যে অনেক ক্ষেত্রেই সংযুক্ত দ্রব্যের অনুপাত পরিবর্তন করা যায়। চা তৈয়ার করিতে চা চিনি ও দুধ লাগে। এখন ধরা যাউক, চা ও চিনির পরিমাণ সমানই রহিল এবং দুধের পরিমাণ সামান্য বাড়ানো হইল। ইহার ফলে মোট উপযোগের যে-বৃদ্ধি হইল তাহাই দুধের প্রান্তিক উপযোগ।

সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দাম-নির্ধারণে অসুবিধা

অনুপাত পরিবর্তন দ্বারা এই অসুবিধা দূর করা যায়

২। উদ্ভূত চাহিদা (Derived Demand) : অনেক দ্রব্যের চাহিদা অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা হইতে উদ্ভূত হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদা উদ্ভূত চাহিদার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জমি শ্রম ও মূলধনের জন্য উদ্যোক্তাদের যে-চাহিদা হয় তাহা এই সকল উপাদানের সাহায্যে যে-দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা হইতেই উদ্ভূত।

উদ্ভূত চাহিদা কাহাকে বলে

অনেক ক্ষেত্রে এই উদ্ভূত চাহিদার সম্পর্ক বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। সুতার জন্য তুলার চাহিদা হয়, ছিট কাপড়ের জন্য সুতার চাহিদা হয়, জামা তৈয়ারের জন্য ছিট কাপড়ের চাহিদা হয়। এই সকল চাহিদারই মূলে রহিয়াছে আবার লোকের জামার জন্য চাহিদা।

সাধারণত উৎপাদনের উপাদানসমূহ পৃথক ও এককভাবে কিছুই উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া উৎপাদকগণ উপাদানসমূহকে সম্মিলিতভাবে চাহে। যেমন, যন্ত্রপাতি থাকিলেই বস্ত্র উৎপন্ন হয় না—উহার জন্য শ্রমিক, জমি, মালমসলা ইত্যাদির সহযোগিতাও প্রয়োজন। এখানে প্রশ্ন, চাহিদা পরস্পর নির্ভরশীল হইলে ইহাদের পৃথক পৃথক চাহিদা বা উপযোগ নির্ধারণ করা যাইবে কিভাবে? যেমন, উৎপন্ন বস্ত্রের উপযোগের কতটা অংশ শ্রমের দরুন, কতটা অংশ যন্ত্রের দরুন, আর কতটা অংশই বা তুলার দরুন তাহা নির্ণীত হইবে কিরূপে? বলা হয়, উৎপাদনের উপাদানসমূহের অনুপাতের তারতম্য করিয়া আমরা বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উপযোগ নির্ধারণ করিতে পারি।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের পৃথক পৃথক দাম ও চাহিদা নির্ধারণ

যেমন, অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ সমান রাখিয়া মূলধনের পরিমাণ যদি সামান্য বাড়ানো যায়, তবে পূর্বের তুলনায় উৎপাদন যতটা বাড়িবে তাহাই হইল মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন (marginal product)। অনুরূপভাবে শ্রমিক ও জমির প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করা যায়। এই প্রান্তিক উৎপন্নই হইল উৎপাদনের উপাদানের প্রান্তিক 'উপযোগ' এবং উৎপাদনের উপাদানের নিয়োগ সেই পর্যন্তই বাড়াইয়া চলা হয় যে-পর্যন্ত না সংশ্লিষ্ট উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন ও উপাদানের দাম সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অনুপাত পরিবর্তিত করা যায় না সেখানে প্রত্যেকটি উপাদানের প্রান্তিক উপযোগ পৃথকভাবে বাহির করা একপ্রকার অসম্ভব। ফলে পৃথক চাহিদাও নির্ধারণ করা যায় না।

অনুপাত অপরিবর্তনীয় হইলে প্রত্যেক উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হয়

কার্যত অনেক ক্ষেত্রেই সংযুক্ত দ্রব্যের অনুপাত পরিবর্তিত করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, কোন এক পায়ের জুতা অথবা ছুরি ও উহার বাঁটের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে দুইটি জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ পৃথক পৃথকভাবে নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং দুইটি জিনিসকে একটি দ্রব্য ধরিয়া লইয়া উহার প্রান্তিক উপযোগ বিচার করিতে হইবে এবং দাম ঐ উপযোগেরই সমান হইবে।

অনুপাত অপরিবর্তনীয় হইলে পৃথক দাম নির্ধারণ করা যায় না

৩। **সংমিশ্রিত চাহিদা (Composite Demand)**: যখন কোন দ্রব্যকে একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করা হয় তখন উহার চাহিদাকে সংমিশ্রিত চাহিদা বলা হয়। যেমন, বিদ্যুৎশক্তি আলোর জন্য, কলকারখানায় যন্ত্রপাতি চালাইবার জন্য, ট্রামগাড়ী ও ট্রেন চালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, আবার রান্নার জন্যও ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে শ্রমিকও বিভিন্ন উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হইতে পারে। যখন কোন দ্রব্য একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন কোন ব্যবহারে যদি ঐ দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রেই উহার দাম বৃদ্ধি পাইবে। যেমন, কোন শিল্পে যদি ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে অন্যান্য ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদের যোগান কমিয়া যাইবে,

সংমিশ্রিত চাহিদা কাহাকে বলে

ফলে ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন বৃদ্ধি পাইবে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা সংমিশ্রিত সেই সকল দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ বিভিন্ন ব্যবহারে সমান হয়। কারণ, কোন এক ক্ষেত্রে যদি কোন উপাদানের প্রান্তিক উপযোগ অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় অধিক হয় তাহা হইলে উপাদানটি অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিয়া ঐ ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হইবে। ইহাই সমপ্রান্তিক উৎপন্নের বিধির (Law of Equi-marginal Returns) প্রতিপাদ্য বিষয়।[১] কিভাবে সংমিশ্রিত দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাহিদা যোগ দিলেই উপাদানটির সামগ্রিক চাহিদা পাওয়া যায়। ইহার সহিত উপাদানটির যোগানের তুলনা করিলেই ভারসাম্য দাম কি হইবে তাহা নির্ধারণ করা যায়।

এইরূপ চাহিদার ক্ষেত্রে দাম

খ। পরস্পর-সম্পর্কিত যোগান (Inter-related Supply): পরস্পর-সম্পর্কিত যোগান প্রধানত দুই প্রকার: সংযুক্ত যোগান ও সংমিশ্রিত যোগান।

১। সংযুক্ত যোগান বা সহ-উৎপন্নের যোগান (Joint Supply or Joint Products): যখন উৎপাদনের প্রকৃতি এরূপ হয় যে একটি দ্রব্য উৎপাদন করিলে অপর আর এক বা একাধিক দ্রব্য সংগে সংগে উৎপন্ন হয় তখন ঐ সকল সহ-উৎপন্ন দ্রব্যের যোগানকে সংযুক্ত যোগান বলা হয়—যেমন, ধান ও খড, পশম ও ভেড়ার মাংস, গ্যাস ও কোক, তুলা ও তুলাবীজ, গম ও ভুসি ইত্যাদি। ধান উৎপন্ন করিলে উহার সংগে সংগে খড়ও উৎপন্ন হইবে। মাংসের জন্য ভেড়া পুষিলে উহা হইতে পশমও পাওয়া যাইবে। মোটকথা মনে রাখিতে হইবে, সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে গেলে আবশ্যিকভাবে অপর আর একটি দ্রব্যও উৎপন্ন হইয়া যায়।

সংযুক্ত যোগান কাহাকে বলে

সংযুক্ত যোগানের দাম-নির্ধারণ: এখন প্রশ্ন, সহ-উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কিভাবে নির্ধারিত হইবে? আমরা জানি ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয় তখনই যখন কোন দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়। সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে সহ-উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মোট উৎপাদন-ব্যয় আমরা সহজেই পাই কিন্তু উহাদের পৃথক পৃথক প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় কিভাবে বাহির করা যায়—ইহাই হইল প্রশ্ন।

সহ-উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, কতকগুলি ক্ষেত্রে সহ-উৎপন্ন দ্রব্যগুলির উৎপন্নের অনুপাত কতকটা পরিবর্তিত করা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ, ভেড়ার মাংস ও পশমের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। একজাতীয় ভেড়া (যেমন, নিউজিল্যাণ্ডের ভেড়া) পুষিলে অধিক মাংস এবং কম পশম পাওয়া যায়, আর একজাতীয় ভেড়া (যেমন, অষ্ট্রেলিয়ার ভেড়া) হইতে কম মাংস এবং অধিক পশম পাওয়া যায়। আবার

১। কয়েক ক্ষেত্রে প্রান্তিক বিশ্লেষণ দ্বারা

---

১. ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখ।

ধান ও খড়ের ক্ষেত্রে এমন হইতে পারে যে, বীজ সার প্রভৃতি পরিবর্তিত করিয়া প্রতি একর জমিতে খড়ের অনুপাতে ধানের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হইতে পারে। এইভাবে যেক্ষেত্রে সহ-উৎপন্ন দ্রব্যগুলির উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তন করা যায় সেক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাহির করা সম্ভব। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে। ধরা যাউক, দুই জাতীয় ভেড়া আছে এবং উভয় জাতীয় ভেড়ার প্রত্যেকটির দাম ১৪ টাকা করিয়া। প্রথম জাতীয় প্রত্যেকটি ভেড়া হইতে ৯ একক মাংস এবং ১০ একক পশম উৎপন্ন হয় আর দ্বিতীয় জাতীয় প্রতিটি ভেড়া হইতে ১০ একক মাংস এবং ৮ একক পশম উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে আমরা এইরূপ হিসাব করিতে পারি :

মোট ১৪০ টাকা ব্যয়ে প্রথম জাতীয় ১০টি ভেড়ার উৎপন্ন
= ৯০ একক মাংস + ১০০ একক পশম
মোট ১২৬ টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় জাতীয় ৯টি ভেড়ার উৎপন্ন
= ৯০ একক মাংস + ৭২ একক পশম

এই হিসাবে দেখা যাইতেছে, ১৪ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় কবিলে ২৮ একক অতিরিক্ত পশম পাওয়া যায়। সুতরাং পশমেব প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইবে $\frac{১৪}{২৮}$ টাকা = ৫০ পয়সা। অনুরূপভাবে আমরা মাংসেব প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ও এইভাবে নির্ধারিত করিতে পারি :

মোট ১১২ টাকা ব্যয়ে প্রথম জাতীয় ৮টি ভেড়ার উৎপন্ন
= ৭২ একক মাংস + ৮০ একক পশম
মোট ১৪০ টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় জাতীয় ১০টি ভেড়ার উৎপন্ন
= ১০০ একক মাংস + ৮০ একক পশম

এক্ষেত্রে দেখা যায় যে ২৮ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ২৮ একক অতিবিক্ত মাংস পাওয়া যায়। সুতরাং মাংসের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইবে $\frac{২৮}{২৮}$ টাকা = ১ টাকা।

পূর্ণাংগ ও অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাব ক্ষেত্রে ভারসাম্য

এখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় যদি এইভাবে বাহির করা যায় তাহা হইলে ভারসাম্যের অবস্থা নির্ণয় করা কঠিন নয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় যখন দামের ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইবে তখনই উৎপাদকের ভারসাম্য হইবে। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও উৎপাদকের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইবার প্রবণতা দেখা দিবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সহ-উৎপন্ন দ্রব্য হইল সেইগুলি যেগুলির উৎপন্নের অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে একটির উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইলে অপরটি সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়।

২। কয়েক ক্ষেত্রে অন্ত উপায় দ্বারা

যেমন, কাঁচাতুলা ও তুলাবীজ যদি নির্দিষ্ট অনুপাতে একসংগে উৎপাদিত হয় তাহা হইলে কাঁচাতুলার উৎপাদন দ্বিগুণ করা হইলে তুলাবীজের উৎপাদনও দ্বিগুণ হইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে কাঁচাতুলা বা তুলাবীজের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পৃথকভাবে বাহির করা যায় না। অতএব

প্রশ্ন উঠে, এরূপ ক্ষেত্রে কিভাবে দাম নির্ধারিত হইবে? ইহার উত্তরে নিম্নলিখিত নীতিগুলির উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, দীর্ঘকালীন অবস্থায় উভয় দ্রব্যের মিলিত দাম উভয় দ্রব্যের মিলিত উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইতে হইবে। উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা দাম কম হইলে যোগান কমিয়া যাইবে।

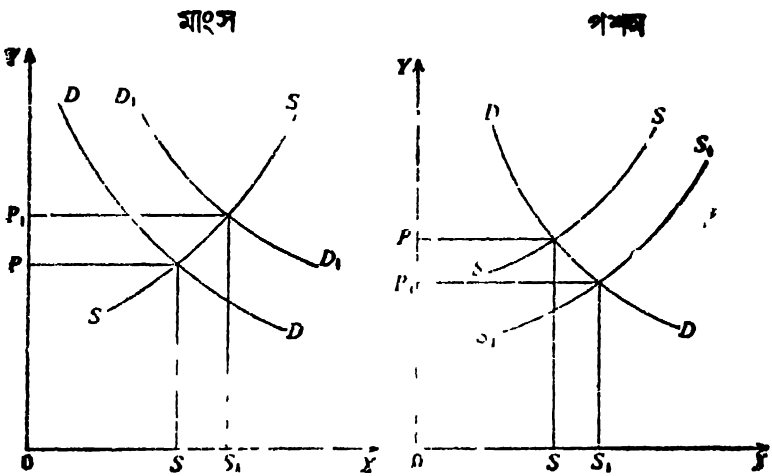
দ্বিতীয়ত, দাম এইরূপ হইবে যে সহ-উৎপন্ন দ্রব্যের প্রত্যেকটি যতটা উৎপন্ন বা যোগান হইয়াছে ততটাই যেন বিক্রয় হয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক দ্রব্যের যোগান ও উহার চাহিদা সমান সমান হইবে। কত দামে প্রত্যেকটি দ্রব্য বিক্রয় হইবে তাহা প্রধানত ক্রেতাদের প্রান্তিক উপযোগের উপর নির্ভর করিবে। তৃতীয়ত, প্রত্যেক দ্রব্যকে বাজারে বিক্রয়যোগ্য করিবার জন্য পৃথক ব্যয় বহন করিতে হইতে পারে। যেমন, তুলাবীজ বিদেশী বাজারে প্রেরণের জন্য প্যাকিং ও পরিবহণজনিত যে-ব্যয় হইবে তাহা তুলাবীজের নিজস্ব ও পৃথক ব্যয়—ইহার সহিত কাঁচাতুলার ব্যয় জড়িত নয়। এখন যে-ব্যয় আলাদা করা যায় অন্তত তাহা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটি বিক্রয় করিয়া উসুল করিতেই হইবে। তাহা করা সম্ভব না হইলে উৎপাদক দ্রব্যটি বিক্রয়ই করিবে না, কারণ বিক্রয়করণ-ব্যয়ও বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে উঠানো সম্ভব হইবে না।

এখন দেখা যাউক, সহ-উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উহাদের দামের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ভেড়ার মাংস ও পশমের উদাহরণ লইয়া ধরা যাউক যে, মাংসের চাহিদা বৃদ্ধি পাইল। ইহার ফলে মাংসের দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং ভেড়ার ব্যবসায় অধিক লাভজনক হইবে। এখন অধিক সংখ্যক ভেড়া পালিত হইবে এবং ফলে মাংস ও পশম উভয়ের যোগানই বৃদ্ধি পাইবে। শেষ পর্যন্ত ফল দাঁড়াইবে এইরূপ: মাংসের দাম কতকটা বৃদ্ধি পাইবে, কারণ উহার চাহিদা পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে, অপরদিকে কিন্তু পশমের দাম কমিয়া যাইবে, কারণ উহার চাহিদা সমানই থাকিয়া গিয়াছে।

সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক কিভাবে দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে, মাংসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম OP হইতে বৃদ্ধি পাইয়া OP_1 হইতেছে. সংগে সংগে যোগানের পরিমাণ OS হইতে বৃদ্ধি পাইয়া OS_1-এ দাঁড়াইতেছে। ভেড়ার ব্যবসায় অধিক লাভজনক হইয়া দাঁড়ানোর দরুন অধিক সংখ্যায় ভেড়া উৎপন্ন হইতে থাকিবে। ফলে বাজারে অধিক পরিমাণে পশমের যোগান হইতে থাকিবে এবং পশমের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইবে। পশমের যোগান-রেখা SS হইতে ডানদিকে নিচে সরিয়া আসিয়া S_1S_1 হইবে। কিন্তু পশমের চাহিদা বৃদ্ধি না পাওয়ায় এবং উহার যোগান OS হইতে OS_1-এ পরিণত হওয়ার দরুন পশমের দাম OP হইতে হ্রাস পাইয়া OP_1-এ দাঁড়াইবে।



অবশ্য চাহিদা-পবিবর্তনের ফলে উভয় দ্রব্যের দামের এই পরিবর্তনের মাত্রা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) যোগান ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং (২) সহ-উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন বা যোগানের অনুপাতের পরিবর্তনযোগ্যতা। প্রথমত, ভেড়ার যোগান যদি স্থিতিস্থাপক হয়—অর্থাৎ দাম সামান্য বাড়িলেই যদি ভেড়ার যোগান বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মাংসের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও উহাব দামবৃদ্ধির পরিমাণ খুব বেশী হইবে না। অপরদিকে কিন্তু পশমের দাম বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। আর যদি ভেড়ার যোগান অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে মাংসের চাহিদাবৃদ্ধির ফলে মাংসের দাম অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় বাড়িবে কিন্তু পশমের দাম অপেক্ষাকৃত কম হ্রাস পাইবে। এখন আবার পশমের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে দাম যতটা হ্রাস পাইবে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে দাম তাহার অধিক হ্রাস পাইবে।

চাহিদা-পবিবর্তনজনিত দাম-পবিবর্তনের মাত্রা যে বিষয়েব উপব নির্ভরশীল

দ্বিতীয়ত, মাংস ও পশমের উৎপন্নের অনুপাত যদি পরিবর্তিত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে মাংসের চাহিদাবৃদ্ধির ফলে পশমের উৎপন্নের পরিমাণ কতকটা বৃদ্ধি পাইলেও খুব বেশী বৃদ্ধি পাইবে না, অতএব পশমের দাম খুব বেশী হ্রাস পাইবে না। কিন্তু মাংস ও পশমের উৎপন্নের অনুপাত পরিবর্তন করা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে মাংসের চাহিদাবৃদ্ধির সংগে মাংসের উৎপাদন বাড়ানো হইলে পশমের উৎপাদন বিশেষভাবে বাড়িয়া যাইবে। ফলে পশমের দাম অধিক মাত্রায় হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে। উপরে মাংসের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে কি হয় তাহা বলা হইয়াছে। মাংসের চাহিদা হ্রাস পাইলে ঠিক বিপরীত ফল ফলিবে।

২। সংমিশ্রিত যোগান (Composite Supply): যখন একই অভাব বা আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন দ্রব্যে পরিতৃপ্ত করিতে সমকার্যকর তখন ঐ সকল দ্রব্যের

যোগানকে সংমিশ্রিত যোগান বলা হয়। যেমন, চা কফি ও কোকো পানীয়ের আকাংক্ষা পূরণ করিতে পারে, ট্রাম ও বাস উভয়ই যাতায়াতের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। এই সকল দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হইল যে একটি অপরটির পরিবর্ত। অর্থাৎ, প্রয়োজন হইলে একটির পরিবর্তে অপরটি ব্যবহার করা সম্ভব। সুতরাং একটি দ্রব্য অপরটির প্রতিদ্বন্দ্বী (competitive)। সংমিশ্রিত যোগানের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দাম হ্রাসবৃদ্ধি হইলে অপরটির দামের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন, যদি চা-এর দাম কমে তাহা হইলে কফির দামও কমিবার দিকে ঝুঁকিবে, কারণ কফির ক্রেতাগণের কিছু সংখ্যক চা-এর দাম কমায় চা-এর দিকে ঝুঁকিবে। ইহা হইতে বুঝা যায়, সংমিশ্রিত যোগানের ক্ষেত্রে পরিবর্ত-দ্রব্যগুলির দাম পরস্পরের সমান হইবার দিকে প্রবণতা দেখা যায়।

সংমিশ্রিত যোগান কাহাকে বলে

একের দাম অপরটির উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে

সংক্ষিপ্তসার

অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত। পরস্পর-সম্পর্কিত চাহিদার মধ্যে ১। সংযুক্ত বা পরিপূরক চাহিদা, ২। উদ্ভূত চাহিদা, এবং ৩। সংমিশ্রিত চাহিদা—এই তিনটিই প্রধান। পরস্পর-সম্পর্কিত যোগান প্রধানত দুই প্রকারের : ১। সংযুক্ত যোগান এবং ২। সংমিশ্রিত যোগান। সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে দাম দুইভাবে নির্ধারিত হয়: (ক) প্রান্তিক বিশ্লেষণ দ্বারা, এবং (খ) অন্য উপায় দ্বারা।

অনুশীলনী

1. Discuss the principles which determine the values of commodities that are jointly produced. (C. U. B. Com. 1959, '60)

[একই পদ্ধতিতে দ্রব্যসমূহ উৎপন্ন হইলে (সংযুক্ত যোগান) উহাদের দাম-নির্ধারণের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।] (২৪৬-৪৯ পৃষ্ঠা)

2. How are the prices of joint products determined in a perfectly competitive market?

[পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে সহ-উৎপন্ন (বা সংযুক্ত যোগান) দ্রব্যসমূহের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়?] (২৪৬-৪৯ পৃষ্ঠা)

3. Wool and mutton are jointly produced. Discuss the effect of changes in the supply of and demand for wool upon price of mutton.

[পশম ও মাংস একই সংগে উৎপন্ন হয়। পশমের চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফল মাংসের দামের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে দেখাও।] (২৪৬-৪৮, ২৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা)

২১

ফটকা কারবার
(SPECULATION)

ফটকা কারবার ও চালান কারবার (Speculation and Arbitrage Operation) : ফটকা কারবারের আলোচনাকে দাম-নির্ধারণ তত্ত্বের পরিশিষ্ট হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। মোটামুটি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম যে সর্বক্ষেত্রেই এক হইবার প্রবণতা দেখা দেয় তাহার মূলে আছে দুই প্রকার ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব। ইহারা যথাক্রমে ফটকা কারবারী (speculators) এবং চালান কারবারী (arbitragers) নামে পরিচিত। ফটকা কারবারীরা ভবিষ্যৎ দামের হ্রাসবৃদ্ধি বা কালগত পার্থক্য লইয়া কারবার করে, চালান কারবারীরা দামের স্থানগত পার্থক্য লইয়া কারবার করে। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, ফটকা কারবারী ভবিষ্যৎ দামের হ্রাসবৃদ্ধি অনুমান করিয়া ক্রয়বিক্রয় করে। সেলিগম্যানের (Seligman) ভাষায় বলা যায়, "ফটকা কারবার বলিতে বুঝায় ভবিষ্যৎ দাম পরিবর্তনজনিত মুনাফা লাভের আশায় ক্রয়বিক্রয় করা।"[১] অপরদিকে চালান কারবারীরা (arbitragers) ভবিষ্যৎ লইয়া নহে, বর্তমান লইযাই মাথা ঘামায়। তাহারা বর্তমানে বাজারের বিভিন্ন অংশে কি দামে ক্রয়বিক্রয় হইতেছে তাহা জানিয়া যে-স্থানে স্বল্প দামে বিক্রয় হইতেছে সেখান হইতে মাল ক্রয় করিয়া যেখানে দাম বেশী সেখানে বিক্রয় করে। ইহার ফলে দামে সমতা আসে।

বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য উদাহরণের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, বর্তমানে গমের দাম কুইণ্টাল প্রতি ৫০ টাকা, কিন্তু ফটকা কারবারী মনে করিতেছে যে ৬ মাস পরে দাম ৬০ টাকা হইবে। ফলে সে গম ক্রয় করিতে সুরু করিল। অনেক কারবারী যদি একসংগে গম ক্রয় করিতে সুরু করে তবে দাম বাড়িতে সুরু করিবে। অপরদিকে ৬ মাস পরে সকলে যখন গম বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে তখন দাম যত বেশী হইতে পারিত তত বেশী হইবে না, কারণ বর্তমানে গম ক্রয় করার ফলে ভবিষ্যৎ যোগানের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। ফলে গমের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দামে ৫০ টাকা এবং ৬০ টাকা এইরূপ পার্থক্য না থাকিয়া একটা সমতা আসিবে। হয়ত বর্তমান দাম বাড়িয়া ৫৪-৫৫ টাকা হইবে, ভবিষ্যৎ দামও কমিয়া ৫৪-৫৫ টাকা হইবে।

অনুরূপভাবে চালান কারবারীরা যদি দেখে যে চাউল বর্দ্ধমানে ৮০ টাকা কুইণ্টাল দামে এবং বাঁকুড়ায় ১০০ টাকা কুইণ্টাল দামে বিক্রয় হইতেছে তবে, চাউল চালান দেওয়া নিষিদ্ধ না হইলে, তাহারা বর্দ্ধমান হইতে বাঁকুড়ায় চাউল চালান দিতে সুরু করিবে। ফলে বর্দ্ধমানে চাউলের দাম বাড়িবে ও বাঁকুড়ায় কমিবে এবং চাউলের বাজারের উভয় অংশে দামে কতকটা সমতা আসিবে।

---

১. "By speculation is meant the purchase or sale of anything in the hope of profit from anticipated change in its price."

ফটকা কারবারীকেও 'চালান কারবারী' (arbitrager) বলা যায়। তবে সে বাজারের এক অংশ হইতে অন্য অংশে মাল চালান দেয় না, চালান দেয় বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে। সুতরাং ফটকা কারবারকে "সময়ের মধ্য দিয়া চালান কারবার' (arbitrage through time) বা ভবিষ্যৎ লইয়া কারবার (dealings in future) বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

ফটকা কারবারও একরূপ চালান কারবার

ফটকা কারবার ও ফটকাবাজী (Speculation and Gambling) : ফটকা শব্দটির সহিত কিছুটা নিন্দার ভাব মিশ্রিত আছে, কিন্তু ইংরাজী শব্দ 'স্পেকুলেশনে'র সহিত কোন অবজ্ঞার ধারণা জড়িত নাই। ইহার কারণ হইল, বাংলায় ফটকা বলিতে শুধু ফটকা কারবার বুঝায় না, ফটকাবাজী বা জুয়াখেলাও (gambling) বুঝায়। ভারতে যাহা ফটকা বাজার বলিয়া পরিচিত সেখানে এই জুয়াখেলাই বেশী অনুষ্ঠিত হয়। এই জুয়াখেলার ক্ষেত্রে মাল হস্তান্তরের কোন প্রতিশ্রুতি বা সম্ভাবনা থাকে না, কেবল দামের উঠানামা লইয়া বাজী ধরা হয়। ধরা যাউক, কোন ব্যক্তি তিন মাস পরে 'ডেলিভারি' লইবার চুক্তিতে আজ কিছু মাল ক্রয় করিল। ঐ তিন মাস পরে দাম কুইণ্টাল প্রতি ৫ টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইল। ফটকাবাজীর ক্ষেত্রে সে ডেলিভারি লইবার সময় মাল মোটেই লইবে না। কুইণ্টালপ্রতি ৫ টাকা করিয়া মুনাফাই লইবে। অপরদিকে দাম পড়িয়া গেলে সে প্রতিশ্রুতি মত শুধু দামের পার্থক্যটুকুই প্রদান করিবে। এখানে বলা প্রয়োজন যে ফটকাবাজীতে সাধারণত ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তির সংগে সংগে টাকাকড়ির লেনদেন হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের পর দামের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়া ক্রেতাবিক্রেতা নিজেদের মধ্যে দেনাপাওনা মিটাইয়া লয়।

ফটকা কারবার ও ফটকাবাজীর মধ্যে পার্থক্য

ফটকাবাজীর নিন্দা : এইরূপ ফটকাবাজী ভারতে ভোগ্যপণ্য, শিল্পের জন্য কাঁচামাল, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলে। ইহা আজ বৃষ্টি হইবে কি না-হইবে, মোহনবাগান জিতিবে না ইস্টবেংগল জিতিবে ইত্যাদির উপর বাজী রাখা বা জুয়াখেলারই সামিল। সুতরাং ফটকাবাজী বাজী রাখা বা জুয়াখেলা মাত্র এবং এই কারণেই ইহাকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয়।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, জুয়াখেলা নিন্দার বিষয় কেন—কেন ইহাকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে কতকটা নীতির এবং কতকটা অর্থ নৈতিক তত্ত্বের অবতারণা করিতে হয়।

জুয়াখেলা নীতি-বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হয়। কেন বিবেচিত হয় তাহা অর্থবিদ্যাবিদের আলোচ্য বিষয় নহে। তবে সাধারণে জুয়াখেলাকে দুর্নীতিমূলক বলিয়া মনে করে বলিয়া অর্থবিদ্যাবিদ এই অভিমতকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।

১। ইহা নীতি-বিগর্হিত

অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়া জুয়াখেলার বিরুদ্ধে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ আছে। প্রথমত, জুয়াখেলার ফলে অনুৎপাদনশীল টাকাকড়িই হস্তান্তরিত হয়,[১] ইহার দ্বারা কোনপ্রকার উপযোগ সৃষ্ট হয় না। উপযোগ সৃষ্ট না হইলেও ইহাতে সম্পদ নিযুক্ত থাকে. সময় ব্যয়িত হয়। ফলে জাতীয় অপচয় ঘটিতে থাকে। জাতীয় আয় যতটা বৃদ্ধি পাইতে পারিত, ততটা পায না।

১। অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়াও অসমর্থনীয়

দ্বিতীয়ত, জুয়াখেলার ফলে আয়গত বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা (inequality and instability of incomes) বৃদ্ধি পায। বর্তমানে মানুষে মানুষে যে আয-বৈষমা রহিয়াছে জুয়াখেলা তাহাকে বাড়াইয়া তুলে। যাহার মাসিক আয় ২ শত টাকা মাত্র, সে যাহার মাসিক আয় ২ হাজার টাকা তাহার নিকট জুয়ায় ১০০ টাকা হারিতে পারে। ইহার ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তির ভোগে বিশেষ কিছু পবিবর্তন না ঘটিলেও প্রথম ব্যক্তির পরিবারবর্গকে একবেলা অনাহারে থাকিতে হইতে পাবে। আবার জুয়া-খেলোয়াড়েরই আয় নির্দিষ্ট থাকে না। যে এই মাসে ৫০০ টাকা জিতিয়া পোলাও-কালিয়া খাইল, পরের মাসে তাহাকে ৫০০ টাকা হারিয়া স্ত্রীর গহনা লইয়া ঋণ করিতে বাহির হইতে দেখা যাইতে পারে।

তৃতীয়ত, পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে টাকাকড়িরও প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া যায় বলিয়া জুয়াখেলা অর্থবিদ্যাবিদের সমর্থিত হইতে পারে না। সমপর্যায়ের ব্যক্তিসমূহের মধ্যে জুয়াখেলা চলিলে ইহার ফলে একজনের টাকাকড়ির পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে প্রথম ব্যক্তির নিকট টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ কমে, দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট বাড়ে। ইহা সর্বাধিক সমাজ-কল্যাণ বা সর্বাধিক পরিতৃপ্তির (maximum satisfaction) পথ নহে। বিভিন্ন আর্থিক সংগতির লোকের মধ্যে জুয়াখেলা চলিলে এই কল্যাণ আরও ব্যাহত হয়।

জুয়াখেলা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির জন্য সমর্থিত হয না

বলা হইয়াছে যে আমাদের দেশে শেয়ার বাজারে বহু পরিমাণ ফটকাবাজী চলে। কিন্তু শেয়ার ক্রয়বিক্রয়সংক্রান্ত কার্য মাত্রেই ফটকাবাজী নহে। শেয়ার বাজারে বহু পরিমাণ প্রকৃত ফটকা কারবারও (speculation) চলে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে টাকাকড়ির সংগে সংগে শেয়ারও হস্তান্তরিত হয় এবং ইহার ফলে দামের উপরও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দামের উপর এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করাই ফটকা কারবারের বৈশিষ্ট্য। ফটকাবাজী বা জুয়াখেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দামের উপর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না; যাহারা বাজী জিতে বা হারে তাহারাই মাত্র লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফটকা দামের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, জুয়া করে না

ফটকা কারবারের পরিধি (Scope of Speculative Dealings): ফটকা কারবারের পরিধি বিশেষ ব্যাপক নহে, যদিও বা যে-কোন বিষয় লইয়া ফটকার

---

১. Gambling "involves ... sterile transfers of money ... creating no new value." Samuelson

বাজী ধরা যাইতে পারে। প্রকৃত ফটকা কারবার চলিতে হইলে কতকগুলি সর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদা ব্যাপক হইবে। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যটির জাত ও মান (grades and standards) নির্ণয়ে অসুবিধা হইলে চলিবে না। তৃতীয়ত, দ্রব্যটির যোগানও নিয়মিত হইবে। এই সর্ত তিনটির কোনটি যদি পূরিত না হয় তবে উহার ভবিষ্যৎ দাম লইয়া কেহই কারবার করিতে চাহিবে না। চাহিদা যদি সংকীর্ণ হয় তবে ভবিষ্যৎ বিক্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিবে না। সুতরাং তাহাকে দুই প্রকারের ঝুঁকি বহন করিতে হইবে: (১) দ্রব্যটির দামহ্রাসের ঝুঁকি এবং (২) উহা অবিক্রীত থাকার ঝুঁকি। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত ঝুঁকি বহন করাই ফটকা কারবারীর কার্য, দ্বিতীয়োক্ত ঝুঁকি নহে। সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটিব জাত ও মান নির্ণয়ে অসুবিধা হইলে ডেলিভারির সময় গোলমাল দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অদ্য হইতে ৬ মাস পরে ১ হাজার টুকরি বোম্বাই আম ডেলিভারির চুক্তি হইলে ডেলিভারির সময় ক্রেতা বলিতে পারে যে আরও বড বড ও আরও টাটকা বোম্বাই আম দেওয়ার কথা ছিল। সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগান অনিয়মিত হইলে চুক্তি পূরণে অনিশ্চয়তা থাকে। ফলে প্রকৃত ফটকা কারবারী এইরূপ করিতে চাহে না।

ফটকা কারবারের তিনটি সর্ত

উপরি-উক্ত সর্ত তিনটি কয়েক প্রকার ভোগ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল, শেয়ার এবং মূল্যবান ধাতুর ক্ষেত্রে পূরিত হয় বলিয়া ইহাদের বেলাতেই ফটকা কারবারের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ফটকা কারবারের দুইটি রূপ (Two Forms of Speculation): মোটামুটি ফটকা কারবারের দুইটি পৃথক রূপ আছে: (১) তেজী কারবার এবং (২) মন্দা কারবার। তেজী কারবারীরা দামবৃদ্ধির অনুমান করে এবং দামবৃদ্ধির চেষ্টা করে। মন্দা কারবারীরা দামহ্রাসের অনুমান করে এবং দামহ্রাসের চেষ্টা করে। উভয়েরই কার্যের আরও একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

তেজী কাববাব ও মন্দা কাববার

তেজী কারবারীরা দামবৃদ্ধির অনুমান করার সংগে সংগে ভবিষ্যতে ডেলিভারির সর্তে (buy long) বর্তমান দামে 'ক্রয়ের চুক্তি' করে। ধরা যাউক, কোন কারণে কাঁচাপাটের যোগান হ্রাস পাওয়ায় অনুমান করা হইতেছে যে ৬ মাস পরে উহার দাম গাঁইটপ্রতি ১০০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১২০ টাকা হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে ফটকা কারবারী বর্তমানে ১০০ টাকা করিয়া দামে পাট ক্রয় করিতে সুরু করিবে। ৬ মাস পরে পাটের দাম যখন ১২০ টাকা বা কাছাকাছি উঠিবে তখন উহা বিক্রয় করিয়া দিবে। এইভাবে বিভিন্ন ফটকা কারবারী যদি পাট ক্রয় করা সুরু করে তবে বর্তমানে পাটের দাম বাড়িয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে যখন সকলেই বিক্রয় করিতে চাহিবে তখন দাম যতটা বাড়িতে পারিত, ততটা বাড়িবে না।

তেজী কারবারের বর্ণনা

মন্দা কারবারী ভবিষ্যতে ডেলিভারির সর্তে বর্তমান দামে 'বিক্রয়ের চুক্তি' করে। ধরা যাউক, কারবারী ভাবিল যে ৬ মাস পরে পাটের দাম গাঁইটপ্রতি ১০০ টাকা

হইতে কমিয়া ৮০ টাকা হইবে। এক্ষেত্রে সে বর্তমান ১০০ টাকা দামেই ৬ মাস পরে ডেলিভারির চুক্তি করিলে গাঁইটপ্রতি ২০ টাকা করিয়া লাভ করিতে পারিবে। এরূপ সকল ফটকা কারবারীরই দামহ্রাসের অনুমান করিয়া বর্তমানে ক্রয় হইতে বিরত থাকিলে বর্তমানেই দাম কিছু পড়িয়া আসিবে, আবার সকলেই ৬ মাস পরে যখন পাট ক্রয় করিয়া ডেলিভারির ব্যবস্থা করিবে তখন তাহাদের কার্যের ফলে দাম কিছু হ্রাস পাইবে। ফলে দামে মোটামুটি একটা স্থায়িত্ব আসে। কিন্তু এই স্থায়িত্ব সৃষ্টি করা ফটকা কারবারীর লক্ষ্য নহে। তাহার উদ্দেশ্য দামের পার্থক্য আরও বাড়াইয়া তোলা। তাহারা ইহা করিতেই চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের কার্যের ফলে বিপরীতই ঘটে—দামে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেই হইল ফটকা কারবারের প্রধান সার্থকতা, ইহার জন্য ফটকা কারবার অর্থনৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া গণ্য হয়।

মন্দা কারবারের বর্ণনা

ফটকা কারবারের সুফল (Benefits of Speculation) : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ফটকা কারবারের প্রধান সুফল সম্বন্ধে ধারণা সহজেই করা যাইবে।

১। ইহা দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন করে

ফটকা কারবার দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়া আর্থিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্যসাধন করে। অর্থাৎ, ইহার জন্য দ্রব্যমূল্যে কতকটা স্থায়িত্ব আসে এবং ভোক্তাদের নিকট দ্রব্যটির যোগান মোটামুটি অব্যাহত থাকে।[১]

২। ইহা দ্বারা উৎপাদক উপকৃত হয়

দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব শুধু ভোক্তার দিক হইতে নহে, উৎপাদকের দিক হইতেও প্রয়োজনীয়। কাঁচামালের দাম যদি মোটামুটি স্থায়ী হয় তবেই উৎপাদক ভবিষ্যৎ সরবরাহের দায়িত্ব লইতে পারে, ভবিষ্যৎ বিক্রয়ের আশায় উৎপাদন করিতে পারে। বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ চাহিদার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পরিচালিত হয় বলিয়া ফটকা কারবারের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৩। ইহা উৎপাদকের ঝুঁকি হ্রাস করে

ইহা ছাড়াও ফটকা কারবারীরা আর একভাবে উৎপাদকগণের ঝুঁকি হ্রাস করে—তাহারা উৎপাদকগণের ঝুঁকি স্বেচ্ছায় বহন করিতে সমর্থ হয়। যে-পদ্ধতিতে এই কার্য সম্পাদিত হয় তাহাকে বেড়া দেওয়া (hedging) বলিয়া অভিহিত করা হয়। পদ্ধতিটি কতকটা হইল মোহনবাগান-ইষ্টবেংগলের খেলায় দুই দলই জিতিবে বলিয়া দুই দল পৃথক লোকের নিকট সমপরিমাণ বাজী রাখার মত। ফলে যে-দলই জিতুক না কেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন লাভক্ষতি হইবে না। মোহনবাগান জিতিলে সে যদি একজনের নিকট ১০ টাকা হারে, ইষ্টবেংগল হারিয়াছে বলিয়া অপরজনের নিকট হইতে ১০ টাকা জিতিবে। অনুরূপভাবে যদি কোন আটা-ব্যবসায়ী বর্তমান দামে তাহার সমস্ত মজুত গম পিষিয়া

---

১. The speculators render "a service to consumers by reducing the fluctuations in prices and consumption over the year." Benham

আটা করিয়া বিক্রয়ের চুক্তি করে, তবে সে সংগে সংগে বর্তমান দামেই ভবিষ্যতে গম ক্রয়ের চুক্তিও করিতে পারে। ফলে ভবিষ্যতে যদি গমের দামবৃদ্ধির ফলে বর্তমান দামে আটা বিক্রয়ের দরুন তাহার ক্ষতি হয়, তবে বর্তমান দামেই ভবিষ্যতে ক্রয়ের জন্য এই ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইবে। এইভাবে উৎপাদক ঝুঁকিকে বেড়া দিতে পারে।

৪। শেয়ার বাজারে ফটকা কারবার বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে

শেয়ার বাজারে ফটকা কারবার বিনিয়োগ-প্রবণতা গড়িয়া তুলে। যাহারা শেয়ার ক্রয় করে তাহাদের অনেকের মধ্যেই প্রকৃত বিনিয়োগের ইচ্ছা থাকে না; তাহারা ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধি হইতে কিছু মুনাফা করিতে চায় মাত্র। কিন্তু তাহারা তাহাদের এই কার্যের দ্বারা বিনিয়োগে সহায়তা করে। তাহাদের সঞ্চয় শেয়ার বাজারে আবদ্ধ থাকে বলিয়া শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে মোট অর্থসরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহা সঞ্চয়ের ইচ্ছাও গড়িয়া তুলে।

শেয়ার বাজারে ফটকা কারবারের গুরুত্ব: এই প্রসংগে শেয়ার বাজারে ফটকা কারবারের গুরুত্ব সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। শেয়ার বাজারে ফটকা কারবার দেশের বিনিয়োগ-পদ্ধতি ও সামগ্রিক শিল্প-ব্যবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ফটকা কারবারীরা যে-শেয়ার ক্রয় করিতে—অর্থাৎ তেজী কারবার করিতে ইচ্ছুক মূলধন সেইদিকেই ধাবিত হয়। ফলে উৎপাদনের গতিও সেইদিকে নির্ধারিত হয়। কাঁচামাল শ্রম সংগঠন প্রভৃতি সকলই সেইদিকে চলে। এইজন্য প্রয়োজন হয় ফটকা কারবার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ করার। তাহা না হইলে উৎপাদন-পদ্ধতি অকাম্যভাবে পরিচালিত হইয়া জাতীয় কল্যাণ ব্যাহত করিবে।

ফটকা কারবারের কুফল (Evils of Speculation): ফটকা কারবার বিপথে পরিচালিত হইলেই সুফলের পরিবর্তে কুফল দেখা দেয়। ইহা বিপথে পরিচালিত হয় প্রথমত ভুল অনুমানের জন্য। ফটকা কারবারীর কার্য হইল দামের হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে ঠিকমত অনুমান করিয়া সেইমত ক্রয়বিক্রয় করা। ইহার ফলেই দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব আসে। কিন্তু অনুমান যদি ভুল হয় তবে দামের অস্থায়িত্বের পরিমাণ বাড়িয়াই যায়। ধরা যাউক, তুলার দাম বৃদ্ধি পাইবে মনে করিয়া অধিকাংশ ফটকা কারবারী তেজী কারবার সুরু করিল। এক্ষেত্রে তুলার দামবৃদ্ধির যদি কোন প্রকৃত কারণ না থাকে তবে তেজী কারবারের ফলে বর্তমানে দাম বাড়িবে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে দাম আবার পূর্ব স্তরে নামিয়া আসিবে। সুতরাং ফটকা কারবারের ফলেই দ্রব্যমূল্যে অস্থায়িত্বের সৃষ্টি হইবে।

ফটকা কারবার বিপথে পরিচালিত হইলেই কুফল দেখা দেয়

বিপথে পরিচালিত হয়:
১। ভুল অনুমানের জন্য

দ্বিতীয়ত, ফটকা কারবারীরা অবৈধ কার্যে লিপ্ত হইলেও কুফল দেখা দেয়। এই অবৈধ কার্যের মধ্যে আছে দাম সম্বন্ধে মিথ্যা গুজব রটানো, দ্রব্যের যোগানে কৃত্রিম

ঘাটতির সৃষ্টি করিয়া একচেটিয়া মুনাফালাভের প্রচেষ্টা, ভিতরে ভিতরে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া অন্যায্য কারবার করা, ইত্যাদি। ফটকা কারবারী হয়ত সংবাদ সংগ্রহ করিল যে সরকার সিমেন্ট আমদানি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। তখন সে যদি সিমেন্টের তেজী কারবার করে তবে ঘাটতির পরিমাণ বাড়িয়া দাম আরও উর্দ্ধমুখী হইবে।

২। কারবারীর অবৈধ কার্যের জন্য

পরিশেষে, ফটকা কারবার ফটকাবাজীতেও রূপান্তরিত হইতে পারে। ইহা সমাজের দিক দিয়া কোনমতেই কাম্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না তাহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

৩। ফটকাবাজীতে পরিণত হইলে

উপরি-উক্ত যে-কোন ভাবেই ফটকা কারবার বিপথে পরিচালিত হউক না কেন উহাকে অবৈধ (illegitimate) বলিয়া গণ্য করা হয়। বৈধ (legitimate) ফটকা কারবার সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ; অবৈধ ফটকা কারবার ক্ষতিকর। অবৈধ ফটকা কারবারের ক্ষতি কতদূর অগ্রসর হইতে পারে ১৯২৯ সাল হইতে সুরু করিয়া বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার তাহারই চরম দৃষ্টান্ত। অবৈধ ফটকা কারবারের ফলে নিউ ইয়র্কের শেয়ার বাজার ১৯২৯ সালে যে ভাঙিয়া পড়ে তাহাই প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের সূচনা করে।

বৈধ ও অবৈধ ফটকা কারবার

ফটকা কারবারের নিয়ন্ত্রণ (Control of Speculation): ফটকা কারবারের কুফলের জন্য অনেক সময় ইহার পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ গ্রহণ করা চলিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে বৈধ ফটকা কারবারও অপসারিত হইবে। অপরদিকে অবৈধ ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ করাও প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আইন প্রণীত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

ফটকা কারবারের ফলে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে দামে সমতা আসে। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইহা গুরুত্বপূর্ণ। ফটকা কারবার ফটকাবাজী হইতে পৃথক। ফটকাবাজী জুয়াখেলা মাত্র।

ফটকা কারবার দুই প্রকারের—তেজী কারবার ও মন্দা কারবার। অর্থনৈতিক গুরুত্ব সত্ত্বেও বিপথে পরিচালিত হইলে ফটকা কারবারের ফলে ক্ষতি হইতে পারে। এইজন্য ফটকা কারবারের নিয়ন্ত্রণ প্রায় বিশ্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে।

অনুশীলনী

1. What are the economic functions of speculation ? What are the evil effects associated with it, and why do they arise ? (C. U. B. Com. 1961 ; B. A. 1963)

[ফটকা কারবারের অর্থনৈতিক কার্যগুলি কি কি ? ফটকা কারবারের ফলে কোন্ কোন্ কুফল দেখা দিতে পারে এবং কেন দেখা দেয় ?] (২৫১, ২৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা)

2. Distinguish between speculation and gambling. Why is gambling considered a bad thing ?

[ফটকা কারবার ও ফটকাবাজীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ফটকাবাজী নিন্দনীয় কেন ?]

(২৫২-৫৩ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the role of speculation in modern productive organisation.

[বর্তমান দিনের উৎপাদন-ব্যবস্থায় ফটকা কারবারের ভূমিকার পর্যালোচনা কর।]

(২৫১-৫২ এবং ২৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা)

২২ | উৎপাদনের উপাদানের দাম-নির্ধারণ (PRICING OF FACTORS OF PRODUCTION)

কর্মগত বণ্টনতত্ত্ব (Functional Distribution) : জাতীয় আয়ের বণ্টনজনিত সমস্যাকে দুইটি দিক হইতে দেখা যাইতে পারে। প্রথমত, ব্যক্তিগত আয় হিসাবে দেশের লোকের মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হয় তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। এইরূপ আলোচনার উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আয়ের তারতম্য কতটা, কতক লোক ধনী আবার কতক লোক দারিদ্র্যক্লিষ্ট কেন এবং এই আর্থিক বৈষম্যের অন্তর্নিহিত কারণ কি ?—তাহা দেখা। এই সকল প্রশ্ন ব্যক্তিগত বণ্টনতত্ত্বের (Personal Distribution) অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় ধরনের প্রশ্ন হইল : অমুক ব্যক্তির সাপ্তাহিক মজুরি ২০ টাকা কেন ? অমুক দোকানের মাসিক ঘরভাড়া ১০০ টাকা কেন ? সুদের হার শতকরা ৫ টাকা কেন ? ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নের উত্তর যে-তত্ত্বের সাহায্যে দেওয়া হয় তাহাকে কর্মগত বণ্টনতত্ত্ব (Functional Distribution) বলা যাইতে পারে। সমাজের উৎপাদনকার্য সম্পাদিত হয় জমি শ্রম মূলধন ও সংগঠনের সহযোগিতায়। উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণের দরুনই উৎপাদনের এই চারিটি উপাদান উহাদের কার্যের দাম হিসাবে খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফা অর্জন করিয়া থাকে। সমাজের প্রত্যেক লোকের আয় এই চারি প্রকারের এক বা একাধিক সূত্র হইতে হয়। কর্মগত বণ্টনতত্ত্বে উৎপাদনের উপাদানের কার্যের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহারই ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। এখানে এই কর্মগত বণ্টনতত্ত্বের আলোচনাই করা হইবে।

বণ্টন-সমস্যার দুইটি দিক

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা প্রথমে কতকগুলি জিনিস ধরিয়া লইব। প্রথমত, উৎপাদনের উপাদানসমূহের বাজারে (factor market) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান। দ্বিতীয়ত, উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারেও (product market) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা রহিয়াছে। তৃতীয়ত, উৎপাদনের আলোচ্য উপাদানটি সমজাতীয়। অবশ্য এই অনুমানটি প্রথম অনুমানের অন্তর্ভুক্ত, কারণ সমজাতীয়তা (homogeneity) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অন্যতম সর্ত।

দ্রব্যের দামের মত উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামও চাহিদা এবং যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোন উপাদানের যোগান কম হইলে এবং চাহিদা অধিক হইলে উহার দাম অধিক হইবে। অপরদিকে আবার যোগান অধিক এবং চাহিদা কম হইলে দাম কম হইবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, দ্রব্য এবং উৎপাদনের উপাদান উভয়ের দামই যদি এক নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্যতত্ত্বের পৃথক আলোচনার সার্থকতা কোথায় ? ইহার

উপাদানসমূহের দামও চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়

উত্তরে বলা যায়, উৎপাদনের উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার দরুন উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্যতত্ত্বের পৃথক আলোচনার প্রয়োজন হয়। নিম্নে এই সকল বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পশ্চাতে যে যে বিশেষ শক্তি কার্য করে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

তবুও এই মূল্যতত্ত্ব সাধারণ মূল্যতত্ত্ব হইতে কিছুটা পৃথক

চাহিদা—প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা (Demand—Marginal Productivity) : উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদা সৃষ্টি করে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলি। এই চাহিদা ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদার ন্যায় প্রত্যক্ষ চাহিদা নহে, উদ্ভূত চাহিদা (derived demand) মাত্র। অর্থাৎ, ক্রেতাদের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা আছে বলিয়াই উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের চাহিদা হয়।[১] অন্যভাবে বলা যায়, উপাদানসমূহ উৎপাদনে সহায়তা করে বলিয়াই উহাদের চাহিদা হয় এবং উৎপাদনশীলতার (productivity) দরুনই উহাদের দাম দেওয়া হয়। ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে দাম যেমন ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তেমনি উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামও উহাদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার (marginal productivity) উপর নির্ভর করে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের দাম, যেমন শ্রমের মজুরি, উহার প্রান্তিক উৎপন্নের (marginal product) সমান হয়।

উপাদানসমূহের চাহিদা উদ্ভূত চাহিদা

প্রত্যেক উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হয়

প্রান্তিক উৎপন্ন : প্রান্তিক উৎপন্ন (marginal product) বলিতে প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন বা প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ (marginal-physical product or amount of marginal product) এবং প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (marginal revenue product), ইহাদের যে-কোন একটিকে বুঝাইতে পারে। উৎপাদনের কোন উপাদানের অতিরিক্ত এক একক নিয়োগ করা হইলে মোট উৎপন্নের পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি হয় তাহাকেই প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন বা প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ বলা হয়।[২] যেমন, কোন কারখানায় উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া যদি শ্রমিকের সংখ্যা ৪০ হইতে ৪১ করা যায় এবং যদি উহার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ৫০০ হইতে ৫১৫ হয় তাহা হইলে এক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন হইবে (৫১৫ − ৫০০ =) ১৫ একক। অপরপক্ষে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া উৎপাদনের কোন একটি উপাদানের অতিরিক্ত এক একক নিয়োগ করিবার ফলে উৎপাদকের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় যতটা পরিমাণ

ক। প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন

---

১. "The demand for the factor is ... ultimately derived from consumer's desires." Samuelson

২. "The marginal-physical produc' is the' number of units added to total output by employing one more unit of a factor of production." Meyers

নীট বৃদ্ধি পায় তাহা হইল ঐ উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন।[১] দ্রব্যের বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে প্রতিষ্ঠানবিশেষের প্রান্তিক আয় দ্রব্যের দামের সমান হয়, কারণ প্রতিষ্ঠানবিশেষ একই দামে কমবেশী যাহা ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের মোট মূল্যই (value of marginal-physical product) হইল প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন।

খ। প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন

উপরের দৃষ্টান্ত লইয়াই বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। যখন শ্রমিকের সংখ্যা ৪০ হইতে ৪১ করা হইয়াছে তখন প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন হইল ১৫ একক দ্রব্য। এখন বাজারে প্রতি একক দ্রব্যের দাম যদি ১০ টাকা হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানটি ১৫ একক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ১৫০ টাকা পাইবে। অর্থাৎ, এক একক শ্রমিক বৃদ্ধি করার দরুন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ আয় ১৫০ টাকা বৃদ্ধি পাইল। ৪১ জন শ্রমিক নিয়োগের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের পরিমাণ হইল এই ১৫০ টাকা।

প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের উদাহরণ

অতএব দেখা যাইতেছে, উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া কোন একটি উপাদানের যোগান সামান্য পরিবর্তন করিয়া উহার প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করা যায়।

উপাদানের জন্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের চাহিদা নির্ধারণ: এখন দেখা যাউক, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের উপাদানসমূহের জন্য চাহিদা কিভাবে নির্ধারিত হয়। ধরা যাউক যে শ্রমই একমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদান এবং অন্যান্য উপাদান স্থির রহিয়াছে। এই অবস্থায় শ্রমের চাহিদা কিভাবে নির্ধারিত হইবে? আমরা জানি যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই (firm) তাহার মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে চায়। উহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে তখনই যখন শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন শ্রমের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান দাঁড়াইবে। অর্থাৎ, অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের যে-অতিরিক্ত আয় হয় তাহা ঐ অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানটির মজুরি বাবদ যে-অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহার সমান হইলে প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা সর্বাধিক হইবে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বাজারে প্রচলিত মজুরির হারে কমবেশী যত ইচ্ছা শ্রম নিয়োগ করিতে পারে। সুতরাং শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় বলিতে শ্রমের বাজারের প্রচলিত মজুরির হারকেই বুঝায়। অতএব, শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন শ্রমের মজুরি বা দাম হইতে অধিক হইলে প্রতিষ্ঠানটি অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করিয়া চলিবে এবং যেখানে শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক) শ্রমিকের মজুরির সমান হইয়া দাঁড়াইবে সেইখানেই প্রতিষ্ঠানটি থামিয়া যাইবে—আর অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করিবে না। উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইবার জন্য নিম্নের ছকটিতে শ্রমের সাপ্তাহিক প্রান্তিক উৎপন্ন দেখানো হইল:

১. "The marginal revenue product of a factor is the net amount added to total revenue by the employment of an additional unit of that factor."

(প্রতি একক দ্রব্যের দাম = ৫ টাকা)

শ্রমিক-সংখ্যা	প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (একক)	প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন × দ্রব্যের দাম)
৪১	১৫	(১৫ × ৫ =) ৭৫ টাকা
৪২	১৩	(১৩ × ৫ =) ৬৫ "
৪৩	১২	(১২ × ৫ =) ৬০ "
৪৪	১১	(১১ × ৫ =) ৫৫ "
৪৫	৯	(৯ × ৫ =) ৪৫ "

উপরের ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে, যখন ৪১ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তখন শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন হয় ১৫ একক দ্রব্য এবং প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হয় ৭৫ টাকা। আবার যখন ৪২ জন শ্রমিক নিযুক্ত করা হয় তখন প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে হয় ১৩ একক দ্রব্য ও ৬৫ টাকা। শ্রমের নিয়োগ আরও বাড়াইয়া চলিলে প্রান্তিক (দ্রব্য ও আয়) উৎপন্ন আরও হ্রাস পাইতে থাকিবে। এখন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান কত পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিবে তাহা নির্ভর করিবে বাজারে প্রচলিত মজুরির হারের উপর। বাজারে সাপ্তাহিক মজুরির হার যদি ৭৫ টাকা হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান ৪১ জন শ্রমিকই নিযুক্ত করিবে। কারণ, তাহা হইলেই শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ও শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় পরস্পরের সমান হইবে। এইভাবে সাপ্তাহিক মজুরির হার কমিয়া ৬৫ টাকা, ৬০ টাকা, ৫৫ টাকা ও ৪৫ টাকা হইলে শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে হইবে ৪২, ৪৩, ৪৪ ও ৪৫। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতিষ্ঠান সেই পর্যন্ত শ্রম নিয়োগ করিবে যে-পর্যন্ত না শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন শ্রমের দরুন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বাজার-দামে কমবেশী যত ইচ্ছা শ্রম নিয়োগ করিতে পারে বলিয়া শ্রমের দরুন প্রান্তিক ব্যয় বা প্রান্তিক মজুরি ও গড় মজুরি সমান হয়। সুতরাং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য ও সর্বাধিক মুনাফার স্তরে এরূপ হয় :

যে-পর্যন্ত প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান না হয় সেই পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান উপাদান নিয়োগ করিয়া চলে

শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন = প্রান্তিক মজুরি = গড় মজুরি।

অতএব, শ্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানটির চাহিদা-দাম (demand price) হইল শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন। শ্রমের আয়-উৎপন্ন ক্রমহ্রাসমান বলিয়া বাজারে মজুরির হার কম হইলে শ্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানটির চাহিদা অধিক হইবে এবং বাজারে মজুরির হার অধিক হইলে শ্রমের জন্য চাহিদা কম হইবে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানটির নিকট শ্রমের প্রান্তিক

প্রতিষ্ঠানবিশেষের চাহিদা-দাম ও চাহিদা-রেখা

আয়-উৎপন্ন রেখাই হইল শ্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানটির চাহিদা-রেখা এবং ভোগ্যপণ্যের চাহিদা-রেখার ন্যায় ঐ রেখাও বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নগামী।[১]

অনুরূপভাবে দেখানো যাইতে পারে যে, জমি ও মূলধনের চাহিদা-দাম—অর্থাৎ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান জমির দরুন যে-খাজনা এবং মূলধনের দরুন যে-সুদ দিতে রাজী থাকে তাহা যথাক্রমে জমি ও মূলধনের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হয়। এই প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন আবার প্রচলিত খাজনা বা সুদের হারেরও সমান হয়। সুতরাং বলা যায়, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য ও সর্বাধিক মুনাফার স্তরে প্রত্যেক উপাদানের আয়-উৎপন্ন ঐ উপাদানের প্রান্তিক আয় এবং প্রচলিত বা গড আয়ের সমান হইবে। অর্থাৎ, সমীকরণে ব্যাপারটি এইরূপ দাঁড়াইবে :

উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন = উহার প্রান্তিক আয় = উহার গড় আয়।

উপাদানসমূহের অনুপাত পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয় : ইহার পর উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান পরস্পরের মধ্যে অনেকাংশে পরিবর্তনযোগ্য। অর্থাৎ, অনেক ক্ষেত্রেই একটু শ্রম কমাইয়া মূলধন নিয়োগ, মূলধনের পরিবর্তে জমি নিয়োগ, ইত্যাদি করা সম্ভব। এই কারণে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান সকলই পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অনুপাত হ্রাসবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিয়া থাকে। যেমন, শ্রমের পরিমাণ কিছুটা কমাইয়া মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ব্যয় হ্রাস পাইয়া যদি তাহার মুনাফার বৃদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে উহা তাহাই করে। কারণ, মুনাফাকে সর্বাধিক করিয়া তোলাই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

এইভাবে ন্যূনতম ব্যয়ে পৌঁছিবার প্রচেষ্টার সংগে সংগে প্রতিষ্ঠানকে আবার স্থির করিতে হয়, ঠিক কতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে। এই দ্বিতীয় সমস্যার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। প্রত্যেক উপাদান ততটা পরিমাণ পর্যন্তই নিয়োগ করা হইবে যতটা পরিমাণ নিয়োগ করিলে উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ও প্রান্তিক দাম সমান সমান হইয়া দাঁড়াইবে। যদি দেখা যায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উহাদের দাম অপেক্ষা অধিক তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান উপাদান নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। আবার যদি দেখা যায় যে উপাদানসমূহের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উহাদের দাম অপেক্ষা কম তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান উপাদানের নিয়োগ হ্রাস করিয়া উৎপাদন কমাইয়া দিবে।

সর্বাধিক মুনাফার স্তরে সকল উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উহাদের দরুন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়

সুতরাং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য অবস্থায়—অর্থাৎ সর্বাধিক মুনাফার স্তরে সকল উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উহাদের দরুন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়।

১. "The demand curve for factors will ... normally slope downwards from left to right, just as does the demand curve for commodities." Hanson : *A Textbook of Economics*

উপাদানের বাজার-দাম: আমরা এতক্ষণ দেখিলাম যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের জন্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের চাহিদা কিভাবে নির্ধারিত হয়। উপাদানের বাজার-দাম দেওয়া থাকিলে প্রতিষ্ঠানবিশেষের উপাদানটির জন্য চাহিদা নির্ভর করিবে উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নেব উপর। কিন্তু উপাদানের বাজার-দাম কিসের উপর নির্ভর করে? স্পষ্টতই উহা নির্ভব কবে একদিকে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের মোট চাহিদা এবং অপবদিকে বিভিন্ন দামে উপাদানটিব মোট যোগানের উপর। উৎপাদনের জন্য সমগ্র শিল্পেব চাহিদা উহার অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের চাহিদাকে যোগ দিলেই পাওয়া যায় এবং শিল্পের চাহিদা-বেখা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখার মতই নিম্নমুখী হয়। উপাদানের বাজাবে ভারসাম্য দাম (equilibrium price) হইবে সেই দাম যে-দামে উপাদানের চাহিদা ও যোগানেব পরিমাণ পরস্পরেব সমান হয়। যদি দাম ভাবসাম্য দাম অপেক্ষা অধিক হয তাহা হইলে যোগান বেশী হইবে এবং দাম হ্রাস পাইবে। আবাব দাম ভারসাম্য দাম অপেক্ষা কম হইলে যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশী হইবে এবং দাম বৃদ্ধি পাইবে। একমাত্র ভাবসাম্য অবস্থায় উপাদানের দাম পরিবর্তিত হওয়ার কোন ঝোঁক দেখা যাইবে না।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সমালোচনা (Criticisms of the Marginal Productivity Theory): বিভিন্ন দিক হইতে এই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বেব সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত বলা হইযাছে যে, কোন একটি উপাদানেব পৃথক উৎপাদনশীলতা নাই, উহা অন্যান্য উপাদানেব সহযোগেই মাত্র দ্রব্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং প্রত্যেক দ্রব্যই সংযুক্ত দ্রব্য (joint product)। যেমন, অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে যে-অতিরিক্ত উৎপাদন হইল তাহা যে কেবল শ্রমেরই অবদান এরূপ ধাবণা কবা ভুল। এই সমালোচনার উত্তবে বলা হয়, ইহা অনস্বীকার্য যে প্রত্যেক দ্রব্যই সংযুক্ত দ্রব্য, কিন্তু প্রান্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে কোন উপাদানের প্রান্তিক নীট উৎপন্ন বাহির করিয়া উহাকে উপাদানবিশেষের উৎপন্ন বলিয়া আরোপ করা যায়।

১। প্রত্যেক দ্রব্যই সংযুক্ত দ্রব্য বলিয়া পৃথক উৎপাদনশীলতা নাই

এই সমালোচনা ভিত্তিহীন

দ্বিতীয়ত, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের অন্যতম অনুমান যে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত পরিবর্তনযোগ্য তাহাও সমালোচিত হইয়াছে। কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করিবার সময় দেখি যে অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া ঐ উপাদানটি সামান্য বৃদ্ধি করিলে উৎপন্নের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি পাইল। যেক্ষেত্রে উপাদানসমূহের সংমিশ্রণের অনুপাত পরিবর্তন করা যায় না সেক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। যেমন, উৎপাদন-পদ্ধতি যদি এইরূপ হয় যে একটি যন্ত্রের সহিত সকল সময়েই একজন শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে, তাহা হইলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করিবার জন্য যন্ত্রের পরিমাণ স্থির রাখিয়া এক একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করা হইলে কোন অতিরিক্ত উৎপন্ন হইবে না। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে অধিকাংশ

২। অনুপাত সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনযোগ্য নহে বলিয়া প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনির্দেয়

ক্ষেত্রেই বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণের অনুপাত পরিবর্তনীয়। যেক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত পরিবর্তন করা যায় না সেক্ষেত্রে উৎপাদক উভয় উপাদানকে (যেমন, যন্ত্র ও শ্রম) একই একক বলিয়া ধরিয়া উহাদের সম্মিলিত প্রান্তিক আয়-উৎপন্নকে (combined marginal revenue product) উহাদের সম্মিলিত দামের সমান করিতে চেষ্টা করিবে।[১]

এই সমালোচনাও মূল্যহীন

তৃতীয়ত, বলা হয় যে কোন উপাদানের পরিমাণের পরিবর্তন করিয়া উহার প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করা হইলে সমগ্র উৎপাদন-পদ্ধতির সংগঠনে বিশৃংখলা আসিবে। এই অবস্থায় বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন পৃথকভাবে বাহির করিয়া যোগ করা হইলে উহাদের পরিমাণ বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলিত প্রান্তিক উৎপন্ন (combined marginal product) হইতে কম হইবে। ধরা যাউক, আমরা অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ স্থির রাখিয়া শ্রমের পরিমাণ বাড়াইয়া উহার প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করিলাম। কিন্তু অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া শ্রমের পরিমাণ বাড়াইবার ফলে সংগঠন ও উপাদানের অনুপাত পরিবর্তিত হইবে। ইহার ফলে হয়ত শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন সংগঠনের আয়তন বা উপাদানগুলির অনুপাত সঠিক থাকিলে যাহা হইত তাহা অপেক্ষা কম হইবে। এইভাবে বিভিন্ন উপাদানের পৃথক পৃথক প্রান্তিক উৎপন্ন যোগ করিয়া যে-পরিমাণ পাওয়া যাইবে তাহা প্রকৃত মোট উৎপন্ন হইতে কম হইবে। ইহার উত্তরে বলা হয়, উপাদানসমূহের সামান্য পরিবর্তন করিলে ব্যবসায়-সংগঠন বা বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণের অনুপাত বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করার বিশেষ অসুবিধা নাই।

৩। উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তিত করিলে উৎপাদন-পদ্ধতিতে বিশৃংখলা আসে

এই সমালোচনাও মূল্যবান নহে

চতুর্থত, তত্ত্বটিতে ধরিয়া লওয়া হয় যে প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ ও দাম উভয়ই নিয়োগকারীর জানা আছে। সর্বক্ষেত্রে এই অনুমান সত্য নহে। যেমন, কৃষির ক্ষেত্রে কৃষক জানে না যে এই বৎসর কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইবে বা শস্যের দাম কি হইবে। সুতরাং গত বৎসরের উৎপাদন ও দামের ভিত্তিতেই তাহাকে নিয়োগ করিতে হয়।

৪। প্রান্তিক উৎপন্ন সকল সময় নিয়োগ-কারীর জানা থাকে না

পঞ্চমত, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। সমালোচকরা বলেন, বাস্তব জগতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা কদাচিৎ দেখা যায়—অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাই বাস্তব জগতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বাস্তব জীবনে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের বিশেষ গুরুত্ব নাই। এই সমালোচনাকে এইভাবে খণ্ডন করা হয়: পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বাজারে উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের দামের সমান হয়, কিন্তু অপূর্ণাংগ বাজারে উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের দামের সমান হয় না, উহা উৎপন্নের দামের কম হয়—ইহা সত্য। তবুও অপূর্ণাংগ বাজারের ক্ষেত্রে

৫। প্রান্তিক উৎপাদন-শীলতার অনুমান—পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বাস্তব ক্ষেত্রে বিরল

তবুও তত্ত্বটি প্রযোজ্য

১। Samuelson: *Economics*

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না ; এই তত্ত্বের নীতিকে সামান্য পরিবর্তিত করিয়া এই ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। এই বিষয়ের আলোচনা একটু পরেই করা হইবে।

ষষ্ঠত, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব পূর্ণনিয়োগাবস্থাও (full employment) অনুমান করিয়া লয়। তত্ত্বটির অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে কোন দামে উৎপাদনের উপাদানসমূহের একাংশ যদি বেকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহারা কম দামে নিযুক্ত হইতে চাহিবে। ফলে যে-পর্যন্ত না উপাদানের সমগ্র পরিমাণ নিয়োজিত হইয়া পূর্ণ-নিয়োগাবস্থা প্রবর্তিত হয় সে-পর্যন্ত ঐ উপাদানের দাম হ্রাস পাইতে থাকিবে। ইহা হইতে বলা হয়, সাধারণভাবে মজুরির হার হ্রাস করিয়া নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু মজুরিব হাব সাধারণভাবে হ্রাস করিলেই যে নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কোন কোন অবস্থায় মজুরি হ্রাস করিয়া নিয়োগ হয়ত বৃদ্ধি করা যাইতে পাবে। কিন্তু আবার এমনও হইতে পারে মজুরি হ্রাস করার ফলে নিয়োগ ত বৃদ্ধি পাইবেই না, ববং শ্রমিকদেব ব্যয় কমিয়া যাইবে এবং উহার ফলে বিনিয়োগ আরও কমিয়া যাইবে।

৬। তত্ত্বটি ভ্রান্ত অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত

পরিশেষে বলা হয় যে, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব বৈষম্যমূলক বণ্টন-ব্যবস্থাকেই সমর্থন কবে। ইহাব বিরুদ্ধে বক্তব্য হইল যে, তত্ত্বটির সহিত কোন নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নাই, উহা বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থার পরিচায়ক মাত্র।

৭। ইহা বণ্টন-বৈষম্য সমর্থন করে

মোটামুটিভাবে বলা যায়, ত্রুটি সত্ত্বেও সাধারণ বণ্টনতত্ত্ব হিসাবে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনের উপাদান-সমূহের চাহিদার প্রকৃতি এই তত্ত্ব হইতে অনুধাবন করা যায়।

উপসংহার

যোগান (Supply) : ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে অন্যান্য দামের মত উপাদানসমূহের দামও নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা। পণ্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি যে দ্রব্যের যোগান নির্ভর করে উহার উৎপাদন-ব্যয়ের উপর এবং বাজারে দ্রব্যের দাম উহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের (marginal cost of production) সমান হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামের ক্ষেত্রে এই উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা কঠিন। শ্রমের কথা ধরিয়া বলা যায়, শ্রমের যোগান-দামের পশ্চাতে কোন্ উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব কার্য করে ? শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলিয়া ত কিছু নাই। জমিরও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলিয়া কিছু নাই।

যোগান দাম : আধুনিক লেখকগণের মতে, বিভিন্ন উপাদানকে দাম দেওয়া হয় উহাদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য। একটা ন্যূনতম উপার্জনের আশা না থাকিলে উপাদানের মালিকরা উপাদানগুলি যোগান দিবে না। এই ন্যূনতম দাবি হইল উপাদানগুলির যোগান-দাম (supply price)। যোগান-দাম আবার বিকল্প সুযোগের আকর্ষণের (pull of

যোগান-দাম বলিতে উপাদানের ন্যূনতম দাবি বুঝায়

alternatives) দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যেমন, শ্রমিক অধিক শ্রম না করিয়া অবসর (leisure) ভোগ করিতে পারে। এখন অবসর ভোগের আকর্ষণ যদি অধিক হয় তাহা হইলে শ্রমিককে অধিক কাজ করিতে রাজী করাইতে হইলে তাহাকে অধিক মজুরি দিতে হইবে। আবার যদি লোকের বর্তমান ভোগের আকর্ষণ অধিক হয় তবে সুদের হারও অধিক হইবে। কারণ, অন্যথায় লোকে সঞ্চয়ের দিকে ঝুঁকিবে না। উদ্যোক্তাদের বেলায় মুনাফা হইল অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিবহনের দাম, একটা ন্যূনতম মুনাফার আশা না থাকিলে উদ্যোক্তারা ঝুঁকিবহনের দায়িত্ব গ্রহণের পরিবর্তে চাকরির দিকে ঝুঁকিবে। সুতরাং উদ্যোক্তাকে ঝুঁকিবহন কার্যে প্ররোচিত করিবার জন্যই মুনাফার প্রয়োজন। জমি কিন্তু অন্যান্য উপাদান হইতে একটু পৃথক ধরনের। সমগ্র সমাজের দিক হইতে দেখিলে জমির কোন যোগান-দাম থাকিতে পারে না, কারণ জমি প্রকৃতির দান (gift of nature) এবং উহার যোগানের জন্য কোন দামের প্রয়োজন হয় না। জমি উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং সমগ্র সমাজের দিক হইতে জমির যোগান-দাম হইল শূন্য। এই কারণেই বলা হয় জমি হইতে যে-আয় হয় তাহার সমস্তটাই অতিরিক্ত আয় (surplus income)।

ইহা বিকল্প সুযোগের আকর্ষণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়

সামগ্রিকভাবে জমির যোগান-দাম অবশ্য ঠিক এই প্রকৃতিব নহে

উপরন্তু, জমির সামগ্রিক যোগান প্রকৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া মোটামুটি অস্থিতিস্থাপকও বটে। দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে অন্যান্য উপাদানের যোগানে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু খাজনার তারতম্যের ফলে জমির যোগানে বিশেষ তারতম্য ঘটে না।

সামগ্রিকভাবে জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক

তবে সামগ্রিকভাবে সমাজের দিক হইতে কোন উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক হইলেও প্রতিষ্ঠানবিশেষ বা শিল্পবিশেষের দিক হইতে উহার যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (elastic) হইতে পারে। যেমন, সমাজের দিক হইতে জমির যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক—অর্থাৎ দামের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া মোট যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় না। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান যদি অধিক জমি চায় তাহা হইলে অন্যান্যের তুলনায় খাজনা একটু বৃদ্ধি করিয়া দিলেই যথেষ্ট পরিমাণ জমি সংগ্রহ করিতে পারে।

কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের দিক হইতে উহা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক

সুযোগ-ব্যয় বা স্থানান্তর-ব্যয়: অতএব, প্রতিষ্ঠানবিশেষ বা শিল্পবিশেষের দিক হইতে কোন উৎপাদনের উপাদানের যোগান-দাম (supply price) হইল সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost) বা স্থানান্তর-ব্যয় (transfer cost)। অন্যান্য বিকল্প ক্ষেত্রের উৎপাদনকার্য হইতে নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্রে উপাদানকে নিয়োগ বা আকর্ষণ করিতে হইলে যে-পরিমাণ অর্থমূল্য দিতে হয় তাহাই হইল সুযোগ-ব্যয় বা স্থানান্তর-ব্যয়। কোন উপাদানের একাধিক ক্ষেত্রে নিয়োগের সুযোগ থাকিলে উহাকে কোন এক ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইলে উহা অন্য ক্ষেত্রে যে-সর্বাধিক আয়

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের দিক হইতে উপাদানের যোগান-দাম স্থানান্তর-ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়

উপার্জন করিতে সমর্থ অন্তত তাহা দিতে হইবে ; তাহা না হইলে উহা অন্য যেক্ষেত্রে সর্বাধিক আয় করিতে পারে সেখানেই চলিয়া যাইবে। যখন কোন নির্দিষ্ট একক উপাদানকে মাত্র ততটুকু দামই দেওয়া হয় যাহা না দিলে উহা অন্যত্র চলিয়া যাইবে তখন উহাকে স্থানান্তর-প্রান্তে অবস্থিত (on the margin of transference) উপাদান একক বা প্রান্তিক একক (marginal unit) বলা হয়। আর উপাদানের যে-সকল একক বর্তমানে যাহা পাইতেছে তাহা অপেক্ষা কম পাইলেও যদি শিল্প ছাড়িয়া অন্যত্র না যায়, তবে তাহাদিগকে আন্তঃপ্রান্তীয় একক (intra-marginal units) বলিয়া অভিহিত করা হয়।[১]

উপসংহার : এই স্থানান্তর-ব্যয় তত্ত্বের সাহায্যেই শিল্পবিশেষ বা প্রতিষ্ঠান-বিশেষের নিকট (to individual industry or firm) উপাদানের যোগান-দাম ব্যাখ্যা করা হয়। সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে জমির কোন যোগান-দাম নাই সত্য, কিন্তু কোন এক নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জমির যোগান-দাম রহিয়াছে। একপ্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য জমির ব্যবহারের যে-দাম দেওয়া হয়, অন্যপ্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য উহাকে ব্যবহার করিতে হইলে অন্তত ঐ দাম দিতে হয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যবসায়ের জন্য মূলধন ঋণ করিতে হইলে অন্যান্য ক্ষেত্রে যে-সুদ দেওয়া হয় তাহা দিতে হইবে। উদ্যোক্তাও অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহা পাইতে পাবে তাহা যদি সে কোন ক্ষেত্রে না পায় তাহা হইলে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। শ্রমিককেও অন্যান্য নিয়োগে সে যাহা আয় কবিতে সমর্থ তাহা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইলে দিতে হইবে।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম-নির্ধারণ তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার (A Summary of the Theory of Factor-Pricing) : উপরি-উক্ত আলোচনার পর উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম-নির্ধারণ তত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে।

উৎপাদনের উপাদানের চাহিদা সৃষ্টি করে সংগঠক এবং উপাদান যোগান দেয উহার মালিক। যোগানের দিক দিয়া সাধারণ দ্রব্যাদির সহিত উৎপাদনের উপাদান-সমূহের কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত, সকল উপাদানের যোগানই প্রয়োজনমত বাড়ানো যায় না। উদাহরণস্বরূপ, জমির যোগান প্রকৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ, শ্রমের যোগান কতকটা জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, চাহিদা কমিলে জমির যোগানের হ্রাসও ঘটে না এবং শ্রমিকদের স্বল্প মজুরিতে কাজ করিতে হয়। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে যোগান-বৃদ্ধি যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহার উপর সরবরাহকারীর বিশেষ হাত থাকে না। মূলধনের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে জাতীয় আয়, দেশের শান্তিশৃংখলা, ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর। এগুলি সঞ্চয়কারীর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে।

উপাদানসমূহের চাহিদা ও যোগান

---

১. Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition*

তবুও বলা যায়, মোটামুটিভাবে উৎপাদনের উপাদানসমূহের যোগান বিভিন্ন শিল্প (industries) ও বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (firms) মধ্যে পরিবর্তনশীল। ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লা সীমাবদ্ধ হইলেও উহা সরবরাহ বা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে চাহিদা অনুযায়ী যোগান দেওয়া যাইতে পারে। বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প যদি কয়লার দাম কম দেয় তবে উহা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেই যোগান দেওয়া হইবে। আবার বিভিন্ন লৌহ ও ইস্পাত কারখানার মধ্যে যেটি বেশী দাম দিতে চাহিবে সেইটিতেই কয়লা যোগান দেওয়া হইবে। সুতরাং উপাদানসমূহের যোগান-দাম রহিয়াছে এবং এই যোগান-দাম নির্ধারিত হয় সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost) বা স্থানান্তর-ব্যয় (transfer cost) দ্বারা।

উপাদানের দাম প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়

চাহিদার দিক হইতে অবশ্য সাধারণ দ্রব্য ও উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ব্যক্তি যেমন তাহার প্রান্তিক উপযোগ বাজার-দামের সমান না-হওয়া পর্যন্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া চলে, উৎপাদকও তেমনি কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন (marginal product) উহার দামের সমান না-হওয়া পর্যন্ত উহা নিয়োগ করিয়া চলে।

ধরা যাউক, একটি কারখানায় ১০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছে। এই ১০০ জন শ্রমিকের জন্য যে-মোট উৎপাদন হয় তাহা হইতে ৯৯ জন শ্রমিকের মোট উৎপাদন বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। ইহা ৫০ টাকা হইলে ১০০ জন শ্রমিককেই যদি নিযুক্ত রাখিতে হয় তবে নিয়োগকর্তা কাহাকেও ৫০ টাকার কম মজুরি দিতে পারে না। ১০০-এর উপর যদি আরও ৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয় তবে প্রান্তিক উৎপাদন (ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হইলে) ৫০ টাকারও কম হইবে। সুতরাং সকল শ্রমিকেরই মজুরি কমিয়া যাইবে।

কিন্তু শ্রমিক কম মজুরি লইতে রাজী হইবে কেন? হইবে কি না-হইবে, তাহা নির্ভর করিবে অন্যান্য শিল্প ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের চাহিদার উপর। অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিক যদি ৫০ টাকা পায় তবে সে ৫০ টাকার কমে কাজ করিতে রাজী হইবে না। তেমনি মূলধন-মালিকও যে-প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম সুদ দিতে চাহিবে তাহাকে মূলধন যোগাইতে সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মত হইবে না। এইভাবে নিয়োগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল ক্ষেত্রেই এক হয়।

উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান আবার পরস্পরের পরিবর্ত (substitute) হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। একটি যন্ত্রের পরিবর্তে দুইজন শ্রমিক নিয়োগ অথবা দুইজন শ্রমিকের পরিবর্তে একটি যন্ত্র বসানো যাইতে পারে। এই কারণে মূলধনের যোগান-দাম (supply price) অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে সংগঠক অধিক শ্রমিক নিয়োগের দিকে ঝুঁকিবে এবং শ্রমের যোগান-দাম অনুরূপ হইলে সংগঠক যন্ত্র বসাইতে (মূলধন নিয়োগ) আগ্রহান্বিত হইবে। ইহার ফলে উৎপাদনের সকল উপাদানেরই প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবে।

ভারসাম্যের অবস্থা: এই সকলের ফলে উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি করিবে। ভারসাম্য অবস্থায় (১) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল নিয়োগের (employment) ক্ষেত্রেই এক হইবে, (২) প্রত্যেক নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবে এবং (৩) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন উহার দামের সমান হইবে। ইহাই কর্মগত বণ্টনের তত্ত্ব। ইহা সামান্য পরিবর্তিত আকারে চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।

উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া ভারসাম্য সৃষ্টি করে

একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা অবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম (Factor Prices under Conditions of Monopoly or Imperfect Competition): এতক্ষণ পর্যন্ত দ্রব্য এবং উপাদানের বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান ধরিয়া লইয়া উপাদানসমূহের দাম-নির্ধারণের আলোচনা করা হইয়াছে। এখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান না থাকিলে—অর্থাৎ একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উপাদানগুলির দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন।

যদি উৎপাদক দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া কারবারী (a monopolist in the product market) হয় তাহা হইলেও কোন উপাদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা উপাদানটির প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের উপর নির্ভর করিবে। কারণ, একচেটিয়া কারবারীও ততটা উপাদান নিয়োগ ও দ্রব্য উৎপাদন করিবে যতটা করিলে উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উহার দামের সমান হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যেমন উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নকে বাজার-দাম দিয়া গুণ করিলেই প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন পাওয়া যায়—একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তেমনি কিন্তু প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের মোট মূল্যের সমান হয় না, উহা অপেক্ষা কম হয়। একচেটিয়া কারবারী অতিরিক্ত একক উপাদান নিয়োগ করিয়া অধিক দ্রব্য উৎপাদন করিলে দ্রব্যের বাজার-দাম হ্রাস পাইবে। এই অবস্থায় উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হিসাব করিতে হইলে উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নকে দ্রব্যের দাম দিয়া গুণ করিয়া যে-মোট মূল্য পাওয়া যায় তাহা হইতে দ্রব্যের দাম হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে পূর্বের উৎপন্নের মোট মূল্যে যে-ক্ষতি হইল তাহা বাদ দিতে হইবে। স্বাভাবিকভাবেই উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের বিক্রয়লব্ধ মোট মূল্য হইতে কম হইবে। সুতরাং একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উপাদানের দাম উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের মোট মূল্য অপেক্ষা কম হয়।

একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রেও উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হয়

তবে একচেটিয়া কারবারে প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম হয়

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা : ধরা যাউক, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান এবং কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ১০ একক শ্রম নিয়োগ করিলে ১০০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। ইহার পর যখন উহা শ্রম ১০ একক হইতে বাড়াইয়া ১১ একক করে তখন ১০৫০ একক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন হইল ৫০ একক দ্রব্য। বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকায় প্রতিষ্ঠানটির অধিক উৎপাদনের দরুন দ্রব্যের বাজার-দামে কোন তারতম্য হইবে না। এখন প্রতি দ্রব্যের দাম যদি ৪ টাকা করিয়া হয় তাহা হইলে শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হইবে (৪ টাকা × ৫০ =) ২০০ টাকা। অর্থাৎ, ১ একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে (৪২০০ টাকা − ৪০০০ টাকা =) ২০০ টাকা অতিরিক্ত পাওয়া যাইবে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এই প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ২০০ টাকা পর্যন্ত মজুরি দিয়া শ্রম নিয়োগ করিতে রাজী থাকিবে।

ক। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় আয়-উৎপন্ন ও মজুরি

এখন ধরা যাউক যে, দ্রব্যের বাজারে প্রতিষ্ঠানটি একচেটিয়া ব্যবসায়। প্রতিষ্ঠানটি একচেটিয়া কারবার হওয়ার ফলে অধিক দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া বাজারে ছাড়িলে দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইবে। প্রতিষ্ঠানটি ১০ একক শ্রমের স্থলে ১১ একক শ্রম নিয়োগ করিয়া উৎপাদন ১০০০ একক দ্রব্য হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১০৫০ একক করিলে বাজারে দ্রব্যের দাম হয়ত ৪ টাকা হইতে কমিয়া ৩·৯০ টাকা হইবে। পূর্বের ন্যায় ১১শ একক শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন হইল ৫০ একক দ্রব্য। এই ৫০ একক দ্রব্য ৩·৯০ টাকা দামে বিক্রয় করিলে মোট বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় ১৯৫ টাকা। কিন্তু একচেটিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানটি শ্রমের দ্রব্য-উৎপন্নের মোট মূল্য ১৯৫ টাকা দিতে রাজী হইবে না। কারণ, যখন প্রতিষ্ঠানটি ১০ একক শ্রম নিয়োগ করিয়া ১০০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ৪ টাকা দামে বিক্রয় করে তখন মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হয় ৪০০০ টাকা আর যখন ১১ একক শ্রম নিয়োগ করিয়া ১০৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ৩·৯০ টাকা দামে বিক্রয় করে তখন প্রতিষ্ঠানটির মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হয় ৪০৯৫ টাকা। সুতরাং প্রান্তিক একক শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত আয় হইতেছে (৪০৯৫ টাকা − ৪০০০ টাকা =) ৯৫ টাকা। অর্থাৎ, শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হইল ৯৫ টাকা। ইহা শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপাদনের মোট মূল্য (১৯৫ টাকা) হইতে কম এবং একচেটিয়া কারবারে শ্রমের দাম শ্রমের এই প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে নিয়োগ যতটা বৃদ্ধি করা সম্ভব একচেটিয়া কারবার থাকিলে ততটা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

খ। একচেটিয়া কারবারে আয়-উৎপন্ন ও মজুরি

আবার দ্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতা থাকিলেও প্রতিষ্ঠানবিশেষ (firm) উপাদানের বাজারে একচেটিয়া ক্রেতা (a monopolist in the factor market) হইতে পারে। যেমন, বিশেষ শ্রমের বাজারে প্রতিষ্ঠানবিশেষ একচেটিয়া ক্রেতা হইতে পারে।[1] শ্রমের বাজারে যখন কোন প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া ক্রেতা হয় তখন

[1] উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ-উৎপাদন শিল্পে কয়েক শ্রেণীর শ্রমিকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উহার নিকট শ্রমের যোগান আর সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক থাকে না—অর্থাৎ প্রচলিত বাজার-দামে কমবেশী যত ইচ্ছা শ্রম ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না। প্রতিষ্ঠান অধিক শ্রম নিয়োগ করিলে মজুরির হার বৃদ্ধি পায়, আবার নিয়োগ হ্রাস করিলে মজুরির হার কমিয়া যায়। কারণ প্রতিষ্ঠান যখন অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করে তখন মাত্র অতিরিক্ত শ্রম বা প্রান্তিক শ্রমিককেই (extra or marginal unit of labour) অধিক মজুরি দিতে হয় না, পূর্বেকার সকল শ্রমিককেই ঐ একই অতিরিক্ত হারে মজুরি দিতে হয়। সুতরাং এক একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের যে-অতিরিক্ত ব্যয় (extra cost) হয় তাহা—অর্থাৎ প্রান্তিক মজুরি (marginal wage)—অতিরিক্ত বা প্রান্তিক শ্রমিকের মজুরি হইতে অধিক, কারণ অন্যান্য সকল শ্রমিককেই বর্ধিত হারে মজুরি দিতে হইতেছে। অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানটির মজুরির মোট পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি পায় তাহাই হইল প্রান্তিক মজুরির হিসাব। এই প্রান্তিক মজুরি প্রান্তিক এবং অন্যান্য শ্রমিককে যে-মজুরি দেওয়া হয় তাহা হইতে অধিক হয় এবং একচেটিয়া ক্রেতা সেই পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করে যেখানে প্রান্তিক মজুরি এবং শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন সমান হয়। স্বতই শ্রমিকের মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হইতে কম হইবে।

উপাদানের বাজারে একচেটিয়া ক্রেতা ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন

ধরা যাউক, একচেটিয়া ক্রেতা বা প্রতিষ্ঠান যখন ৯ একক শ্রম নিয়োগ করিতেছে তখন মজুরির দৈনিক হার হইল ৫ টাকা এবং ফলে প্রতিষ্ঠান শ্রমিকের যে-মোট মজুরি দেয় তাহার পরিমাণ হইল ৪৫ টাকা। এখন শ্রম বর্ধিত করিয়া ১০ একক করা হইলে দৈনিক মজুরির হার হয়ত বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৫·২০ টাকায়, ফলে মোট মজুরির পরিমাণ হইবে ৫২ টাকা। সুতরাং এক একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে মোট মজুরির পরিমাণ (৫২ টাকা − ৪৫ টাকা =) ৭ টাকা বৃদ্ধি পাইল। অর্থাৎ, প্রান্তিক মজুরি হইল ৭ টাকা। এখন যদি দেখা যায়, ১০ম একক শ্রমের দৈনিক প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ৭ টাকা, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানটি ১০ একক শ্রম নিয়োগ করিবে, কারণ এক্ষেত্রে প্রান্তিক মজুরি ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন পরস্পরের সমান হইবে। কিন্তু যখন ১০ একক শ্রম নিয়োগ করা হয় তখন প্রান্তিক শ্রম এবং অন্যান্য শ্রমিক ৫·২০ টাকা করিয়া দৈনিক মজুরি পায়। এই মজুরির হার (৫·২০ টাকা) প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (৭ টাকা) হইতে কম।

দৃষ্টান্ত

একচেটিয়া কারবারের শোষণ : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, দ্রব্য এবং শ্রম উভয় বাজারে প্রতিষ্ঠানবিশেষ একচেটিয়া ক্রেতাবিক্রেতা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ও শ্রম নিয়োগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি ও শ্রমের মজুরি হ্রাস করিতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান দ্রব্য ও নিয়োগ নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে ক্রেতা ও শ্রমের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করিতে পারে। ইহাকেই অনেক অর্থবিদ্যাবিদ একচেটিয়া কারবারের শোষণ (monopolistic exploitation) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তসার

উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামও চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়, তবে এই মূল্যতত্ত্ব সাধারণ মূল্যতত্ত্ব হইতে কিছুটা পৃথক।

উপাদানসমূহের চাহিদার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব এবং যোগান ব্যাখ্যা করে সুযোগ-ব্যয় তত্ত্ব। বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও বণ্টন তত্ত্বে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উপাদানসমূহের দাম ও নিয়োগ উভয়ই অধিক হয়। একচেটিয়া কারবারে কিন্তু ক্রেতা ও উপাদানবিক্রেতা—উভয়েরই স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

অনুশীলনী

1. Explain and comment on the marginal productivity theory of distribution.

[সমালোচকদের দৃষ্টিভংগি হইতে বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।]

(২৫৯-৬২, ২৬৩-৬৫ পৃষ্ঠা)

2. What are the basic assumptions of the Marginal Productivity Theory of Distribution ? Explain them.

[প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের অনুমানগুলি কি কি ? বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর।]

(২৬৩-৬৫ পৃষ্ঠা)

3. Define marginal revenue product, distinguishing it from marginal-physical product. Explain the proposition that profit is not at a maximum unless each factor price equals its marginal revenue product.

[প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন হইতে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সংজ্ঞা প্রদান কর। প্রত্যেক উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান না-হওয়া পর্যন্ত মুনাফা সর্বাধিক হয় না—এই অভিমতটির ব্যাখ্যা প্রদান কর।] (২৫৯-৬৩ পৃষ্ঠা)

4. Define Marginal Physical Product of a factor production. How is the Marginal Revenue Product related to the Marginal Physical Product ?

[উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। ইহার সহিত প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সম্পর্ক কি ?] (২৫৯-৬২ পৃষ্ঠা)

5. Show how factor prices are determined under conditions of monopoly or imperfect competition.

[একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অধীনে কিভাবে উপাদানসমূহের দাম নির্ধারিত হয় দেখাও।] (২৬৯-৭১ পৃষ্ঠা)

২৩ | মজুরি (WAGES)

মোটামুটিভাবে মজুরিতত্ত্ব দুইটি প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করে: (ক) কিভাবে শ্রমের দাম বা মজুরি নির্ধারিত হয় এবং (খ) বিভিন্ন স্থান ও উৎপাদনক্ষেত্রের মধ্যে মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায় কেন? ইহাদের মধ্যে প্রথমটির আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সাধারণ বণ্টনতত্ত্বের প্রসংগে কতকটা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে: (১) সাধারণ দ্রব্যমূল্যের মত মজুরিও চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়; (২) শ্রমের চাহিদা ব্যাখ্যা করে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব (Marginal

মজুরিতত্ত্বের দুইটি দিক

Productivity Theory) এবং যোগান ব্যাখ্যা করে স্থানান্তর-ব্যয়তত্ত্ব (Transfer Cost Theory), এবং (৩) দ্রব্যের বাজারে (product market) বা উপাদানের বাজারে (factor market) একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে কারবারী দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি ও মজুরি হ্রাস করিতে পারে।

মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্বের কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্ত

মজুরিতত্ত্বসংক্রান্ত দ্বিতীয় প্রশ্নটি—অর্থাৎ মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায় কেন? —অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের। প্রাচীন লেখকগণ ইহা লইয়া বিশেষ মাথা ঘামান নাই। কিন্তু বর্তমানে মজুরির হারে বিশেষ পার্থক্যের জন্য উহার আলোচনাও সমগুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মজুরিতত্ত্বের এই দুইটি দিক—যথা, মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয় এবং মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায় কেন, এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া চলা প্রয়োজন।

আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি (Money Wages and Real Wages) : (আর্থিক মজুরি বলিতে শ্রমিক শ্রমের বিনিময়ে যে-অর্থমূল্য পায় তাহাকে বুঝায়। এই মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক তাহার প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করে। অনেক সময় আবার মজুরি আংশিকভাবে টাকাকড়িতে ও আংশিকভাবে জিনিসপত্রে প্রদান করা হয়। মোটকথা, শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক বর্তমান ও ভবিষ্যতে যে-সকল দ্রব্য ও সেবা ভোগ করিতে পারে তাহাই তাহার প্রকৃত মজুরি।) আর্থিক মজুরি স্বল্প হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক হইতে পারে, কারণ শ্রমিক হয়ত বিনা পয়সায় বসবাসের স্থান পায়, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য পায়, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগসুবিধা পায়, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সুযোগ পায়, ইত্যাদি।

আর্থিক মজুরি

প্রকৃত মজুরি

প্রকৃত মজুরি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে : প্রকৃত মজুরি নির্ধারণ করিতে হইলে আর্থিক মজুরি ব্যতিরেকেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন :

প্রথমে দেখিতে হইবে যে নিয়োগ স্থায়ী না অস্থায়ী, নিয়মিত না অনিয়মিত। অস্থায়ী বা অনিয়মিত নিয়োগে আর্থিক মজুরি আপাতদৃষ্টিতে অধিক হইলেও স্থায়ী চাকরির প্রকৃত মজুরি বেশী হইতে পারে। কারণ, অস্থায়ী বা অনিয়মিত নিয়োগে শ্রমিক যে-কোন সময় বেকার হইয়া পড়িতে পারে। ফলে তাহার মোট উপার্জন কম হইতে পারে।

যে-সকল নিয়োগে উপরি-আয়ের সম্ভাবনা আছে সেই সকল নিয়োগে প্রকৃত মজুরি বেশী। ইহা ব্যতীত অনেক নিয়োগে অন্য রকম সুবিধাও দেওয়া হয়—যেমন, পূর্বোল্লিখিত বিনা ভাড়ায় বাসগৃহ, সুলভে খাদ্যদ্রব্য, বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ, বিনামূল্যে রেলভ্রমণ, বাৎসরিক বোনাস, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ব্যক্তিগত পেনশন,

পারিবারিক পেনসন্, গ্রাচুইটি ইত্যাদি। ঐ সকল নিয়োগে আর্থিক মজুরি অপেক্ষাকৃত স্বল্প হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক। আয়াসসাধ্য কার্যের—যথা, রেল-ইঞ্জিন চালকের কার্যের—আর্থিক মজুরি অধিক হইলেও প্রকৃত মজুরি কম। কারণ, তাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া কাজ করিতে পারে না বলিয়া সারা জীবনে মোট উপার্জন কম করে।

প্রকৃত মজুরি বিশেষ করিয়া দেশের মূল্যস্তরের উপর নির্ভর করে। মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইলে আর্থিক মজুরি অপরিবর্তিত থাকিলেও প্রকৃত মজুরি হ্রাস পাইবে ; অপরদিকে মূল্যস্তর হ্রাস পাইলে আর্থিক মজুরি যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পাইবে। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য মূল্যস্তর পরিবর্তনের সংগে সংগে মজুরির হারও পরিবর্তিত হয় ; কিন্তু যত শীঘ্র মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তত শীঘ্র মজুরির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। ফলে একমাত্র মজুরির হার হইতে শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না।

শ্রমিকের প্রকৃত আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাইতে হইলে আবার তাহার স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির উপার্জনকেও ধরিতে হইবে। সুতরাং যেক্ষেত্রে শ্রমিকের স্ত্রী-পুত্রের পক্ষেও উপার্জনের সুযোগ থাকে, সেক্ষেত্রে আর্থিক মজুরি অপেক্ষাকৃত স্বল্প হইলেও শ্রমিক তাহার দিকে আকর্ষিত হয়। এইরূপ অবস্থায় তাহার পরিবারের মোট উপার্জন একজনের উপার্জন অপেক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিক হয়, ফলে প্রকৃত মজুরিব পরিমাণও বেশী হয়।

প্রকৃত মজুরিই জীবনযাত্রার মানের নির্দেশক

এই প্রকৃত মজুরিই যে শ্রমিকের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বা জীবনযাত্রার মানের নির্দেশক সে-ধারণা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই করা যাইবে।

আবার জীবনযাত্রার মান ছাড়াও সামাজিক মর্যাদা, পদোন্নতির সুযোগ, সাফল্যের আশা, স্বাতন্ত্র্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতি এমন অনেক বিষয় আছে যাহাদের পরিমাণ অর্থের মাপকাঠিতে করা চলে না ; প্রকৃত মজুরি-নির্ধারণের সময় তাহাদের সম্পর্কেও বিচার করিতে হইবে। কেন শ্রমিক অপেক্ষাকৃত স্বল্প আর্থিক মজুরির নিয়োগের দিকে আকর্ষিত হয় তাহার ব্যাখ্যা অংশত এই বিচারের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। মার্শালের ভাষায়, "কোন বৃত্তির আকর্ষণ উহার আর্থিক উপার্জনের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে উহার নীট সুবিধার (net advantages) উপর।"[১] অর্থাৎ, আর্থিক মজুরি যতটা বেশী অন্যান্য সুযোগসুবিধা যদি তাহা অপেক্ষা অধিক হয় তবে শ্রমিক দ্বিতীয় নিয়োগের দিকে ঝুঁকিবে। কারণ, ইহাতে তাহার প্রকৃত মজুরি অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। এইভাবে অন্যান্যের মধ্যে আর্থিক ও প্রকৃত মজুরির পার্থক্যের মাধ্যমেই মজুরির হারের দ্বিতীয় দিকটির—অর্থাৎ মজুরির হারে তারতম্যের ব্যাখ্যা করা হয়।

মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? (How is Rate of Wages determined?) : মজুরির হার নির্ধারণ সম্পর্কে যে-বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হইল জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্ব।

১. "The attractiveness of a trade depends not on its money earnings but on its net advantages."

জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্ব (Subsistence Theory of Wages): প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, শ্রমের যোগান-দামের পশ্চাতে আছে সন্তানসন্ততি ভরণপোষণের ব্যয়। প্রয়োজনীয় শ্রমিক সরবরাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য যে-ন্যূনতম ব্যয় হয়, সেই পরিমাণ মজুরিই দেওয়া হয়। এই জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্ব অন্যতম উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব মাত্র। মজুরি শ্রমের উৎপাদন-ব্যয়ের সমান—ইহাই হইল তত্ত্বটির প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহার উদ্ভব হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ঐ সময় ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিয়া ফ্রান্সে, মজুরি জীবনধারণের ন্যূনতম ব্যয়েরই সমান ছিল। ইহা মনে করা হইত যে, মজুরি ন্যূনতমের অধিক হইলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে মজুরি কমিয়া আবার ন্যূনতম ব্যয়ের সমান হইবে। অপরদিকে মজুরি ন্যূনতমের কম হইলে শ্রমিক কম সন্তানসন্ততি কামনা করিবে এবং ইহার ফলে শ্রমিকসংখ্যাহ্রাস মজুরিকে ঊর্ধ্বগামী করিয়া প্রয়োজনীয় ন্যূনতম স্তরে লইয়া আসিবে।

তত্ত্বটির প্রতিপাদ্য বিষয়

জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্বের এইরূপ নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিভংগির জন্য অর্থবিদ্যাও 'নৈরাশ্যবাদী শাস্ত্র' (Dismal Science) বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল এবং তত্ত্বটি 'নির্লজ্জ বিধি' (Brazen Law) আখ্যাও পাইয়াছিল। তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তত্ত্বটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়।

জীবনযাত্রার মান মজুরিতত্ত্ব (Standard of Living Theory of Wages): জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্ব পরিত্যক্ত হইলে উদ্ভূত হয় উহারই পরিমার্জিত রূপ জীবনযাত্রার মান মজুরিতত্ত্ব। এই পরিমার্জিত তত্ত্ব অনুসারে মজুরির হার মাত্র জীবনধারণের ব্যয়ের সমান হয় না, উহা শ্রমিক যে জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত তাহারই সমান হয়। মজুরির হার ইহা অপেক্ষা কম হইলে শ্রমিকরা বিবাহ ও সংসার প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছুক হইবে; ফলে শ্রমের যোগান কমিয়া যাইবে। তখন স্বাভাবিকভাবেই মজুরির হার বৃদ্ধি পাইয়া জীবনযাত্রার মানের উপযোগী হইবে। অপরদিকে মজুরি জীবনযাত্রার মানের অধিক হইলে শ্রমিকরা বাল্যকালেই বিবাহ করিবে—সন্তানসন্ততির সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ রাখিবার প্রচেষ্টা করিবে না। সুতরাং শ্রমের যোগান বৃদ্ধির ফলে মজুরির হার হ্রাস পাইয়া জীবনযাত্রার মানের সমান হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব, মজুরির হার জীবনযাত্রার মান হইতে বেশীদিন বিচ্যুত হইয়া থাকিতে পারে না।

তত্ত্বটির প্রতিপাদ্য বিষয়

সমালোচনা: একদিক হইতে দেখিলে জীবনযাত্রার মান মজুরিতত্ত্ব গ্রহণযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। কেইনস্ স্বীকার করিয়াছেন যে শ্রমিকরা আর্থিক মজুরির হ্রাসে আপত্তি করিয়া থাকে। মূল্যবৃদ্ধির দরুন আসল মজুরি হ্রাস পাইলেও তাহাদিগকে আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করিতে দেখা যায়। মোটকথা, যে জীবনযাত্রার মানে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহা বজায় রাখিবার প্রচেষ্টাই তাহারা করে। দ্বিতীয়ত, জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে শ্রমের উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পায়। ফলে নিয়োগকর্তার

কোন্ দিক দিয়া ইহা গ্রহণযোগ্য

পক্ষে উচ্চ মজুরি প্রদান করা সম্ভব হয়। সুতরাং জীবনযাত্রার মান ও মজুরির হারের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু এই মজুরিতত্ত্বের ত্রুটিগুলিও বিশেষ প্রকট। প্রথমত, ইহা মাত্র শ্রমের যোগান-দামই (supply price) ব্যাখ্যা করে, চাহিদার দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করে না। দ্বিতীয়ত, সভ্যতার ইতিহাস বর্ধমান মজুরির হার ও জীবনযাত্রার মান—উভয়েরই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু বর্ধিত মজুরি বর্ধিত উৎপাদনশীলতার ফল, না বর্ধমান জীবনযাত্রার মানের ফল—তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। মনে হয়, উভয় ধারণাই আংশিকভাবে সত্য। সুতরাং তত্ত্বটিকে কোনমতেই মজুরি-নির্ধারণের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না ; মাত্র আংশিক ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি

মজুরি তহবিল তত্ত্ব (Wages Fund Theory) : মজুরি তহবিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন জন স্টুয়ার্ট মিল। জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্বের ন্যায় শুধু যোগানের দিক হইতে মজুরি-নির্ধারণের ব্যাখ্যা না করিয়া তত্ত্বটি চাহিদার দিকেও দৃষ্টিপাত করে। এই কারণে ইহাকে জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্বের উন্নত সংস্করণ বলিয়া গণ্য করা হয়। তত্ত্বটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইভাবে করা যাইতে পারে :

তত্ত্বটি চাহিদার দিকেও দৃষ্টিপাত করে

যে-কোন নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করিবার জন্য মূলধনের একাংশ পৃথক করিয়া রাখা হয়। মূলধনের এই পৃথকাংশই মজুরি তহবিল এবং ইহার পরিমাণ নির্ভর করে শ্রমের চাহিদার উপর। অপরদিকে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে জনসংখ্যারও এক নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতে প্রস্তুত থাকে, তা মজুরি যাহাই হউক না কেন। এখন মোট মজুরি তহবিলকে মোট শ্রমিক-সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে মজুরির হার বা মজুরির স্তর (level of wages) পাওয়া যাইবে (২৮৭ পৃষ্ঠা দেখ)।

তত্ত্বটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

এই তত্ত্বের অন্যতম স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হইল যে মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে মজুরির হার বর্ধিত হইতে পারে : (ক) যদি মজুরি তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অথবা (খ) যদি শ্রমিকসংখ্যার হ্রাস ঘটে। প্রথমোক্ত বিষয়টির উপর শ্রমিকদের কোন হাত নাই, ইহা নির্ভর করে মূলধন-মালিকদের উপর। সুতরাং শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে তাহাদের সংখ্যার উপরই নির্ভরশীল। শ্রমিকসংখ্যা বাড়িলে শ্রমিকদের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা মন্দ হইবে, শ্রমিকসংখ্যা কমিলে অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভাল হইবে। অতএব, শ্রমিক সংঘগুলির পক্ষে মজুরিবৃদ্ধির দাবি করা অযৌক্তিক।

তত্ত্বটির অনুসিদ্ধান্ত

সমালোচনা : তত্ত্বটির প্রথম ত্রুটি হইল যে, নির্দিষ্ট মজুরি তহবিল বলিয়া কিছু নাই। উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ পরিবর্তনশীল বলিয়া শ্রমের প্রাপ্যও পরিবর্তনশীল। অতএব, নির্দিষ্ট তহবিলের স্থলে থাকে একটি প্রবাহ—উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিবর্তনশীল প্রবাহ—যাহার জন্য বিভিন্ন সময়ে মজুরির হারে প্রভূত তারতম্য দেখা যায়।[১]

১. "Rather than a fund, there is a flow. Because of variations in this flow total wages may grow or decline substantially from one date to another." Little

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকসংখ্যার সহিত মজুরির হারের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। অর্থাৎ, শ্রমিকসংখ্যা বাড়িলেই মজুরির হার কমিবে এবং শ্রমিকসংখ্যা কমিলেই মজুরির হার বাড়িবে এইরূপ কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। যেমন, তেজী বাজারের সময় শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও মজুরিবৃদ্ধি ঘটিতে পারে।

মজুরি তহবিল তত্ত্বের সর্বপ্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা যত অধিক হইবে মজুরি তহবিলের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে মূলধন-মালিকদের অংশে ভাগ না বসাইয়াও শ্রমিকরা বর্ধিত মজুরি পাইতে পারে। মজুরি তহবিল তত্ত্ব যে এই দিক দিয়া বিষয়টিকে দেখে না তাহার কারণ হইল, ইহা মজুরি এবং শ্রমের দরুন ব্যয়ের (labour cost) মধ্যে যে-পার্থক্য তাহা মোটেই অনুধাবন করে না। দুই জন কৃষি-শ্রমিকের মজুরি এক হইলেও প্রথম জন যদি দুই বিঘা জমি এবং দ্বিতীয় জন তিন বিঘা জমি চাষ করিতে পারে তবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রমের দরুন ব্যয় (labour cost) কম হইবে। দ্বিতীয় শ্রমিককে তাহার উৎপাদনশীলতার অনুপাত অপেক্ষা কম মজুরি দিলে ব্যয়সংক্ষেপই হয়। ইহাকেই উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (economy of high wages) বলে (২৯১-৯২ পৃষ্ঠা দেখ)। মজুরি তহবিল তত্ত্ব শ্রমের এই উৎপাদনশীল দিকটির প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করে না।

তত্ত্বটির সর্বপ্রধান ত্রুটি

উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ

পরিশেষে, বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে মজুরির হারে পার্থক্য দেখা যায় কেন, তাহার ব্যাখ্যাও মজুরি তহবিল তত্ত্বে পাওয়া যায় না।

উদ্বৃত্ত দাবিদার তত্ত্ব (Residual Claimant Theory): মজুরির হার যে শ্রমের উৎপাদনশীলতার সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত, এই ধারণাই উদ্বৃত্ত দাবিদার মজুরিতত্ত্বের ভিত্তি।

তত্ত্বটির সমর্থকগণের মতে, শ্রমিক হইল শিল্পের উৎপন্নের শেষ দাবিদার (residual claimant to the product of industry)। অন্যতম ব্যাখ্যাকর্তা জেভন্সের ভাষায় বলা যায়, "কোন শ্রমিকের মজুরি শেষ পর্যন্ত তাহার উৎপন্ন হইতে খাজনা, কর এবং মূলধনের দরুন সুদ বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহার সমান হয়।"[১] বিষয়টিকে আরও পরিস্ফুট করিয়া মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ ওয়াকার বলিয়াছেন, "খাজনা, সুদ ও মুনাফা বাদ দিয়া মজুরি সমগ্র উৎপন্নের সমান হয়" এবং "পূর্ণ ও বাধাবিহীন প্রতিযোগিতার অবস্থা (conditions of full and free competition) বর্তমান থাকিলে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা যতই অধিক হইবে মোট উৎপন্নের যে-অংশের উপর তাহার দাবি তাহার পরিমাণও তত অধিক হইবে।"

তত্ত্বটির প্রতিপাদ্য বিষয়

মূল্যায়ন: উদ্বৃত্ত দাবিদার তত্ত্বের সপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে ইহা অন্যতম আশাবাদী তত্ত্ব। শ্রমিক যত উৎপাদন করিতে পারিবে তাহার উপার্জনও তত অধিক

১. "The wages of a working man ultimately coincide with what he produces, after the deduction of rent, taxes and the interest on capital."

হইবে—ইহাই এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। উপরন্তু, তত্ত্বটি শ্রমিককে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। জাতীয় উৎপাদনে শ্রমিকের যে-দান রহিয়াছে তাহা এই তত্ত্ব স্বীকার করিয়া শ্রমিককে জাতীয় উৎপন্নের দাবিদার বলিয়া গণ্য করে। পরিশেষে, বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে মজুরির হারে পার্থক্য দেখা যায় কেন, তাহার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যাও এই তত্ত্বটিতে পাওয়া যায়।

ক। গুণ

কিন্তু তত্ত্বটির প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহা শ্রমকে উদ্বৃত্ত দাবিদার বলিয়া ভুল করে। শ্রম জাতীয় উৎপন্নের শেষ দাবিদার নহে, ঝুঁকিবহনই শেষ দাবিদার। শ্রমিকের পারিশ্রমিক পূর্ব হইতেই মোটামুটি চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত থাকে এবং ধনাত্মক বা ঋণাত্মক উদ্বৃত্ত—অর্থাৎ লাভক্ষতি—জুটে ঝুঁকি-বাহকের ভাগ্যে। সুতরাং উদ্বৃত্ত দাবিদার তত্ত্ব মজুরি অপেক্ষা মুনাফার ব্যাখ্যায় অধিকতর প্রযোজ্য। উপরন্তু, শুধু উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধির জন্য নহে, কোন বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের আপেক্ষিক অপ্রাচুর্যের জন্যও মজুরিবৃদ্ধি ঘটে। যেমন, যুদ্ধের সময় হঠাৎ ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা বাড়িয়া গেলে উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধি ব্যতিরেকেও তাঁহাদের আয়বৃদ্ধি ঘটে। উদ্বৃত্ত দাবিদার তত্ত্ব এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলিয়া ইহা মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্ব ব্যাখ্যার পূর্ণাংগ প্রচেষ্টাও নহে।

খ। ত্রুটি

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরিতত্ত্ব (Marginal Productivity Theory of Wages) : প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া যায় যে শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট এবং প্রত্যেক শ্রেণীভুক্ত সকল শ্রমিকই সমদক্ষতাসম্পন্ন। ইহার উপর উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বা পরিবর্তনীয় অনুপাত বিধি (Law of Variable Proportions) কার্যকর হয় বলিয়া কোন বিশেষ শিল্পক্ষেত্রে মজুরি সর্বাপেক্ষা কম উৎপাদনশীল শ্রমিকের (least productive worker) উৎপন্নের মূল্যের সমান হয়।

তত্ত্বটির অনুমান ও সংক্ষিপ্তসার

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরিতত্ত্বের উপরি-উক্ত সংক্ষিপ্তসারের ব্যাখ্যা এইভাবে করা যাইতে পারে : প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে একটি বিশেষ স্তর থাকে, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়ার জন্য যাহাকে অতিক্রম করিয়া শ্রমিক নিয়োগ করা নিয়োগকর্তার পক্ষে লাভজনক বিবেচিত হয় না। এই স্তরে মোট উৎপন্নের একটা বিশেষ অংশকে শ্রমের দান বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই বিশেষ অংশই হইল প্রান্তিক (marginal) বা সর্বাপেক্ষা কম উৎপাদনশীল শ্রমিকের উৎপন্ন। ইহার মূল্য এইরূপ হয় যে ইহাতে নিয়োগকর্তার পক্ষে শ্রমিক নিয়োগের ব্যয়-সংকুলান হয়। অর্থাৎ, শ্রমিকের প্রাপ্য মিটাইয়াও মূলধনের দরুন সুদ ও স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) অব্যাহত থাকে। সকল শ্রমিকের মজুরি এই প্রান্তিক উৎপন্নেরই সমান হয় ; সকলে সমদক্ষতাসম্পন্ন বলিয়া কেহ কম বা বেশী পায় না।

তত্ত্বটির ব্যাখ্যা

ধরা যাউক, কোন সংগঠক ইতিমধ্যেই ১০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত করিয়াছে এবং আরও এক বা একাধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে কি না, তাহাই তাহার সমস্যা। এক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ১০১তম, ১০২তম ইত্যাদি শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক

উৎপন্ন কিরূপ হইবে তাহার হিসাব করিবে। যদি ১০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য ৪০ টাকা, ১০১ জন নিয়োগ করিলে ৩৫ টাকা এবং ১০২ জন নিয়োগ করিলে ৩০ টাকা হয় তবে ১০২ জন শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইলে সংগঠক প্রান্তিক শ্রমিককে ৩০ টাকার অধিক মজুরি দিতে পারিবে না। প্রান্তিক শ্রমিক ৩০ টাকা মজুরি লইলে প্রতিযোগিতার প্রভাবে অন্যান্য শ্রমিককেও ঐ ৩০ টাকা কবিয়া মজুরি লইতে হইবে, কারণ ধবিয়া লওয়া হয় যে তাহাবা সমদক্ষতাসম্পন্ন।

এখন প্রশ্ন, শ্রমিকরা ঐ মজুবিতে কাজ করিতে রাজী হইবে কেন? রাজী যে হইবে তাহার কাবণ হইল, ঐ শ্রেণীভুক্ত অন্য কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ঐ শ্রেণীব শ্রমিকেব জন্য ইহাব অধিক মজুবি দিবে না। সকল সংগঠক বা নিয়োগকর্তার মধ্যে প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে বলিয়া প্রান্তিক উৎপন্ন সকল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানেব ক্ষেত্রে সমান হয়। যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিক উৎপন্ন অধিক থাকে তাহা মুনাফা সর্বাধিককরণেব প্রচেষ্টায় আরও শ্রমিক নিয়োগ করিতে আগ্রহশীল হয়। ফলে প্রান্তিক উৎপন্ন কমিয়া আসে। অপবপক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিক উৎপন্ন কম হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বেশী মজুরি পাওয়া যায় বলিযা শ্রমিকেরা সেই দিকে ঝুঁকে। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিক নিয়োগহ্রাস কবিয়া প্রান্তিক উৎপন্নবৃদ্ধিব ব্যবস্থা করিতে হয়। এইভাবে বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপন্ন পরস্পবের সহিত সমতালাভের চেষ্টা কবে। ভারসাম্য অবস্থায় মজুরিব হার প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানেব ক্ষেত্রে শ্রমিকেব প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান হয় এবং প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য সকল ক্ষেত্রে সমান বলিয়া মজুবিব হারও এক হয়।

প্রান্তিক উৎপন্ন সকল ক্ষেত্রে সমান হয়

এই কাবণে মজুবিও সকল ক্ষেত্রে এক হয

মূল্যায়ন: প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব অনুসারে মোট উৎপন্নের মধ্যে শ্রমের দান নির্ধারণ করা যায়। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের অনুপাত অপরিবর্তিত রাখিয়া ক্রমাগত শ্রম নিয়োগ করিয়া চলিলে নিয়োগকাবী একসময় প্রান্তিক শ্রমিকের পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হয়। এই প্রান্তিক শ্রমিকের নিয়োগের পব মোট উৎপন্নেব পরিমাণ হইতে প্রান্তিক শ্রমিকের নিয়োগের পূর্বে যে-মোট উৎপন্ন তাহা বাদ দিলে প্রান্তিক উৎপন্ন পাওয়া যায়। ইহা শ্রমেরই দান, সুতরাং শ্রমিক ইহার মূল্য স্বচ্ছন্দেই দাবি করিতে পারে।

ক। গুণ: এই তত্ত্ব অনুসারে শ্রমেব দান নির্ধাবণ করা যায

অধ্যাপক টাউসিগ বমওয়ার্ক আরও একপদ অগ্রসর হইয়া প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সূক্ষ্মতর রূপ দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রান্তিক উৎপন্নের সবটাই শ্রমিককে দেওয়া হয় না বা দেওয়া যাইতে পারে না। বর্তমান দিনে উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান করিয়া। কিন্তু চুক্তিমত শ্রমিককে তাহার মজুরি উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রীত হইবার বহু পূর্বেই প্রদান করিতে হয়। এই কারণে মজুরি প্রদান করিবার সময় সংগঠক শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হইতে সুদ কাটিয়া লয়। সুতরাং মজুরি মাত্র নীট প্রান্তিক উৎপন্নের (net marginal product) সমান হয়, মোট

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বেব সূক্ষ্মতব রূপ

প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হয় না। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার পূর্বোক্ত স্থূলতর এবং সূক্ষ্মতর এই উভয় রূপই পূর্ববর্তী সকল তত্ত্ব হইতেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু তত্ত্বটির ত্রুটিগুলিও উপেক্ষণীয় নয়। প্রথমত, তত্ত্বটি কয়েকটি অনুমানের উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে অন্যতম হইল শ্রম ও মূলধনের পূর্ণ সচলতা (perfect mobility of labour and capital)। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রম বা মূলধন কোনটিরই পূর্ণ সচলতা পরিলক্ষিত হয় না। কোন বিশেষ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের মজুরি বাজারে প্রচলিত মজুরির হার অপেক্ষা কম হইলে শ্রমিকরা তৎক্ষণাৎ ঐ প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া যেখানে মজুরি বেশী সেখানে যোগদান করিবে, ফলে উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য সমান হইবে—এইরূপ কল্পনা অনেকাংশে অবাস্তব। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহে মজুরির হারে পার্থক্য দেখা গেলেও বিভিন্ন কারণে শ্রমিকরা অনেক সময়ই অধিক মজুরির সন্ধানে এক প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া অন্য প্রতিষ্ঠানে যাইতে পারে না। শ্রমের এই সচলতার অভাব বা শ্রমের বাজারে অপূর্ণাংগতার দরুন নিয়োগকর্তা অনেক সময়ই শ্রমিককে তাহার প্রান্তিক নীট উৎপন্ন অপেক্ষা কম মজুরি দিতে সমর্থ হয়। অনুরূপভাবে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনে মুনাফার পরিমাণ কম হইলে ঐ মূলধন সহসা অন্য এক ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হইতে পারে না। ফলে মূলধন-মালিককে প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা অধিক মজুরি দিয়াও শ্রমিক নিযুক্ত রাখিতে হয়।

খ। ত্রুটি

১। এই তত্ত্বের অনুমান শ্রম ও মূলধনের পূর্ণ সচলতা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় না

এই তত্ত্বের দ্বিতীয় অনুমান যে সকল শ্রমিকের উৎপাদনশীলতাই সমান, তাহাও ঠিক নহে। শ্রম উৎপাদনের সমজাতীয় (homogeneous) উপাদান নহে বলিয়া একই শ্রেণীর দুইজন শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা যে সমান হইবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। এই কারণে তাহাদের মজুরিতেও পার্থক্য থাকিতে পারে। উপরন্তু, পুরাতন শ্রমিকদের জন্য ব্যয় যদি কিছু বেশীও হয় তবুও সংগঠনগত সুবিধার জন্য নিয়োগকারীর পক্ষে পুরাতনদের কার্যে নিযুক্ত রাখাই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং নিয়োগকর্তার পক্ষে বিরামবিহীনভাবে শ্রমিক পরিবর্তন করিয়া যাওয়া সম্ভব হয় না।

২। সকল শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাও সমান হয় না

তৃতীয়ত, দ্রব্যের বাজার যদি বিশেষভাবে একচেটিয়া কারবারের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয় তবে পর্যাপ্ত পরিমার্জন ব্যতিরেকে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরিতত্ত্ব একরূপ অচল বলিলেই চলে।[১] একচেটিয়া কারবারের আওতায় উৎপাদনবৃদ্ধি করিলে এককপিছু দ্রব্যের দাম কমিয়া যায় বলিয়া কারবারী কখনও শ্রমিককে প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমগ্রটা দিতে পারে না। কারণ, এইরূপ ক্ষেত্রে শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (marginal revenue product) উহার দ্রব্য-উৎপন্নের মূল্য (value of the marginal

৩। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব একচেটিয়া কারবারে প্রযোজ্য নহে

১. "When free competition gives place to monopoly, the marginal productivity theory of wages must be modified." Thomas : *Elements of Economics*

physical product) হইতে কম হয়। এ-বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (২৬৯ পৃষ্ঠা)।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হইল যে ইহা মাত্র চাহিদার দিক হইতেই বিষয়টির বিচার করে, যোগানের দিকে একেবারেই দৃষ্টিপাত করে না। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব অনুসারে একই শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকের মজুরি প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান হইবে, কিন্তু এই প্রান্তিক স্তর কোন্‌টি তাহার নির্দেশ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব হইতে পাওয়া যায় না। এই তত্ত্বে বলা হয় যে প্রান্তিক উৎপন্ন যেখানে প্রচলিত মজুরির হারের সমান হইবে, নিয়োগকারী সেখানেই থামিবে। কিন্তু প্রচলিত মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা শ্রমের যোগানের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। বস্তুত, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরিতত্ত্ব প্রান্তিক উপযোগ মূল্যতত্ত্বের (Marginal Utility Theory of Value) অনুরূপ। প্রান্তিক উপযোগ যেরূপ মূল্যতত্ত্বের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা নহে, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাও সেইরূপ মজুরি-নির্ধারণের পূর্ণাংগ তত্ত্ব নহে। মূল্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে যেমন উৎপাদন-ব্যয়ের কথা বিবেচনা করিতে হয়, মজুরি-নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তেমনি যোগান-দামের কথা ধরিতে হয়।

১। তত্ত্বটি যোগানের দিকে দৃষ্টিপাত করে না।

উপসংহার : প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত হইয়াছে। মার্শাল প্রমুখ ইহার সমর্থক কখনও ইহা বলিতে চাহেন নাই যে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা দ্বারাই মজুরির হার নির্ধারিত হয়। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল যে মজুরি প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার পরিমাপ করে এবং এই কারণে শ্রমনিয়োগের পরিমাণ ও মজুরির হারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

চূড়ান্ত মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্ব বা চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Final Theory of Determination of Wages or Demand and Supply Theory) :

মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্বের দীর্ঘ আলোচনার পর এখন চূড়ান্ত মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্বের বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। তত্ত্বটিকে চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand and Supply Theory) বলিয়াও বর্ণনা করা যায়। তত্ত্বটির প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, সাধারণ দ্রব্যমূল্যের মত শ্রমের মূল্য বা মজুরিও চাহিদা ও যোগান—উভয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়। শুধু চাহিদা বা শুধু যোগান দ্বারা নহে। দ্বিতীয়ত, প্রদত্ত মজুরি কখনই শ্রমের মোট চাহিদা ও মোট যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় বিশেষ বিশেষ শিল্পে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা।[১] সুতরাং সাধারণ মজুরির হার (general rate of wages) বলিয়া কিছু নাই।

মজুরি নির্ধারিত হয় বিশেষ বিশেষ শিল্পে চাহিদা ও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের যোগান দ্বারা

১. "Wages that are being paid today are in fact determined not so much by the demand for and supply of labour *in general* as by the demand for and supply of *labourers in particular occupations and particular industries.*" Meyers : *Elements of Modern Economics*

চাহিদার দিকে মজুরি শ্রমের চাহিদা-দামের (demand price) উপর নির্ভরশীল। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই চাহিদা-দাম প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (value of the marginal product) দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয় প্রান্তিক আয় (marginal revenue) দ্বারা। উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদা-দাম প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের (marginal revenue product) সমান হয় ; কিন্তু অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বেলায় প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হইতে কম হয় বলিয়া প্রান্তিক আয়ও উহা হইতে কম হয়। সুতরাং স্বল্পকালীন ভিত্তিতে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম যেরূপ উঠানামা করিবে বিশেষ বিশেষ শিল্পে বিশেষ বিশেষ শ্রমিকের চাহিদা-দামেও সেইরূপ হ্রাসবৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিবে।

পূর্ণাংগ ও অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় শ্রমের চাহিদা-দাম

শ্রমের যোগান নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শিল্প-শ্রমিকের যোগান-দামের উপর। যোগান-দাম নির্ধারিত হয় সুযোগ-ব্যয় বা স্থানান্তর-ব্যয় (opportunity cost or transfer cost) দ্বারা—অর্থাৎ বিকল্প উৎপাদনক্ষেত্র হইতে শ্রমিককে আকর্ষণ করিয়া আনিবার ব্যয় দ্বারা (২৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা)। যেমন, কৃষিক্ষেত্র হইতে যদি কলকারখানায় শ্রমিককে টানিয়া আনিতে হয় তবে কলকারখানায় মজুরি বৃদ্ধি করিতে হইবে। অবশ্য শুধু মজুরিবৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়, শ্রমিকের পক্ষে বিকল্প নিয়োগের ক্ষেত্রে গমনের সুবিধাও থাকা চাই। অতএব, শ্রমের যোগান-দাম দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়: (ক) অন্যান্য শিল্পের আকর্ষণ এবং (খ) শ্রমিকদের পক্ষে স্থানান্তর বা শিল্পান্তর গমনের সুবিধা। অন্যান্য শিল্পের আকর্ষণ এবং স্থানান্তর বা শিল্পান্তর গমনের সুবিধা যতই অধিক হইবে শ্রমের যোগান-দামও তত বেশী হইবে। অপরদিকে অন্যান্য শিল্প বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে মজুরি অধিক হইলেও শ্রমিকের পক্ষে যদি সহসা শিল্পান্তর বা স্থানান্তরে গমন করা সম্ভব না হয়, তবে যোগান-দামও স্বল্প হইবে।

শ্রমের যোগান-দাম

শ্রমিকের পক্ষে সহসা বর্তমান নিয়োগ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কার্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। স্বল্পকালীন অবস্থায় যোগান-দাম বিশেষ কার্যকর হয় না ; ফলে এই অবস্থায় মজুরি মোটামুটিভাবে শ্রমের চাহিদা-দাম দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

স্বল্পকালীন অবস্থায় মজুরি মোটামুটিভাবে চাহিদা-দাম দ্বারাই নির্ধারিত হয়

দীর্ঘকালীন অবস্থায় অবশ্য যোগান-দামের অধিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য শিল্প বা অন্যান্য অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অধিক আকর্ষণ যদি দীর্ঘদিন ধরিয়া বর্তমান থাকে তবে শ্রমিক শিল্পান্তর বা স্থানান্তর গমনের অধিক সময় পাইবে। ইহার ফলে মজুরির উপর যোগান-দামের প্রভাবও বাড়িবে।

দীর্ঘকালীন অবস্থায় যোগান-দামের প্রভাব অধিক হয়

অতএব, দ্রব্যমূল্যের মত মজুরিও চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং দ্রব্যমূল্যের মত স্বল্পকালীন অবস্থায় চাহিদার শক্তি এবং দীর্ঘকালীন

অবস্থায় যোগানের শক্তি অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া কার্যক্ষেত্রে মজুরি একটি তৃতীয় বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বিষয়টি হইল নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের আপেক্ষিক যৌথ দরাদরির ক্ষমতা (relative bargaining power)। এখন এই আপেক্ষিক যৌথ দরাদরির একটা দিক—মজুরির উপর শ্রমিক সংঘের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

মজুরির প্রকৃতি দ্রব্যমূল্যের ন্যায়

শ্রমিক সংঘ ও মজুরি (Trade Unions and Wages): মোটামুটিভাবে বলা যায়, মজুরির সর্বাধিক মাত্রা প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (marginal revenue product) এবং ন্যূনতম মাত্রা স্থানান্তর-ব্যয় (transfer cost) দ্বারা নির্ধারিত হয়। শ্রমিক সংঘের অস্তিত্ব না থাকিলে এই দুই সীমার মধ্যে মজুরি-নির্ধারণের স্তর নির্ভর করিত নিয়োগকর্তাদের উপর। নিয়োগকর্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হইলে মজুরির হার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হইবার প্রবণতা দেখা দিত। সুতরাং নিয়োগকর্তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থই মজুরির উচ্চ হারের একমাত্র সর্ত হইয়া দাঁড়াইত। মুনাফা সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণের জন্যই হউক আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পপতি হিসাবে সুখ্যাতিলাভের আশাতেই হউক, সকলেই যথাসম্ভব উচ্চ মজুরি দিতে চেষ্টা করিত। ফলে মজুরির হার প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হইত এবং প্রান্তিক আয়-উৎপন্নও সর্বক্ষেত্রে সমান হইয়া ভারসাম্যের অবস্থা উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত হইত।

বর্তমানে অবশ্য শ্রমিকরা মজুরির উচ্চ হারের জন্য এইভাবে একমাত্র নিয়োগ-কর্তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর নির্ভর না করিয়া নির্ভর করে নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধতার বা নিজেদের সংঘের উপর। ইহার আরও কারণ হইল যে নিয়োগকর্তাদের মধ্যে উপরি-উক্ত তীব্র প্রতিযোগিতা বাস্তব জগতে অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় না; বরং উহার স্থলে দেখা যায় মালিকদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য চুক্তি দ্বারা নিয়োগকর্তাগণ মজুরির হার কম রাখিতেই চেষ্টা করে; অপরদিকে শ্রমিক সংঘ চেষ্টা করে উহা বৃদ্ধি করিতে।

মজুরি লইয়া শ্রমিক ও মালিক সংঘের মধ্যে সংঘর্ষ

এই দুই শক্তির সংঘর্ষে কোন্‌টি বিশেষ ক্ষেত্রে জয়ী হইবে তাহা প্রধানত নির্ভর করে ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থার উপর।[১] পূর্ণনিয়োগাবস্থায় শ্রমিক সংঘের পক্ষেই দরাদরির সুবিধা ঘটে; অপরপক্ষে ব্যাপক নিয়োগ-হীনতা বর্তমান থাকিলে নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতাই অধিক কার্যকর হয়। অন্যভাবে বলা যায়, পূর্ণনিয়োগাবস্থা মজুরিবৃদ্ধির দাবির সহিত সংগতিপূর্ণ, ব্যাপক নিয়োগহীনতার অবস্থা নহে।

সংঘর্ষে কে জয়ী হইবে তাহা নির্ভর করে ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থার উপর

১. **"... the tactical advantages of the two sides depend greatly on the state of trade." Cairncross**

শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধির ক্ষমতা : তবুও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘগুলি ব্যাপক নিয়োগহীনতার অবস্থাতেও মজুরিবৃদ্ধির দাবি করিতে ছাড়ে না। কারণ, তাহারা নিজ নিজ সংঘ-স্বার্থের দিক হইতেই বিষয়টিকে দেখে, সামগ্রিক শ্রমিক-স্বার্থের দিক হইতে নহে। প্রত্যেক শ্রমিক সংঘেরই লক্ষ্য হইল মাত্র উহার সদস্যগণের মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা, তা এই প্রচেষ্টার ফলে মোট নিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যাউক বা সাধারণ দ্রব্যমূল্য বর্ধিত হউক না কেন। এখন প্রশ্ন, কোন বিশেষ শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ হইতে পারে—ইহা মোটামুটি চারিটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (ক) অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরির হারের গতি, (খ) উপাদান-পরিবর্তনের স্থিতিস্থাপকতা, (গ) বিকল্প উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এবং (ঘ) উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা।

সাধারণ অবস্থায় শ্রমিক সংঘের মজুরি-বৃদ্ধির দাবি কতটা ফলপ্রসূ হইতে পারে

(ক) অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরির হারের গতি (Trend of Other Wage Rates) : অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি মজুরিবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায় তবে শ্রমিক সংঘ-বিশেষের মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টাও সাধারণ ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে। নিয়োগকর্তা যদি অধিক মজুরি দিতে রাজী না হয় তবে শ্রমিকরা অন্যান্য ক্ষেত্রে গমনের প্রচেষ্টা করিবে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমের যদি বিশেষ সচলতা (mobility of labour) না থাকে তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধি পাইলেও ঐ শ্রমিক সংঘ বিশেষ অধিক মজুরি আদায় করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ, শ্রমিকদের পক্ষে অন্যত্র চলিয়া যাইবার ভয় নাই বলিয়া নিয়োগকর্তা মজুরিবৃদ্ধির দাবি সহসা মানিয়া লইতে রাজী হইবে না।

ইহা নির্ভর করে : ১। অন্যান্য উৎপাদন-ক্ষেত্রে মজুরির হারের গতির উপর

(খ) উপাদান-পরিবর্তনের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Substitution of Factors) : অন্যান্য মজুরির হার অপরিবর্তিত থাকিলে শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টার সফলতা নির্ভর করিবে উপাদান-পরিবর্তনের স্থিতিস্থাপকতা বা উপাদান-পরিবর্তনের সম্ভাবনার উপর। নিয়োগকর্তা যতই শ্রমের পরিবর্তে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবে ততই সে মজুরিবৃদ্ধির দাবি প্রতিরোধ করিতে পারিবে। শ্রমিক সংঘ যদি মজুরিবৃদ্ধির দাবি করিতে থাকে তবে নিয়োগকর্তা শ্রমহারক যন্ত্রপাতি স্থাপনের দিকে দৃষ্টি দিবে। ইহাতে মোট নিয়োগ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকায় শ্রমিক সংঘের দাবি বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিবে না।

২। উপাদান-পরিবর্তনের সুযোগ-সুবিধার উপর

(গ) বিকল্প উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Supply of Alternative Factors) : বিকল্প উপাদান ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকিলেই যে নিয়োগকর্তাগণ মজুরিবৃদ্ধির দাবি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে এইরূপ অনুমান করা ভুল ; ঐ বিকল্প উপাদান প্রাপ্তির সম্ভাবনা কতদূর তাহাও বিচার করিতে হইবে। শ্রমের পরিবর্তে

৩। উপাদানের যোগানের স্থিতি-স্থাপকতার উপর

মূলধন বা যন্ত্রপাতি নিয়োগ সম্ভব হইলেও ঐ যন্ত্রপাতি যদি দুষ্প্রাপ্য হয় তবে শ্রমিক সংঘের দাবি ফলবতী হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকিবে। কারণ, মালিক শ্রমিকের পরিবর্তে ইচ্ছামত যন্ত্রপাতি নিয়োগ করিতে সমর্থ হইবে না।

(ঘ) উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand for the Product): অপরদিকে কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা যত স্থিতিস্থাপক হইবে শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধির দাবিও তত অকার্যকর হইবে। রপ্তানির উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলিই এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মজুরিবৃদ্ধির ফলে যদি রপ্তানি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় তবে রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া আসিবে এবং নিয়োগহ্রাস ঘটিবে। সুতরাং নিয়োগকর্তাগণ সহজেই মজুরিবৃদ্ধির দাবি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে।

৪। উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর

পেশাগত শ্রমিক সংঘ ও মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা : উপরে সমগ্র শিল্পের দিক হইতে শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধির দাবি কতটা ফলপ্রসূ হইতে পারে তাহার সম্ভাবনা বিচার করা হইল। কিন্তু শ্রমিক সংঘ শিল্পের ভিত্তিতে সংগঠিত না হইয়া পেশার ভিত্তিতেও সংগঠিত হয়। এইরূপ পেশাগত সংঘের (craft or occupational union) মজুরিবৃদ্ধির দাবি আরও একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, মোট উৎপাদন-ব্যয় ও ঐ প্রকার শ্রমের ব্যয়ের মধ্যে অনুপাত (proportion of total costs formed by that type of labour)। এই অনুপাত যদি অত্যল্প হয় তবে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংঘ অপেক্ষাকৃত সহজে মজুরিবৃদ্ধির দাবি আদায় করিয়া লইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নিয়োগকর্তা স্টেনোটাইপিস্টদের দাবি অপেক্ষাকৃত সহজে মানিয়া লইতে পারে, কিন্তু সাধারণ কেরানীর দাবি সহজে মানিয়া লইতে পারে না। আবার উৎপাদন-ব্যবস্থায় ঐ শ্রেণীর শ্রম অপরিহার্য হইলে দাবি আরও সহজে পূরিত হয়।

বিপরীত দিক দিয়া আবার শ্রমিক সংঘ কতটা মজুরি বৃদ্ধি করিয়া লইতে সমর্থ হইবে তাহা নিভর করে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের শক্তির উপর। অধিকাংশ শ্রমিক যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংঘের সদস্য না হয় তবে ঐ সংঘের মজুরিবৃদ্ধির বিশেষ ক্ষমতা থাকে না।[১] উপরন্তু, কোন বিশেষ শ্রমিক সংঘের ক্ষমতা উহার তহবিলের (funds) উপর নির্ভর করে। অর্থসম্বল না থাকিলে শ্রমিক সংঘ ধর্মঘট বেশীদিন টিকাইয়া রাখিতে পারে না।[২]

শ্রমিক সংঘের বর্ধিত মজুরি বজায় রাখিবার ক্ষমতা : ইহার পর প্রশ্ন হইল, মজুরি একবার বর্ধিত করিতে সমর্থ হইলেও শ্রমিক সংঘ ঐ বর্ধিত মজুরি বজায় রাখিতে পারে কি না? এই দিক দিয়া শিল্পগত সংঘ (industrial union) অপেক্ষা পেশাগত সংঘই (craft union) অধিক শক্তিশালী। অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরিবৃদ্ধি না ঘটিতে থাকিলে উপাদানের পরিবর্তন-সম্ভাবনা দ্বারা, উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার হ্রাস দ্বারা শীঘ্রই মজুরি আবার পূর্বস্তরে ফিরিয়া যাইবার প্রবণতা দেখা

১. "Clearly a trade union will not have much power unless it includes the majority of workers in that occupation." Benham

২. "... the power of a union depends mainly on its funds." Benham

দিবে। কিন্তু মোট উৎপাদন-ব্যয় ও সংশ্লিষ্ট শ্রমজনিত ব্যয়ের মধ্যে অনুপাত বিশেষ স্বল্প হইলে পেশাগত সংঘ বেশ কিছুদিন বর্ধিত মজুরির হার বজায় রাখিতে পারে। যেমন, স্টেনোটাইপিস্টদের মজুরি একবার বৃদ্ধি পাইলে সহজে কমিবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে উহা আবার কমিয়া পূর্বের স্তরেই ফিরিয়া যাইতে পারে। ইহা ঘটিবে কি না তাহা অবশ্য নির্ভর করিবে নূতন কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যার উপর। সাধারণ কেরানী ও টাইপিস্টদের তুলনায় স্টেনোটাইপিস্টদের মজুরি বিশেষ অধিক হইলে ভবিষ্যতে লোকে প্রয়োজনমত শিক্ষা গ্রহণ করিয়া স্টেনোটাইপিস্টই হইতে চাহিবে। ফলে উহাদের যোগানবৃদ্ধি পাইবে এবং মজুরিহ্রাস ঘটিবে। সুতরাং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে দেখিলে একচেটিয়া কারবারীর মত পেশাগত সংঘও যোগান হ্রাস না করিয়া শ্রমের দাম বৃদ্ধি করিতে পারে না।[১]

শ্রমিক সংঘের অন্যান্য কার্য (Other Functions of Trade Unions): মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা ছাড়াও শ্রমিক সংঘের অন্যান্য কার্য আছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইল কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়ন। প্রধানত ইহা সরকারের কার্য হইলেও শ্রমিক সংঘগুলিও ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকে।

শ্রমিক সংঘের দুই প্রকার কার্য

শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী প্রধানত দুই প্রকারের: (ক) সৌভ্রাত্রমূলক কার্য (fraternal functions) এবং (খ) সংগ্রামমূলক কার্য (militant functions)।

সৌভ্রাত্রমূলক কার্য

সৌভ্রাত্রমূলক কার্য বলিতে পারস্পরিক কল্যাণের জন্য যে-সকল কার্য সম্পাদন করা হয় তাহাদের বুঝায়—যথা, নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্তদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালনা, খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

সংগ্রামমূলক কার্য

সংগ্রামমূলক কার্য বলিতে বুঝায় যৌথ দরাদরির মাধ্যমে মজুরি ও কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়নসাধন। ইহার মধ্যে আছে মজুরি ও মাগগি-ভাতা বৃদ্ধি, শ্রমের সময়হ্রাস, কারখানার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, নিয়োগহ্রাস রহিতকরণ ইত্যাদি।

যৌথ দরাদরির জন্য শ্রমিক সংঘ যে-সকল পন্থা অবলম্বন করে তাহাদের মধ্যে (ক) কথাবার্তা চালানো (negotiation), (খ) দাবি পেশ ও আপোষের প্রচেষ্টা (conciliation), (গ) সালিসী বিচার (arbitration) এবং (ঘ) ধর্মঘটই প্রধান।

যৌথ দরাদরির পদ্ধতি

ধর্মঘট শ্রমিক সংঘের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার, ইহার দ্বারাই নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হয়। সুতরাং এই পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রমিক সংঘকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, কারণ ধর্মঘট ব্যর্থ হইলে শ্রমিক সংঘই ভাঙিয়া যাইতে পারে।

---

১. "...a union can maintain wage rates substantially above those of comparable occupations only if it can somehow limit the number of new entrants to its occupation. *A union, like any other monopolist, can raise its price only by restricting supply.*" Benham

মজুরির স্তর (Level of Wages) : বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং একই দেশে বিভিন্ন সময়ে মজুরির স্তরে পার্থক্য দেখা যায়। তত্ত্বের দিক দিয়া মোট মজুরির পরিমাণকে মোট শ্রমিকসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলেই মজুরির স্তর বা মজুরির সাধারণ স্তর (general level of wages) পাওয়া যায়। সুতরাং তত্ত্বের দিক দিয়াই সংক্ষেপে ইহাকে 'গড় মজুরি' বলিয়া অভিহিত করা চলে। এখন প্রশ্ন, এই গড় মজুরি বা মজুরির স্তরে বিভিন্ন দেশে এবং একই দেশে বিভিন্ন সময়ে পার্থক্য দেখা যায় কেন? অন্যভাবে বলিতে গেলে, কোন দেশে মজুরির স্তব কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? মজুরির স্তর প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (ক) জাতীয় আয়ের পরিমাণ এবং (খ) জাতীয় আয়ে শ্রমিকের অংশ।[১] জাতীয় আয় যত অধিক হইবে এবং উহার যত বেশী অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হইবে, মজুরির স্তরও তত অধিক হইবে। কিন্তু জাতীয় আয় অধিক হইলেও দেশে যদি অন্যায্য ও বৈষম্যমূলক বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকে তবে মজুরির স্তর নিম্ন থাকিবে। অপরদিকে জাতীয় আয়ের মোটা অংশ যদি শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হয় তাহা হইলে জাতীয় আয় কম হইলেও মজুরির স্তব অধিক হইতে পারে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই কারণেই মজুরির স্তরে পার্থক্য দেখা যায়। একই দেশে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় আয়ের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে বলিয়া এবং বণ্টন-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয় বলিয়া মজুরির স্তরও পরিবর্তিত হয়।

মজুরির স্তর কাহাকে বলে

স্তর কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

জাতীয় আয়ের পরিমাণ অধিক হইবে কি না-হইবে, তাহা নির্ভর করে জাতীয় আয়-নির্ধারক বিষয়গুলির (factors determining national income) উপর, অপরদিকে জাতীয় আয়ের কতটা অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হইবে তাহা কতকাংশে নির্ণীত হয় শ্রমিক সংঘগুলির শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা। কিন্তু শ্রমিক সংঘগুলি যতই শক্তিশালী হউক না কেন, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা অধিক না হইলে তাহারা কোনমতেই শ্রমের জন্য জাতীয় আয়ের মোটা অংশ আদায় করিতে সমর্থ হইবে না। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে মজুরির স্তর অধিক তাহার মূল কারণ শ্রমিকের অধিক উৎপাদনশীলতা। সংগে সংগে শ্রমিক সংঘগুলিও অবশ্য জাতীয় আয়ে শ্রমের প্রাপ্য অংশ আদায় করিতে সহায়তা করিয়াছে। অতএব, মজুরির স্তর বৃদ্ধির প্রথম সর্ত হইল শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয় সর্ত হইল শ্রমিক-আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলা।

মজুরির স্তর বৃদ্ধির উপায়

মজুরির হারে তারতম্য (Differences in Wages) : অনেক সময় 'সাধারণ মজুরির হারে'র (general rate of wages) উল্লেখ করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মজুরির হার বলিয়া কিছুই নাই। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের ভিন্ন ভিন্ন মজুরির হার থাকে এবং উহা সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর শ্রমিকদের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়, মোট চাহিদা ও মোট

সাধারণ মজুরির হার বলিয়া কিছু নাই

১. **Benham** : ***Economics***

যোগান দ্বারা নহে। সমাজের দিক হইতে ডাক্তার চিত্রকর অভিনেতা ভাস্কর অপেক্ষা ডক-শ্রমিক কৃষি-শ্রমিক শিল্প-শ্রমিক প্রভৃতিরই চাহিদা অধিক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডাক্তার চিত্রকর অভিনেতা ভাস্কর প্রভৃতির উপার্জনই বেশী। ইহার কারণ হইল, সমাজের পক্ষে মোট যত কৃষি-শ্রমিক শিল্প-শ্রমিক প্রভৃতির প্রয়োজন হয় উহাদের যোগান তাহা অপেক্ষা অধিক, কিন্তু যে-কয়েকজন চিত্রকর অভিনেতা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় তাহাদের যোগান তাহা অপেক্ষা কম। অন্যভাবে বলিতে গেলে, চাহিদার তুলনায় যে-শ্রেণীর শ্রমিকের যোগান যত বেশী তাহাদের মজুরিও তত কম।

প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরি উহার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়

এখন প্রশ্ন, অধিক সংখ্যক শ্রমিক উচ্চ মজুরির কার্যে নিযুক্ত হইবার চেষ্টা না করিয়া স্বল্প মজুরির কার্যে গিয়া ভিড় করে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে মজুরির হারে যে দুই প্রকারের পার্থক্য দেখা যায় তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, মজুরির হারে পার্থক্য সম্পূর্ণ শিল্পগত হইতে পারে। একই প্রকৃতির, একই দক্ষতা এবং একই শিক্ষাসম্পন্ন শ্রমিক বিভিন্ন শিল্পে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মজুরি পাইতে পারে। যেমন, আর্দালীর কাজ বা মোটর-ড্রাইভারের কাজ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এক, বেতন কিন্তু সকল সময় এক নহে। এইরূপ শিল্পগত পার্থক্যকে অনেক ক্ষেত্রেই মজুরির অনুভূমিক পার্থক্য (horizontal difference in wages) বলা হয়। দ্বিতীয়ত, মজুরির হারে পার্থক্য সম্পূর্ণ পেশাগত হইতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, দক্ষতা, কার্যের প্রকৃতি ইত্যাদি পৃথক হয় বলিয়া মজুরির হারেও তারতম্য দেখা যায়—যেমন, ফোরম্যানের মাহিনা সাধারণ শ্রমিকের মাহিনা হইতে বেশী হয়, ডাক্তারের উপার্জন সাধারণ কম্পাউণ্ডার অপেক্ষা অধিক হয়, ইত্যাদি। এই পেশাগত পার্থক্যকে উল্লম্ব পার্থক্য (vertical differences) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

মজুরির হারে দুই প্রকারের পার্থক্য:

ক। অনুভূমিক পার্থক্য

খ। উল্লম্ব পার্থক্য

ক। মজুরির হারে অনুভূমিক পার্থক্যের কারণ: মজুরির হারে অনুভূমিক পার্থক্যের কারণ—অর্থাৎ, মজুরির হারে শিল্পগত তারতম্যের কারণ প্রধানত তিনটি: (ক) আর্থিক মজুরির পার্থক্য (differences in money wages), (খ) কার্যের সাধারণ আকর্ষণ বা নীট সুবিধা (general attractiveness or net advantages) এবং (গ) শ্রমের অনুভূমিক সচলতার অভাব (absence of horizontal mobility of labour)।

অনুভূমিক পার্থক্যের তিনটি কারণ

(১) আর্থিক মজুরির পার্থক্য: মজুরির হারে যে-অনুভূমিক পার্থক্য দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে তাহা মাত্র আর্থিক মজুরির (money wages) পার্থক্য হইতে পারে, প্রকৃত মজুরিতে (real wages) কোন পার্থক্য নাও থাকিতে পারে। যেমন, ইট তৈয়ারির কার্যে দৈনিক মজুরি অধিক হইলেও বাৎসরিক উপার্জন কারখানার উপার্জন হইতে বেশী নহে। আবার কলিকাতায় বাস-ড্রাইভারের মাহিনা মফস্বলের

বাস-ড্রাইভার অপেক্ষা বেশী হইলেও প্রকৃত মজুরি বেশী নয়, কারণ কলিকাতায় জীবনযাত্রার ব্যয়ও বেশী।

(২) কার্যের সাধারণ আকর্ষণ বা নীট সুবিধা: আর্থিক মজুরি, এমনকি দ্রব্য ও সেবার মাপকাঠিতে পরিমেয় প্রকৃত মজুরি অধিক হইলেও কতকগুলি ক্ষতিপূরক সুবিধা বা আকর্ষণের জন্য শ্রমিক স্বল্প মজুরির কাজ পছন্দ করিতে পারে। এই আকর্ষণ বা ক্ষতিপূরক সুবিধা, যাহাকে নীট সুবিধা (net advantages) বলা হয়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা নির্ধারিত হয়:

নীট সুবিধা কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়

(ক) কার্যের সাধারণ আকর্ষণ: যে-কার্য যত বেশী প্রীতিকর তাহার আকর্ষণ তত বেশী। ফলে উহাতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরিতেও শ্রমিক পাওয়া যায়। আবার কার্যের সাধারণ আকষণ ছাড়া স্থান বা পরিবেশের আকর্ষণও আছে। কাম্য পরিবেশে অধিক শ্রমিক পাওয়া যায় বলিয়া মজুরিও অপেক্ষাকৃত কম হয়।

(খ) নিয়োগের স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা: স্থায়ী ও নিশ্চিত নিয়োগের আকর্ষণ অস্থায়ী ও অনিশ্চিত নিয়োগ অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অধিক। ফলে স্বল্প মজুরি সত্ত্বেও স্থায়ী ও নিশ্চিত নিয়োগসমূহে শ্রমিকরা আসিয়া ভিড করিতে ছাড়ে না।

(গ) দায়িত্বপূর্ণ বা দায়িত্বশূন্য কাজ: যে-কাজ যত দায়িত্বশূন্য হইবে উহা তত আকর্ষণের বা তত আরামের হইবে। ফলে উহাতে শ্রমিকের যোগান অধিক হওয়ার দরুন মজুরিও কম হইবে।

(ঘ) ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা: ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনায় লোকে বর্তমানে স্বল্প মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হইতে পারে, কাবণ ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠিত জীবনের আকর্ষণকে বর্তমানের অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরির ক্ষতিপূরক বলিয়া মনে করে।

উপরি-উক্ত নীট সুবিধা ও অসুবিধাগুলি অনেকাংশে বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে ও অঞ্চলের মধ্যে শ্রমের যোগান নির্ধারণ করিয়া থাকে। মার্শালের মতে অবশ্য বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মজুরির হারে তারতম্যের ইহাই প্রধান কারণ—ইহাই মূলত বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে মজুরির হারে তারতম্যের ব্যাখ্যা করে।[১]

(৩) শ্রমের অনুভূমিক সচলতার অভাব: মজুরির হারে অনুভূমিক পার্থক্যের তৃতীয় কারণ হইল শ্রমের অনুভূমিক সচলতার অভাব (absence of horizontal mobility)। শ্রম যদি সম্পূর্ণ গতিশীল হইত তবে একই শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরি অবশ্য সকল ক্ষেত্রে সমান হইত না, কিন্তু নীট সুবিধা সমান হইত। কিন্তু শ্রম সম্পূর্ণ গতিশীল নহে বলিয়াই বিভিন্ন ক্ষেত্র ও অঞ্চলের মধ্যে নীট সুবিধা এবং মজুরির হারে পার্থক্য দেখা যায়।

শ্রমের অনুভূমিক সচলতার অভাবের মূলে অনেকগুলি কারণ আছে—যথা, আঞ্চলিক আকর্ষণ, ধর্মের প্রভাব, ভাষাগত বাধা, নিশ্চেষ্টতা, অজ্ঞতা, স্থানান্তরগমনের ব্যয়, স্থানান্তরের পরিবেশ সম্বন্ধে আশংকা বা আতংক, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া স্থানান্তরগমন আইনানুমোদিত না হইতে পারে,

শ্রমের অনুভূমিক সচলতার অভাবের কারণ

১. ২৭৪ পৃষ্ঠা দেখ।

নূতন স্থানে নিয়োগ শ্রমিক সংঘ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, ইত্যাদি। ইহাদিগকে বাহ্যিক বাধা (external impediments) বলা হয়।

স্ত্রী-শ্রমিকের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম কেন? শ্রমের এই অনুভূমিক সচলতার অভাবের মধ্যেই স্ত্রী-শ্রমিকদের মজুরি সাধারণত কম হয় কেন তাহার একটি প্রধান কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আইনত কোন বাধা না থাকিলেও প্রথাগত কারণে অনেক নিয়োগে স্ত্রীলোক লওয়া হয় না। সুতরাং তাহারা কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট নিয়োগেই ভিড করিতে বাধ্য হয়। এই সকল নিয়োগে পুরুষ-শ্রমিকের যোগানও পর্যাপ্ত বলিয়া সাধারণ মজুরির হার স্বতই কম হয়। কেয়ার্ণক্রসকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত কারবারগুলিতে স্ত্রী-শ্রমিকদের প্রবেশাধিকার নাই বলিয়াই তাহারা অপেক্ষাকৃত স্বল্প কয়েকটি অসংরক্ষিত ক্ষেত্রে ভিড় করিয়া মজুরিহ্রাস ঘটায়। ইহা ছাড়াও বলা যায়, স্ত্রী-শ্রমিকরা যে-সকল শিল্পে ভিড় করে উক্ত প্রথাগত কারণেই ঐ সকল শিল্পে মজুরির হার অত্যন্ত কম। উপরন্তু, নারীদের মধ্যে শ্রমিক সংঘ এখনও ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই। ফলে মজুরিবৃদ্ধির বিশেষ প্রচেষ্টাও করা হয় না।[১]

খ। মজুরির হারে উল্লম্ব পার্থক্যের কারণ: সংক্ষেপে মজুরির হারে উল্লম্ব পার্থক্যের কারণ হইল শ্রমের উল্লম্ব সচলতার (vertical mobility) অভাব। প্রয়োজনমত এক শ্রেণীর শ্রমিক অন্য শ্রেণীতে যাইতে পারে না বলিয়াই বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায়। ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বাড়িলে যদি সকল মিস্ত্রীই ইঞ্জিনিয়ার হইতে সমর্থ হইত তাহা হইলে ইঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রীর উপার্জনের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না। কিন্তু তাহা হয় না বলিয়া মজুরির হারে পেশাগত বা উল্লম্ব পার্থক্য দেখা যায়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আকর্ষণহীন পেশাসমূহেই উপার্জন সর্বাপেক্ষা কম।

উল্লম্ব পার্থক্যের কারণ উল্লম্ব সচলতার অভাব

উল্লম্ব সচলতার অভাবের তিনটি প্রধান কারণ

শ্রমের এই সচলতার অভাবের মূলে প্রধানত তিনটি কারণ আছে—(১) স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্য, (২) শিক্ষার পার্থক্য এবং (৩) সুযোগসুবিধার পার্থক্য।

(১) স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্য: স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মধ্যে মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায়। প্রচার-শিল্পে (Publicity Industry) সাধারণ কর্মী হইতে প্রতিভাবান ব্যক্তির, সংবাদপত্র শিল্পে সাধারণ রিপোর্টার হইতে বিশেষ সংবাদদাতার (special correspondent) বেতন বা মজুরি এই কারণেই অধিক হয়।

স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্যকে বিভিন্ন শ্রেণীর জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্যের দরুন যেরূপ

১. Hanson: *A Textbook of Economics*

উদ্বৃত্ত বা খাজনার সন্ধান পাওয়া যায়, সেইরূপ স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্যের দরুন মজুরিতে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য বা উদ্বৃত্তকে অর্থবিদ্যাবিদগণ 'নৈপুণ্যজনিত উদ্বৃত্ত বা খাজনা' (rent of ability) বলিয়া অভিহিত করেন।

নৈপুণ্যজনিত খাজনা

(২) শিক্ষার পার্থক্য: শিক্ষার পার্থক্যের দরুন সকলে সকল নিয়োগ গ্রহণ করিতে পারে না। সওদাগরী অফিসে এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট অপেক্ষা সাধারণ কেরানীর, কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার অপেক্ষা সাধারণ শ্রমিকের চাহিদা অনেক বেশী। কিন্তু চাহিদার তুলনায় অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির যোগান কেরানী ও শ্রমিকের যোগান অপেক্ষা অনেক কম। নানা কারণে অধিকাংশ লোকেই অ্যাকাউণ্ট্যান্সী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষায় যাইতে পারে না। ফলে তাহাদের আপেক্ষিক যোগান কম এবং মজুরি অধিক হয়।

(৩) সুযোগসুবিধার পার্থক্য: সুযোগসুবিধার পার্থক্যের দরুনও বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মধ্যে উপার্জনে তারতম্য দেখা যায়। দুইজন সমশিক্ষিত এবং সমদক্ষ শ্রমিকের মধ্যে একজন সুপারিশের জোরে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া অধিক উপার্জন করিতে পারে। সুযোগসুবিধার পার্থক্য আবার শিক্ষার পার্থক্যও ঘটায়। সাধারণ ক্ষেত্রে ধনীর সন্তান যে-শিক্ষালাভ করিতে পারে দরিদ্রের সন্তানের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না, জাতিভেদ থাকিলে যে-কেহ যে-কোন পেশায় যাইতে পারে না, ইত্যাদি। এইভাবে সুযোগসুবিধার তারতম্যের দরুন মজুরির হারে যে এবং যতটুকু তারতম্য দেখা যায় তাহাকে 'প্রতিষ্ঠানগত খাজনা' (institutional rent) বলা হয়।

প্রতিষ্ঠানগত খাজনা

উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (Economy of High Wages): বিভিন্ন শিল্প বা বিভিন্ন পেশা ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মজুরির হারে পার্থক্য দেখা যাইতে পারে। ইহার কারণকে উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ বলা হয়। এই সম্পর্কে পূর্বেই (২৭৭ পৃষ্ঠা) কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে নিয়োগকর্তা হিসাবে সুখ্যাতি লাভ করিবার জন্য কোন শিল্পপতি অপর শিল্পপতি অপেক্ষা অধিক মজুরি দিতে পারে। আবার মজুরিজনিত ব্যয় স্বল্প (low labour cost) হইলেই নিয়োগকর্তার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, মজুরির হার স্বল্প হইলে নহে। মজুরির হার যদি স্বল্প হয় তবে নিম্ন জীবনযাত্রার মানের জন্য শ্রমের উৎপাদনশীলতাও কম হয়। অপরদিকে আবার মজুরি বাড়াইলেই যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তাও নাই। সুতরাং উৎপাদনশীলতা বাড়াইবার জন্যই যে নিয়োগকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে বাজার অপেক্ষা অধিক হারে মজুরি প্রদান করে এইরূপ ধারণা করা ভুল। আসল কারণটি হইল যে উচ্চ মজুরি প্রদান করিলেই অধিকতর দক্ষ শ্রমিকদের আকর্ষণ করা যায় এবং যতটা অধিক মজুরি দেওয়া হয় নিয়োগকর্তার লাভ তাহা অপেক্ষা অধিক হয়।

উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়-সংক্ষেপের দুইটি দিক

উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপও সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ব্যাপার। সকলে উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপে আগ্রহান্বিত হয় না বলিয়াই কোন কোন প্রতিষ্ঠান ইহার সুবিধা লাভ করিতে পারে। খেলার মাঠে কয়েকজন যদি টুলে দাঁড়াইয়া খেলা দেখে তবে তাহারাই ভাল খেলা দেখিতে পায়, কিন্তু সকলেই যদি টুলে দাঁড়ায় তবে কেহই এই সুবিধা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপের দরুন শিল্পগতভাবে নহে, পেশাগতভাবেও নহে—সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানগতভাবে মজুরির হারে কিছু কিছু তারতম্য দেখা যায়।

উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ব্যাপার

সংক্ষিপ্তসার

মজুরিতত্ত্বের দুইটি দিক আছে: (ক) মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হয়, এবং (খ) মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায় কেন? মজুরির হার নির্ধারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব আছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, মজুরি নির্ধারিত হয় বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা। চাহিদা-দাম নির্ধারিত হয় শ্রমের আয়-উৎপন্ন দ্বারা এবং যোগান-দাম নির্ধারিত হয় স্থানান্তর-ব্যয় দ্বারা। ইহা ছাড়াও মজুরির হারের উপর শ্রমিক সংঘের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে এই প্রভাব কতটা কার্যকর হইবে তাহা বিভিন্ন সর্তাধীন।

মজুরির হারে পার্থক্য প্রধানত দুই প্রকার—উল্লম্ব ও অনুভূমিক।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মজুরির হারে আর একপ্রকার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূলে থাকে উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ।

অনুশীলনী

1. To what extent can it be said that wages are determined by the marginal productivity of labour? Give reasons for your answer.

[শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা দ্বারা মজুরি কতদূর পর্যন্ত নির্ধারিত হয়? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন কর।] (২৭৮-৮১ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the functions of Trade Unions and consider the limitations of the power of Trade Unions to secure a lasting increase in wages in a particular industry.

[শ্রমিক সংঘের কার্যাবলীর বিবরণ দিয়া বিশেষ কোন শিল্পে উহার মজুরিবৃদ্ধির ক্ষমতার যে-সকল সীমাবদ্ধতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের উল্লেখ কর।] (২৮৩-৮৬ পৃষ্ঠা)

3. What are the factors that determine the level of wages in a country?

[কোন্ কোন্ বিষয় দেশে মজুরির স্তর নির্ধারণ করিয়া থাকে?] (২৮৭ পৃষ্ঠা)

4. Is it possible to have a uniform wage rate for all occupations? It so, how; it not, why not? Explain.

[সকল প্রকার কাযের জন্য কি একই হারে মজুরি ধার্য করা সম্ভব? সম্ভব হইলে কি প্রকারে তাহা সম্ভব এবং সম্ভব না হইলে কেন সম্ভব নয়? ব্যাখ্যা কর।] (২৮৭-৯১ পৃষ্ঠা)

5. Analyse the factors that determine the difference in wages.

[কোন্ কোন্ বিষয় দ্বারা মজুরির হারে পার্থক্য নির্ধারিত হয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।] (২৮৭-৯১ পৃষ্ঠা)

6. Write a note on 'economy of high wages'.

[উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপের উপর একটি টীকা রচনা কর।] (২৭৭, ২৯১-৯২ পৃষ্ঠা)

২৪ | খাজনা (RENT)

খাজনার প্রকৃতি (Nature of Rent) : প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ জমি ব্যবহারের জন্য যে-দাম দেওয়া হয় তাহাকে খাজনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এইভাবে 'খাজনা' শব্দটি ব্যবহার করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, মাত্র জমি ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থকেই অর্থ নৈতিক খাজনা (economic rent) বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ভাড়াটিয়া বা প্রজা (tenant) যখন জমির মালিককে চুক্তি অনুযায়ী খাজনা (contract rent) দেয় তখন উহার মধ্যে মাত্র জমি বাবদ পাওনা ব্যতীত সুদ, পারিশ্রমিক বা মজুরি ইত্যাদিও থাকিতে পারে—প্রকৃত অর্থনৈতিক খাজনা (true economic rent) বাহির করিতে হইলে এই সুদ মজুরি ইত্যাদি বাদ দিয়া শুধু জমির দরুন পাওনাকে হিসাব করিতে হইবে। অন্যভাবে বলা যায়, সুদ মজুরি ইত্যাদি ধরিয়া খাজনা হিসাব করা হইলে মোট খাজনার (gross rent) হিসাব পাওয়া যাইবে। এই মোট খাজনা হইতে সুদ মজুরি ইত্যাদি বাদ দিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই হইল জমিব ক্ষেত্রে প্রকৃত বা নীট (net) অর্থ নৈতিক খাজনা।

প্রাচীন অর্থে খাজনা

চুক্তি অনুযায়ী খাজনা ও অর্থ নৈতিক খাজনা

আধুনিক অর্থে অর্থনৈতিক খাজনা : প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ 'খাজনা' শব্দটি জমি সম্পর্কে ব্যবহাব করিলেও আধুনিক লেখকগণ ইহাকে ব্যাপকভাবে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী। খাজনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে উহা উদ্বৃত্ত (surplus)। যখন উৎপাদনের কোন উপাদান যতটা ন্যূনতম দাম পাইলে বর্তমান নিয়োগে নিযুক্ত থাকিবে তাহা অপেক্ষা অধিক উপার্জন করে তখন এই ন্যূনতম আয়ের উপরে যে-অতিরিক্ত আয় বা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকেই অর্থ নৈতিক খাজনা বলিয়া অভিহিত করা হয়।[১] অন্যভাবে বলা যায়, কোন উপাদানের ন্যূনতম যোগান-দামের (minimum supply price) উপরে যে-অতিরিক্ত আয় হয় তাহা হইল খাজনা। অর্থাৎ, উৎপাদনের উপাদানের সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost) বা স্থানান্তর-ব্যয়ের (transfer cost) উপর অতিরিক্ত আয় খাজনার অন্তর্ভুক্ত।

এইরূপ উদ্বৃত্ত আয় মাত্র জমির ক্ষেত্রেই উদ্ভূত হয় না—শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন-কর্তাও উহা ভোগ করিতে পারে। ধরা যাউক, কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ২৫ টাকা সাপ্তাহিক মজুরিতে ১০০ জন শ্রমিক কাজ করিতে রাজী; কিন্তু সাপ্তাহিক মজুরি যদি ৩০ টাকা হয় তাহা হইলে আরও ১০০ জন শ্রমিক কাজ করিতে রাজী হইবে। এখন দ্রব্যের চাহিদা যদি এমন হয় যে ২০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করা প্রয়োজন তাহা হইলে সাপ্তাহিক মজুরি ৩০ টাকা হইবে। এমতাবস্থায় প্রথম ১০০ জন শ্রমিক

১. Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition*

২৫ টাকা সাপ্তাহিক মজুরিতে কাজ করিতে রাজী থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে তাহারা সপ্তাহে ৩০ টাকা করিয়া মজুরি পাইবে। সুতরাং তাহাদের প্রত্যেকে সপ্তাহে ৫ টাকা করিয়া অর্থ নৈতিক খাজনা ভোগ করিবে, কারণ উহাদের আকাংক্ষিত সাপ্তাহিক মজুরি হইল ২৫ টাকা কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পাইবে ৩০ টাকা করিয়া। অনুরূপভাবে এমন অনেক লোক আছে যাহারা সুদের হার বাজারের সুদের হারের কম হইলেও—এমনকি অনেকে সুদ না পাইলেও সঞ্চয় করিতে ও মূলধন যোগান দিতে রাজী থাকিবে। ইহারাও উদ্বৃত্ত বা অর্থ নৈতিক খাজনা ভোগ করে, কারণ ইহারা আকাংক্ষিত হার অপেক্ষা অধিক সুদ উপার্জন করে। সংগঠনকর্তাও ন্যূনতম যতটা মুনাফা পাইলে অন্যত্র সরিয়া না যাইয়া অথবা নিজেকে শ্রমিকে রূপান্তরিত না করিয়া নির্দিষ্ট ব্যবসাক্ষেত্রে টিকিয়া থাকিবে তাহা অপেক্ষা অধিক মুনাফা উপার্জন করিতে পারে। এই অতিরিক্ত মুনাফা বা উদ্বৃত্ত হইল অর্থ নৈতিক খাজনা।

আধুনিক অর্থে খাজনা জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন সকল ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে

জমির ক্ষেত্রে সমগ্র সমাজের দিক দিয়া বিচার করা হইলে দেখা যাইবে জমি হইতে আয়ের সমস্তটাই হইল উদ্বৃত্ত—সুতরাং অর্থ নৈতিক খাজনা। কারণ, জমি প্রকৃতির দান এবং দাম দেওয়া না হইলেও জমির যোগান অন্তর্হিত হয় না, আবার দাম বেশী হইলেও যোগান বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেখিলে জমির যোগান-দাম শূন্য—জমিকে কাজে না লাগাইয়া কোন লাভ নাই। অবশ্য সামগ্রিকভাবে সমাজের দিক দিয়া জমির কথা বিচার না করিয়া নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কোন জমির কথা বিচার করা হইলে দেখা যাইবে যে, জমির যোগান-দাম শূন্য নয়। যেমন, একই জমি ধানচাষে কিংবা পাটচাষে ব্যবহৃত হইতে পারে; এখানে ধানচাষে জমি রাখিতে হইলে উহা পাটচাষে যাহা পাইতে পারে তাহা জমিকে দিতে হইবে এবং জমির এই প্রাপ্তিকে হস্তান্তর-পাওনা (transfer earnings) বা যোগান-দাম (supply price) বলা যাইতে পারে। ধানচাষে নিযুক্ত জমি যদি এই যোগান-দাম বা হস্তান্তর-পাওনার অতিরিক্ত কিছু পায় তাহা হইলে তাহাকে 'প্রকৃত খাজনা' (true rent) বলিয়া ধরা হয়। একটু পরেই এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

সমাজের দিক হইতে জমির আয়ের সমগ্রটাই খাজনা

কিন্তু ব্যক্তিগত কৃষকের দিক হইতে নহে

জমির ক্ষেত্রে প্রকৃত খাজনা

অর্থ নৈতিক খাজনার উপরি-উক্ত আধুনিক তত্ত্বের আলোচনা হইতে ইহা সহজে বুঝা যায় যে কোন উপাদানের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic) হইলে খাজনার উদ্ভব হইতে পারে না; একমাত্র যখন উপাদানটির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা পূর্ণাংগ নয় (less than perfectly elastic) তখনই খাজনার উদ্ভব হইতে পারে।[১] যখন কোন উপাদানের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক তখন

উৎপাদনের উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক হইলেই উহাতে খাজনার সন্ধান পাওয়া যায়

১. "... no part of a factor will earn rent if the factor in question is in perfectly elastic supply for all amounts." Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition*

ঐ উপাদানের বিভিন্ন এককের যোগান-দাম (supply price) এক হইবে এবং বাজার-দাম এই যোগান-দামের সমান হইবে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও ঐ একই দামে অধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট উপাদানের যোগান পাওয়া যাইবে।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ২৫ টাকা সাপ্তাহিক মজুরিতে যত খুশি শ্রমিক পাওয়া যায় এবং মজুরি ২৫ টাকার কম হইলে কোন শ্রমিকই কাজ করিতে রাজী নয়। এক্ষেত্রে শ্রমের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক। চাহিদা যতই বর্ধিত হউক না কেন, ভারসাম্য মজুরির হার হইল ২৫ টাকা; ইহাই প্রত্যেক শ্রমিকের ন্যূনতম আয় (minimum earnings), যাহা না পাইলে সে কাজ করিবে না। যেহেতু কোন শ্রমিক এই ন্যূনতম আয়ের অধিক পাইবে না, সেইহেতু কোনপ্রকার খাজনারও উদ্ভব হইবে না। যখন কোন উপাদানের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক নয় তখন একই দামে যত খুশী উপাদান পাওয়া যায় না, সুতরাং অতিরিক্ত একক উপাদান নিয়োগ করিতে হইলে অধিক দাম দিতে হয়। এমতাবস্থায় বিশেষ উপাদানের যে-সকল এককের যোগান-দাম (supply price) কম, তাহাদের ক্ষেত্রে খাজনার উদ্ভব হইবে। কারণ, যতটা দাম হইলে উহারা যোগান দিতে রাজী তাহা অপেক্ষা উহারা অধিক পাইবে।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা

খাজনা সম্পর্কে রিকার্ডোর তত্ত্ব (Ricardian Theory of Rent) : খাজনা সম্পর্কে আলোচনা রিকার্ডোর তত্ত্ব হইতে সুরু করিতে হয়। কারণ, প্রাচীন লেখকদের মধ্যে রিকার্ডোই খাজনাতত্ত্বের ব্যাখ্যাকার হিসাবে অধিক উল্লেখযোগ্য এবং তাঁহার ব্যাখ্যা মোটামুটিভাবে এখনও গৃহীত হইয়া থাকে।

রিকার্ডোর মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর উৎপাদিকাশক্তির ব্যবহারের জন্য জমির উৎপন্নের যে-অংশ জমির মালিককে দেওয়া হয় তাহাই খাজনা।[১] ফিজিওক্র্যাট্ (Physiocrats) নামে ফ্রান্সের একদল অর্থবিদ্যাবিদ বলিতেন যে প্রকৃতির বদান্যতার (liberality of nature) দরুনই খাজনার উদ্ভব হয়। রিকার্ডো এই মতের বিরোধিতা করিয়া বলেন, প্রকৃতির কৃপণতাই (niggardliness of nature) হইল খাজনার প্রকৃত কারণ। যদি উর্বর জমি অফুরন্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত তাহা হইলে জমি হইতে কোন খাজনার উদ্ভব হইত না। খাজনার উদ্ভব হয় তিনটি কারণে: (ক) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, (খ) বিভিন্ন জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য এবং (গ) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা। তৃতীয় কারণটির দরুন ফসলের বর্ধমান চাহিদা মিটানোর জন্য নূতন নূতন জমিতে চাষ করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সকল জমির উৎপাদিকাশক্তি সমান নয় বলিয়া একই ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকার জমি হইতে উৎপন্ন ফসলে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের পরিমাণই অধিক উর্বর জমির খাজনা।

রিকার্ডোর তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার

১. **Rent is "*that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil.*" Ricardo**

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা: রিকার্ডোকে অনুসরণ করিয়া একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এখানে ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে দেশের কৃষিজমি মাত্র একপ্রকার ফসল—যেমন, ধান উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

ধরা যাউক যে, কিছু সংখ্যক লোক কোন এক নূতন দেশে আসিয়া চাষবাস সুরু করিল। এই সকল লোক গিয়া প্রথমে সর্বাপেক্ষা ভাল জমিগুলি বাছিয়া লইয়া কৃষিকার্য সুরু করিবে। ভাল জমির যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ না হওয়ার জন্য কেহই কোন খাজনা দিবে না এবং ঐ সকল জমি হইতে উৎপন্ন ফসল স্বল্প সংখ্যক লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। জমি হইতে উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিয়া যাহা আয় হইবে তাহা দ্বারা মাত্র উৎপাদনের ব্যয়-সংকুলান হইবে। কারণ, কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকায় কেহ অধিক দামে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না।

ক্রমশ জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে ফসলের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইলে ক্রমে এমন এক দিন আসিবে যখন প্রথম শ্রেণীর বা সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি আর নূতন করিয়া পাওয়া যাইবে না। তখন লোকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি চাষ করিতে বাধ্য হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইলেও উৎপাদন কিন্তু প্রথম শ্রেণীর জমির তুলনায় কম হইবে। প্রথম শ্রেণীর জমিতে যদি একরপ্রতি ১৫০ টাকা ব্যয় করিয়া ২৫ কুইণ্টাল শস্য উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে একরপ্রতি ঐ পরিমাণ ব্যয়ে হয়ত ২০ কুইণ্টাল শস্য উৎপন্ন হইবে। এক্ষেত্রে (২৫ কুইণ্টাল – ২০ কুইণ্টাল =) ৫ কুইণ্টাল—ইহাই হইবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উপর প্রথম শ্রেণীর জমির উদ্বৃত্ত বা প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থ নৈতিক খাজনা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে কিন্তু এই সময় কোন খাজনার উদ্ভব হইবে না, কারণ উহা হইতে উৎপন্ন ফসলের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের ঠিক সমান হয়—কোন উদ্বৃত্তই থাকে না। আমাদের উদাহরণে উৎপাদন-ব্যয় প্রত্যেক ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা করিয়া ধরা হইয়াছে। প্রতি কুইণ্টাল ফসলের দাম যদি ৭·৫০ টাকা করিয়া হয় তবে প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে ১৮৭·৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হইতে ১৫০ টাকা করিয়া পাওয়া যাইবে। ১৫০ টাকাই উৎপাদন-ব্যয় হওয়ার জন্য কৃষক খাজনা হিসাবে কিছুই দিতে পারিবে না। জোর করিয়া কিছু আদায় করা হইলে সে ঐ শ্রেণীর জমি চাষ করা ছাড়িয়া দিবে।

'নিকৃষ্ট' বা 'প্রান্তিক' জমি

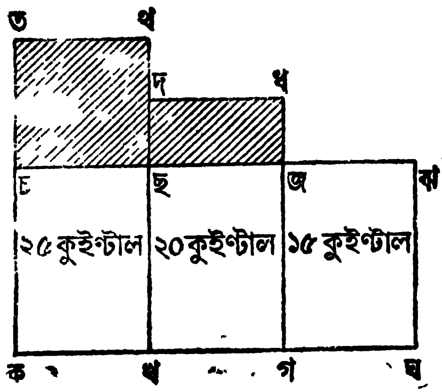
এইরূপ যে-সকল জমি হইতে শুধু উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হয়—কোন উদ্বৃত্ত থাকে না, রিকার্ডো সেই সকল জমিকে 'নিকৃষ্ট জমি' (inferior land) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্তমানে ঐরূপ জমিকে 'প্রান্তিক জমি' (marginal land) বলা হয়।

জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে ফসলের দাম বাড়িতে থাকিবে। তখন লোকে তৃতীয় শ্রেণীর জমির দিকে ঝুঁকিবে। ধরা যাউক, তৃতীয় শ্রেণীর জমি হইতে একরপ্রতি ১৫ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় এবং ইহার (বর্ধিত দাম কুইণ্টালপ্রতি ১০ টাকা

হিসাবে) দাম ঠিক ১৫০ টাকা—অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। এখন এই তৃতীয় শ্রেণীর জমিই প্রান্তিক বা খাজনাহীন জমি বলিয়া পরিগণিত হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে (২৫ কুইণ্টাল − ১৫ কুইণ্টাল =) ১০ কুইণ্টাল; দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে (২০ কুইণ্টাল − ১৫ কুইণ্টাল =) ৫ কুইণ্টাল। এই ১০ কুইণ্টাল ও ৫ কুইণ্টাল হইল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির একরপ্রতি খাজনা। তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে কৃষিকার্য সুরু হওয়ার ফলে প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থনৈতিক খাজনা ৫ কুইণ্টাল হইতে বাড়িয়া ১০ কুইণ্টালে দাঁড়াইয়াছে। কৃষকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলে খাজনার সমস্তটাই সংশ্লিষ্ট জমির মালিক আদায় করিতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা নিম্নের রেখাচিত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়:

রেখাচিত্রটিতে ক খ, খ গ, গ ঘ হইল তিনখণ্ড জমি।[১] প্রত্যেক খণ্ডের আয়তন এক একর। প্রতিখণ্ডে সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হইতেছে এবং সমদক্ষতার সহিত কৃষিকার্য সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু জমির উর্বরতার তারতম্য থাকায় তিনখণ্ড জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ সমান নয়। ক খ জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ হইল ক ত থ খ—অর্থাৎ ২৫ কুইণ্টাল; খ গ জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ হইল খ দ ধ গ—অর্থাৎ ২০ কুইণ্টাল এবং গ ঘ জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ হইল গ জ ঝ ঘ—অর্থাৎ ১৫ কুইণ্টাল। এখন বাজারের চাহিদা যদি এমন হয় যে নিকৃষ্ট জমিতে চাষ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে ঐ জমির উৎপন্ন ফসলের দাম ফসলের উৎপাদন-ব্যয় মিটাইবার মত হওয়া চাই; অন্যথায় গ ঘ জমিতে চাষ হইবে না। অন্য দুইখণ্ড জমিতে ঐ একই উৎপাদন-ব্যয়ে অধিকতর ফসল উৎপন্ন হইতেছে। প্রথম খণ্ড জমিতে ২৫ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয়; কিন্তু উৎপাদন-ব্যয় ১৫ কুইণ্টাল ফসলের দামের সমান। সুতরাং প্রথম খণ্ড জমিতে উদ্বৃত্ত হইল ১০ কুইণ্টাল ফসলের দাম। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় খণ্ড জমিতে ফসল হয় ২০ কুইণ্টাল; উৎপাদন-ব্যয় ১৫ কুইণ্টালের দাম বাদ দিলে উদ্বৃত্ত থাকে ৫ কুইণ্টালের দাম। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড জমিতে উৎপাদন-ব্যয়ের উপর যে-উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই হইল খাজনা এবং উহা জমির মালিকের হাতে যাইবে। তৃতীয় খণ্ড জমিতে কোন উদ্বৃত্ত নাই এবং উহা হইল প্রান্তিক জমি।



১. আয়তক্ষেত্র ধরিয়া ক ছ, খ জ এবং গ ঝ—এইভাবেও জমি তিন খণ্ডের বর্ণনা করা যায়

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ না করিয়া প্রথম শ্রেণীর জমিতে অধিক মাত্রায় শ্রম ও মূলধন প্রয়োগের সাহায্যে শস্যের চাহিদা পূরণ করা যায় কি না? অর্থাৎ, ব্যাপক চাষের (extensive cultivation) পরিবর্তে আত্যন্তিক চাষের (intensive cultivation) সাহায্যে অধিক ফসল তুলিয়া লোকের চাহিদা মিটানো সম্ভব কি না? ইহার উত্তরে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতার দরুন মাত্র একখণ্ড জমিতে যে-কোন পরিমাণ শস্য ফলানো যায় না। একই জমিতে শ্রম ও মূলধন নিয়োগের মাত্রা বাড়াইয়া চলিলে একটা স্তরের পর উৎপাদনবৃদ্ধির পরিমাণ সমহার অপেক্ষা কম হইতে থাকিবে এবং ক্রমে আত্যন্তিক চাষের প্রান্ত (intensive margin) দেখা দিবে।

আত্যন্তিক চাষ ও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি

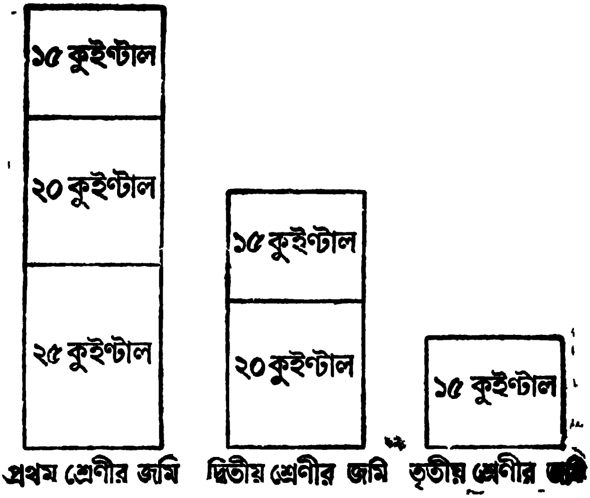
শ্রম ও মূলধনের যে-মাত্রা নিয়োগ করার ফলে উৎপন্ন ফসলের দাম পণ্য উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হয়, সেই মাত্রাই হইল প্রান্তিক মাত্রা এবং চাষের আত্যন্তিক প্রান্ত। শ্রম ও মূলধন নিয়োগের এই প্রান্তিক মাত্রার পূর্ববর্তী মাত্রাগুলির উৎপন্নের পরিমাণ প্রান্তিক মাত্রার উৎপন্ন হইতে অধিক। সুতরাং পূর্ববর্তী মাত্রার ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিবে এবং এই উদ্বৃত্তই হইবে অর্থনৈতিক খাজনা। দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন নির্দিষ্ট জমিতে শ্রম ও মূলধন নিয়োগবৃদ্ধির ফলে ফসলের উৎপাদন হইল এইরূপ :

শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ মাত্রা	২৫ কুইণ্টাল	২৫ কুইণ্টাল
২ মাত্রা	৪৫ কুইণ্টাল	২০ কুইণ্টাল
৩ মাত্রা	৬০ কুইণ্টাল	১৫ কুইণ্টাল

এখানে, শ্রম ও মূলধনের প্রথম মাত্রার (প্রান্তিক) উৎপন্ন হইল ২৫ কুইণ্টাল ফসল, দ্বিতীয় মাত্রার উৎপন্ন হইল ২০ কুইণ্টাল ও তৃতীয় মাত্রার উৎপন্ন হইল ১৫ কুইণ্টাল। এখন শ্রম ও মূলধনের প্রতি মাত্রার দাম যদি ১৫ কুইণ্টাল ফসল হয় তাহা হইলে শ্রম ও মূলধনের তৃতীয় মাত্রার প্রয়োগ চাষের আত্যন্তিক প্রান্ত (intensive margin) হইবে। এই তৃতীয় মাত্রা নিয়োগের জন্য কোন উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইতেছে না, কারণ এই মাত্রার ব্যয় ও উৎপন্ন ফসল সমান সমান। কিন্তু প্রথম মাত্রা নিয়োগের দরুন (২৫ কুইণ্টাল − ১৫ কুইণ্টাল =) ১০ কুইণ্টাল এবং দ্বিতীয় মাত্রা নিয়োগের দরুন (২০ কুইণ্টাল − ১৫ কুইণ্টাল =) ৫ কুইণ্টাল ফসল শ্রম ও মূলধনের ব্যয় মিটাইবার পর উদ্বৃত্ত হিসাবে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই জমি হইতে মোট খাজনার পরিমাণ হইল ১৫ কুইণ্টাল ফসল।

কার্যক্ষেত্রে ব্যাপক এবং আত্যন্তিক উভয় প্রকার কৃষিকার্য চলিতে থাকে। ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট জমিতে অধিক মাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, অপরদিকে আবার তেমনি নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর জমি চাষে

আনয়ন করা হয়। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাপক ও আত্যন্তিক চাষ একই সংগে কিভাবে চলে তাহা বুঝানো যাইতে পারে।



রেখাচিত্রটিতে উৎকর্ষ অনুসারে জমিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর জমিতে ১ম, ২য় ও ৩য় মাত্রা শ্রম ও মূলধন নিয়োগের উৎপন্ন হইল যথাক্রমে ২৫, ২০ ও ১৫ কুইণ্টাল ফসল, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে ১ম ও ২য় মাত্রা শ্রম ও মূলধন নিয়োগের উৎপন্ন হইল যথাক্রমে ২০ ও ১৫ কুইণ্টাল ফসল, তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে এক মাত্রা শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইলে ১৫ কুইণ্টাল ফসল পাওয়া যায়। এখন প্রতি মাত্রা শ্রম ও মূলধনের দাম ১৫ কুইণ্টাল ফসল হইলে তৃতীয় শ্রেণীর জমি হইবে ব্যাপক চাষের প্রান্ত। আত্যন্তিক চাষের দিক দিয়া দেখা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে ৩য় মাত্রা শ্রম ও মূলধন নিয়োগ হইল প্রান্ত সীমা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে ২য় মাত্রা হইল প্রান্ত সীমা। প্রথম শ্রেণীর জমিতে খাজনার পরিমাণ হইল ১৫ কুইণ্টাল ফসল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্ত বা খাজনা হইল ৫ কুইণ্টাল ফসল। তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে কোন খাজনার উদ্ভব হইবে না, কারণ শ্রম ও মূলধন বাবদ ব্যয় ও উৎপন্ন ফসল পরস্পরের সহিত সমান বলিয়া কোন উদ্বৃত্ত নাই।

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের সমালোচনা (Criticisms of the Ricardian Theory of Rent): আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের সারাংশ স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন।

প্রথমত, রিকার্ডোর মতে 'জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি' (original and indestructible powers of the soil) ব্যবহারের জন্য খাজনা দেওয়া হয়। বলা হয়, জমির কোন্ শক্তি মৌলিক এবং কোন্ শক্তি মৌলিক নয় তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। আবার জমির যে কিছু অবিনশ্বর শক্তি আছে একথাও স্বীকার করিয়া

অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং খাজনা (Economic Progress and Rent) : রিকার্ডো-প্রবর্তিত খাজনাতত্ত্বের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, খাজনা উদ্বৃত্ত আয়। এই উদ্বৃত্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে।

১। **জনসংখ্যাবৃদ্ধি** : জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে খাজনাবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রত্যেক জমিতে আত্যন্তিকভাবে চাষ করিতে হয় এবং নিকৃষ্ট স্তরের জমি কৃষির অধীনে আনয়ন করিতে হয়। ইহার ফলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অধিক হয় বলিয়া খাজনাও বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, রাস্তাঘাট রেলপথ সহরাঞ্চল প্রভৃতি গড়িয়া উঠার ফলে কৃষিজমির যোগানের অপ্রাচুর্য বাড়িয়া যায়। ইহার দরুন খাজনা আরও বৃদ্ধি পায়।

২। **পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন** : পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রসারের ফলে বাজার হইতে দূরে অবস্থিত জমি ও বাজাবের নিকটে অবস্থিত জমির মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ অপসৃত হইতে থাকে। ইহার ফলে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত জমিব পার্থক্যজনিত খাজনা কমিয়া যায় এবং দূরে অবস্থিত জমির খাজনা বাড়িয়া যায়।

৩। **কৃষির উন্নয়ন** : কৃষির উন্নতির ফলে জমিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এখন যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় নাই, তাহা হইলে শস্যের দাম হ্রাস পাইবে। শস্যের দাম হ্রাস পাওয়ার পূর্বে যে-প্রান্তিক জমি চাষ করা হইত তাহা আর কৃষির অধীন থাকিবে না, অথবা একই জমিতে শ্রম ও মূলধনেব যে-প্রান্তিক মাত্রা প্রয়োগ করা হইত তাহা আর হইবে না। ফলে খাজনার হার কমিয়া যাইবে। তবে যদি উৎকৃষ্ট জমির ক্ষেত্রেই মাত্র উন্নতি সাধিত হয়, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের জমি এবং নিকৃষ্ট পর্যায়ের জমির উৎপন্নের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে উৎকৃষ্টতর জমির খাজনা বৃদ্ধি পাইবারই সম্ভাবনা থাকিবে। আবার যদি মাত্র নিকৃষ্ট পর্যায়ের জমির উন্নতি হইয়া থাকে তাহা হইলে বিভিন্ন স্তরের জমির মধ্যে উৎকর্ষের পার্থক্য কমিয়া আসিবে। ফলে উৎকৃষ্টতর জমির খাজনা কমিয়া যাইবে।

খাজনার গতি বৃদ্ধির দিকে

উপসংহারে বলা যায়, দীর্ঘকালীন অবস্থায় খাজনার গতি কি হইবে সে-সম্পর্কে কোন সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন।[১] তবে এইটুকু বলা যায় যে কোন কোন দেশে মোট খাজনা অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে ; তবে প্রায় দেশেই নির্দিষ্ট ধরনের খাজনার পরিমাণ বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়া থাকে।

খাজনা সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্ব (Modern Theory of Rent) : অধ্যায়ের সুরুতেই আধুনিক খাজনাতত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হইয়াছে। খাজনা হইল উদ্বৃত্ত-আয়। উৎপাদনের কোন উপাদান যোগান-দামের উপরে যে-অতিরিক্ত আয় লাভ করে তাহাই উদ্বৃত্ত-আয়। অতএব, উৎপাদনের উপাদানের কোন এককের যোগান-দাম (supply price) এবং উহার উপার্জনের (earnings)

১. "... the behaviour of aggregate rent is not easy of prediction as used to be thought." Sir Dennis Robertson : *Lectures on Economic Principles*, Vol. II

মধ্যে যে-পার্থক্য থাকে তাহাকেই আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ অর্থ নৈতিক খাজনা বলিয়া অভিহিত করেন।[১] যোগান-দাম বলিতে বুঝায় সেই ন্যূনতম দাম যাহা না পাইলে কোন উপাদান বর্তমান নিয়োগে টিকিয়া থাকে না। ইহা নির্ভর করে সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost) বা স্থানান্তর-আয়ের (transfer earnings) উপর। অন্যভাবে বলা যায় যে স্থানান্তর-আয়ই হইল যোগান-দাম। যেমন, কোন ব্যক্তি ছুতারমিস্ত্রী হিসাবে সপ্তাহে ৫০ টাকা রোজগার করে, এখন এই কাজ ছাড়িয়া দিয়া সে কোন আপিসে 'বেয়ারা'র কাজ গ্রহণ করিলে সপ্তাহে ৩০ টাকা পাইতে পারে। ছুতারমিস্ত্রীর কাজের দিক হইতে লোকটির স্থানান্তর-আয় হইল ৩০ টাকা, সুতরাং তাহার যোগান-দাম হইল ৩০ টাকা। কিন্তু কার্যত সে উপার্জন করিতেছে ৫০ টাকা। এই অবস্থায় যোগান-দাম বা স্থানান্তর-আয়ের উপর অতিরিক্ত ২০ টাকা সে আয় করিতেছে, ফলে এক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক খাজনার পরিমাণ হইল এই অতিরিক্ত ২০ টাকা।

এখন এইরূপ উদ্বৃত্তের (অর্থাৎ, খাজনার) উদ্ভব তখনই হইতে পারে যখন কোন উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অপূর্ণাংগ হয় (less than perfectly elastic) এবং যখন ঐ উপাদান নির্দিষ্ট নিয়োগের বিশেষ উপযোগী (specific) হয়। কোন উপাদানের যোগান পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic) হইলে একই যোগান-দামে ঐ উপাদানের যত খুশী যোগান পাওয়া যায়। ফলে ঐ উপাদানের বাজার-দাম ও উহার যোগান-দামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না বলিয়া উপাদানের কোন এককই যোগান-দামের অতিরিক্ত কিছু পায় না। সুতরাং খাজনারও উদ্ভব হয় না। অতএব, উৎপাদনের উপাদানের যোগানের পূর্ণাংগ স্থিতিস্থাপকতার অভাব এবং নিয়োগের বিনির্দিষ্টতার (specificity) দরুনই খাজনার উদ্ভব হয়।

অপূর্ণাংগ স্থিতিস্থাপকতার দরুন খাজনার উদ্ভব হয়

প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে, একমাত্র জমির যোগানই অস্থিতিস্থাপক এবং সর্বাবস্থাতেই জমির নিয়োগের বিনির্দিষ্টতা দেখা যায়। আধুনিক লেখকগণের মতে, অন্যান্য উপাদানের নিয়োগও বিনির্দিষ্ট এবং উহাদের যোগান অস্থিতিস্থাপক হইতে পারে। যেমন, বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন লোকের যোগান সীমাবদ্ধ—অধিক দাম দিলেও ইহাদের যোগান বাড়ানো যায় না। আবার স্বল্পকালীন অবস্থায় নির্দিষ্ট ধরনের যন্ত্রপাতির যোগান বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা যায় না। অপরপক্ষে একই জমি আবার বিভিন্ন ব্যবহারে নিয়োগ করা সম্ভব। যেমন, অনেক জমি ধানচাষ কিংবা পাটচাষ অথবা গমচাষে নিয়োগ করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় ধানচাষের দিক হইতে জমির যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক (completely inelastic) এবং জমির কোন যোগান-দাম (supply price) নাই—এরূপ বলা ঠিক নয়। ধানচাষে জমি ধরিয়া রাখিতে হইলে ঐ জমি পাটচাষে

যে-কোন উপাদানেরই যোগান অস্থিতিস্থাপক ও নিয়োগ বিনির্দিষ্ট হইলে খাজনার উদ্ভব হইবে

১. "Economic rent is the difference between the actual earnings of a unit of a factor of production and its supply price." Ryan : *Price Theory*

কিংবা গমচাষে যাহা পাইত তাহা দিতেই হইবে; নতুবা জমি পাটচাষ কিংবা গমচাষে চলিয়া যাইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, বিকল্প নিয়োগে যাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহাই—অর্থাৎ হস্তান্তর-আয়ই হইল সংশ্লিষ্ট উপাদানের যোগান-দাম। কোন উপাদান এই যোগান-দামের উপরে কিছু আয় করিতে পারিলে তাহাই হইবে উহার খাজনা।

জমির খাজনা ও অন্যান্য খাজনা: অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রেই দেখা দেয় না, অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও খাজনার উদ্ভব হইতে পারে যদি উহাদের যোগান অস্থিতিস্থাপক এবং উহারা বিনির্দিষ্ট নিয়োগোপযোগী হয়। সামগ্রিকভাবে দেখিলে মোট জমির যোগানকে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (completely inelastic) বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। সমাজের দিক হইতে সামগ্রিকভাবে বিচার করা হইলে জমিকে ব্যবহার না করার অর্থ উহাকে ফেলিয়া রাখা; উহার যোগান-দাম শূন্য। জমির আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে জমির যোগানের কোন তারতম্য হয় না। সুতরাং সমগ্র সমাজের দিক দিয়া জমির আয়ের সবটাই হইল উদ্বৃত্ত বা খাজনা। কিন্তু শুধু জমির ক্ষেত্রেই খাজনার উদ্ভব হয় না, শ্রম মূলধন ও সংগঠনের আয়ের মধ্যেও খাজনা থাকিতে পারে। এই ব্যাপারে জমি এবং অন্যান্য উপাদানের মধ্যে পার্থক্য হইল তারতম্যের পার্থক্য, জাতের পার্থক্য নয়। শুধু বলা যায়, জমির খাজনা এক বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যতম শ্রেণী।[১]

জমির খাজনা এক বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যতম শ্রেণী

সাধারণত উৎপাদনের উপাদানের যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক এবং উহা সম্পূর্ণভাবে বিশেষ নিয়োগের উপযোগী হয় না। বরং দেখা যায় যে অনেক সময়ই এক ক্ষেত্রের তুলনায় অন্য ক্ষেত্রে উহার উৎপাদনদক্ষতা অধিক হয়। সুতরাং উহাকে আংশিকভাবে বিনির্দিষ্ট নিয়োগোপযোগী অথবা বিশেষীকৃত (partially specialised) বলা যাইতে পারে। কোন উপাদান কতটা পরিমাণ বিশেষ ব্যবহারের উপযোগী বা বিশেষীকৃত তাহা আমরা হস্তান্তর-আয়ের (transfer earnings) সাহায্যে নির্ধারণ করিতে পারি। ধরা যাউক, কোন কাপড়ের কলের শ্রমিক সপ্তাহে ২৫ টাকা করিয়া রোজগার করে এবং পাটের কলে চাকরি লইলেও সে ২৫ টাকা পাইতে পারে। এখানে কাপড়ের কলের শ্রমিকটির স্থানান্তর-আয় হইল সেই মজুরি যাহা সে পাটকলে পাইতে পারে—অর্থাৎ ২৫ টাকা। বর্তমান নিয়োগেও ঐ পরিমাণ টাকাই সে উপায় করিতেছে। সুতরাং শ্রমিকটি সামান্য মাত্রায়ও বিশেষীকৃত বা বিনির্দিষ্ট নিয়োগোপযোগী নয় এবং তাহার আয়ের মধ্যে স্থানান্তর-আয় ব্যতীত উদ্বৃত্ত কিছু নাই। অর্থাৎ, তাহার আয়ের মধ্যে খাজনা বলিয়া কিছু নাই। এখন আবার ধরা যাউক যে, কোন অভিনেতা সিনেমায় অভিনয় করিয়া গড়ে মাসে

উপাদানগুলি সাধারণত আংশিকভাবে বিশেষ ব্যবহারের উপযোগী

এই বিশেষীকৃত কার্যে উপার্জনের ও অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে উপার্জনের পার্থক্য-টুকুই খাজনা

১. The rent of land is "the leading species of a large genus." Marshall: *Principles of Economics*

১০০০ টাকা উপার্জন করে এবং অভিনয় ছাড়িয়া দিলে সে আপিসে কেরানী হিসাবে মাসিক ২০০ টাকা উপার্জন করিতে পারে। এখানে ঐ ব্যক্তি কেরানীর কার্যের তুলনায় সিনেমাশিল্পের পক্ষে অধিকতর উপযোগী এবং সে সিনেমাশিল্পে তাহার স্থানান্তর-আয় অপেক্ষা অধিক উপার্জন করিতেছে। তাহার স্থানান্তর-আয় হইল ২০০ টাকা, কিন্তু সে পাইতেছে ১০০০ টাকা। সুতরাং তাহার আয়ের মধ্যে উদ্বৃত্ত—অর্থাৎ খাজনার পরিমাণ হইল (১০০০ টাকা – ২০০ টাকা =) ৮০০ টাকা। জমির ক্ষেত্রেও আমরা দেখিয়াছি যে অনেক জমিই বিভিন্ন ব্যবহারে নিয়োগ করা যায়। এরূপ অবস্থায় কোন কোন জমি উহার স্থানান্তর-আয়ের উপরে যতটা উদ্বৃত্ত ভোগ করে ততটাই হইল ঐ জমির প্রকৃত খাজনা। অবশ্য কোন জমি যদি এক বিশেষ ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন ব্যবহারে না লাগানো যায় তাহা হইলে উহার আয়ের সম্পূর্ণটাই হইল খাজনা।

অপূর্ণাংগ খাজনা (Quasi-Rent) : আমরা দেখিয়াছি যে জমি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও খাজনার উদ্ভব হইতে পারে, কারণ অন্যান্য উপাদানের যোগানও সীমাবদ্ধ বা অস্থিতিস্থাপক (inelastic) হইতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ই অন্যান্য উপাদানের যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা সাময়িক—অর্থাৎ স্বল্পকালীন অবস্থাতেই উহাদের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় না; কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় উহাদের যোগান স্থিতিস্থাপক (elastic)—অর্থাৎ উহাদের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায়। সমগ্র জমির যোগান কিন্তু স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন উভয় অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ। সাময়িকভাবে সীমাবদ্ধ উপাদানের উপকরণ হইল 'মানুষের দ্বারা নির্মিত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম' (machines and appliances made by man)। জমির মত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে সীমাবদ্ধ না হইলেও স্বল্পকালীন অবস্থায় ইহাদের যোগান স্থির থাকে এবং চাহিদার পরিবর্তনের সংগে সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে না। এই প্রকার স্বল্পকালীন অবস্থায় সীমাবদ্ধ যন্ত্রপাতির আয়কে বুঝাইবার জন্য অধ্যাপক মার্শাল 'অপূর্ণাংগ খাজনা' (quasi-rent) কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন।[১] স্বল্পকালীন অবস্থায় যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা থাকে বলিয়া অপূর্ণাংগ খাজনা জমির খাজনার অনুরূপ; কিন্তু যখন দীর্ঘকালীন অবস্থায় যোগান পরিবর্তিত হইয়া চাহিদার সহিত সমতালে চলে তখন যন্ত্রপাতির আয় স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, খাজনা থাকে না।

স্বল্পকালীন অবস্থায় যন্ত্রপাতির আয়ের প্রকৃতি খাজনার মত

বিষয়টির আরও একটু বিশদ আলোচনা করা যাইতে পারে। দাম-নির্ধারণের আলোচনা প্রসংগে বলা হইয়াছে, স্বল্পকালীন অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠানের মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত হইতে পারে আবার বিক্রয়লব্ধ আয় উৎপাদন-ব্যয়ের কমও হইতে পারে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে স্বল্পকালীন অবস্থায় স্থায়ী যন্ত্রপাতি-সাজ-সরঞ্জাম বাড়ানো সম্ভব নয়; সুতরাং অতিরিক্ত মুনাফা হইতে পারে। আবার চাহিদা

১. "To emphasise the temporary nature of the rents of specialised equipment. Marshall called them Quasi-rents." Stigler: *The Theory of Price*

কমিয়া গেলে স্থায়ী যন্ত্রপাতির যোগান কমে না ; সুতরাং আয় উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কমও হইতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন উৎপাদকের বিক্রয়লব্ধ আয় পরিবর্তনশীল ব্যয় বা প্রাথমিক ব্যয় মিটাইয়া উদ্বৃত্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে উৎপাদন চালাইয়া যায়, কারণ উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিলেও তাহাকে স্থির ব্যয় বহন করিতে হইবে। তবে বিক্রয়লব্ধ আয় পরিবর্তনশীল ব্যয়েরও যদি কম হয় তাহা হইলে সে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে।[১]

স্বল্পকালীন অবস্থায় যন্ত্রপাতির যোগান-দাম শূন্য

ইহা হইতে বলা যায়, স্বল্পকালীন অবস্থায় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থায়ী মূলধনের আয় শূন্যে পরিণত হইলে উহাদের যোগান বন্ধ হয় না। অর্থাৎ, উহাদের যোগান-দাম শূন্য। অতএব বলা যায়, স্বল্পকালীন অবস্থায় বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে প্রাথমিক ব্যয় বা পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটাইয়া যে-উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই হইল যন্ত্রপাতির অপূর্ণাংগ খাজনা। দীর্ঘকালীন অবস্থায় যন্ত্রপাতির আয় উহার স্বাভাবিক আয়ের সমান হয়। কারণ, স্বাভাবিক আয়ের অধিক আয় হইলে যন্ত্রপাতির যোগান বাড়িয়া গিয়া আয় স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইবে। আবার যদি যন্ত্রপাতির আয় স্বাভাবিক আয়ের কম হয় তাহা হইলে যন্ত্রপাতির যোগান কমিয়া গিয়া আয় স্বাভাবিক হইবে।

ফলে পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটাইয়া যে-আয় হয় তাহা খাজনা

যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও অপূর্ণাংগ খাজনাতত্ত্বের প্রয়োগ করা যায়। হঠাৎ যদি কোন কারণে কোন সহরে বাড়ীঘরের চাহিদা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে সাময়িকভাবে বাড়ীঘরের ভাড়া বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে। দীর্ঘকালে অবশ্য চাহিদা পূরণের জন্য নূতন বাড়ীঘর নির্মিত হইবে ; ফলে বাড়ীভাড়া স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়া আসিবে। স্বল্পকালীন অবস্থায় ঘরবাড়ী হইতে যে-অতিরিক্ত আয় হইতে পারে তাহাকে অপূর্ণাংগ খাজনা বলিয়া অভিহিত করা যায়।[২] সুদক্ষ কর্মীর বেলায়ও অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। যেমন, হঠাৎ যদি ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের আয় বাড়িয়া যাইতে পারে। যে-পর্যন্ত না নূতন ইঞ্জিনিয়ার বাহির হইয়া আসিতেছে সে-পর্যন্ত তাহাদের যোগান বাড়িবে না, ফলে এই অতিরিক্ত আয়ও অন্তর্হিত হইবে না। এই অতিরিক্ত আয় অপূর্ণাংগ খাজনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অন্যান্য ক্ষেত্রে অপূর্ণাংগ খাজনা

খাজনা এবং দাম (Rent and Price) : খাজনা উৎপাদন-ব্যয় ও উৎপন্নের দামের অংগীভূত কি না ?—এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে আমাদের দৃষ্টিভংগির উপর।[৩] সমগ্র সমাজ, নির্দিষ্ট শিল্প এবং প্রতিষ্ঠানবিশেষ বা উৎপাদকবিশেষের দিক হইতে প্রশ্নটিকে বিচার করা যাইতে পারে।

খাজনা দামের অংগীভূত কি না

১. ১৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

২. 'The return to any factor in temporarily fixed supply is sometimes called a 'quasi-rent'—'quasi', because in the long run its supply need not be fixed." Samuelson : *Economics*

৩. "Whether rent is or is not a price-determining cost depends upon our particular viewpoint." Samuelson

রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং উহা দামের অংগীভূত হয় না এবং হইতে পারে না।[১] খাজনা দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়, দাম খাজনা দ্বারা নির্ধারিত হয় না। এই মন্তব্যের পশ্চাতে রিকার্ডোর যুক্তি হইল যে, ফসলের বাজার-দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের—অর্থাৎ প্রান্তিক জমির বা প্রান্তিক মাত্রার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। কিন্তু প্রান্তিক জমিতে বা প্রান্তিক মাত্রায় কোন উদ্বৃত্ত বা খাজনা নাই, প্রান্তোর্ধ্ব জমি বা মাত্রাতেই উদ্বৃত্ত বা খাজনা থাকে। সুতরাং খাজনা দামকে প্রভাবান্বিত করে না।

রিকার্ডোর মতে নহে

অপরদিকে ফসলের চাহিদা বাড়িয়া গেলে ফসলের দাম বৃদ্ধি পাইবে। যে নিকৃষ্টতর জমি পূর্বে প্রান্তনিম্ন (sub-marginal) ছিল এবং যাহার উৎপাদন-ব্যয় অধিক বলিয়া চাষ হইত না তাহা চাষে আসিবে এবং এই অধিক উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন জমি প্রান্তিক জমি হইয়া দাঁড়াইবে। পূর্বের প্রান্তিক জমি এখন প্রান্তোর্ধ্ব জমিতে পরিণত হইবে এবং উহাতে খাজনার উদ্ভব হইবে; অপরাপর উৎকৃষ্টতর জমির খাজনার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, ফসলের চাহিদা ও দাম দ্বারা খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। খাজনা অধিক বলিয়া ফসলের দাম অধিক হয় না, দাম অধিক বলিয়া খাজনার পরিমাণ অধিক হয়।[২]

সামগ্রিকভাবে সমাজের দিক হইতে জমির কথা চিন্তা করিলে এবং জমি একটিমাত্র ফসল উৎপাদনের উপযোগী ধরিয়া লইলে রিকার্ডোর যুক্তিই ঠিক। সমগ্র সমাজের দিক হইতে জমির কোন স্থানান্তর-ব্যয় বা যোগান-দাম নাই। সুতরাং জমির আয়ের সম্পূর্ণটাই উদ্বৃত্ত বা খাজনা এবং উহা ফসলের দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না।

রিকার্ডোর অভিমত কতদূর গ্রহণযোগ্য

বিষয়টিকে কোন বিশেষ শিল্পের দিক হইতে বিচার করা হইলে অবস্থা কিন্তু অন্য রকম দাঁড়াইবে। ধরা যাউক, জমি বিভিন্ন ব্যবহারে নিয়োগ করা যায়। যেমন, যে-জমিতে ধানচাষ করা যায় সে-জমিতে পাটচাষও করা সম্ভব। এই অবস্থায় জমির যোগান-দাম নাই বলা ঠিক হইবে না। কোন এক শিল্পে বা ব্যবহারে জমি নিয়োগ করিতে হইলে অন্য শিল্পে বা ব্যবহারে জমি যে-সর্বাধিক আয় করিতে পারে তাহা জমিকে দিতে হইবে, নতুবা জমি বিকল্প নিয়োগ গ্রহণ করিবে। যেমন, ধানচাষের জমি পাটচাষে যাহা পাইতে পারে তাহা অন্তত দিতে হইবে। ধানচাষের দিক হইতে ইহাই হইল স্থানান্তর-ব্যয় (transfer cost) বা সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost)। এই সুযোগ-ব্যয় দামের অংগীভূত—অর্থাৎ ধানের দাম হইতে অন্যান্য ব্যয় ছাড়া সুযোগ-ব্যয়ও মিটাইতে হইবে। তাহা না হইলে জমি ধানচাষ হইতে পাটচাষে সরিয়া যাইবে। এখন একই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জমির স্থানান্তর-ব্যয় বা সুযোগ-ব্যয়ে

কিন্তু বিশেষ কোন শিল্পের দিক হইতে নয়

১. **Rent 'does not and cannot enter in the least degree into price.' Ricardo**

২. **"Corn is not high because a rent is paid, but a rent is paid because corn is high." Ricardo**

তারতম্য থাকিতে পারে। থাকিলে ফসলের দাম শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সর্বাধিক সুযোগ-ব্যয়সম্পন্ন জমির উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে। অপেক্ষাকৃত কম সুযোগ-ব্যয়সম্পন্ন জমির উৎপাদন-ব্যয় স্বাভাবিকভাবেই কম; সুতরাং ফসলের দাম হইতে ব্যয় মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত থাকে। ইহাকে শিল্পান্তর্গত অর্থনৈতিক খাজনা (economic rent within the industry) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই খাজনা দামকে প্রভাবান্বিত করে না, বরং উৎপন্নের দাম বাড়িয়া গেলে এরূপ খাজনার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে সুযোগ-ব্যয় দামের অংগীভূত। ব্যক্তিগত দিক হইতে বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের দৃষ্টিকোণ হইতে জমির দাম বা আয় ফসলের উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। বাজারে জমির যে দাম বা ভাড়া পাওয়া যায় তাহা কোন ব্যক্তি না দিলে জমি অন্যের হাতে চলিয়া যাইবে। সুতরাং ফসলের দাম হইতে তাহাকে উহা উঠাইতে হইবে। কৃষক নিজে যদি জমির মালিক হয় তাহা হইলে তাহাকে জমির বাজার-দামকে ফসলের উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ফসলের দাম হইতে উহা উঠাইতে না পারিলে তাহার পক্ষে অন্যের নিকট জমি ভাড়া দিয়া দেওয়াই লাভজনক হইবে।

শিল্পান্তর্গত অর্থনৈতিক খাজনা

ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ হইতে খাজনা দামের অংগীভূত

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল যে সামগ্রিকভাবে সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে জমির খাজনা দামের অংগীভূত হয় না, কারণ জমির কোন যোগান-দাম নাই। কিন্তু শিল্পবিশেষ বা ব্যবহারবিশেষের দিক হইতে বিচার করা হইলে জমির স্থানান্তর-ব্যয় বা দাম (transfer price) উৎপাদন-ব্যয়কে বর্ধিত করিয়া উৎপন্ন ফসলের দামেরও অংগীভূত হয়। অতএব, উহাকে 'খাজনা' আখ্যা দিলে উহা দামেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই অনেক সময় বলা হয় যে কৃষির প্রান্তসীমায় অবস্থিত জমি কোন খাজনা দেয় না, কিন্তু স্থানান্তরের প্রান্তসীমায় অবস্থিত জমিকে খাজনা দিতে হয় এবং উহা উৎপন্নের দামের অংগীভূত হয়।[১] তবে 'খাজনা' বলিতে স্থানান্তর-ব্যয়ের উপরের উদ্বৃত্তকে যদি বুঝানো হয় তাহা হইলে খাজনা দামের অংগীভূত হয় না।

সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তসার

খাজনাতত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য (Social Implication of the Theory of Rent): প্রকৃত খাজনা হইল উদ্বৃত্ত আয় এবং অনুপার্জিত আয়। এই আয়ের দ্বারা উৎপাদন প্রভাবান্বিত হয় না। যেমন, জমির খাজনা না দেওয়া হইলেও সমাজের দিকে জমির যোগান ব্যাহত হয় না—উৎপাদন অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকে। সুতরাং বলা হয় যে ব্যক্তিবিশেষকে খাজনা দেওয়ার কোনরকম অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা নাই।[২] জমির খাজনা বৃদ্ধি পাইলে উহা রাষ্ট্রের হস্তেই যাওয়া

খাজনা অনুপার্জিত আয় বলিয়া উহা রাষ্ট্রের প্রাপ্য

১. "Land on the margin of cultivation pays no rent; land on the margin of transference does pay rent." Cairncross: *Introduction to Economics*

২. "... so far as rent is really rent, there is no economic necessity for its payment to individuals." Sir Dennis Robertson

সমীচীন। এমন কি এরূপ অভিমতও প্রকাশ করা হয় যে জমির খাজনাই করধার্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এই প্রকার কর স্থাপন করা হইলে খাজনাভোগকারীকে কোন ত্যাগস্বীকার করিতে হয় না, অথবা করস্থাপনের ফলে উৎপাদনও ব্যাহত হয় না।

কিন্তু অনুপার্জিত আয় অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে থাকে

এখানে মনে রাখিতে হইবে, মাত্র জমির বেলাতেই উদ্বৃত্ত আয় দেখা দেয় না, অন্যান্য আয়ের মধ্যেও খাজনার অনুরূপ উদ্বৃত্ত থাকে। অন্যান্য উদ্বৃত্ত আয়কে কর হইতে অব্যাহতি দিয়া জমির আয়ের উপর কর স্থাপন করা হইলে বিভেদমূলক আচরণ করা হইবে। এই অভিমত সত্ত্বেও দেখা যায় যে বর্তমান দিনের সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র অধিক অর্থের প্রয়োজনে খাজনা ও অনুরূপ আয়ের উপরই করধার্যের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

অর্থবিদ্যায় খাজনা বলিতে অর্থ নৈতিক খাজনা বুঝায়। উৎপাদনের উপাদানের যোগান-দামের অতিরিক্ত আয়কেই অর্থ নৈতিক খাজনা বলা হয়।

খাজনা সম্বন্ধে প্রথম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন ডেভিড রিকার্ডো। তাঁহার মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর উৎপাদিকাশক্তির ব্যবহারের জন্য যে-দাম দেওযা হয় তাহাই জমির খাজনা। এই তত্ত্ব বিশেষভাবে সমালোচিত হইলেও ইহা আধুনিক খাজনাতত্ত্বের মূলভিত্তি।

খাজনা সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্ব হইল, যে-কোন উপাদানের যোগানই পূর্ণাংগ অপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপক হইলে খাজনার উদ্ভব ঘটিবে। যেহেতু জমি বিভিন্ন ব্যবহারের উপযোগী সেই হেতু উহার যোগান-দাম রহিয়াছে। এই যোগান-দামের অতিরিক্ত কিছু আয় করিতে পারিলেই তাহা খাজনা বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং জমির খাজনা এক বৃহত্তর খাজনাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

যন্ত্রপাতির যোগানের অস্থায়ী অস্থিতিস্থাপকতাব দরুন কোন অতিরিক্ত আয় হইলে তাহা অপূর্ণাংগ খাজনা বলিয়া গণ্য।

সমাজের দিক হইতে খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত হয় না, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের দিক হইতে হয়। খাজনা অনুপার্জিত আয় বলিয়া উহার সমগ্রটাই রাষ্ট্রের প্রাপ্য—এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয়।

অনুশীলনী

1. Define rent. Explain how there can be a rent element in the remuneration of any factor.

[খাজনার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কিভাবে প্রত্যেক উপাদানের উপার্জনের মধ্যে খাজনাজাতীয় অংশ থাকিতে পারে তাহা ব্যাখ্যা কর।] (২৯৩-৯৫, ৩০২-০৫ পৃষ্ঠা)

2. Prove that in the case of a factor whose supply is perfectly inelastic at all prices the whole of remuneration of the factor is 'economic rent.'

[প্রমাণ করিয়া দেখাও যে উৎপাদনের যে-কোন উপাদানের যোগান সকল দামেই পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হইলে উপাদানটির সম্পূর্ণ আয়ই 'অর্থ নৈতিক খাজনা' বলিয়া গণ্য হইবে।] (৩০২-০৫ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the Ricardian Theory of rent. How does it differ from the modern theory of rent?

[রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের পর্যালোচনা কর। আধুনিক খাজনাতত্ত্বের সহিত ইহার পার্থক্য কোথায়?] (২৯৫-৯৯, ৩০২-০৫ পৃষ্ঠা)

4. Examine the concept of economic rent. "Comment on the statement that the rent of land is the leading species of a large genus."

[অর্থ নৈতিক খাজনার ধারণা বিশ্লেষণ কর। "জমির খাজনা এক বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত মাত্র।" উক্তিটির উপর মন্তব্য প্রকাশ কর।] (২৯৩-৯৫ এবং ৩০২-০৫ পৃষ্ঠা)

5. "Whether rent is or is not a price-determining cost depends upon the viewpoint from which we look." Explain this statement.

["খাজনা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাম-নির্ধারণে অংশগ্রহণ করিবে কি-না-করিবে তাহা নির্ভর করে আমাদের দৃষ্টিকোণের উপর।" উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।] (২৯৩-৯৫, ৩০২-০৫ পৃষ্ঠা)

6. Rent is generally regarded as a cost. Yet in the Ricardian Theory rent is explained as a differential return. How would you reconcile these two views ?

[খাজনাকে সাধারণত ব্যয় বলিয়াই গণ্য করা হয়। রিকার্ডোর তত্ত্বে খাজনাকে কিন্তু পার্থক্যজানত আয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুইটি অভিমতের সামঞ্জস্যবিধান কিভাবে করিবে ?] (৩০৬-০৮ পৃষ্ঠা)

7. (a) Distinguish between Rent and Quasi-rent, (b) Write a short note on Quasi-rent.

[(ক) খাজনা ও অপূর্ণাংগ খাজনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং (খ) অপূর্ণাংগ খাজনার (প্রায় খাজনা) উপর একটি টীকা রচনা কর।] (২৯৩-৯৫, ৩০৫-০৬ পৃষ্ঠা)

২৫ | সুদ (INTEREST)

ঋণের দামকেই সুদ বলা হয়। এই ঋণ ব্যবসায়ী সাধারণ লোক বা সরকার কর্তৃক গৃহীত হইতে পারে এবং যেই গ্রহণ করে তাহাকেই সুদ দিতে হয়। ব্যবসায়ী কর্তৃক উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হইলে উহাকে মূলধন—ঋণ-মূলধন (loan-capital) বলা হয় এবং উহার জন্য যে-অর্থ দেওয়া হয় তাহাকে মূলধনের প্রাপ্য বা পারিশ্রমিক বলিয়া গণ্য করা হয়।

সুদ কাহাকে বলে

অতীতে সুদের তত্ত্ব লইয়া অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ ও বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছে। আজও অবশ্য এই তর্কবিতর্কের অবসান হয় নাই।[১] ফলে সুদ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। মোটামুটিভাবে তত্ত্বসমূহের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে করা যাইতে পারে: (ক) সুদ দেওয়া হয় কেন, সে-সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব এবং (খ) সুদের হার-নির্ধারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব। এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে সুদের হারে কেন বিভিন্নতা দেখা যায় সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

দুই প্রকারের সুদতত্ত্ব

সুদের হারে বিভিন্নতা (Differences in the Rates of Interest) : সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ঋণের বাজার সমজাতীয় হয় না বলিয়াই সুদের হার একাধিক হইয়া থাকে। প্রথমত, ঝুঁকির (risk) বিভিন্নতার দরুন সুদের হারে তারতম্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে সুদ এবং আসল আদায় সম্পর্কে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা থাকে, আবার অনেক ক্ষেত্রে এরূপ টাকাকড়ি

কারণ :

১. "Few topics in economics, in fact, have received as varied treatment as has the theory of interest." Harold M. Somers

ফেরত না পাওয়ার আশংকা বিশেষ থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকির পরিমাণ যত বেশী হইবে সুদের হারও তত অধিক হইবে। ঝুঁকির দরুন দেয় অতিরিক্ত সুদকে ঝুঁকির দাম হিসাবে ধরা যায়।

১। ঝুঁকির বিভিন্নতা

অনেক ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত জামিনের (security) প্রকৃতির উপরও সুদের হার নির্ভর করে। জামিন যত নির্ভরযোগ্য ও পরিমাণে অধিক হয় ঝুঁকির পরিমাণ তত কম হয় বলিয়া সুদের হারও কম হয়।

২। জামিনের প্রকৃতি

ঋণের মেয়াদের (maturity of the loan) তারতম্যের জন্য সুদের হারে বিভিন্নতা দেখা দেয়। সাধারণত ঋণ-পরিশোধের মেয়াদ যত দীর্ঘ হইবে সুদের হারও তত অধিক হইবে। ইহার প্রধান কারণ, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ অধিক সময় আবদ্ধ থাকে বলিয়া ঋণদাতাকে তাহার নগদ-পছন্দকে (liquidity preference) অধিক সময় দমিত রাখিতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই সে বেশী সুদ দাবি করে।

৩। ঋণের মেযাদ

সুদের হারে তারতম্যের আর একটি কারণ হইল ঋণপত্রের বিক্রয়যোগ্যতা (marketability)। যে-সকল ঋণপত্রের সুনাম থাকে সেই সকল ঋণপত্র শেয়ার বাজারে (stock exchange) সহজেই বিক্রয় করা সম্ভব বলিয়া সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম।

৪। ঋণপত্রের বিক্রয়-যোগ্যতা

বাজারের অপূর্ণাংগতার (market imperfection) দরুনও সুদের হারে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মূলধনের বাজার (capital market) বিভিন্ন অংশে বিভক্ত থাকে এবং বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন কার্য চলে। এই বিভিন্ন অংশের মধ্যে সকল সময় পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকে না। অভ্যাসবশতই হউক বা খবরাখবরের অভাবের দরুনই হউক বা অজানা বাজারে কাজকারবারের অনিচ্ছাবশতই হউক, ঋণদাতা বা ঋণগ্রহীতা মূলধনের বাজারের একাংশ হইতে সরিয়া যাইয়া অন্যাংশে লেনদেন কার্যে লিপ্ত হইতে চায় না। যেমন, বিকল্প ক্ষেত্রে সুদের হার সম্বন্ধে বিচারবিবেচনা না করিয়াই অনেকে পোস্ট-অফিসের সেভিংস্ ব্যাংকে টাকাকড়ি জমা রাখে, অথচ ঐ টাকা বাণিজ্যিক ব্যাংকে রাখা হইলে হয়ত অধিক হারে সুদ পাওয়া যায়। বাজারের অপূর্ণাংগতা স্থানগতও হইতে পারে। ইহার ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে অথবা বিভিন্ন দেশে সুদের হার বিভিন্ন হয়।

বাজারের অপূর্ণাংগতা

সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব (Different Theories of Interest) : 'সুদ দেওয়া হয় কেন ?'—এই প্রশ্নের উত্তরদানের প্রচেষ্টায় যে-সকল তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত-গুলিই প্রধান।

সুদ কেন দেওয়া হয়

ক। ভোগবিরতি বা প্রতীক্ষা তত্ত্ব (The Abstinence or Waiting Theory) : ভোগবিরতি তত্ত্বের প্রথম ব্যাখ্যা করেন সিনিয়র (Nassau Senior)। এই তত্ত্ব অনুসারে সুদ বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকার দাম। মূলধন লোকের সঞ্চয় হইতে গড়িয়া উঠে। সঞ্চয় করিতে হইলে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে হয়, কিন্তু সে-কার্য

লোককে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিবার জন্যই সুদ দিতে হয়

মোটেই প্রীতিকর নহে। সুতরাং ভোগবিরতির অনিচ্ছা বা নিরানন্দকে জয় করিয়া লোককে সঞ্চয়ের দিকে উৎসাহিত করিতে হইলে সুদ দিতে হয়।

সমালোচকদের মতে, 'ভোগবিরতি' (abstinence) শব্দটির মধ্যে ত্যাগ বা বেদনার ইংগিত রহিয়াছে। ধনীরা যখন সঞ্চয় করে তখন তাহারা বর্তমান ভোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ার দরুন বেদনা অনুভব করে ইহা বলা ঠিক নয়। প্রধানত এইরূপ সমালোচনাকে পরিহার করিবার উদ্দেশ্যেই মার্শাল 'ভোগবিরতি' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রতীক্ষা' (waiting) শব্দটি ব্যবহার করেন। সঞ্চয়ের অর্থ হইল বর্তমানের ভোগের সুযোগ ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে ভোগের জন্য প্রতীক্ষা করা। এই প্রতীক্ষার দাম হিসাবে সুদ দিতে হয়, অন্যথায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সঞ্চয় এবং মূলধনের যোগান হইবে না। অনেকে অবশ্য সুদ দেওয়া না হইলেও সঞ্চয় করিবে। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ সঞ্চয়ের যোগান পাইতে হইলে সুদের হার এমন হওয়া প্রয়োজন যে লোক যেন প্রতীক্ষার অনিচ্ছা জয় করিয়া প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান দেয়।

সমালোচনা: সুদ ভোগবিরতির নহে, প্রতীক্ষার দাম

উপসংহার: মনে রাখা প্রয়োজন যে ভোগবিরতি বা প্রতীক্ষা তত্ত্ব সুদের যোগান-দাম ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে, মূলধনের চাহিদা কেন হয় তাহার ব্যাখ্যা ইহার মধ্যে নাই।

খ। অষ্ট্রিয়ান সুদতত্ত্ব (The Austrian Theory of Interest): অষ্ট্রিয়ান অর্থবিদ্যাবিদ বম-ওয়ার্কের (Bohm-Bawerk) তত্ত্ব অনুসারে মানুষ ভবিষ্যতের পরিতৃপ্তি অপেক্ষা বর্তমানের পরিতৃপ্তিকে অধিক পছন্দ করে, কারণ ভবিষ্যৎকে সে ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখে। এই অবস্থায় বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখিয়া সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করিতে হইলে সে যতটা ভোগ বর্তমানে ত্যাগ করিল ভবিষ্যতে তাহাকে উহা অপেক্ষা কিছু অধিক ফেরত দিতে হইবে, কারণ ভবিষ্যতে অধিক কিছু পাওয়ার আশা না থাকিলে সে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিবে কেন? সুতরাং বলা যায়, বর্তমানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা আকর্ষণ জয় করিয়া ভবিষ্যতে ভোগে রাজী করাইবার ক্ষতিপূরণস্বরূপ সুদ দেওয়া হয়।

বম-ওয়ার্কের তত্ত্ব

বর্তমানের পরিবর্তে ভবিষ্যৎ ভোগের ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেয়ই সুদ

বম-ওয়ার্কের এই তত্ত্বকে সুদের সময়-প্রীতি বা পছন্দ তত্ত্ব (Time-preference Theory) বলা হয়। অধ্যাপক ফিশার (Irving Fisher) প্রভৃতি লেখক ইহাকে সমর্থন করিয়াছেন। তত্ত্বটি অনুসারে সময়-প্রীতি (*time-preference*) বা বর্তমান ভোগের আকাংক্ষা যত তীব্রতর হইবে সুদের হারও তত অধিক হইবে। ফিশারের মতে, কোন লোকের সময়-প্রীতির হার কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—যথা, তাহার আয়ের পরিমাণ, বিভিন্ন সময়ের মধ্যে আয়ের বণ্টন, ব্যক্তিগত দূরদর্শিতা, অভ্যাস ইত্যাদি।

সময়-প্রীতি তত্ত্ব

সমালোচনা: বর্তমান-প্রীতি বা সময়-পছন্দ তত্ত্ব মূলধনের যোগান-দাম থাকে কেন তাহার ব্যাখ্যা করে; কিন্তু মূলধনের চাহিদা হয় কেন তাহার সন্ধান এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না

গ। সুদের উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব (Productivity Theory of Interest): উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব অনুসারে সুদের উদ্ভবের কারণ হইল মূলধনের উৎপাদনশীলতা। মূলধন-ব্যবহারের দরুন দীর্ঘস্থায়ী চক্রাকার বা পরোক্ষ উৎপাদন-পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হয়, এবং এই কারণে উৎপাদকেরা সুদ দিতে রাজী থাকে। কিন্তু অন্যান্য উপাদানের ন্যায় মূলধনের ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করে বলিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ মূলধনের দরুন দেয় সুদের হার অপেক্ষা অধিক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদক মূলধন কর্জ করিয়া উৎপাদনে নিয়োগ করিয়া যায়। অবশেষে মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন যখন সুদের হারের সমান হইয়া দাঁড়ায় তখন আর সে মূলধন-নিয়োগ বৃদ্ধি করে না। এইভাবে যে-কোন নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ-কৃত মূলধনের সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হয়।

মূলধনের উৎপাদনশীলতার জন্যই সুদ দিতে হয়

সুদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব সুদের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। ইহাতে মূলধনের চাহিদা হয় কেন তাহার ইংগিত পাওয়া গেলেও মূলধনের যোগান-দাম কি তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

এই তত্ত্ব যোগান ব্যাখ্যা করে না

সুদের হার নির্ধারণ (Determination of the Rate of Interest): সুদের উদ্ভবের কারণ আলোচনার পর এখন সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয় সে-সম্বন্ধে প্রচলিত তত্ত্বগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

ক। সুদের ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব (Classical Theory of Interest): ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে সুদের হার নির্ধারিত হয় মূলধনের (capital) চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা। মূলধনের সাহায্যে অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হয় বলিয়া মূলধনের চাহিদা হয়। কিন্তু অন্যান্য উপাদানের ন্যায় মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করে বলিয়া যত অধিক মাত্রায় মূলধন প্রয়োগ করা হইতে থাকে মূলধনের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (marginal revenue product) বা এক একক অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগের দরুন অতিরিক্ত আয় ততই হ্রাস পাইতে থাকে। এখন উৎপাদকের উদ্দেশ্য সর্বাধিক মুনাফা করা বলিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন সুদ অপেক্ষা বেশী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মূলধনের নিয়োগ বাড়াইয়া যায় এবং যেখানে প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ও সুদের হার পরস্পরের সমান হইয়া দাঁড়ায় সেখানেই সে থামিয়া যায়। ইহা হইতে বলা যায়, সুদের হার অধিক হইলে মূলধনের চাহিদা কম হইবে, কারণ এক্ষেত্রে মাত্র অধিক উৎপাদনশীল ব্যবহারেই মূলধনের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা হইবে। অপরদিকে সুদের হার কম হইলে মূলধনের চাহিদা ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে, কারণ যেক্ষেত্রে মূলধনের উৎপাদন কম সেক্ষেত্রেও মূলধনের ব্যবহার করা হইবে।

সুদের হার 'মূলধনে'র চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়

চাহিদার প্রভাব

যোগানের দিক হইতে মূলধনের যোগান আসে লোকের সঞ্চয় হইতে। সময়-প্রীতির (time-preference) দরুন সুদের হার অধিক হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ অধিক হইবে, সুদের হার কম হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হইবে। সুতরাং মূলধনের যোগান-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হইবে। এইভাবে সুদের ভারসাম্য হার (equilibrium rate of interest) একদিকে মূলধনের চাহিদা অপরদিকে মূলধনের যোগানের প্রভাবের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। এই ভারসাম্য হারে সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধনের যোগান উৎপাদকদের মূলধনের জন্য চাহিদার সমান হইবে।

যোগানের প্রভাব

সুদের ভারসাম্য হার

সমালোচনা: সুদের ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের নানা দিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে পূর্ণনিয়োগাবস্থা বর্তমান আছে ধরিয়া লইয়া সুদের আলোচনা করা হয়। পূর্ণনিয়োগ বর্তমান থাকিলে একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে অন্য একদিক হইতে উপাদানসমূহকে সরাইয়া আনিতে হয়। যেমন, মূলধন-দ্রব্যের (investment goods) উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনক্ষেত্র হইতে উপাদানসমূহকে সরাইয়া আনিতে হয়। ইহার ফলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন কমিয়া যায়। সুতরাং লোককে যদি বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে রাজী করানো যায়—অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় কমাইয়া সঞ্চয় করিতে রাজী করানো যায়—তবেই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদানের একাংশ সরাইয়া আনিয়া মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এখন লোককে অধিক সঞ্চয়ে রাজী করাইতে হইলে সুদের হারও বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের অনুমানমত যদি পূর্ণনিয়োগাবস্থা বর্তমান না থাকে—অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান যদি নিয়োগহীন অবস্থায় থাকে—তাহা হইলে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের যুক্তি যে মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা খাটে না। বস্তুত, বর্তমান জগতে পূর্ণনিয়োগ বর্তমান—এরূপ কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং নিয়োগহীন উপাদান নিয়োজিত করিয়া মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। ফলে লোককে বর্তমান ভোগহ্রাসে উৎসাহিত করিবার জন্য অধিক সুদ দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না।

১। ইহাতে পূর্ণ-নিয়োগাবস্থা ধরিয়া লওয়া হয়

দ্বিতীয়ত, ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে লোকের আয়ের উপর যে বিনিয়োগের (investment) প্রভাব থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। যদি বিনিয়োগবৃদ্ধির দরুন লোকের আয় বৃদ্ধি পায় তবে সুদের হার অপরিবর্তিত থাকিলে বা কিছুটা হ্রাস পাইলেও সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। আবার যদি বিনিয়োগ হ্রাস পায় তবে আয়হ্রাসের দরুন লোকের সঞ্চয়ও কমিয়া যাইবে। সুতরাং বলা হয়, সুদ কমিলেও সঞ্চয়ের যোগান না কমিয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে, আবার সুদ বাড়িলেও সঞ্চয়ের যোগান না বাড়িয়া কমিয়া যাইতে পারে।

২। ইহা আয়ের উপর বিনিয়োগের প্রভাবকে উপেক্ষা করে

তৃতীয়ত, এই কারণে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বকে অনির্দিষ্ট (indeterminate) বলিয়াও বর্ণনা করা হয়। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে সঞ্চয়ের বা মূলধনের যোগান এবং বিনিয়োগের চাহিদা দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হয়। এখন আমরা জানি যে লোকের আয়ের তারতম্যের জন্য সঞ্চয়ের তারতম্য হয়—অর্থাৎ আয় অধিক হইলে সঞ্চয় অধিক হয়, আর আয় কমিলে সঞ্চয় কম হয়। সুতরাং লোকের আয় না জানিতে পারিলে সুদের হার কি হইবে তাহা বলা যায় না। আবার আয় কি তাহা জানিতে হইলে সুদের হার পূর্বেই জানা থাকা প্রয়োজন। কারণ, সুদের হার দ্বারা বিনিয়োগ (investment) প্রভাবান্বিত হয় এবং বিনিয়োগ দ্বারা আয়ের স্তর নির্ধারিত হয়—যেমন, সুদের হার কম হইলে বিনিয়োগ বাড়িয়া যায় এবং বিনিয়োগ বাড়িয়া গেলে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বলা হয় ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব সুদের কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে না।[১]

৩। এই তত্ত্ব অনির্দিষ্ট

খ। নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল বা ঋণপ্রদানোপযোগী তহবিল তত্ত্ব (Neo-Classical or Loanable Funds Theory): ঋণের দাম হইল সুদ। অর্থাৎ, ঋণপ্রদানের উপযোগী তহবিল ব্যবহারের দরুন যে-দাম দেওয়া হয় তাহাকেই সুদ বলিয়া অভিহিত করা হয়।[২] সুতরাং জিনিসপত্রের দামের ন্যায়ই উহা নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা।

সুদ 'ঋণ-মূলধনে'র চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়

ঋণগ্রহীতাদের নিকট ঋণ-মূলধনের (loan-capital) উপযোগিতা আছে বলিয়াই উহার চাহিদা হয় এবং উহার জন্য সুদ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীশ্রেণী ঋণের জন্য সুদ দিতে প্রস্তুত থাকে ঋণ-মূলধনকে উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োজিত করা যায় বলিয়া। অতিরিক্ত ঋণ-মূলধন নিয়োগের ফলে উৎপাদকের যতটা পরিমাণ অতিরিক্ত আয় হইবে ততটা পরিমাণ পর্যন্তই সুদ দিতে সে রাজী থাকিবে। যেমন, অতিরিক্ত ১০০ টাকা ধার করিয়া যদি উৎপাদকের বৎসরে ৫ টাকা নীট অতিরিক্ত আয়-উৎপন্ন (net revenue product) হয়, তাহা হইলে সে ৫ টাকার অধিক সুদ দিতে রাজী হইবে না। সুতরাং সে যখন ঋণ-মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তখন সে দুইটি বিষয় বিচার করিয়া দেখে: (১) অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগের ফলে প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন কত হইবে? এবং (২) ঋণ-মূলধনের সুদ কত? যেখানে ঋণ-মূলধনের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ও ঋণ-মূলধনের সুদ পরস্পরের সমান হয় সেখানেই সে থামিয়া যায় এবং আর মূলধন কর্জ করিয়া উৎপাদনে নিয়োগ করে না। অন্যভাবে বলা যায়,

ঋণের বিভিন্ন চাহিদা:

১। ব্যবসায়ীদের চাহিদা

এই চাহিদার ক্ষেত্রে সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়

১. বলা যায়, এই তত্ত্ব অন্যতম ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব (a micro-economic theory); ইহাকে পূর্ণাংগ রূপ দিতে হইলে মোট আয় মোট সঞ্চয় প্রভৃতি সমষ্টিগত অর্থনৈতিক বিষয়েরও (macro-economic factors) বিচার করা প্রয়োজন।

২. "Interest is the price paid for the use of loanable funds."

চাহিদার দিক হইতে সুদের হার এবং ঋণ-মূলধনের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (marginal revenue product) পরস্পরের সমান হয়।

সুদের বিভিন্ন হারে উৎপাদক বা প্রতিষ্ঠানবিশেষ কতটা পরিমাণ করিয়া ঋণ-মূলধন নিয়োগ করিবে সেই হিসাব হইতে উৎপাদকবিশেষের চাহিদা-সূচী বা চাহিদা-রেখা পাওয়া যায়। এই চাহিদা-রেখা সাধারণ চাহিদা-রেখার ন্যায় বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নমুখী হইবে, কারণ সুদের হার কম হইলে ঋণ-মূলধনের চাহিদা বাড়িবে এবং সুদের হার অধিক হইলে চাহিদা কম হইবে। সকল উৎপাদক বা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা যোগ দিলেই ঋণ-মূলধনের মোট চাহিদা পাওয়া যাইবে। মোট চাহিদা-রেখাও নিম্নগামী হইবে। অর্থাৎ, সুদের হার অধিক হইলে ঋণ-মূলধনের চাহিদা কমিবে, আর সুদের হার স্বল্প হইলে মূলধনের চাহিদা অধিক হইবে।

সুদের হারের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে মূলধনের চাহিদার তারতম্য হয়

ব্যবসায়ী ছাড়া সাধারণ লোক এবং সরকার ঋণ করিয়া থাকে। ইহারাও মূলধনের বাজারে চাহিদার সৃষ্টি করে। সাধারণ লোক বাড়ীঘর বা প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য ঋণ করিয়া থাকে। এক্ষেত্রে বলা হয় ঋণগ্রহীতা যে-সুদ দিতে রাজী থাকে তাহার মূলে রহিয়াছে তাহাদের সময়-প্রীতি বা সময়-পছন্দ —অর্থাৎ তাহার বর্তমান প্রয়োজন ভবিষ্যতের প্রয়োজনের তুলনায় তীব্রতর। বর্তমানের প্রয়োজন ভবিষ্যতের তুলনায় যত অধিক মাত্রায় তীব্রতর হইবে ততই ইহারা অধিক সুদ দিতে রাজী থাকিবে। সরকার একদিকে যুদ্ধ পরিচালনা এবং অপরদিকে ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প, সমাজ-কল্যাণকর কার্য প্রভৃতির জন্য ঋণ করিয়া থাকে। যুদ্ধের জন্য সরকার যে-ঋণ করে তাহা সুদের হারের উপর বিশেষ নির্ভর করে না, কারণ যুদ্ধ-জয়ের জন্য যে-কোন সুদেই সরকারকে ঋণ করিতে হয়। কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারকে ঋণ করিবার সময় সুদের হারের সহিত ঐ ঋণলব্ধ মূলধন হইতে কতটা উৎপাদন হওয়া সম্ভব তাহার তুলনা করিয়া দেখিতে হয়।

২। সাধারণ লোক ও সরকারের চাহিদা

আর একদিক হইতেও ঋণযোগ্য তহবিলের (loanable funds) চাহিদা বা যোগান প্রভাবান্বিত হইতে পারে। নগদ টাকাকড়ি হাতে রাখিবার আকাংক্ষা (desire to hoard or hold idle cash balances) বাড়িয়া যাইতে পারে। লোক নিষ্ক্রিয় নগদ টাকাকড়ি জমা রাখিতে চাহিলে স্বাভাবিকভাবেই ঋণের যোগান কতকটা কমিয়া যায়। এই দিক হইতে নগদ টাকাকড়ি হাতে রাখিবার আকাংক্ষাকে আমরা সরাসরি চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। সুদের হার কম হইলে নগদ টাকাকড়ি জমার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, আবার সুদের হার অধিক হইলে লোকের নগদ জমার চাহিদা কমিয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঋণের চাহিদা যেদিক হইতেই আসুক না কেন চাহিদার সূত্র সর্বত্রই প্রযোজ্য। অর্থাৎ, সুদের হার অধিক হইলে ঋণের চাহিদা কম হইবে আর সুদের হার কম হইলে ঋণের চাহিদা অধিক হইবে। বাজারে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা-রেখা অংকন করা হইলে উহা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নমুখী হইবে।

ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা-রেখা

এই ত গেল চাহিদার দিক। এখন যোগানের দিকও দেখা প্রয়োজন। সঞ্চয় হইতে লগ্নীর মূলধন আসে। এই সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রধানত লোকের আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আয়ের পরিমাণ ঠিক থাকিলে এবং সুদের হার বেশী হইলে লোকে অধিক সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবে, আর সুদের হার কম হইলে লোকে ততটা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হইবে না। সঞ্চয় করার তাৎপর্য হইল বর্তমানের ভোগকে স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করা। এই প্রতীক্ষার (waiting) জন্য উপযুক্ত মূল্য না দেওয়া হইলে লোকে সঞ্চয় করিবে কেন? মানুষ বর্তমান সময়কে যতটা প্রাধান্য দেয় ভবিষ্যৎকে ততটা দেয় না। সেইজন্য লোককে বর্তমান ভোগপ্রবৃত্তি ও বর্তমান সময়-প্রীতি (time-preference) হইতে মুক্ত করিয়া সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিতে হইলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ সুদ দিতে হয়। আবার লোককে যত অধিক সঞ্চয় করিতে হয়, বর্তমান ভোগ বা বর্তমান সময়ের প্রতি আকর্ষণকে ততই বেশী ত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ, সঞ্চয়ের দরুন ত্যাগ-স্বীকারের মাত্রা সঞ্চয়বৃদ্ধির সংগে সংগেই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং লোককে অধিক মাত্রায় ত্যাগস্বীকার করিতে রাজী করাইবার জন্য অধিক হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সুদের হার উচ্চ হইলে লোকে অধিক সঞ্চয়ের যোগান দিবে আর সুদের হার কম হইলে সঞ্চয়ের যোগান কমাইয়া দিবে।

ঋণ বা মূলধনের যোগান

ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করার অনিচ্ছাকে জয় করার জন্যই সুদ দিতে হয়

এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে, পূর্বেকার নগদ জমা টাকাকড়ি যদি বাজারে আসে (dishoarding) তাহা হইলে ঋণের যোগান বাড়িয়া যায়। সুদের হার অধিক হইলে মজুত টাকাকড়ি নিষ্ক্রিয়ভাবে ধরিয়া রাখিবার প্রবণতা কমিয়া যায়। সুতরাং বর্তমানের সঞ্চয়ের সহিত পূর্বেকার যে-মজুত নগদ টাকাকড়ি বাজারে আসিতেছে তাহা যোগ দিয়া ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ ঠিক করিতে হইবে।

ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ কিভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে

ঋণ-যোগানের সূত্র: যেখানে ব্যাংক-ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে সেখানে ঋণ-যোগানের সূত্র হইল ব্যাংকসমূহ, কারণ লোকের সঞ্চয়ের বৃহদংশ ব্যাংকেই জমা পড়ে এবং ব্যাংকগুলি আমানত সৃজন করিয়াও ঋণ প্রদান করিয়া থাকে। সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ভাল ও সুদের হার অধিক হইলে ব্যাংকের ঋণপ্রদানের পরিমাণ অধিক হয়, আর ব্যবসাবাণিজ্যের মন্দার সময় যখন সুদের হার কম হয় তখন ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ কমিয়া যায়। বলা হয়, ব্যাংকের ক্ষেত্রে সময়-পছন্দের (time-preference) প্রশ্ন না থাকিলেও নগদ অর্থের সচ্ছলতার (liquidity) প্রশ্ন থাকে। ব্যাংকের উপর যাহাদের দাবি (claim) থাকে তাহাদের নগদ টাকাকড়ির চাহিদা মিটাইবার মত প্রত্যেক ব্যাংকের নগদ টাকাকড়ির সচ্ছলতা বজায় রাখিতে হয়। যদি ব্যাংক মনে করে ভবিষ্যতে নগদ টাকাকড়ি সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িবে তাহা হইলে উহা সুদের হার বৃদ্ধি করিয়া ঋণগ্রহীতাদের ঋণগ্রহণে নিরুৎসাহ করে। তাহা ছাড়া কোন ব্যাংক যদি আশা

১। ব্যাংক-ব্যবস্থা

করে যে ভবিষ্যতে অধিক সুদে ঋণদান করা যাইবে তাহা হইলে ঐ ব্যাংক বর্তমানে ঋণপ্রদানে অনিচ্ছুক হইবে।

সরকারী সঞ্চয় (governmental savings) এবং যৌথ সঞ্চয় (corporate savings) হইতেও ঋণ-মূলধনের যোগান হইয়া থাকে। সরকারী সঞ্চয় হইতেছে কি না তাহা পরিমাপ করিবার সাধারণ পদ্ধতি হইল বাজেটের উদ্বৃত্ত (surplus)। উদ্বৃত্ত বাজেটের মাধ্যমে—অর্থাৎ অধিক হারে করধার্যের মাধ্যমে—সরকার সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিগত সঞ্চয় কমিয়া যায়। অপরদিকে যৌথ সঞ্চয় বলিতে বুঝায় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফার যে-অংশ বণ্টিত হয় না সেই অংশ হইল প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়। এই সঞ্চয়ও কতকটা সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুদের হার অধিক হইলে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান হয়ত বাজার হইতে ঋণ করার পরিবর্তে সঞ্চয় করিয়া নিজের মূলধনের যোগান পূরণ করিবে।

২। সরকারী সঞ্চয়

এখন আমরা সমগ্র সঞ্চয়, ব্যাংকের ঋণ এবং পূর্বেকার জমা তহবিল হইতে টাকাকড়ির যোগান যোগ দিলেই ঋণ-মূলধন বা ঋণযোগ্য তহবিলের মোট যোগান পাইব। সুদের হার অধিক হইলে মোট যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, আর সুদের হার কম হইলে মোট যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়।

মোট ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ

তাহা হইলে দেখা গেল যে, সুদের হার বেশী হইলে মূলধনের চাহিদা কমে কিন্তু যোগান বাড়ে। অপরদিকে সুদের হার কম হইলে মূলধনের চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে। এইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে যে-হারে মূলধনের চাহিদার পরিমাণ মূলধনের যোগানের পরিমাণের সমান হয় সেই হারই বাজারে সুদের হার বলিয়া গণ্য হয়। ইহাকে সাম্যাবস্থার সুদের হার (Equilibrium Rate of Interest) বলে। সুদের হার ইহার অধিক হইলে বাজারে মূলধনের যোগান মূলধনের চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইবে ; ফলে ঋণদাতাদের মধ্যে ঋণপ্রদানের জন্য প্রতিযোগিতা চলিবে এবং সুদের হার কমিয়া আবার সাম্যাবস্থার হারে দাঁড়াইবে। অপরদিকে সুদের হার সাম্যাবস্থার হার হইতে কম হইলে মূলধনের চাহিদা মূলধনের যোগান অপেক্ষা অধিক হইবে ; ফলে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ঋণগ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে এবং সুদের হার আবার বাড়িয়া সাম্যাবস্থার হারে আসিয়া দাঁড়াইবে।

ভারসাম্য অবস্থায় সুদের হার

মূল্যায়ন : ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বের সমর্থনে বলা হয় যে ইহাতে সুদ নির্ধারণ সম্পর্কে ব্যাপক চিত্র পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণের যোগান, পূর্বেকার জমা টাকাকড়ির যোগান এবং ভোগের জন্য ঋণের চাহিদার প্রভাবকেও বিচার করা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও তত্ত্বটির ত্রুটি প্রদর্শন করা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে সুদের হার ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ ও ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয়। ঋণের মোট যোগান বা ঋণযোগ্য তহবিলের

ক। সমর্থন

পরিমাণ তিনটি বিষয় লইয়া গঠিত : (ক) লোকের সঞ্চয়, (খ) ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি এবং (গ) পূর্বেকার জমানো টাকাকড়ির লগ্নীকরণ (dishoarding)। এখন লোকের সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে আয়ের পরিমাণের উপর। সুতরাং আয়ের পরিমাণ জানা না থাকিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কি হইবে তাহা জানা যায় না। আবার সুদের হার জানা না থাকিলে আয়ের স্তর কি হইবে তাহা নির্ধারণ করা যায় না। কারণ, সুদের হার কম হইলে ঋণগ্রহণকারী ব্যবসায়ীদের দ্বারা অধিক মূলধন নিয়োজিত হয় এবং অধিক নিয়োগের ফলে লোকের আয় বাড়িয়া যায়। সুতরাং ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব সুদের হার নির্ধারণের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

খ। ত্রুটি : ইহা সুদের হারের অপূর্ণাংগ ব্যাখ্যা

গ। **সুদের নগদ-পছন্দ তত্ত্ব বা কেইনসীয় তত্ত্ব (The Liquidity Preference Theory or Keynesian Theory of Interest) :** এই তত্ত্বের প্রবর্তক হইলেন লর্ড কেইনস্ (Lord Keynes)। তাঁহার মতে, সুদ নিছক টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যাপার—অর্থাৎ টাকাকড়ি ব্যবহারের জন্য দেয়কেই সুদ বলা হয়।[১] এখন সুদ যদি ঋণ দেওয়ার দাম হয় তাহা হইলে অন্যান্য দামের মত এই দামও চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে টাকাকড়ির চাহিদা এবং যোগানের (demand for and supply of money) প্রভাব দ্বারা সুদ নির্ধারিত হয়। এইজন্য ইহাকে সুদের অন্যতম টাকাকড়ির সম্পর্কিত তত্ত্বও (Monetary Theory of Interest) বলা হয়। টাকাকড়ির চাহিদার উদ্ভব হয় নগদ সম্পদের প্রতি আকাংক্ষা হইতে। সকল প্রকার সম্পদের মধ্যে টাকাকড়িই সর্বাপেক্ষা নগদ। নগদ টাকাকড়ি বা ব্যাংকের চলতি আমানত (demand deposit) আকারে সম্পদ রাখার সুবিধা হইল যে উহাকে যখন তখন যে-কোন ব্যবহারে নিয়োগ করা যায়। এইজন্যই লোকের নগদের প্রতি আকাংক্ষা দেখা যায়। নগদের প্রতি এই আকাংক্ষাকে কেইনস্ নগদ-পছন্দ (liquidity preference) আখ্যা দিয়াছেন। বিষয়টিকে আর একটু তলাইয়া দেখা যাইতে পারে।

সুদ 'টাকাকড়ি'র চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়

ক। চাহিদার দিক—নগদ-পছন্দ

নগদ-পছন্দের মূলে তিনটি উদ্দেশ্য : লোকে তাহাদের সম্পদকে নগদ টাকাকড়ির আকারে ধরিয়া না রাখিয়া অন্য সম্পদের আকারে রাখিলে তাহাদের আয় হইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহারা সম্পদকে নগদ অবস্থায় রাখে কেন? অর্থাৎ, নগদ-পছন্দের মূলে কি কারণ রহিয়াছে? কেইনস্ নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিবার তিন প্রকার উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন : (ক) **লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্য** (Transactions Motive), (২) **সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য** (Precautionary Motive) এবং (৩) **ফটকা কারবারের উদ্দেশ্য** (Speculative Motive)।

---

১. "... interest is purely a monetary phenomenon, a payment for the use of money."

লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্য : লোকের হাতে আয় আসে সময়ান্তরে। কাহারও আয় হয়ত সাপ্তাহিক আবার কাহারও আয় মাসিক কিংবা বাৎসরিক। সুতরাং আয়প্রাপ্তির মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে। কিন্তু লোকের বিভিন্ন খাতে অর্থব্যয় ঠিক অর্থপ্রাপ্তির সময় অনুসারে হয় না। অর্থব্যয়ের সময়ের ব্যবধান অর্থপ্রাপ্তির সময়ের ব্যবধান অপেক্ষা কম। যেমন, লোক মাস অন্তে তাহার বেতন পায়, কিন্তু তাহার ব্যয়ের কিছু মাসিক (যথা, বাড়ীভাড়া) হইলেও অধিকাংশ ব্যয়ই দৈনিক (যথা, দৈনিক বাজার খরচ)। সুতরাং একবার আয়প্রাপ্তির পর পুনরায় আয়প্রাপ্তি পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ব্যয় করিবার জন্য হাতে নগদ টাকাকড়ি রাখিতে হয়। কত টাকাকড়ি নগদ হাতে রাখা প্রয়োজন তাহা কতকটা নির্ভর করে অর্থপ্রাপ্তির সময়ের ব্যবধান এবং কতকটা আয়ের পরিমাণের (size of income) উপর। ধরা যাউক, দুই ব্যক্তিরই মাসিক আয়ের পরিমাণ ৬০০ টাকা। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি মাস অন্তে ঐ টাকা পায় আর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতি ১৫ দিন অন্তর ৩০০ টাকা করিয়া পায়। এখন ধরা যাউক, উভয়েই দৈনিক ২০ টাকা করিয়া খরচ করে। এই অবস্থায় প্রথম ব্যক্তির হাতে মাসের প্রথম দিনে ৬০০ টাকা নগদ থাকিবে; তারপর ইহা হইতে প্রতিদিন ২০ টাকা করিয়া কমিয়া মাসের শেষে হাতে কিছুই থাকিবে না। মাসের গড় হিসাব ধরিলে তাহার হাতে ৩০০ টাকা নগদ থাকিবে। অপরপক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে গড় ১৫০ টাকা নগদ থাকিবে।[১] আয়ের পরিমাণের তারতম্য অনুসারেও নগদ টাকাকড়ির (cash balance) পরিমাণের তারতম্য হয়। ধরা যাউক, এক ব্যক্তির মাসিক আয় ১০০ টাকা, আর এক ব্যক্তির মাসিক আয় ৫০ টাকা এবং প্রত্যেকেই তাহার আয়ের ৩০ ভাগের ১ ভাগ করিয়া দৈনিক ব্যয় করে। এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তির হাতে গড় ৫০ টাকা নগদ অর্থ থাকিবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে গড় ২৫ টাকা নগদ অর্থ থাকিবে। ইহা হইতে বলা যায়, আয় যত অধিক হয় নগদ টাকাকড়ির প্রয়োজন তত বৃদ্ধি পায়—অর্থাৎ নগদ টাকাকড়ির চাহিদা তত বাড়িয়া যায়। ব্যবসায়ীদেরও কাঁচামাল, মজুরি, বেতন প্রভৃতি বাবদ বর্তমান খরচ মিটাইবার জন্য নগদ টাকাকড়ির প্রয়োজন হয়। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের জন্য এই প্রয়োজন বাড়িয়া যায়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্য নগদ টাকাকড়ির চাহিদা প্রধানত আয়ের স্তরের (level of income) উপর নির্ভরশীল।

১। লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্য

এই উদ্দেশ্যে নগদ টাকাকড়ির চাহিদা সঞ্চয়ের স্তর দ্বারা নির্ধারিত হয়

সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য : ভবিষ্যৎ ও অনির্দিষ্ট প্রয়োজনের (unforeseen contingencies) বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য লোকে নগদ টাকাকড়ি হাতে রাখিতে চায়। যেমন, লোকে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হইতে পারে অথবা ব্যাধিগ্রস্ত বা বেকার হইয়া পড়িতে পারে। এই প্রকারের বিপদের সময়ের জন্য লোকে হাতে নগদ

১. এইভাবে গড় হিসাব করা হয় : যদি হাতে প্রথম দিনে ৬০০ টাকা, দ্বিতীয় দিনে ৫৮০ টাকা এবং তৃতীয় দিনে ৫৬০ টাকা থাকে তবে ৩ দিনের গড় হইল {(৬০০+৫৮০+৫৬০)÷৩=১৭৪০÷৩=} ৫৮০ টাকা।

টাকাকড়ি রাখে। ব্যবসায়ীরাও অনির্দিষ্ট জরুরী অবস্থার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নগদ অর্থ রাখে। এই প্রকার নগদ টাকাকড়ির প্রয়োজনের পরিমাণ ব্যক্তিবিশেষ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। মোটামুটিভাবে অবশ্য বলা যায় যে সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ধনীদের চাহিদা দরিদ্র শ্রেণীর অপেক্ষা অধিক হয়।

২। সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য

ফটকা কারবারের উদ্দেশ্য : বাজারের গতিবিধির সুযোগ গ্রহণ করিয়া লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখে। বাজারে বহু ধরনের ঋণপত্র (bonds) থাকে যাহা হইতে নির্দিষ্ট আয় করা যায়। সুযোগ বুঝিয়া এই সকল বণ্ডে বা ঋণপত্রে অর্থলগ্নী করিবার উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখে। বিপরীত দিক দিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র ক্রয় করিবার ফলে লোকসান হওয়ার আশংকা হইতে রেহাই পাওয়ার জন্যও লোকে নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিতে পারে।

৩। ফটকা কারবারের উদ্দেশ্য

দুই-একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। বণ্ড বা ঋণপত্র (bonds) হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক আয় হয়। সুতরাং বাজারে সুদের হার পরিবর্তিত হইলে বণ্ডের বাজার-দামও পরিবর্তিত হয়। ধরা যাউক, যখন বাজারে সুদের হার ৪ টাকা তখন সরকার বাৎসরিক ৪ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ১০০ টাকার ঋণপত্র বাজারে ছাড়িল। যে কেহ ১০০ টাকার ঋণপত্র ক্রয় করিবে, সে তাহার লগ্নী হইতে ৪ টাকা করিয়া আয় করিবে। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে বাজারে সুদের শতকরা হার ২ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এখন পূর্বেকার ৪ টাকা সুদপ্রদানকারী ১০০ টাকা মূল্যের ঋণপত্র ২০০ টাকায় বিক্রয় হইবে। অপরদিকে সুদের শতকরা হার বৃদ্ধি পাইয়া যদি শতকরা ৮ টাকা হয় তাহা হইলে ৪ টাকা বাৎসরিক আয়প্রদানকারী ১০০ টাকার ঋণপত্র বাজারে ৫০ টাকায় বিক্রয় হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যখন সুদের হার অধিক তখন ঋণপত্র ক্রয় করিয়া পরে যখন সুদের হার কম হয় তখন ঐ ঋণপত্র বিক্রয় করিলে লাভবান হওয়া যায়। অপরদিকে যখন সুদের হার কম তখন বণ্ড বা ঋণপত্র যদি ক্রয় করা হয় এবং পরে যদি সুদের হার বাড়িয়া যায় এবং ঐ ঋণপত্র বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে লোকসান দিতে হয়। ইহা হইতে বলা যায়, ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে লোকের নগদ টাকাকড়ির চাহিদা বর্তমান সুদের তুলনায় ভবিষ্যতের সুদের হারের উঠানামার অনুমান বা প্রত্যাশার (expectations) উপর নির্ভর করে।

এই উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের চাহিদা ভবিষ্যতের হার সম্পর্কে অনুমান দ্বারা নির্ধারিত হয়

ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে টাকাকড়ির চাহিদা এইভাবে সুদের সহিত সম্পর্কিত (interest-elastic)। যখন সুদের হার কম তখন লোকে অধিক নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখে এবং যখন সুদের হার অধিক তখন লোকে কম টাকাকড়ি নগদ অবস্থায় রাখিতে চায়। ইহার তুলনায় সতর্কতামূলক ও লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের চাহিদা সুদের উপর বিশেষ নির্ভর করে না—উহা প্রধানত নির্ভর করে আয়ের

সুদের হার ও নগদ-পছন্দের অবস্থা মোটামুটিভাবে পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত

পরিমাণের উপর। ইহা সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে যে সুদের হার অধিক হইলে লোকে এই উদ্দেশ্যে রক্ষিত নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ কমাইয়া দেয়।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় টাকাকড়ি: তাহা হইলে দেখা গেল, লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্য, সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য এবং ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিতে চায়। অর্থাৎ, টাকাকড়ির জন্য মোট চাহিদার সৃষ্টি হয় এই তিনটি কারণে। টাকাকড়ির চাহিদাকে উপরি-উক্ত তিন ভাগে বিভক্ত না করিয়া সক্রিয় টাকাকড়ির জন্য চাহিদা (demand for active money) এবং নিষ্ক্রিয় টাকাকড়ির জন্য চাহিদা (demand for inactive money) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্যে যে-টাকাকড়ির প্রয়োজন হয় তাহাকে বলা হয় সক্রিয় টাকাকড়ি আর ফটকা কারবার এবং সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে যে-টাকাকড়ির চাহিদা হয় তাহাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় টাকাকড়ি। সুতরাং বলা যায়, টাকাকড়ির জন্য মোট চাহিদা সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় এই দুই ধরনের চাহিদা লইয়া গঠিত। এখন টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান দ্বারা সুদের হার কিভাবে প্রভাবান্বিত হয় তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে।

সুদের হার যথেষ্ট না হইলে লোকে তাহার নগদ-পছন্দ (liquidity) পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইবে না। সুদের হার কম হইলে লোকে অধিক নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চাহিবে, আর সুদের হার অধিক হইলে লোকে কম নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চাহিবে। বিভিন্ন সুদের হারে লোকে কত নগদ অর্থ রাখিবে তাহা দেখাইবার জন্য নগদ-পছন্দের বা নগদ টাকাকড়ির চাহিদা-সূচী প্রণয়ন করা যায় এবং নগদ-পছন্দ বা নগদ টাকাকড়ির চাহিদা-রেখা (liquidity preference curve or demand curve of money) অংকন করা যায়। এই রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নগামী হইবে। ইহার দ্বারা বুঝানো হয় যে সুদ অধিক হইলে নগদ টাকাকড়ির চাহিদা কম হইবে, আর সুদ কম হইলে নগদ টাকাকড়ির চাহিদা বেশী হইবে।

নগদ-পছন্দের চাহিদা-রেখা

নগদ-পছন্দ তত্ত্ব অনুসারে সুদের হার টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং সুদের হার নির্ধারণের দ্বিতীয় দিক হইল টাকাকড়ির যোগান। সমাজে মোট টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাংক-ব্যবস্থা। ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ টাকাকড়ির যোগান হ্রাস বা বর্ধিত করিতে সমর্থ। স্বল্পকালীন অবস্থায় টাকাকড়ির যোগানের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। সুতরাং টাকাকড়ির যোগান-রেখা সম্পূর্ণ সোজাভাবে উপরের দিকে উঠিয়া যাইবে। এখন ভারসাম্য সুদের হার (equilibrium rate of interest) নির্ধারিত হইবে সেই স্তরে যেখানে লোকের স্বভাব ও নগদ-পছন্দ দ্বারা নির্ধারিত নগদ টাকাকড়ির চাহিদার পরিমাণ ব্যাংক-ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত নগদ টাকাকড়ির যোগান যতটা আছে তাহার সমান হইয়া দাঁড়াইবে।[১] বিষয়টিকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে:

খ। যোগানের দিক

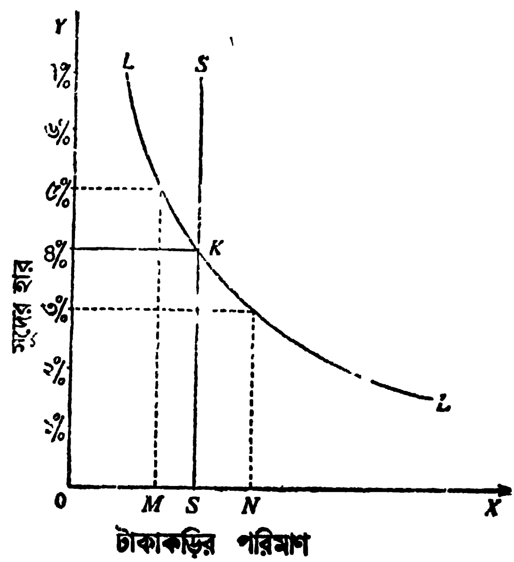
ভারসাম্য সুদের হার

১. "... the rate of interest equals the supply of money, as determined by the banking system. with the demand for money, as determined by the people's habits and their preference for liquidity." Benham

নিম্নের রেখাচিত্রে LL-রেখাটি হইল নগদ-পছন্দ রেখা। এই রেখাটির দ্বারা বুঝানো হইতেছে বিভিন্ন সুদের হারে লোকে কত নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিতে চায়। SS-রেখাটি টাকাকড়ির যোগান-রেখা। ইহা সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে নির্দিষ্ট সময়ে টাকাকড়ির যোগান নির্দিষ্ট।

রেখাচিত্রের ব্যাখ্যা

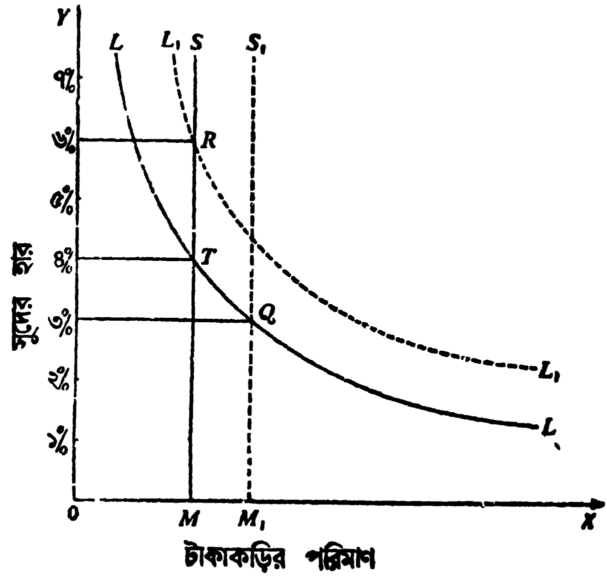
পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্র হইতে দেখা যাইতেছে যে LL-রেখা SS-রেখাকে K বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। অর্থাৎ, যখন সুদের হার শতকরা ৪ টাকা তখন দেশে টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান উভয়ই OS পরিমাণ। সুতরাং ভারসাম্য সুদের হার হইল শতকরা ৪ টাকা। অন্য কোন সুদের হারে এই ভারসাম্য সম্ভব হইবে না। ধরা যাউক যে, সুদের হার হইল শতকরা ৫ টাকা। তাহা হইলে লোকে OM পরিমাণ নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিতে চাহিবে; কিন্তু মোট টাকাকড়ির যোগান হইবে OS পরিমাণ। এই অবস্থায় অতিরিক্ত MS পরিমাণ টাকাকড়ি লোকে লগ্নী করিতে অথবা বণ্ডে বিনিয়োগ করিতে চাহিবে। ফলে সুদের হার হ্রাস (এবং বণ্ডের দাম বৃদ্ধি) পাইয়া শতকরা ৪ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে। অপরদিকে যদি সুদের হার শতকরা ৩ টাকা হয় তাহা হইলে লোকের নগদ



টাকাকড়ির চাহিদা হইবে ON পরিমাণ; কিন্তু টাকাকড়ির মোট যোগানের পরিমাণ OS বলিয়া অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াইবে SN পরিমাণ। এইরূপ ক্ষেত্রে লোকে বণ্ড বিক্রয় করিয়াও নগদ টাকাকড়ি হাতে ধরিয়া রাখিতে চাহিবে। ইহাতে সুদের হার বৃদ্ধি পাইয়া ৪ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে।

সুদের হারের উপর নগদ টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগানে পরিবর্তনের প্রভাব: এখন দেখা যাউক, টাকাকড়ির যোগান এবং নগদ-পছন্দ বা নগদ টাকাকড়ির চাহিদা পরিবর্তিত হইলে অবস্থা কি দাঁড়ায়। ভবিষ্যতের সুদের হার সম্পর্কে বাজারের পূর্বেকার ধারণার পরিবর্তন ঘটিবার ফলে নগদ-পছন্দের বা নগদ টাকাকড়ির চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। যেমন, বাজারে যদি এই ধারণা হয় যে পূর্বে যাহা আশা করা হইয়াছিল ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা সুদের হার অধিক হইবে তাহা হইলে লোকের নগদ-পছন্দ বা নগদ টাকাকড়ির চাহিদা বাড়িয়া যাইবে।

নগদ-পছন্দের বা টাকাকড়ির চাহিদা-রেখা উপরের দিকে সরিয়া যাইবে। ইহার অর্থ হইল, একই সুদের হারে লোকে পূর্বের তুলনায় অধিক নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিতে চাহিবে। টাকাকড়ির যোগান যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে এই চাহিদাবৃদ্ধির ফলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে আবার যদি নগদ-পছন্দ অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু টাকাকড়ির যোগান যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে সুদের হার কমিয়া যাইবে। নিম্নের রেখাচিত্রে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলাফল দেখানো হইল :



রেখাচিত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে যে যখন টাকাকড়ির যোগান OM অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু নগদ-পছন্দ বৃদ্ধি পায় তখন নগদ-পছন্দ রেখা ডানদিকে সরিয়া L_1L_1 হয়। ইহার ফলে ভারসাম্য সুদের হার শতকরা ৪ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬ টাকায় দাঁড়ায়। অপরদিকে যদি ধরিয়া লওয়া হয় নগদ-পছন্দের কোন পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু টাকাকড়ির যোগান OM হইতে বৃদ্ধি পাইয়া OM_1-এ দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইলে সুদের হার হ্রাস পাইয়া শতকরা ৩-এ দাঁড়াইবে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যাংক-ব্যবস্থা ও অর্থসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ (Banking and Monetary Authorities) টাকাকড়ির যোগান বাড়াইয়া সুদের হার কমাইতে সমর্থ হইলেও, সুদের হার হ্রাস পাইয়া শেষ পর্যন্ত এমন একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় যেখানে আর টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করা হইলেও সুদ কমিবে না। যেমন, সুদের হার শতকরা ২ টাকা হইলে হয়ত লোকের টাকাকড়ির চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic) হইবে—অর্থাৎ বর্ধিত টাকাকড়ির সমস্তটাই নগদ আকারে ধরিয়া রাখিতে চাহিবে, ঋণপত্রে বা বণ্ডে নিয়োগ করিতে

রেখাচিত্রের ব্যাখ্যা

চাহিবে না। ইহার কারণ, এইরূপ অবস্থায় লোকের মনে ধারণা হয় যে সুদ সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছিয়াছে এবং ভবিষ্যতে বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং এখন ঋণপত্র বা বণ্ড ক্রয় করা অপেক্ষা ভবিষ্যতে সুদ বাড়িলেই বিনিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত।

নগদ-পছন্দ তত্ত্বের ব্যবহারিক তাৎপর্য: এই প্রসংগে কেইনসের নগদ-পছন্দ তত্ত্বের ব্যবহারিক তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করিয়া দেশের নিয়োগ (employment) বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিতে পারে। টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পাইলে সুদের হার কম হইবে; ফলে বিনিয়োগের (investment) পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে লোকের আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। তবে এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা মনে রাখিতে হইবে। টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধির তুলনায় যদি নগদ-পছন্দের হার বেশী বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সুদের হার কমিবে না। ইহা ব্যতীত বিনিয়োগ একদিকে যেমন সুদ, অপরদিকে আবার তেমনি মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার (marginal efficiency of capital)—অর্থাৎ অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ হইতে লাভের সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে। সুদহ্রাসের তুলনায় ব্যবসায়ীদের লাভের আশা আরও কমিতে পারে। এমতাবস্থায় সুদ কমিলেও বিনিয়োগ (investment) বৃদ্ধি না পাইতে পারে। এই কারণেই প্রয়োজন হয় সরকারের পক্ষে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ করিবার।

সমালোচনা: নগদ-পছন্দ তত্ত্বের সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে সুদের ব্যাখ্যায় কেইনস্ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু মূলধনের উৎপাদনশীলতা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নহে। উৎপাদনকার্য সম্পাদন করিতে সময় লাগে এবং অনেক ক্ষেত্রেই অধিক মূলধন-ব্যবহারকারী উৎপাদন-পদ্ধতি অধিকতর উৎপাদনশীল। এই কারণেই ঋণ-মূলধনের (loan-capital) চাহিদা হয় এবং সুদ দেওয়া হয়।

১। এই তত্ত্বে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে

আবার বলা হয়, ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বকে কেইনস্ যে অনির্দিষ্ট বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন তাহা নগদ-পছন্দ তত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেইনসের তত্ত্ব অনুসারে সুদের হার টাকাকড়ির যোগান ও টাকাকড়ির চাহিদা বা নগদ-পছন্দের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু আয়ের পরিবর্তন হইলে নগদ-পছন্দ রেখা বা সূচী (Liquidity Preference Curve or Schedule) পরিবর্তিত হয়। যে-পর্যন্ত না আয়ের স্তর (level of income) জানা যায় সে-পর্যন্ত সুদ কি হইবে তাহা জানা যায় না। আবার আয়ের স্তর জানা যায় না, যদি-না সুদের হার কি তাহা ইতিপূর্বে জানা থাকে।

২। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের ন্যায় এই তত্ত্বও অনির্দিষ্ট

উপসংহার: উপসংহারে বলা হয় উৎপাদনশীলতা, মিতব্যয়িতা বা সঞ্চয়, নগদ-পছন্দ এবং টাকাকড়ির যোগান—এই কয়টির সকলকেই নির্দিষ্ট সুদতত্ত্বে স্থান দেওয়া প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্তসার

সুদের তত্ত্ব লইয়া বিশেষ মতবিরোধ আছে। সুদ সম্পর্কে তত্ত্ব মোটামুটি দুই প্রকার। প্রথম শ্রেণীর তত্ত্বগুলি সুদ কেন দেওয়া হয় তাহারই ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা করে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর তত্ত্বগুলি সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহারই পর্যালোচনা করে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত তত্ত্বগুলির মধ্যে তিনটিই প্রধান—(ক) ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব, (খ) নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব এবং (গ) কেইনসের তত্ত্ব। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে সুদ নির্ধারিত হয় মূলধনের চাহিদা ও যোগান দ্বারা। নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে সুদ নির্ধারিত হয় ঋণপ্রদানের উপযোগী তহবিলের চাহিদা ও যোগান দ্বারা। কেইনসের তত্ত্ব অনুসারে সুদ নির্ধারিত হয় টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান দ্বারা। কেইনসের তত্ত্ব নগদ-পছন্দ তত্ত্ব নামেও অভিহিত।

অনুশীলনী

1. What do you understand by 'interest'? Account for differences in the rate of interest on different types of loans.

['সুদ' বলিতে কি বুঝ? বিভিন্ন প্রকার ঋণের উপর সুদের হারের তারতম্যের কারণ নির্দেশ কর।]

(৩১০-১১ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the statement that the rate of interest equals the supply of money with the demand for money.

[টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান যেখানে পরস্পরের সমান সেখানে সুদের হার নির্ধারিত হয়। উক্তিটির পর্যালোচনা কর।] (৩১৯-২৩ পৃষ্ঠা)

3. Explain the relationship, if any, between liquidity preference and the rate of interest.

[নগদ-পছন্দ ও সুদের হারের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকিলে তাহা ব্যাখ্যা কর।] (৩১৯-২৩, ৩২৫ পৃষ্ঠা)

4. Write a short note on monetary theory of interest.

[সুদের টাকাকড়িসংক্রান্ত তত্ত্বের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর।] (৩১৯-২৩ পৃষ্ঠা)

---

২৬ | মুনাফা (PROFIT)

মুনাফার প্রকৃতি (Nature of Profit): অধ্যাপক টাউসিগ (Taussig) মুনাফাকে 'মিশ্র আয়' (a mixed income) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত, ব্যবসায়ী বা অনিশ্চয়তা-বাহকের[১] উপার্জন বিভিন্ন আয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। ইহার মধ্যে তাহার পারিশ্রমিক থাকিতে পারে, বিনিয়োজিত নিজস্ব মূলধনের সুদ থাকিতে পারে, নিজস্ব জমির খাজনা থাকিতে পারে, একচেটিয়া কারবারের লাভ থাকিতে পারে, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোন্‌গুলিকে বাদ দিয়া প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণ

মুনাফা অন্যতম মিশ্র আয়

১. সংগঠনকে উৎপাদনের চতুর্থ উপাদান এবং ঝুঁকিবহনকে সংগঠনকার্যের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করিলে মুনাফাকে সংগঠকের আয় বলিয়া বর্ণনা করা যায় (৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা দেখ)। মুনাফার আলোচনার এই অধ্যায়ে সংগঠক, ঝুঁকি-বাহক, উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ী—এই চারিটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করা হইবে।

করা হইবে সে-সম্বন্ধে অর্থবিদ্যাবিদগণ একমত নহেন। সুতরাং টাউসিগের মতে, মুনাফার প্রকৃতি আলোচনা বিরক্তিকরও বটে (Profit is a mixed and a vexed income)।

সাধারণ ভাষায় মুনাফা বলিতে দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য ও প্রত্যক্ষ উৎপাদন-ব্যয়ের (direct cost of production) পার্থক্য বুঝায়। অর্থবিদ্যায় এইরূপ মুনাফাকে মোট মুনাফা (gross profit) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মোট মুনাফাকে সাধারণত বিনিয়োজিত মূলধনের উপর প্রতিদান (return) হিসাবেই দেখা হয়। যেমন, ব্যবসায়ে যদি ৫০ হাজার টাকা বিনিয়োজিত থাকে এবং বৎসরে যদি ১০ হাজার টাকা মুনাফা হয় তবে মূলধনের উপর প্রতিদানের হার হইল শতকরা ২০।

মোট মুনাফা

কিন্তু অর্থবিদ্যায় যাহাকে প্রকৃত মুনাফা বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা উপরি-বর্ণিত মোট মুনাফা নহে, নীট মুনাফা (net or pure profit) মাত্র। এই নীট মুনাফা মোট মুনাফা হইতে কয়েক প্রকারের উপার্জন বাদ দিলেই পাওয়া যায়।

নীট বা প্রকৃত মুনাফা

নীট মুনাফার উপাদান : মোট মুনাফার মধ্যে সাধারণত নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকে :

১। সংগঠক স্বয়ং যোগান দিয়াছে এরূপ উৎপাদনের উপাদানের উপার্জন—যথা, তাহার নিজস্ব জমির খাজনা বা নিজস্ব মূলধনের সুদ ,

২। সংগঠকের নিজস্ব পারিশ্রমিক বা তত্ত্বাবধানকার্যের মজুরি ,

৩। অনিশ্চয়তাবহনের (uncertainty) পুরস্কার ,

৪। সংগঠনদক্ষতার তারতম্যজনিত উপার্জন ,

৫। একচেটিয়া কারবারের লাভ এবং

৬। অপ্রত্যাশিত আয় (windfall incomes)।

উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম দুইটি সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান উহাদের বাদ দিয়াই নীট মুনাফার হিসাব করে। একমালিকী কারবার প্রভৃতিতে অবশ্য উহাদের বাদ দেওয়া হয় না, কিন্তু মোট মুনাফা হইতে ঐ দুইটি উপাদানকে বাদ দিলে তবেই নীট বা প্রকৃত মুনাফার হিসাব পাওয়া যায়।

মোট মুনাফার পরবর্তী চারিটি উপাদানই—অনিশ্চয়তাবহনের পুরস্কার, সংগঠন-দক্ষতার তারতম্যজনিত উপার্জন, একচেটিয়া কারবারের লাভ এবং অপ্রত্যাশিত আয়—নীট মুনাফার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ইহাদের প্রত্যেকটিই মোটামুটিভাবে অনিশ্চয়তা-বহনকার্যের ফল এবং ফলে অনিশ্চয়তা-বাহকের (entrepreneur) উপার্জন।

বর্তমানে ব্যবসায়ী ভবিষ্যতের চাহিদা অনুমান করিয়া উৎপাদন বা মাল মজুত করা ছাড়াও অন্যান্যভাবে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বহন করে। অনেক সময় সে উন্নততর

কলাকৌশল (innovation) প্রবর্তন করিয়া অপর সকলের অগ্রবর্তী হইতে চায়। উন্নততর কলাকৌশল বলিতে নূতন দ্রব্য বা নূতন পদ্ধতি বা নূতন বাজার যে-কোনটিকে বুঝাইতে পারে। এই নূতন পদ্ধতি ইত্যাদির প্রবর্তনকারীর যে-অতিরিক্ত আয় তাহা নীট মুনাফার অন্তর্ভুক্ত। আবার বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে দ্রব্য-পৃথকীকরণ (product differentiation) দ্বারাও—অর্থাৎ সাধারণ জিনিসকে অসাধারণ জিনিস বলিয়া চালাইয়াও ব্যবসায়ী অতিরিক্ত কিছু আয় করিতে পারে। এই আয়ও নীট মুনাফার অন্তর্ভুক্ত। একচেটিয়া কারবারের লাভও কতকটা সংগঠনদক্ষতার তারতম্যজনিত কারণে উদ্ভব হয়। কারবারী একচেটিয়া অধিকারলাভ করিতে এবং উহাকে বজায় রাখিতে পারে বলিয়াই এই আয় হয়। অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক উপার্জনের (wind-fall income) উপর সংগঠকের কোন হাত নাই। অনিশ্চয়তা-বহন করিয়া ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকিতে পারিলে কখনও কখনও এই প্রকার আয় তাহার ভাগ্যে জুটিতে পারে। এই আয়ও নীট মুনাফার উপাদান। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মুনাফা একপ্রকার অনিশ্চয়তা-বহনেরই পুরস্কার।

১। অনিশ্চয়তা-বহনের পুরস্কার

২। সংগঠনদক্ষতায় তারতম্যজনিত উপার্জন

৩। একচেটিয়া কারবারের লাভ

৪। অপ্রত্যাশিত আয়

এইভাবে মোট মুনাফা হইতে অনিশ্চয়তাবহনকার্যের সহিত সম্পর্কহীন উপার্জন—যথা, সংগঠনকার্যের জন্য মজুরি, নিজস্ব জমির খাজনা ইত্যাদি, বাদ দিয়া নীট মুনাফা বাহির করার পদ্ধতিকে একটি তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে। ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে তাহার যে নিজস্ব মূলধন, শ্রম ইত্যাদি নিয়োগ করে উহাদের সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost) নির্ধারণ করা যাইতে পারে। মোট মুনাফা হইতে এই সুযোগ-ব্যয় বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই হইল নীট বা প্রকৃত মুনাফা। ধরা যাউক, কোন ব্যবসায়ে মোট মুনাফা হইল ৫০০০ টাকা। ঐ ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীর নিজস্ব জমি ও মূলধন নিযুক্ত আছে এবং উহাতে ব্যবসায়ী হিসাব করিয়া দেখিল জমি অপরকে ভাড়া দিলে, মূলধন অপরকে ধার দিলে এবং অপরের নিকট মাহিনায় কাজ করিলে তাহার বৎসরে ৩০০০ টাকা আয় হইত। সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর নিজস্ব উৎপাদনের উপাদানসমূহের সুযোগ-ব্যয় বা স্থানান্তর-ব্যয়—অর্থাৎ বিকল্প নিয়োগে উহাদের উপার্জনের সম্ভাবনা হইল ৩০০০ টাকা। অতএব, নীট মুনাফা হইল (৫০০০ টাকা − ৩০০০ টাকা =) ২০০০ টাকা।

প্রকৃত মুনাফা অনিশ্চয়তাবহনেরই পুরস্কার

তত্ত্বাকারে নীট মুনাফা

মুনাফা ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Profit and other Factor-Incomes): মুনাফার প্রকৃতি আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করিবার জন্য উহার এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে তিন দিক দিয়া

তিনটি পার্থক্য :

মুনাফার সহিত উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, মজুরি, খাজনা বা সুদের মত মুনাফা পূর্ব হইতেই চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে না; অপর সকল দাবিদারের পাওনা মিটাইয়া উদ্বৃত্ত থাকিলে তবেই মুনাফা উদ্ভূত হয়।

১। অন্যান্য আয়ের মত মুনাফা চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে না

জমির মালিক জানে যে সে বৎসরান্তে বা মাসের শেষে কত খাজনা পাইবে, শ্রমিক জানে যে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে সে কত মজুরি পাইবে, ঋণদাতাও জানে যে সে কত সুদ পাইবে; কিন্তু অনিশ্চয়তা-বাহক (entrepreneur) জানে না যে সে কত মুনাফা পাইবে এবং আদৌ পাইবে কি না। বস্তুত, অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকিবহনের দরুন উদ্ভূত হয় বলিয়া মুনাফার প্রকৃতিও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। অন্যভাবে বলিতে গেলে, উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান তাহাদের কার্যের জন্য দাম (price) পায়। অনিশ্চয়তা-বাহক পায় অনিশ্চিত পুরস্কার (uncertain reward) বা উদ্বৃত্তাংশ।[১]

দ্বিতীয়ত, অনিশ্চয়তা মুনাফার প্রকৃতি বলিয়া উহার পরিমাণও বিশেষ পরিবর্তনশীল।

২। অন্যান্য আয় অপেক্ষা মুনাফার পরিমাণ অধিক পরিবর্তনশীল

কোন বৎসর হয়ত বা প্রচুর লাভ হইল, পর বৎসর হয়ত ততোধিক ক্ষতি হইল। মজুরি, খাজনা ও সুদের হারে কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না; মূল্যস্তরের পরিবর্তনের ফলে উহাদের পরিবর্তন ঘটে ধীরে ধীরে, কিন্তু মুনাফা সাড়া দেয় তৎক্ষণাৎ।

তৃতীয়ত, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের আয়ের মধ্যে একমাত্র মুনাফাই ঋণাত্মক

৩। সকল আয়ের মধ্যে একমাত্র মুনাফাই ঋণাত্মক হইতে পারে

(negative) হইতে পারে। মুনাফার পরিমাণ বিশেষ পরিবর্তনশীল বলিয়া ধনাত্মক মুনাফা (positive profit) বা লাভের পরিবর্তে একেবারে ঋণাত্মক মুনাফা বা ক্ষতি দেখা দিতে পারে; কিন্তু মজুরি, খাজনা বা সুদ কখনও ঋণাত্মক হয় না, বড়জোর উহাদের হার শূন্য হইতে পারে।

মুনাফার উদ্ভব (Origin of Profit): মুনাফার উদ্ভব হয় কেন? এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে: খাজনাতত্ত্ব (Rent Theory), মজুরিতত্ত্ব

বিভিন্ন মুনাফাতত্ত্ব

(Wages Theory), গতিশীল তত্ত্ব (Dynamic Theory), ঝুঁকিবহনতত্ত্ব (Risk-bearing Theory) এবং অনিশ্চয়তা-বহনতত্ত্ব (Uncertainty-bearing Theory)।

ক। মুনাফার খাজনাতত্ত্ব (Rent Theory of Profit): এই তত্ত্ব অনুসারে মুনাফার প্রকৃতি খাজনারই অনুরূপ। যেরূপ খাজনাহীন জমি (no-rent

মুনাফার প্রকৃতি খাজনারই অনুরূপ

land) থাকে, সেইরূপ মুনাফাহীন সংগঠকেরও (organiser) সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রান্তিক সংগঠক মাত্র উৎপাদনের ব্যয়ই সংকুলান করিতে সমর্থ হয়; সুতরাং তাহার মুনাফা বলিয়া কিছু থাকে না। প্রান্তিক সংগঠকগণ হইতে যাহাদের সংগঠন-নৈপুণ্য অধিক, মাত্র তাহারাই মুনাফা লাভ করে। অতএব, মুনাফা খাজনারই মত বিভিন্ন সংগঠকের মধ্যে প্রকৃতিগত

---

১. "A wage is a price paid for a certain amount of work, and interest is a price paid for a loan; but profits are not a price. They are a residual item ... ." Benham

পার্থক্যের (natural differential advantage) দরুন উদ্ভূত হয়। সুতরাং মুনাফা নৈপুণ্যেরই পুরস্কার বা খাজনা (rent of ability)। খাজনা উৎপাদন-ব্যয়ের অংগীভূত হয় না বলিয়া মুনাফাও দামকে প্রভাবান্বিত করে না। প্রান্তিক সংগঠকের উৎপাদন-ব্যয়ের উপর যাহা থাকে তাহাই মুনাফা ; তাহাই অধিকতর কর্মদক্ষ উদ্যোক্তাগণ ভোগ করিয়া থাকে। প্রান্তিক সংগঠক পায় মাত্র পরিচালনার পারিশ্রমিক।

মুনাফার খাজনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন ওয়াকার (Walker) এবং অন্যান্য মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ। তত্ত্বটির বিরুদ্ধে সমালোচনা হইল যে, ইহা ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা-বহনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। অনিশ্চয়তাবহনই উদ্যোক্তার (entrepreneur) প্রকৃত কার্য এবং ইহার জন্য সে পুরস্কার প্রত্যাশা করিবেই।[১] এই প্রত্যাশিত পুরস্কার বা মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অংগীভূত হয় ; ইহার হিসাব ধরিয়াই উদ্যোক্তা তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের দাম-নির্ধারণ করে।[২] মুনাফার প্রত্যাশা যদি না থাকিত তবে লোকে ব্যবসায়-সংগঠনের কার্যে উদ্যোগী হইত না, নির্দিষ্ট মজুরিতে অপরের নিকট নিযুক্ত হইবারই চেষ্টা করিত। এই দিক দিয়া উদ্যোগ (enterprise) জমির সহিত কোন মতেই তুলনীয় নহে। জমি প্রকৃতির দান, উহার কোন যোগান-দাম নাই। কিন্তু ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষের যোগান-দাম আছে। তাহাকে নির্দিষ্ট নিয়োগের পরিবর্তে উদ্যোগে উৎসাহিত করিতে হইলে প্রচলিত মজুরির অতিরিক্ত কিছু তাহার সম্মুখে ধরিতে হইবে। এই 'অতিরিক্ত কিছু'ই প্রত্যাশিত মুনাফা। ইহা প্রান্তিক বা প্রান্তোর্ধ্ব সকল উদ্যোক্তারই 'প্রাপ্য'—যদিও বা লব্ধ মুনাফা (realised profit) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইতে পারে। আরও সহজভাবে বলিতে গেলে, অনিশ্চয়তাবহনের দরুন যে-পুরস্কার তাহা সকল উদ্যোক্তাই পাইবে, কিন্তু সংগঠন-নৈপুণ্যের পার্থক্যের জন্য লব্ধ মুনাফার পরিমাণে তারতম্য থাকিতে পারে।

তত্ত্বটির সমালোচনা

খ। মুনাফার মজুরিতত্ত্ব (Wages Theory of Profit): এই তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে মুনাফার প্রকৃতি মজুরিরই মত, খাজনার মত নয়। তত্ত্বটির ব্যাখ্যাকর্তাগণ—যথা, টাউসিগ, ডাভেনপোর্ট (Davenport) প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ বলেন, সংগঠন (organisation) শ্রমেরই একটি রূপ—যদিও বা উন্নততর রূপ। সুতরাং সংগঠন, সংহতিসাধন (co-ordination) প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যের জন্য উদ্যোক্তা পারিশ্রমিক ছাড়া আর কিছু পায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বেতনভোগী ম্যানেজারই এই সকল কার্য সম্পাদন করে এবং ম্যানেজারের সংগঠন-নৈপুণ্য যত অধিক হয় তাহার বেতনও তত অধিক হয়। উপরন্তু, আজ যে বেতনভুক্ ম্যানেজার, কাল সে নিজস্ব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এবং আজ যে স্বাধীন ব্যবসায়ের মালিক, কাল সে

মুনাফার প্রকৃতি মজুরির মত

---

১. এখানে সংগঠনকার্য ও অনিশ্চয়তাবহন বা উদ্যোক্তার কার্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যাইতে পারে। সংগঠক বা ব্যবস্থাপক মাহিনা-করা লোক হইলে যাহারা লাভক্ষতির দায়িত্ব বহন করিয়া মূলধন যোগান দেয় (যেমন, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ) তাহাদেরই উদ্যোক্তা বলা যাইতে পারে।

২. "Prospective profit is a cost exactly like wages, interest and rent." Cairncross

বেতনভুক্ ম্যানেজারের পদ অধিকার করিতে পারে। সুতরাং সংগঠন (organisation) বা উদ্যোগ (enterprise) বলিয়া কোন পৃথক উৎপাদনের উপাদান নাই ; ফলে মুনাফা বলিয়া উপাদানের পৃথক আয়ও (separate factor-income) নাই। অতএব, মুনাফাকে মজুরিরই অন্যতম রূপ বলিয়া গণ্য করা যুক্তিযুক্ত।[১]

এইভাবে মুনাফাকে মজুরির গোষ্ঠীভূত করা সমালোচকগণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। উদ্যোক্তা ও বেতনভুক্ ম্যানেজারের কার্য এক নহে। উদ্যোক্তা অনিশ্চয়তা বহন করে, বেতনভুক্ ম্যানেজার করে না। দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তা স্বয়ং-নিযুক্ত কিন্তু বেতনভুক্ ম্যানেজার-সহ সকল শ্রমিকই পর-নিযুক্ত। এই দুই কারণে ম্যানেজারের আয় চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে ; কিন্তু উদ্যোক্তাকে ঋণাত্মক মুনাফা (negative profits) বা ক্ষতির দায়িত্ব বহন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে উদ্যোক্তার আয় কতকটা সুযোগসুবিধা বা সম্ভাবনার (chance) উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সম্ভাবনার সহিত মজুরির কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং মুনাফাকে মজুরি বলিয়া গণ্য করা চলে না।

সমালোচনা

গ। মুনাফার গতিশীল তত্ত্ব (Dynamic Theory of Profit): মুনাফার গতিশীল তত্ত্ব প্রচার করেন অন্যতম মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ ক্লার্ক (J. B. Clark)। তিনি বলেন, স্থিতিশীল সমাজে জনসংখ্যা, অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ, মূলধনের পরিমাণ, উৎপাদন-পদ্ধতি, সংগঠন-ব্যবস্থা প্রভৃতি সকলই অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া প্রতিযোগিতার প্রভাবে মুনাফা শেষ পর্যন্ত শূন্যে পরিণত হয়। স্থিতিশীল সমাজে সকল কিছুই জানা বা জানার যোগ্য থাকে বলিয়া ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বলিয়া কিছুই থাকে না, ফলে মুনাফারও উদ্ভব হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ মাত্র তত্ত্বাবধান কার্যের পারিশ্রমিক ও নিজস্ব উপাদানের দাম পাইয়া থাকে।

মাত্র গতিশীল সমাজেই মুনাফা উদ্ভূত হয়

মুনাফার উদ্ভব হয় গতিশীল সমাজ-ব্যবস্থায়। সেখানে উদ্যোক্তাগণের কার্যের ফলেই হউক (যেমন, নূতন দ্রব্য উৎপাদন) অথবা জনসংখ্যা ইত্যাদির পরিবর্তনজনিত কারণেই হউক উৎপাদন-ব্যয় ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যটুকুই মুনাফা।

মুনাফার গতিশীল তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রথম সমালোচনা করা হইয়াছে এই বলিয়া যে, সকল পরিবর্তনের ফলেই মুনাফার উদ্ভব হয় না। যে-সকল পরিবর্তন অনুমেয় তাহাদের বিরুদ্ধে বীমার ব্যবস্থা করিয়া ঝুঁকি এড়ানো যায়। দ্বিতীয়ত, আমরা গতিশীল জগতেই বাস করি বলিয়া 'পরিবর্তনজনিত কারণেই মুনাফা দেখা দেয়'—এইরূপ উক্তি করা, মুনাফার অস্তিত্ব সত্যই দেখা যায় এইরূপ উক্তি করার মতই। পরিশেষে, সংগঠন-নৈপুণ্যের তারতম্যের জন্য যে মুনাফার পরিমাণে অনেকটা তারতম্য দেখা যায় তাহা এই তত্ত্ব স্বীকার করে না।

সমালোচনা

ঘ। মুনাফার ঝুঁকিবহনতত্ত্ব (Risk-bearing Theory of Profit): এই তত্ত্ব অনুসারে মুনাফা ঝুঁকিবহনের পুরস্কার মাত্র। সুতরাং ঝুঁকি যত বেশী হইবে

১. "Profits are best regarded simply as a form of wages."

প্রত্যাশিত মুনাফার পরিমাণও তত অধিক হইবে; নচেৎ পর্যাপ্ত সংখ্যায় উদ্যোক্তার সন্ধান মিলিবে না। ব্যবসায়ের ঝুঁকি দুই প্রকারের হয়: (ক) ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি এবং (খ) ব্যবসায়-পরিচালনার ঝুঁকি। প্রথম ক্ষেত্রে বিনিয়োগ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য উদ্যোক্তাকে বিশেষীকৃত যন্ত্রপাতিতে মূলধন নিবদ্ধ করিয়া মাসের পর মাস বা বৎসরের পর বৎসর বসিয়া থাকিতে হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাহাকে বাজারের তেজীমন্দা অবস্থা এবং ঐ বিশেষ পণ্যের চাহিদার পরিবর্তনজনিত সকল ঝুঁকিই বহন করিতে হয়। শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান করিয়া পরিচালিত উৎপাদন-ব্যবস্থায় উভয় প্রকার ঝুঁকিই অপরিহার্য। ঝুঁকিবহন করিতে লোক বিশেষ রাজী হয় না বলিয়া উদ্যোক্তার সংখ্যা পরিমিত থাকে এবং যাহারা উহা বহন করে তাহারা পুরস্কারস্বরূপ মূলধন নিয়োগের প্রতিদান (return on capital) অপেক্ষাও অধিক মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হয়।

মুনাফা ঝুঁকিবহনের পুরস্কার

ঝুঁকিবহনতত্ত্বের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, উদ্যোক্তার উপার্জনের সমস্তটাই ঝুঁকি-বহনের দরুন নয়। উহার মধ্যে তত্ত্বাবধানের জন্য পারিশ্রমিক, একচেটিয়া কারবারের লাভ, সংগঠন-নৈপুণ্যের তারতম্যের জন্য প্রাপ্য প্রভৃতি থাকে। দ্বিতীয়ত, মুনাফার পরিমাণ ঝুঁকির আনুপাতিক হয় এইরূপ বলাও ভুল। স্বর্ণ-উত্তোলনকার্যে ঝুঁকির পরিমাণ অত্যধিক; কিন্তু ইহাতে অধিকাংশের ভাগ্যে সাধারণ বা স্বাভাবিক মুনাফাও জুটে না। সুতরাং কার্ভারের ভাষায় বলা যায়, ঝুঁকিবহনের দরুনই মুনাফার উদ্ভব হয় না; মুনাফার উদ্ভব হয় অধিকতর দক্ষ উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে বলিয়া।[1]

সমালোচনা

অধ্যাপক নাইটের (Knight) মতে, ঝুঁকি দুই প্রকার: (ক) যে-সকল ঝুঁকি পরিমেয় এবং (খ) যে-সকল ঝুঁকি একপ্রকার অপরিমেয়। বীমা-ব্যবস্থার দ্বারা এই প্রথম শ্রেণীর ঝুঁকির বিলোপসাধন করা যাইতে পারে। সুতরাং ইহারা মুনাফার উদ্ভবের কারণ হইতে পারে না। মুনাফার উদ্ভব ঘটে অপরিমেয় ও অনিশ্চিত দ্বিতীয় শ্রেণীর ঝুঁকির জন্যই। তবে ইহাদিগকে 'ঝুঁকি' না বলিয়া 'অনিশ্চয়তা' (uncertainty) আখ্যা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

৬। মুনাফার অনিশ্চয়তাবহনতত্ত্ব (Uncertainty-bearing Theory of Profit): নাইটের অনুসরণে আধুনিক লেখকগণও বলেন যে অনিশ্চয়তাই মুনাফার উদ্ভবের কারণ[2] এবং মুনাফা অনিশ্চয়তাবহনেরই পুরস্কার। অনিশ্চয়তার উদ্ভব হয় প্রধানত দুইটি কারণে: (ক) দূরদৃষ্টির অভাব এবং (খ) পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থা। যে-উৎপাদক নূতন পণ্য বাজারে যোগান দিতেছে সে জানে না যে উহার চাহিদা কিরূপ হইবে। তবুও মুনাফার আশায় তাহাকে নূতন দ্রব্য উৎপাদন

মুনাফা ঝুঁকিবহনের নহে, অনিশ্চয়তা-বহনের পুরস্কার

১. "Profits arise not because risks are borne but because superior entrepreneurs are able to reduce them."

২. "Profits have their origin in uncertainty." Benham

করিয়া যাইতে হয়। আবার বর্তমান জানা থাকিলেও ভবিষ্যৎ সকল সময়ই অনিশ্চিত। রুচি স্বভাব ও ফ্যাসানের পরিবর্তন, রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন, আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন, ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তন, পরস্পর-সম্পর্কিত দামের পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে চাহিদা হ্রাস পাইয়া মুনাফাকে ঋণাত্মক (negative) করিয়া তুলিতে পারে। অতএব, অনিশ্চয়তা বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত রহিয়াছে এবং উহার ভার কাহাকেও না কাহাকে বহন করিতেই হইবে।

অনিশ্চয়তার ভার মূলত বহন করে উদ্যোক্তা

অনিশ্চয়তার ভার কিছুটা বহন করে শ্রমিক, কিছুটা বহন করে রাষ্ট্র, আর বাকিটা পড়ে উদ্যোক্তাদের উপর। তবে এখনও যে অনিশ্চয়তার মূল ভার ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর রহিয়াছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যবসায়ীরা এই ভার নিশ্চয়ই বহন করিবে না, যদি-না তাহাদের মুনাফার প্রত্যাশা থাকে। মোটামুটিভাবে এই প্রত্যাশিত মুনাফাই অনিশ্চয়তাবহন বা উদ্যোগের যোগান-দাম। সুতরাং ইহা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

সমালোচনা

অনিশ্চয়তাবহনতত্ত্বও সমালোচনার হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। বলা হয়, উদ্যোগের যোগান একমাত্র অনিশ্চয়তা দ্বারাই নির্ধারিত হয় না। বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের অভাব, সুযোগের অভাব, অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব প্রভৃতিও ব্যবসায়-উদ্যোগকে সম্প্রসারিত হইতে দেয় না। দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তার যে-আয় তাহা একমাত্র অনিশ্চয়তাবহনের জন্যই নহে। সংগঠনকার্য, দরাদরির ক্ষমতা ইত্যাদির জন্যও সে উপার্জন করিয়া থাকে। একই আয়তনের একই ব্যবসায়ে দুইজনের মধ্যে দ্বিতীয় জনের সংগঠনক্ষমতা অধিক হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তি অধিক মুনাফা লাভ করিবে। তৃতীয়ত, অনিশ্চয়তাবহনের যে যোগান-দাম আছে সেই ধারণারও বিরোধিতা করা হইয়াছে। অনিশ্চয়তাবহন অন্যতম মানসিক ধারণা এবং এই কারণে উহা প্রকৃত ব্যয়ের (real costs) অন্তর্ভুক্ত।[১] উৎপাদনের উপাদানের যোগান প্রকৃত ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় স্থানান্তর-ব্যয় (transfer cost) বা সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost) দ্বারা—অর্থাৎ বিকল্প নিয়োগে ঐ উপাদান কি উপার্জন করিতে পারে তাহার দ্বারা। অনিশ্চয়তাবহনের ক্ষেত্রে বিকল্প নিয়োগের—অর্থাৎ অনিশ্চয়তাবহন না করিয়া অন্য কিছু করার প্রশ্ন নাই। সুতরাং উহার স্থানান্তর-ব্যয় নাই, যোগান-দামও নাই। পরিশেষে, অনিশ্চয়তাবহন অপরিমেয় বলিয়া ইহা মুনাফার পরিমাণও সঠিকভাবে পরিমাপ করিতে পারে না।

উপসংহার: তবুও বলা যায়, বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে অনিশ্চয়তাবহনের ধারণাই মুনাফার উদ্ভবের কারণ সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করে। যদি উৎপাদন-ব্যবস্থা ও ব্যবসায়ের জগতে অনিশ্চয়তা বলিয়া কিছু না থাকিত, সকলেই যদি রুটিন-মাফিক চলিত, তবে একচেটিয়া কারবারের লাভ (monopoly gain) ছাড়া মুনাফা বলিয়া কিছুই থাকিত না। উৎপাদক তখন নির্ভয়ে উৎপাদন করিত,

---

১. প্রকৃত ব্যয় বলিতে প্রতীক্ষা, বেদনা, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি বুঝায়।

ব্যবসায়ী নির্ভয়ে মাল মজুত করিত এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যমূল্য উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইয়া দাঁড়াইত। তখন দুইটি একই আয়তনের একই ব্যবসায়ের মালিক ও কর্মচারীর উপার্জনেও কোন পার্থক্য থাকিত না। নীট মুনাফাকে অনিশ্চয়তাবহনকার্যজনিত উপার্জন বলিয়া গণ্য করা হইলে উহার উদ্ভবের ব্যাখ্যা মোটামুটি অনিশ্চয়তাবহনের মধ্যেই পাওয়া যায়।

অনিশ্চয়তাবহনতত্ত্বই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য

মুনাফা ও উৎপাদন-ব্যয় (Profit and Cost): মুনাফার খাজনাতত্ত্ব অনুসারে মুনাফা একপ্রকার উদ্বৃত্ত মাত্র ; বিভিন্ন উদ্যোক্তার কর্মদক্ষতার তারতম্যের জন্যই ইহার উদ্ভব হয়। যেমন, খাজনাহীন জমি (no-rent land) থাকে, তেমনি মুনাফাশূন্য উদ্যোক্তারও (no-profit entrepreneur) সন্ধান মিলে। উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার-দাম প্রান্তিক বা মুনাফাশূন্য উদ্যোক্তার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয় বলিয়া মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অংগীভূত হইতে পারে না। উপরন্তু, মুনাফা সম্পূর্ণ স্বল্পকালীন ঘটনা, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে উহার সাক্ষাৎ মিলে না। উদ্যোক্তার যোগান জমির ন্যায় নির্দিষ্ট নহে বলিয়া প্রান্তোর্ধ্ব (intra-marginal) উদ্যোক্তাগণ মুনাফা লাভ করিতে থাকিলে নূতন নূতন লোক আসিয়া ব্যবসায়ে যোগ দিবে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, দাম কমিবে এবং মুনাফা শূন্যে পরিণত হইবে। অতএব, স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন কোন ক্ষেত্রেই মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করে না।

মুনাফার খাজনাতত্ত্ব অনুসারে মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ নয়

মুনাফা যে উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ নয় তাহা গতিশীল তত্ত্বের (Dynamic Theory) প্রতিপাদ্য বিষয়। এই তত্ত্ব অনুসারে স্থিতিশীল অবস্থায় প্রতিযোগিতার প্রভাবে মুনাফা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে দীর্ঘকালীন অবস্থায় মুনাফা থাকিতে পারে না। একমাত্র প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই কিছু সংখ্যক উদ্যোক্তার পক্ষে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। অতএব, মুনাফাই যখন শূন্য হইবে তখন উহা উৎপাদন-ব্যয়ের অংগীভূত হয় কিরূপে ?

উহা গতিশীল তত্ত্বেরও প্রতিপাদ্য বিষয়

অপরদিকে মার্শালের অভিমত হইল যে মুনাফার হার অবশ্যই ধনাত্মক (positive) হইবে—নচেৎ পর্যাপ্ত সংখ্যায় উদ্যোক্তাদের সন্ধান মিলিবে না। খাজনাহীন জমি থাকিতে পারে, কিন্তু মুনাফাহীন উদ্যোক্তার কল্পনাও করা যায় না। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ব্যবসায়ী যদি স্বাভাবিক মুনাফাও (normal profits) লাভ করিতে না পারে তবে সে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিবে। এই স্বাভাবিক মুনাফাই উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

মার্শালের মতে 'স্বাভাবিক মুনাফা' উৎপাদন-ব্যয়ের অংগীভূত

উদ্যোক্তা তখনই স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে যখন সংশ্লিষ্ট শিল্প ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বা উৎপাদনের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধির কোন ঝোঁক দেখা দেয় না।

আধুনিক লেখকগণের মতে, শুধু স্বাভাবিক মুনাফা নয় প্রত্যাশিত সকল মুনাফাই উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। মুনাফার প্রত্যাশা করিয়াই উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে নামে এবং দামের অন্তর্ভুক্ত করিয়াই বাজারে মাল যোগান দেয়। একখানি পুস্তকের দাম ৫ টাকা হইলে উহার মধ্যে প্রকাশকের প্রত্যাশিত মুনাফা রহিয়াছে, একখানি শাড়ীর দাম ৮ টাকা হইলে উহার মধ্য হইতে প্রত্যাশিত মুনাফা বাদ যায় নাই।

আধুনিকদের মতে, প্রত্যাশিত মুনাফা সকল ক্ষেত্রেই দামের অন্তর্ভুক্ত হয়

লব্ধ মুনাফা (realised profit) অবশ্য উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইহা অনিশ্চয়তাবহনের পুরস্কার এবং ইহার পরিমাণ বাজার-দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়। একখানি বই বিক্রয় করিয়া উৎপাদক হয়ত প্রত্যাশিত ১ টাকা মুনাফা পাইল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক বিক্রয় না হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত হয়ত প্রকৃতপক্ষে কোন মুনাফারই উদ্ভব হইবে না। যাহা হউক, প্রত্যাশিত মুনাফা মোটামুটিভাবে অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়া উহা এবং লব্ধ মুনাফা অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সমান হইতে দেখা যায়। ইহার ফলে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে অন্তত পরোক্ষভাবে লব্ধ মুনাফাও দামের অন্তর্ভুক্ত হয়। বস্ত্র-উৎপাদনে যদি শতকরা ২০ ভাগ লাভ থাকে তবে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বস্ত্রের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের শতকরা ২০ ভাগ অধিক হইবে।

কিন্তু লব্ধ মুনাফা প্রত্যক্ষভাবে হয় না।

পরোক্ষভাবে হয়

লব্ধ মুনাফা কতকটা সংগঠনদক্ষতা, কতকটা বিচারশক্তি এবং কতকটা সৌভাগ্যের ফল। সংগঠনদক্ষতা ও বিচারশক্তির জন্য লব্ধ মুনাফা যে-পরিমাণ উদ্ভূত হয় তাহা বাদ দিলে প্রকৃত মুনাফা বা অনিশ্চয়তাবহনের পুরস্কার পাওয়া যায়। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে একই শিল্পান্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহা একই হইবার প্রবণতা দেখা দেয়। কারণ, প্রকৃত মুনাফা ইহার অধিক হইলে নূতন নূতন উদ্যোক্তা আসিয়া ব্যবসায়ে যোগ দিবে এবং ইহার কম হইলে অনেকে ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবে। এই প্রকৃত মুনাফাকে যদি 'স্বাভাবিক মুনাফা' বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে বলা যায় যে ভারসাম্য অবস্থায় প্রত্যাশিত মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফার সমান হয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে প্রত্যাশিত ও লব্ধ মুনাফায় পার্থক্য থাকে না

বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে মুনাফার হারে তারতম্য (Variations in Profits between Firms and Industries) : মুনাফা অনিশ্চয়তাবহনের পুরস্কার বলিয়া অনিশ্চয়তার ভার যত বেশী হইবে মুনাফাও তত অধিক হইবার প্রবণতা দেখা যাইবে। একই শিল্পান্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনিশ্চয়তার পরিমাণ এক থাকে বলিয়া মুনাফার হারও মোটামুটি এক হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি মুনাফার হারে পার্থক্য দেখা যায় তবে তাহার কারণ হইল সংগঠনদক্ষতার তারতম্য। মুদির ব্যবসায়ে যদি বিনিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ১০ ভাগ লাভ হয়, তবে মুনাফা ইহার কম বা বেশী হইলে ধরিতে হইবে যে মালিকের সংগঠনদক্ষতা যথাক্রমে কম বা বেশী। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে কিন্তু অনিশ্চয়তার পরিমাণভেদ থাকে

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুনাফার হার এক হয়

বলিয়া মুনাফার হারেও বিভিন্নতা দেখা যায়। মুদির ব্যবসায় অপেক্ষা পুস্তকের ব্যবসায়ে মুনাফার হার বেশী, কারণ অনিশ্চয়তাও বেশী। মুদিখানার মালের চাহিদা সকল সময়ই আছে, কিন্তু পুস্তক-বিক্রেতাকে অবিক্রীত পুস্তক কিলোগ্রাম দরে বিক্রয় করিতে হইতে পারে। যে-সকল শিল্প নূতন, যে-সকল শিল্প সহজেই মন্দাবাজারের কবলে পতিত হয় সেই সকল শিল্পে মুনাফার হার বেশী হয়। যে-সকল শিল্পে বিশেষীকৃত মূলধন-দ্রব্য বিশেষভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকে সেই সকল শিল্পেও মুনাফার হার অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। কারণ, ইহা না হইলে ঐ সকল শিল্পে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন বিনিয়োজিত হইবে না। ফলের দোকান ও মুদির দোকানে যদি লাভের হার একই হয় তবে ফলের দোকানের পরিবর্তে লোকে মুদিদোকান খুলিতেই উৎসুক হইবে; কারণ ফলের ব্যবসায়ে যে মাল পচিয়া নষ্ট হইবার ভয় আছে, তাহা মুদির ব্যবসায়ে নাই। অতএব, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে মুনাফার হারে মোটেই সমতা দেখা যায় না, যেটুকু দেখা যায় তাহা হইল মুনাফার পক্ষে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণ অনিশ্চয়তার সমানুপাতিক হইবার প্রবণতা।[১]

কিন্তু বিভিন্ন শিল্পে পৃথক হয়

সংক্ষিপ্তসার

মুনাফা অন্যতম মিশ্র আয়—ইহার মধ্যে বিভিন্ন উপাদান থাকে। ইহার মধ্যে অনিশ্চয়তাবহনের পুরস্কারকেই প্রধান উপাদান বলিয়া গণ্য করা হয়।

মুনাফার প্রকৃতি অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে পৃথক।

মুনাফার উদ্ভব সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব আছে। তন্মধ্যে ঝুঁকিবহনতত্ত্ব ও অনিশ্চয়তাবহনতত্ত্বই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ মুনাফার উদ্ভবের কারণের ব্যাখ্যা অনেকাংশে ইহাদের মধ্যেই পাওয়া যায়।

লব্ধ মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও পত্যাশিত মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

মুনাফার তারতম্যের প্রধান কারণ হইল ঝুঁকির তারতম্য। করের সহিত মুনাফার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

অনুশীলনী

1. Why do profits arise? How does profit differ from other kinds of income?

[মুনাফার উদ্ভব হয় কেন? মুনাফার সংগে অন্যান্য আয়ের পার্থক্য কোথায়?]

(৩৩১-৩৪ এবং ৩২৮-২৯ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the constituent elements of profits. "Profits are like rent and do not enter into Price." Do you agree? Give reasons for your answer.

[মুনাফার উপাদানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। "খাজনার মত মুনাফাও দামের অন্তর্ভুক্ত হয় না।" তুমি কি উক্তিটিকে সমর্থন কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।] (৩২৭-২৮ এবং ৩৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the statement that "profits are the reward for risk-taking."

["মুনাফা ঝুঁকিবহনের পুরস্কার" —উক্তিটির পর্যালোচনা কর।] (৩৩১-৩২ পৃষ্ঠা)

4. How does profit differ from other kinds of factor income? Explain the relation between profit and risk.

[অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে মুনাফার পার্থক্য কোথায়? মুনাফা ও ঝুঁকির মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।] (৩২৮-২৯ এবং ৩৩১-৩২ পৃষ্ঠা)

১. "There is no tendency towards equality of profits, but only towards such rates of profit as equalise differences in the degree of uncertainty felt by investors in different industries." Cairncross

পরিশিষ্ট

ভোক্তার আচরণ ও উৎপাদনতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের অতিরিক্ত আলোচনা

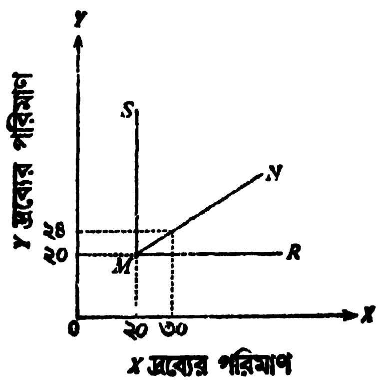
ক। ভোক্তার আচরণ (Consumer Behaviour) : (গ্রন্থের ১৫৮-৭২ পৃষ্ঠা) নিয়ে ভোক্তার আচরণসংক্রান্ত পছন্দতত্ত্ব বা নিরপেক্ষতা-রেখার অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

১। নিরপেক্ষতা-রেখার বৈশিষ্ট্য (Properties of Indifference Curves) : আধুনিক অর্থবিদ্যার আলোচনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা-রেখার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং নিরপেক্ষতা-রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া চলা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে চাহিদার আলোচনা প্রসংগে এই বৈশিষ্ট্যগুলির ইংগিত (১৬০-৬১ পৃষ্ঠা) দেওয়া হইলেও নিয়ে উহাদের বিস্তৃততর বিশ্লেষণ দেওয়া হইল।

নিরপেক্ষতা-রেখার বৈশিষ্ট্য :

প্রথমেই দেখা যায় যে নিরপেক্ষতা-রেখা নিম্নগতিসম্পন্ন হয় এবং বামদিক হইতে ডানদিকে ঢালু হইয়া নামে (the slope of an indifference curve is negative)। ইহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোন নিরপেক্ষতা-রেখার বিভিন্ন বিন্দু যে-সকল দ্রব্যসমন্বয় (combinations of goods) নির্দেশ করে তাহাদের প্রত্যেকটিই ক্রেতার নিকট সমভাবে কাম্য বা সমপরিতৃপ্তিদায়ক। সুতরাং পরিতৃপ্তি সমান রাখিতে হইলে যখন দ্রব্যসমন্বয়ের মধ্যে একটির বৃদ্ধি করা হয় তখন অপর দ্রব্যটির পরিমাণ কমাইতে হয়। যদি ধরা যায় যে X এবং Y দ্রব্য লইয়া দ্রব্যসমন্বয় গঠিত তাহা হইলে কোন দ্রব্যসমন্বয়ে X-এর পরিমাণ বাড়াইলে ঐ দ্রব্যসমন্বয় হইতে Y দ্রব্যের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে, নতুবা দ্রব্য দুইটির বিভিন্ন সমন্বয় সমভাবে কাম্য বা সমতৃপ্তিদায়ক হইবে না। অতএব বলা যায় যে, নিরপেক্ষতা-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নগতিসম্পন্ন হয়। নিরপেক্ষতা-রেখা যদি নিম্নগতিসম্পন্ন না হয় তাহা হইলে উহা হয় অনুভূমিক (horizontal) আর না-হয় উল্লম্ব (vertical) বা ঊর্ধ্ব-গতিসম্পন্ন (upward sloping) হইবে। এখন যদি ধরা যায়, নিরপেক্ষতা-রেখা অনুভূমিক তাহা হইলে উহার অর্থ দাঁড়াইবে যে দ্রব্যসমন্বয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি দ্রব্যের পরিমাণ সমান রাখিয়া অপরটির পরিমাণ বাড়াইয়া চলিলেও ক্রেতার নিকট এই বিভিন্ন দ্রব্যসমন্বয়ের কাম্যতা সমানই থাকিয়া যায়। যেমন, পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে MR যদি নিরপেক্ষতা-রেখা হয় তাহা হইলে ২০ একক Y দ্রব্য ও ২০ একক X দ্রব্য লইয়া গঠিত দ্রব্যসমন্বয় এবং ২০ একক Y দ্রব্য ও ৩০ একক X দ্রব্য লইয়া গঠিত দ্রব্যসমন্বয় উভয়ই ক্রেতার

ক। নিরপেক্ষতা-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নগতিসম্পন্ন



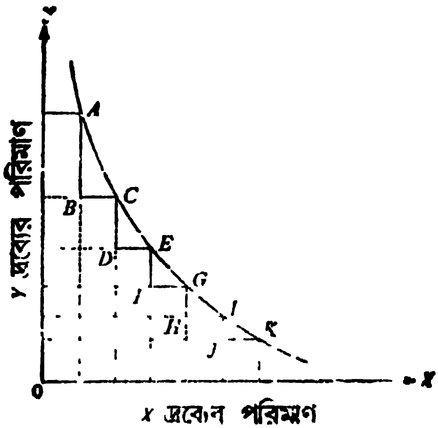
নিকট সমভাবে কাম্য। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। উপরি-উক্ত দুইটি দ্রব্যসমন্বয়ের মধ্যে লোকে দ্বিতীয়টিই অধিক পছন্দ করিবে, কারণ দ্বিতীয়টিতে Y দ্রব্যের পরিমাণ সমান থাকিলেও X দ্রব্যের পরিমাণ অধিক। আবার নিরপেক্ষতা-রেখা যদি MS রেখাটির মত হয় তাহা হইলে ২০ একক X ও ২০ একক Y লইয়া গঠিত দ্রব্যসমন্বয় এবং ২০ একক X ও ২৪ একক Y লইয়া গঠিত দ্রব্যসমন্বয় উভয়ই সমতৃপ্তিদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। এই সিদ্ধান্তও অবাস্তব ; সুতরাং গ্রহণযোগ্য নয়। পরিশেষে, নিরপেক্ষতা-রেখা যদি MN রেখাটির মত ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন (upward sloping) হয় তাহা হইলে অর্থ দাঁড়ায় ২০ একক X ও ২০ একক Y লইয়া গঠিত দ্রব্যসমন্বয় এবং ৩০ একক X ও ২৪ একক Y লইয়া গঠিত দ্রব্যসমন্বয় সমতৃপ্তিদায়ক। এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হইল যে নিরপেক্ষতা-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নগতিসম্পন্নই হয়।

খ। নিরপেক্ষতা-রেখা উৎপত্তিস্থলের দিকে উত্তল হয়

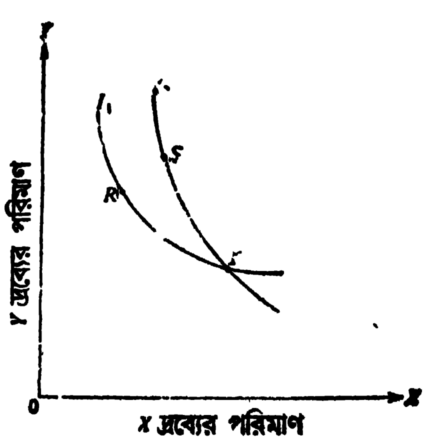
দ্বিতীয়ত, নিরপেক্ষতা-রেখার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে উহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উৎপত্তিস্থলের দিকে উত্তল (convex to the origin) হয়। এইরূপ হইবার কারণ হইল ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতার সূত্র (the Law of Diminishing Marginal Substitutability) বা পরিবর্তনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক হারের সূত্র (the Law of Diminishing Marginal Rate of Substitution)। যখন কোন ব্যক্তি তাহার পরিতৃপ্তি ক্ষুণ্ণ না করিয়া একটি দ্রব্যের যতটা পরিমাণ ত্যাগ করিয়া অন্য একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত একক লইতে রাজী থাকে তখন তাহাকে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (Marginal rate of substitution) বলা হয়। পরিবর্তনের এই হার ক্রমহ্রাসমান হয় ; কোন দ্রব্যের পরিমাণ যত কম হয় তত উহার আপেক্ষিক পরিবর্তন-মূল্য (substitution value) বাড়িয়া যায়। অর্থাৎ, যে-দ্রব্যের পরিমাণ কম হয় তাহার প্রান্তিক উপযোগ অন্য যে-দ্রব্যের পরিমাণ অধিক তাহার প্রান্তিক উপযোগের তুলনায় অধিক হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক যে $১X+৬Y$, $২X+৩Y$ এবং $৩X+২Y$—এই তিনটি দ্রব্যসমন্বয়ই কোন ব্যক্তির নিকট সমান আকর্ষণীয় বা সমতৃপ্তিদায়ক। এই উদাহরণে দেখা যায়, ব্যক্তিবিশেষ যখন $১X+৬Y$ দ্রব্যসমন্বয় ভোগ করিতেছে তখন সে ১ একক অতিরিক্ত X দ্রব্যের জন্য ৩ একক Y দ্রব্য ছাড়িয়া দিতে রাজী। ইহার পর আর ১ একক X দ্রব্যের পরিবর্তে মাত্র ১ একক Y দ্রব্য ছাড়িতে রাজী। ইহার অর্থ হইল, Y দ্রব্যটি যত কমিয়া যাইতেছে উহার প্রান্তিক উপযোগ তত বাড়িতেছে, আর X দ্রব্যটি যত বাড়িতেছে উহার প্রান্তিক উপযোগ তত হ্রাস পাইতেছে। এই কারণেই অতিরিক্ত একক X দ্রব্য পাইবার জন্য ক্রমহ্রাসমান হারে Y দ্রব্য ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেছে।

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। এই রেখাচিত্রে BC, DE, FG, HI এবং JK দ্বারা X দ্রব্যের সমান পরিমাণ বুঝাইতেছে। রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে কোন ব্যক্তি X দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইয়া চলিলে

Y দ্রব্যটি ক্রমহ্রাসমান হারে ছাড়িয়া দিতে রাজী থাকিবে। যেমন, কোন ব্যক্তি যখন নিরপেক্ষতা-রেখার A বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ X ও Y দ্রব্য দুইটির সমন্বয় ভোগ করে তখন সে অতিরিক্ত BC পরিমাণ X দ্রব্যের পরিবর্তে AB পরিমাণ Y দ্রব্য ছাড়িয়া দিতে রাজী। যখন ঐ ব্যক্তি নিরপেক্ষতা-রেখার C বিন্দুতে থাকে তখন DE পরিমাণ অতিরিক্ত X দ্রব্যের জন্য CD পরিমাণ Y দ্রব্য ছাড়িয়া দিতে রাজী থাকে। অনুরূপ-ভাবে ঐ ব্যক্তি নিরপেক্ষতা-রেখার E বিন্দুতে থাকিলে X দ্রব্যের অতিরিক্ত FG এককের পরিবর্তে Y দ্রব্যের EF পরিমাণ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যখন X দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইয়া চলা হয় তখন Y দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হারে কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় ($AB>CD>EF>GH>IJ$)। এই কারণেই নিরপেক্ষতা-রেখাটি উৎসবিন্দু O-র দিকে উত্তল (convex to the origin O) হয়।



তৃতীয়ত, কোন দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখা পরস্পরকে ছেদ করিতে পারে না ('no two indifference curves will ever cross each other')। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা হইতেছে। এই রেখাচিত্রে ধরা হইয়াছে দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখা পরস্পরকে T বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-এর S বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয় (combination of goods represented by point S) প্রথম নিরপেক্ষতা-রেখা I_1-এর R বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ের তুলনায় অধিক আকর্ষণীয় ও অধিক তৃপ্তিদায়ক, কারণ R বিন্দুর তুলনায় S বিন্দুতে কোন ব্যক্তি X ও Y উভয় দ্রব্যের অধিক পরিমাণ ভোগ করিতে পারিতেছে। এখন আমরা জানি যে প্রথম নিরপেক্ষতা-রেখা I_1-এর প্রত্যেক বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয় সমান আকর্ষণীয় এবং সমতৃপ্তিদায়ক; অনুরূপভাবে দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-এর প্রত্যেক বিন্দুর



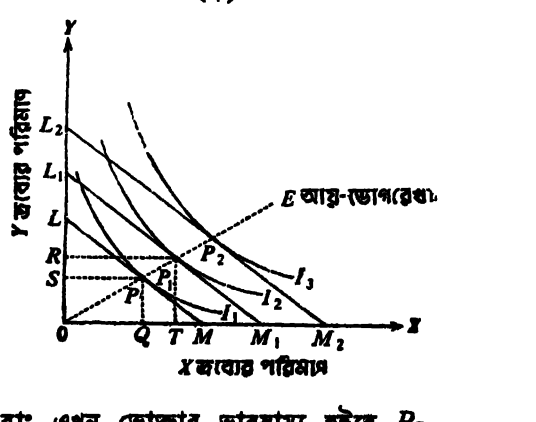
দ্রব্যসমন্বয় সমান আকর্ষণীয় ও সমতৃপ্তিদায়ক। সুতরাং দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-এর প্রত্যেক বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয় প্রথম নিরপেক্ষতা-রেখা I_1-এর প্রত্যেক বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয় অপেক্ষা অধিক তৃপ্তিদায়ক ও আকর্ষণীয়। এই অবস্থায় বিশেষ দ্রব্যসমন্বয় নির্দেশ করে এমন কোন বিন্দু (যেমন, T বিন্দু) দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখায় একই সংগে থাকিতে পারে না। অতএব, উপরের রেখাচিত্রে যে-অবস্থা দেখানো হইয়াছে তাহা যুক্তিসংগত হইতে পারে না। কারণ, এই রেখাচিত্রের অর্থ দাঁড়ায় যে R ও S উভয় বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ই T বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ের সহিত সমভাগে আকর্ষণীয় এবং R বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ের আকর্ষণ ও S বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ের আকর্ষণ সমান। কিন্তু পূর্বেই দেখানো হইয়াছে যে S বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ে X ও Y উভয় দ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ায় R বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ের তুলনায় S বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয় কোন ব্যক্তির নিকট অধিক আকর্ষণীয় ও তৃপ্তিদায়ক হইতে বাধ্য।

গ। কোন দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখা পরস্পরকে ছেদ করবে না

২। **আয়-প্রভাব (Income Effect)**: ভোক্তার আয় পরিবর্তিত হইলে তাহার ভারসাম্যের অবস্থা কি দাঁড়াইবে না-দাঁড়াইবে উহার ইংগিত ইতিপূর্বেই (১৬৯-৭০ পৃষ্ঠা) আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয়টির আর একটু বিশদ আলোচনা করা হইতেছে। জিনিসপত্রের দাম এবং ভোক্তার রুচি ও পছন্দ অপরিবর্তিত থাকিলে ভোক্তার আয়ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে তাহার ভারসাম্য অবস্থা ও দ্রব্যাদির ক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। ইহার ফলে তাহার অবস্থার উন্নতি কিংবা অবনতি হইতে পারে—অর্থাৎ তাহার পরিতৃপ্তি পূর্বের তুলনায় কম বা বেশী হইতে পারে, কারণ আয়-পরিবর্তনের ফলে তাহার ব্যয় পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আয়-পরিবর্তনের এই ফলাফলকেই অর্থবিদ্যায় আয়-প্রভাব (income effect) বলা হয়। নিম্নের (ক)-রেখাচিত্রের সাহায্যে আয়-পরিবর্তনের ফলাফল দেখানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, প্রথমে মূল্য-রেখা (Price Line) হইল LM এবং প্রথম নিরপেক্ষতা-রেখা I_1-এর P বিন্দুতে ভোক্তার ভারসাম্য হইতেছে। এই অবস্থায় ক্রেতা X দ্রব্যের $0Q$ পরিমাণ এবং Y দ্রব্যের $0S$ পরিমাণ ক্রয় করিবে। এখন ধরা যাউক, ভোক্তার আয়ব্যয় বৃদ্ধি হইল এবং ফলে নতুন মূল্য-রেখা হইল L_1M_1। রেখাচিত্রে দেখা যায় যে L_1M_1 মূল্য-রেখা দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-কে P_1 বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে। সুতরাং এখন ভোক্তার ভারসাম্য হইবে P_1

আয়-পরিবর্তনের ফলাফলকেই আয়-প্রভাব বলা হয়

(ক)

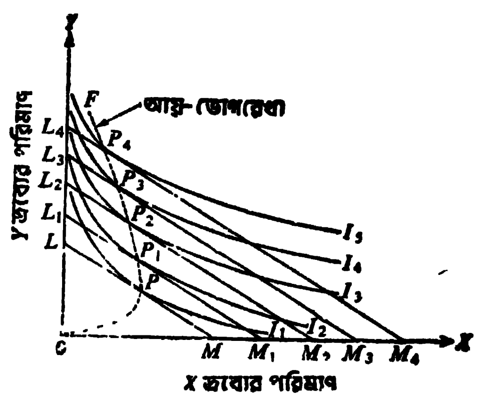


বিন্দুতে এবং ক্রেতা X দ্রব্যের OT পরিমাণ ও Y দ্রব্যের OR পরিমাণ ক্রয় করিবে। ক্রেতার পরিতৃপ্তিও বৃদ্ধি পাইবে, কারণ আয়ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সে দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখায় চলিয়া গিয়াছে। ক্রেতার আয়ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মূল্য-রেখা যদি L_2M_2 হয় তাহা হইলে P_2 বিন্দুতে ক্রেতার ভারসাম্য স্থাপিত হইবে। এই P, P_1, P_2 ইত্যাদি বিন্দু দ্বারা বুঝাইতেছে যে দ্রব্য দুইটির দাম এবং ক্রেতার রুচি ও পছন্দ অপরিবর্তিত থাকিয়া মাত্র ক্রেতার আয় পরিবর্তিত হইলে বিভিন্ন আয়ের স্তরে ক্রেতার ভারসাম্য অবস্থা এবং ক্রয়ের পরিমাণ কি কি দাঁড়াইবে। এখন যদি P, P_1, P_2 ইত্যাদি বিন্দু সংযোগ করিয়া OE রেখাটি অংকন করা হয় তাহা হইলে উহাকে বলা হয় আয়-ভোগ রেখা (Income-Consumption Curve) বা ব্যয়-ভোগ রেখা (Expenditure-Consumption Curve)। এই রেখা হইতে বুঝা যায় যে দাম এবং ক্রেতার রুচি ও পছন্দ স্থির থাকিয়া ক্রেতার আয়ব্যয় পরিবর্তিত হইলে বিভিন্ন আয়ব্যয়ের স্তরে দুইটি দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ কি দাঁড়াইবে।[১]

আয়-প্রভাবের প্রকৃতি আয়-ভোগ রেখার সাহায্যে দেখানো হয়

সুতরাং ক্রেতার আয় পরিবর্তিত হইলে আয়-প্রভাবের প্রকৃতি কি হইবে তাহা আয়-ভোগ রেখা হইতে বুঝা যায়। সাধারণত আয়-ভোগ রেখার আকৃতি (ক)-রেখাচিত্রে অংকিত আয়-ভোগ রেখার মত হয় এবং ঐ রেখা উপরে ডানদিকে ঢালু হইয়া উঠে (slopes upwards to the right)। ইহার অর্থ হইল যে সাধারণত ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পাইলে সকল দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আয়-ভোগ রেখা কিছুটা স্তরের পর উপরে বামদিকে কিংবা নিচে ডানদিকে বাঁকিয়া যায় (slopes upwards to the left or slopes downwards to the right)। এইরূপ আয়-ভোগ রেখার তাৎপর্য হইল ক্রেতার আয়বৃদ্ধি হইলে সে কোন কোন দ্রব্যের ক্রয় কমাইয়া দেয়। যেমন, দরিদ্রশ্রেণীর আয় বাড়িলে তাহারা নিকৃষ্ট ধরনের দ্রব্যের পরিবর্তে উৎকৃষ্ট ধরনের দ্রব্যাদি ক্রয়ের দিকে ঝুঁকিতে পারে—বাদাম তৈলের বদলে ঘি কিংবা গুড়ের বদলে চিনি ইত্যাদির ক্রয় বাড়াইতে পারে। এইভাবে আয়বৃদ্ধির ফলে যে-দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া

(খ)

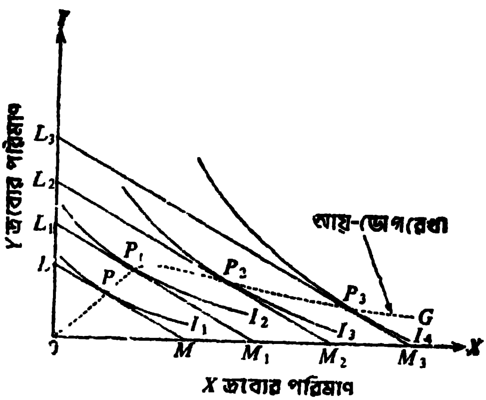


১. Income-Consumption Curve "shows how consumption reacts to changing income when prices of both goods are given and constant." Stonier and Hague

যায় তাহাকে অর্থবিদ্যায় বলা হয় 'নিকৃষ্ট' (inferior) দ্রব্য। বিষয়টিকে (খ) ও (গ) রেখাচিত্রে দেখানো হইল।

উপরের (খ)-রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে আয়-ভোগ রেখা OF উপরে বামদিকে OY-অক্ষের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, ক্রেতার আয় যত বাড়িতেছে সে তত X দ্রব্যের ক্রয় কমাইয়া দিতেছে। এক্ষেত্রে X দ্রব্যটি হইল নিকৃষ্ট দ্রব্য। অপরদিকে পার্শ্বের (গ)-রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে আয়-ভোগ রেখা OG ডানদিকে নিচে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে ক্রেতার আয়বৃদ্ধি হওয়ার ফলে Y দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। এক্ষেত্রে Y দ্রব্যটি নিকৃষ্ট দ্রব্য।

(গ)



এই আলোচনা হইতে বলা যায় যে যখন আয়-ভোগ রেখা (ক)-রেখাচিত্রে প্রদর্শিত OE রেখার মত বামদিক হইতে ডানদিকে উপরের দিকে উঠিয়া যায় তখন আয়-প্রভাব (income effect) দুইটি দ্রব্যের বেলাতেই ধনাত্মক (positive) হয়।

অপরপক্ষে আয়-ভোগ রেখা যখন (খ) ও (গ) রেখাচিত্রদ্বয়ের OF ও OG রেখা দুইটির মত বামদিকে কিংবা ডানদিকে বাঁকিয়া যায় তখন কোন একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ঋণাত্মক (negative) হয়।

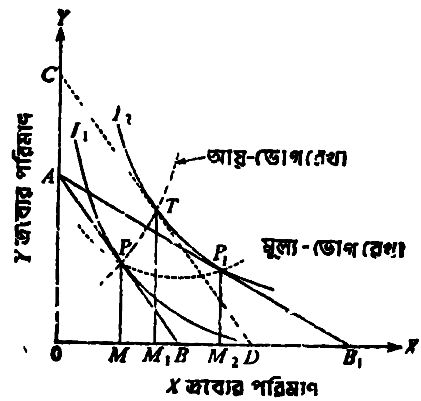
৩। **দাম-প্রভাব (Price Effect) :** দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম (relative prices) পরিবর্তনের ফলাফলকেই দাম বা মূল্য প্রভাব বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে ক্রেতার আয় রুচি ও পছন্দ এবং অন্যান্য দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিয়া কোন একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হইলে ক্রেতার যে-ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন হয় তাহাকেই দাম-প্রভাব বা মূল্য-প্রভাব আখ্যা দেওয়া হয়। এই দাম-প্রভাব বা মূল্য-প্রভাব মূল্য-ভোগ রেখার (Price-Consumption Curve) সাহায্যে দেখানো হয়। ১৬৭ পৃষ্ঠার ৫নং রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে যে মূল্য-ভোগ রেখার প্রকৃতি কি। এখানে বিষয়টির বিস্তৃততর আলোচনা করা হইতেছে। ধরা যাউক, কোন ক্রেতা নির্দিষ্ট দামে X ও Y এই দুইটি দ্রব্য ক্রয় করিতেছে। আরও অনুমান করা যাউক যে তাহার আয় ও রুচি অপরিবর্তিত আছে এবং Y দ্রব্যের দাম স্থির থাকিয়া X দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইয়াছে। এখন অবস্থা কি দাঁড়াইবে? নিম্নের (ঘ)-রেখাচিত্রটির সাহায্যে ইহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

দাম বা মূল্য প্রভাব কাহাকে বলে

দাম বা মূল্য প্রভাব মূল্য-ভোগ রেখার সাহায্যে দেখানো হয়

রেখাচিত্রটিতে ধরা হইয়াছে যে প্রথমে ক্রেতার ভারসাম্য হইতেছে P বিন্দুতে এবং সে X দ্রব্যের OM পরিমাণ ও Y দ্রব্যের MP পরিমাণ ক্রয় করিতেছে। যদি ক্রেতা তাহার আয়ের সম্পূর্ণটা মাত্র X দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিত তাহা হইলে সে OB পরিমাণ X দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিত। অপরপক্ষে যদি আয়ের সম্পূর্ণটাই Y দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করিত তাহা হইলে সে OA পরিমাণ Y দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিত। এখন ধরা যাউক যে X-এর দাম হ্রাস পাইল এবং উহার ফলে AB মূল্য-রেখাটি OX-অক্ষের ডানদিকে সরিয়া গিয়া AB_1 হইল। এই অবস্থায় ক্রেতার নূতন ভারসাম্য স্থাপিত হইবে দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-এর P_1 বিন্দুতে, কারণ ঐ বিন্দুতেই মূল্য-রেখা AB_1 দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-কে স্পর্শ করিয়াছে। এখানে দেখা যাইবে X-এর মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে X-এর ক্রয়ের পরিমাণ OM হইতে বাড়িয়া OM_2-তে দাঁড়াইয়াছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে X-এর দাম পরিবর্তনের দরুন P, P_1 ইত্যাদি যে-সকল ভারসাম্য বিন্দু স্থাপিত হয় তাহা সংযোগ করিয়া মূল্য-ভোগ রেখা (Price-Consumption Curve) অংকন করা হয়।

(ঘ)



উপরের (ঘ)-রেখাচিত্রে ক্রেতা যে X দ্রব্যের মূল্যহ্রাস হওয়ার দরুন মূল্য-ভোগ রেখা ধরিয়া P বিন্দু হইতে P_1 বিন্দুতে সরিয়া আসিল তাহার মূলে দুইটি শক্তি বা প্রভাব কার্য করিয়াছে—অর্থাৎ মূল্য-প্রভাব দুইটি শক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ইহাদের মধ্যে একটি হইল আয়-প্রভাব অপরটি হইল পরিবর্তন-প্রভাব।

দাম-প্রভাবের মূলে রহিয়াছে আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাব

প্রথমত, X দ্রব্যের মত কোন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইলে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া ধরা যায়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক, X-এর দাম যখন ২ টাকা তখন ক্রেতা উহা ক্রয় করিতে মোট ১০ টাকা ব্যয় করে। এখন যদি X-এর দাম কমিয়া ১ টাকা হয় তাহা হইলে পূর্বের পরিমাণ X দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহার হাতে ৫ টাকা থাকিয়া যাইবে। সুতরাং বলা যায় যে ক্রেতার প্রকৃত আয় বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে ক্রেতা অধিকতর পরিমাণে X ও Y দুইটি দ্রব্যই ক্রয় করিতে সমর্থ। এবং X দ্রব্যটি যদি নিকৃষ্ট দ্রব্য (inferior goods) না হয় তাহা হইলে উহার ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। এইভাবে কোন দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের দরুন প্রকৃত আয় পরিবর্তিত হওয়ায় ক্রয়ের পরিমাণ যে পরিবর্তিত হয় তাহাকে আয়-প্রভাব বলা

হয়। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার (ঘ)-রেখাচিত্রের সাহায্যে এই আয়-প্রভাবকে দেখানো যায়। ঐ রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে X দ্রব্যের দামহ্রাসের ফলে ক্রেতার ভারসাম্য P বিন্দুর পরিবর্তে উচ্চতর নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-এর P_1 বিন্দুতে হইতেছে। সুতরাং বলা যায় যে P_1 বিন্দুতে ক্রেতার পরিতৃপ্তি অধিকতর হইয়াছে এবং তুলনায় অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। এখন X-এর দামহ্রাসের দরুন যে-পরিমাণ পরিতৃপ্তি বা অবস্থার উন্নতি হইয়াছে তাহা X ও Y দুই দ্রব্যের দাম স্থির রাখিয়া ক্রেতার আয়বৃদ্ধির সাহায্যে কিভাবে নির্ধারণ করা যায় তাহা দেখানো যাইতে পারে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার (ঘ)-রেখাচিত্রটিতে CD রেখাটি নূতন কল্পিত মূল্য-রেখা (Price Line)। ইহাকে এমনভাবে অংকন করা হইয়াছে যে রেখাটি AB রেখাটির সহিত সমান্তরাল, কারণ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে X ও Y দ্রব্য দুইটির দাম স্থির থাকিতেছে এবং দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা I_2 কে T বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে। সুতরাং বলা যায় যে X-এর দামহ্রাস হওয়ার ফলে যে প্রকৃত আয় (real income) বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার পরিমাপ হইল AC—অর্থাৎ P_1 বিন্দুতে পরিতৃপ্তি যে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা AC পরিমাণ আয় বৃদ্ধি করিয়া করা সম্ভব। এইভাবে যদি মাত্র আয়বৃদ্ধি করিয়া X-এর দামহ্রাসের দরুন বর্ধিত পরিতৃপ্তির সমপরিমাণ পরিতৃপ্তি নিশ্চিন্ত করা হইত তাহা হইলে ক্রেতা আয়-ভোগ রেখা ধরিয়া P হইতে T বিন্দুতে ভারসাম্য অবস্থায় পৌছাইত এবং $0M_1$ পরিমাণ X দ্রব্য ক্রয় করিত। অতএব বলা যায় যে, X-এর উপর X দ্রব্যের দামহ্রাসের আয়-প্রভাব হইল MM_1 পরিমাণ। কিন্তু আয়-প্রভাবই সব নয়। Y-এর দামের তুলনায় X-এর দাম কমিয়া যাওয়ায় ক্রেতা Y-এর পরিবর্তে X দ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে। অতএব, I_2 নিরপেক্ষতা-রেখার T বিন্দু হইতে P_1 বিন্দুতে সরিয়া আসিবে। ইহাকেই পরিবর্তন-প্রভাব বলা হয়। M_1M_2 এই পরিবর্তন-প্রভাবকে পরিমাপ করিতেছে। অতএব, X-এর দামহ্রাসের দরুন ক্রেতা মূল্য-ভোগ রেখার P বিন্দু হইতে P_1 বিন্দুতে যে সরিয়া গিয়াছে তাহার ফলে X-এর চাহিদা $0M$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $0M_2$ হইয়াছে। এই বৃদ্ধির মধ্যে MM_1 পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে আয়-প্রভাবের ফলে আর M_1M_2 পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে পরিবর্তন-প্রভাবের ফলে। উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে দাম-প্রভাবের মধ্যে দুইটি প্রভাব রহিয়াছে—(১) আয়-প্রভাব এবং (২) পরিবর্তন-প্রভাব।

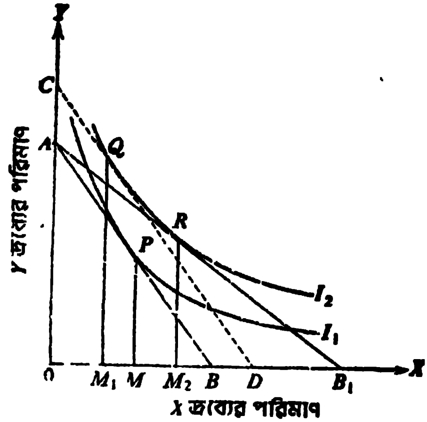
এই প্রসংগে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পরিবর্তন-প্রভাব সকল সময়ই ধনাত্মক (positive) হয়, কারণ কোন দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম কমিয়া গেলে লোকে অন্যান্য দ্রব্যের পরিবর্তে যে-দ্রব্যের দাম কমিয়াছে তাহার দিকে অধিক ঝুঁকিবে। অপরদিকে আয়-প্রভাব সাধারণত ধনাত্মক (positive) হইলেও নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে উহা ঋণাত্মক (negative) হইয়া থাকে। যেক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ধনাত্মক সেক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাব উভয় শক্তি মিলিত হইয়া যে-দ্রব্যের দাম কমিয়াছে তাহার চাহিদা বৃদ্ধি করিবে। ৩৪৫ পৃষ্ঠার (ঘ)-রেখাচিত্রটিতে

পরিবর্তন-প্রভাব সকল সময়ই ধনাত্মক কিন্তু আয়-প্রভাব ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দুইই হইতে পারে

X দ্রব্যের উপর আয়-প্রভাব হইল ধনাত্মক। অপরদিকে যখন আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হইবে তখন মোট ফলাফল নির্ভর করিবে ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাব ও ঋণাত্মক আয়-প্রভাবের পরিমাণের উপর।

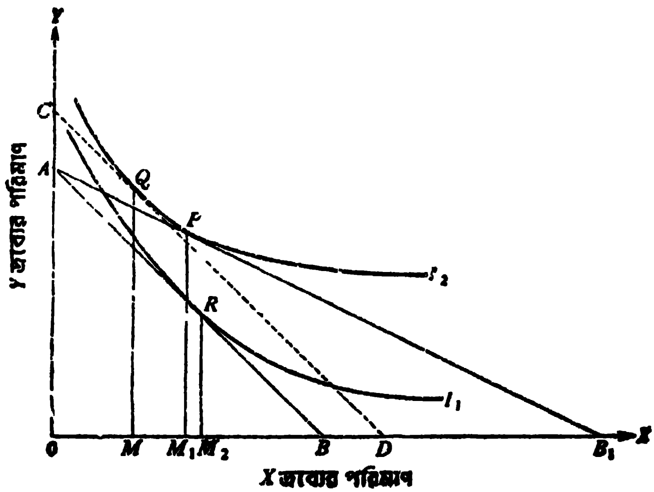
নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ঋণাত্মক

(ঙ)



যখন ঋণাত্মক আয়-প্রভাবের পরিমাণ অপেক্ষা ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের পরিমাণ অধিক হয় তখন কোন দ্রব্যের দামহ্রাসের ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যেমন, পার্শ্ববর্তী (ঙ)-রেখাচিত্রে X-এর উপর আয়-প্রভাব হইল ঋণাত্মক এবং উহার পরিমাণ হইল M_1M। অপরদিকে ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের পরিমাণ হইল M_1M_2। ফলে X-এর দামহ্রাসের ফলে X-এর চাহিদাবৃদ্ধি হইল $MM_2(=M_1M_2-M_1M)$ পরিমাণ। কিন্তু এমন হইতে পারে যে আয়-প্রভাব

(চ)



এত অধিক মাত্রায় ঋণাত্মক যে উহার পরিমাণ ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের পরিমাণ হইতে বেশী হইয়া দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির দামহ্রাসের মোট ফলাফল

হইবে দ্রব্যটির জন্য চাহিদার হ্রাস। এই প্রকার দ্রব্যসমূহ 'গিফেন দ্রব্য' (Giffen Goods) বলিয়া পরিচিত এবং ইহাদের ক্ষেত্রে চাহিদা-রেখা ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন (upward sloping)—অর্থাৎ দ্রব্যের দাম কমিলে উহার চাহিদা কমে আর দাম বাড়িলে চাহিদা বাড়ে। দরিদ্র শ্রেণীর ক্ষেত্রে স্বল্প মূল্যের নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিতে দেখা যায়।

গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব অত্যধিক ঋণাত্মক এবং চাহিদা-রেখা ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার (চ)-রেখাচিত্রে এইরূপ ধরনের 'গিফেন দ্রব্যে'র চাহিদার প্রকৃতি দেখানো হইল। এই রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে X দ্রব্যের উপর ঋণাত্মক আয়-প্রভাবের পরিমাণ হইল MM_2 আর ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের পরিমাণ হইবে MM_1। সুতরাং X দ্রব্যের মূল্যহ্রাসের ফলে চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে M_2M_1 ($=MM_2-MM_1$) পরিমাণ।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

1. **Explain the properties of an indifference curve.**

[নিরপেক্ষতা-রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।]

[ইংগিত : (১) প্রত্যেক নিরপেক্ষতা-রেখা দ্বারা কাম্য দ্রব্যসমন্বয়ের সমষ্টি (preferred combinations of commodities) বুঝানো হয় ; (২) প্রত্যেক নিরপেক্ষতা-রেখা এক একটি তৃপ্তির পর্যায় (a level of satisfactions) নির্দেশ করে ; (৩) কোন নিরপেক্ষতা-রেখা অপর একটি নিরপেক্ষতা-রেখাকে ছেদ করে না এবং (৪) প্রত্যেক নিরপেক্ষতা-রেখার ঢাল ক্রমশ ডানদিকে নামিয়া আসে। ... এবং ১৬০-৬১, ৩৩৯-৪২ পৃষ্ঠা]

2. **Explain how an indifference curve is constructed and define a consumer's marginal rate of substitution between two goods.**

[নিরপেক্ষতা-রেখা কিভাবে অংকন করা হয় তাহা ব্যাখ্যা কর এবং দুইটি দ্রব্যের মধ্যে ভোক্তার প্রান্তিক পরিবর্তন হারের সংজ্ঞা নির্ধারণ কর। (১৫৯-৬২ পৃষ্ঠা)]

3. **Explain with the help of indifference curves why the demand for a commodity increases as its price falls.**

[কোন দ্রব্যের দাম কমিলে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পায় কেন তাহা নিরপেক্ষতা-রেখার সাহায্যে দেখাও।] (১৫৯-৬০, ১৬৬-৬৭, ৩৪৪-৪৮ পৃষ্ঠা)

4. **If the consumer is at a point on his consumption-possibilities line where it crosses an indifference curve, explain why he cannot have reached equilibrium. Which way would he move?**

[যদি কোন ভোক্তা তাহার ভোগ-সম্ভাবনা রেখার এমন এক বিন্দুতে থাকে যেখানে উহা কোন নিরপেক্ষতা-রেখাকে ছেদ করিতেছে, তবে কেন সে ভারসাম্যে উপনীত হয় নাই ব্যাখ্যা কর। এখন সে কোন দিকে (উপরে, না নিচে) যাইবে ?] (১৫৯-৬০ এবং ১৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা)

5. A consumer has a given money income and can buy two commodities at fixed prices. Draw a diagram showing his equilibrium position. Show also the equilibrium positions after (*a*) an increase in his money income, and (*b*) a rise in the price of one of the goods.

[কোন ভোক্তার হাতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আছে এবং উহা দ্বারা সে দুইটি এমন দ্রব্য কিনিতে পারে যাহাদের দামও নির্দিষ্ট। তাহার ভারসাম্য অবস্থা বুঝাইবার জন্য একটি রেখাচিত্র অংকন কর। (ক) তাহার আয়ের পরিবর্তন, এবং (খ) ঐ দুইটি দ্রব্যের মধ্যে কোন একটির দামের পরিবর্তনে তাহার ভারসাম্য অবস্থার যে-পরিবর্তন ঘটে তাহাও দেখাও।] (১৬৬-৭০ পৃষ্ঠা)

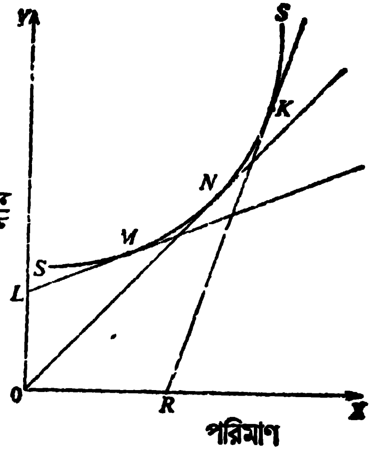
6. If a consumar can spend his income only on food and clothing, show by using a set of his indifference curves between food and clothing and his consumption-possibility line, the consumer's new equilibrium relation to his old equilibrium position when (*a*) his income increases but both prices remain constant, (*b*) the price of food falls.

[যদি কোন ভোক্তা তাহার আয় কেবলমাত্র খাদ্য ও বস্ত্রের উপর ব্যয় করে তাহা হইলে (ক) তাহার আয় বাড়িলে কিন্তু খাদ্য ও বস্ত্রের দাম অপরিবর্তিত থাকিলে এবং (খ) মাত্র খাদ্যের দাম কমিলে তাহার পুরাতন ভারসাম্য অবস্থার তুলনায় নূতন ভারসাম্য কি হইবে তাহা ভোক্তার খাদ্য ও বস্ত্রের মধ্যে নিরপেক্ষতা-রেখা ও ভোগ-সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে দেখাও।] (পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর)

খ। যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ (Measurement of Elasticity of Supply) : (গ্রন্থের ১৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা) জ্যামিতিক পদ্ধতিতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (অর্থাৎ যোগান-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা) পরিমাপ সহজেই করা যায়। কোন যোগান-রেখার যে-বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হইতেছে সেই বিন্দুতে স্পর্শ করাইয়া স্পর্শক (tangent) অংকন করিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে স্পর্শক উল্লম্ব (দাম) অক্ষকে (vertical [price] axis) ছেদ করিতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে যোগান-রেখার ঐ বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক (greater than one)। আর যদি দেখা যায় যে স্পর্শক অনুভূমিক (পরিমাণ) অক্ষকে (horizontal [quantity] axis) ছেদ করিতেছে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে যোগান-রেখার ঐ বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের কম (less than one)। পরিশেষে, যদি দেখা যায় যে স্পর্শক উৎপত্তিস্থল বা মূলবিন্দুর (origin) মধ্য দিয়া গিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে যোগান-রেখার যে-বিন্দুতে স্পর্শক স্পর্শ করিয়াছে সেই বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের সমান (equal to one)। বিষয়টিকে নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হইল।

স্পর্শকের সাহায্যে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে যোগান-রেখা হইল SS। এই যোগান-রেখার M বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের অধিক, কারণ স্পর্শক LM দাম-অক্ষ OY-কে ছেদ করিতেছে। যোগান-রেখার N বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান, কারণ স্পর্শক ON উৎপত্তিস্থল বা মূলবিন্দু O-এর মধ্য দিয়া যাইতেছে। পরিশেষে, যোগান-রেখার K বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের কম, কারণ স্পর্শক RK পরিমাণ-অক্ষ OX-কে ছেদ করিতেছে।



উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের প্রমাণ পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে করা যাইতে পারে। এই রেখাচিত্রে যোগান-রেখাকে সরলরেখা (straight line supply curves) হিসাবে অংকন করা হইয়াছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠার (ক), (খ) ও (গ) এই তিনটি রেখাচিত্রে HP_1 হইল যোগান-রেখা এবং HL, PN ও OM_1 এই তিনটি লম্ব হইল সমান্তরাল (parallel)। এখন আমরা জানি যোগানের স্থিতিস্থাপকতার (elasticity of supply) সূত্রটি হইল :

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা =

$$\frac{\text{যোগানের পরিমাণবৃদ্ধি (increase in amount supplied)}}{\text{যোগানের পরিমাণ (amount supplied)}} \div \frac{\text{দামের বৃদ্ধি}}{\text{দাম}}।$$

অতএব, নিম্নের রেখাচিত্রে যোগান-রেখার PP_1 অংশের স্থিতিস্থাপকতা

$$= \frac{MM_1}{OM} \div \frac{NP_1}{MP} = \frac{PN}{P_1N} \times \frac{MP}{HL(=OM)}।$$

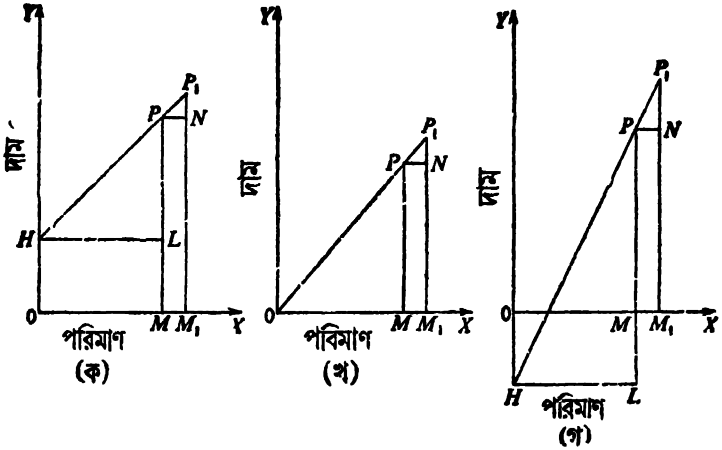
এখন HLP এবং PNP_1 ত্রিভুজ দুইটি সদৃশ হওয়ায়

$$\frac{PN}{P_1N} = \frac{HL}{PL}।$$

$$\text{সুতরাং } \frac{PN}{P_1N} \times \frac{MP}{HL(=OM)} = \frac{HL}{PL} \times \frac{MP}{HL} = \frac{MP}{PL}।$$

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে যোগান-রেখার P বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ হইল $\frac{MP}{PL}$। এখন নিম্নের (ক)-রেখাচিত্রে PL-এর তুলনায় MP বড়। সুতরাং (ক)-রেখাচিত্রের যোগান-রেখার P বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের অধিক। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে যখনই সরল যোগান-রেখা OY অক্ষকে

ছেদ করিবে তখনই যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক হইবে। কারণ, এই অবস্থায় PL-এর তুলনায় MP বড হইবে এবং $\frac{MP}{PL}$ এককের অধিক হইবে। আবার



(গ)-রেখাচিত্রে যোগান-রেখা $0X$ অক্ষকে ছেদ করিয়া গিয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে, PL-এব তুলনায় MP ছোট। সুতরাং $\frac{MP}{PL}$ এককের কম এবং যোগান-রেখার P বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের কম। অতএব বলা যায়, যখন যোগান-রেখা $0X$ অক্ষকে ছেদ কবিবে তখন $\frac{MP}{PL}$ এককের কম হইবে।

পরিশেষে উপরের (খ)-রেখাচিত্র হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ঐ রেখাচিত্রে H ও 0 বিন্দু এক এবং অভিন্ন ; আবার অনুরূপভাবে L ও M এক এবং অভিন্ন বিন্দু। সুতরাং PL ও MP উভয়ের দৈর্ঘ্যই সমান। এই অবস্থায় যোগান-রেখার P বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান, কারণ $\frac{MP}{PL}$ এককের সমান। অতএব বলিতে পারা যায়, সরল যোগান-রেখা যখন উৎপত্তিস্থল বা মূলবিন্দু 0-এর মধ্য দিয়া যায় তখন যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান হইয়া থাকে।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

1. Define elasticity of supply. Give a diagram showing elasticity of supply (*a*) equal to unity, (*b*) greater than unity, and (*c*) less than unity.

[যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর : যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (ক) এককের সমান, (খ) এককের অধিক এবং (গ) একক অপেক্ষা অল্প।]

(১৭৩ এবং ৩৪৯-৫১ পৃষ্ঠা)

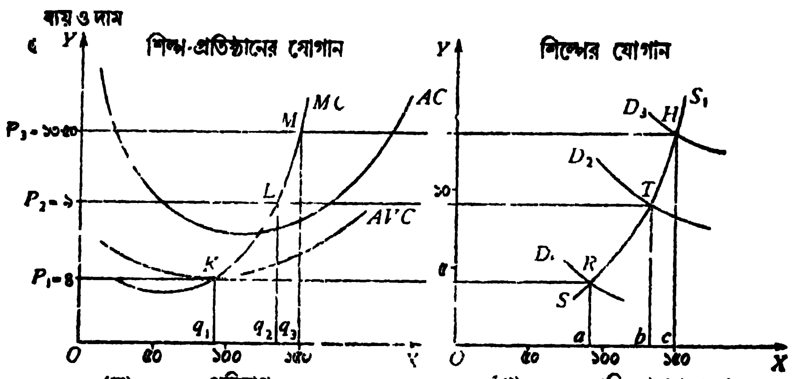
2. Show diagrammatically how elasticity of supply can be measured.

[কিভাবে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা যায় তাহা রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।]

(৩৪৯-৫১ পৃষ্ঠা)

গ। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান-রেখা (Short-run Firm Supply Curve and Industry Supply Curve): (গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠা) নিম্নের রেখাচিত্র দুইটির সাহা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের যোগান-রেখা দেখানো যাইতে পারে।

নিম্নের ক-রেখাচিত্রটিতে প্রান্তিক ব্যয়-রেখার (MC) K বিন্দুর উপরিভাগ হইল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখা, এই রেখা হইতে বুঝা যাইবে যে বিভিন্ন বাজার-দামে প্রতিষ্ঠানটি কত কত পরিমাণ উৎপন্ন করিয়া যোগান দিবে। ধরা যাউক, একক-প্রতি দাম হইল OP_1 (= ৪ টাকা)। এই দামে প্রতিষ্ঠানটি Oq_1 (৯৫ একক দ্রব্য) পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে, কারণ এই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলেই দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় সমান সমান হইবে। একইভাবে দেখানো যায় যে বাজার-দাম যখন OP_2 (= ৯ টাকা) তখন উৎপন্নের পরিমাণ হইবে Oq_2 (১৩০ একক দ্রব্য) পরিমাণ দ্রব্য আর বাজার-দাম যখন OP_3 (= ১৩·৫০ টাকা) তখন উৎপন্নের পরিমাণ হইবে Oq_3 (১৫০ একক দ্রব্য) পরিমাণ দ্রব্য। এখন বিভিন্ন নির্দিষ্ট দামে শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের যোগানের পরিমাণ যদি যোগ দেওয়া হয় তাহা



হইলেই শিল্পের যোগান-সূচী পাওয়া যাইবে। এইভাবে যোগ করিয়াই উপরের খ-রেখাচিত্রে শিল্পের যোগান-রেখা SS_1 দেখানো হইয়াছে। এখানে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে শিল্পে ১ হাজার প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে এবং এই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন-ব্যয় একই প্রকার। এই অবস্থায় দাম যখন OP_1 (= ৪ টাকা) তখন প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের যোগানের পরিমাণ হইবে Cq_1 এবং শিল্পের যোগান হইবে Oa = ১০০০ Oq_1 (অর্থাৎ ১০০০ × ৯৫ = ৯৫,০০০ একক দ্রব্য)। অনুরূপভাবে দাম OP_2 (= ৯ টাকা) হইলে শিল্পের যোগান হইবে Ob = ১০০০ Cq_2 (অর্থাৎ ১০০০ × ১৩০ = ১,৩০,০০০ একক দ্রব্য) আর দাম OP_3 (= ১৩·৫০ টাকা) হইলে শিল্পের যোগানের মোট পরিমাণ হইবে Oc = ১০০০ Cq_3 (অর্থাৎ ১০০০ × ১৫০ =

১,৫০,০০০ একক দ্রব্য)। এইভাবে যে যোগান-রেখা পাওয়া যায় তাহার সহিত বাজারের চাহিদা-রেখা সংযুক্ত করিয়াই স্বল্পকালীন দাম নির্ধারিত করা হয়।

এই আলোচনা হইতে বলা যায় যে, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়-রেখার উপরে অবস্থিত ঊর্ধ্বগামী প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখার যে-অংশ থাকে তাহাই হইল প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন যোগান-রেখা, কারণ গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের নিচে দাম হইলে প্রতিষ্ঠান বাজারে যোগান দিবে না।[১] শিল্পের যোগান-রেখা (Industry Supply Curve) শিল্পান্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানের গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উপরিস্থিত প্রান্তিক ব্যয়-রেখা যোগ করিয়া পাওয়া যাইবে।[২]

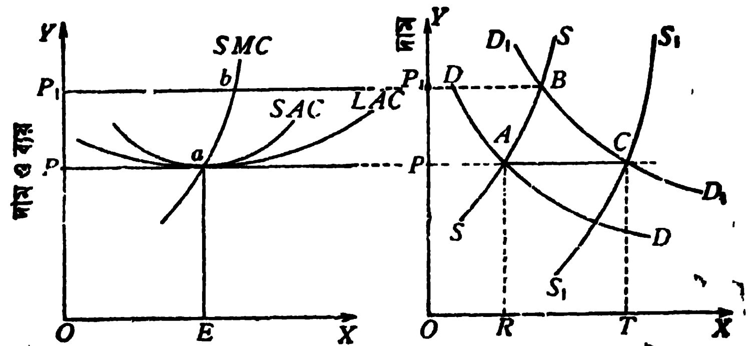
প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের স্বল্পকালীনযোগান-রেখা

ঘ। **দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা** (Long-run Supply Curve) : (গ্রন্থের ১৮৬-৮৮ পৃষ্ঠা) দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে।

১। **সমব্যয়সম্পন্ন শিল্প** (Constant Cost Industries) : নিম্নের রেখাচিত্রে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় সমব্যয়সম্পন্ন শিল্পে (constant cost industries) শিল্প ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য কিভাবে স্থাপিত হয় এবং কিভাবে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়ের উপর শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান নির্ভর করে তাহা দেখানো হইল।

নিম্নের ক-রেখাচিত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এবং খ-রেখাচিত্রে শিল্প দেখানো হইয়াছে। ক-রেখাচিত্রের *LAC*, *SAC* এবং *SMC* রেখা তিনটি হইল যথাক্রমে দীর্ঘকালীন

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (Firm)　　　শিল্প (Industry)



(ক) পরিমাণ (শতকে)　　　(খ) পরিমাণ (কোটিতে)

১. " ... the firm's short-run supply curve will be the rising part of its marginal cost curve, where that curve is above the curve of average variable cost." Samuelson

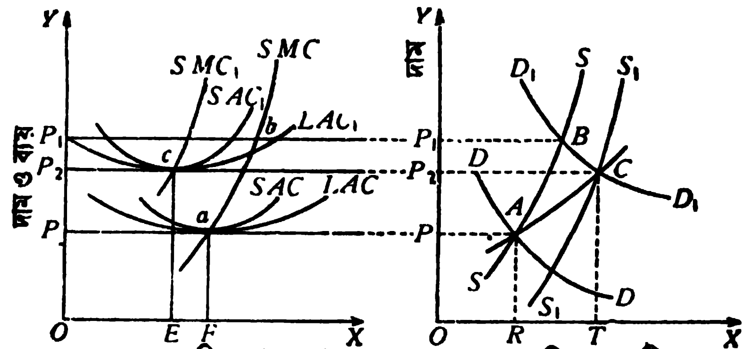
২. "The short-run industry supply curve under perfect competition is defined as the horizontal sum of the relevant ranges of the various marginal cost curves of the individual firms." H. H. Liebhafsky

গড় ব্যয়-রেখা (LAC), স্বল্পকালীন গড় ব্যয়-রেখা (SAC) ও স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখা (SMC)। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের এবং শিল্পের ক্ষেত্রে যোগানের পরিমাণকে যথাক্রমে শতকে ও কোটিতে হিসাব করা হইয়াছে। ধরা যাউক যে প্রথমে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্প ভারসাম্য অবস্থায় আছে। দাম হইল OP; প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য a বিন্দুতে হইয়াছে, কারণ দাম = প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় = গড় উৎপাদন-ব্যয় = প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়। উৎপন্নের পরিমাণ হইল OE। অপরদিকে শিল্পটি A বিন্দুতে ভারসাম্য অবস্থায় রহিয়াছে, কারণ চাহিদা-রেখা DD এবং যোগান-রেখা SS পরস্পরকে A বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। এই ভারসাম্য অবস্থায় শিল্পের মোট যোগান হইবে OR (প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের যোগান OE-কে শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে এই মোট যোগান পাওয়া যায়)। এখন ধরা যাউক চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া D_1D_1 এবং দাম OP_1 হইল। অতিরিক্ত লাভ দেখা দেওয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থিত আয়তনের মধ্যে থাকিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। রেখাচিত্রে P_1b পরিমাণ দ্রব্য প্রতিষ্ঠান যোগান দিবে, কারণ b বিন্দুতে দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইয়াছে। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন চলিতে পারে না। অতিরিক্ত মুনাফা হইতেছে দেখিয়া নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে আসিয়া যোগ দিবে এবং ইহাদের উৎপাদন-ব্যয় পূর্বতন প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। ফলে যোগান বৃদ্ধি পাইবে। শিল্পের যোগান-রেখা ডানদিকে সরিয়া S_1S_1-এ যাইবে। দাম কমিয়া আবার পূর্বতন দাম OP হইবে এবং কোন প্রতিষ্ঠানই স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা করিতে পারিবে না। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উৎপন্নের পরিমাণ হইবে OE। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় শিল্পের যোগান বাড়িয়া OR হইতে OT-তে দাঁড়াইবে। সরল ও অনুভূমিক রেখা AC হইবে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা। এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমব্যয়সম্পন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হয় কোন নীট বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বা ব্যয়বৃদ্ধি (external economies or diseconomies) হয় না, উৎপাদনের উপাদানের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic) অথবা শিল্পপ্রসারের দরুন উপাদানগুলির চাহিদা বাড়িলেও উহাদের দাম সমান থাকিয়া যায়।

২। **ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্প (Increasing Cost Industries)**: নিম্নের রেখাচিত্র দুইটিতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের (increasing cost industries) ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও সমগ্র শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য কিভাবে হয় তাহা একসংগে দেখানো হইয়াছে। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে অনুমান করা হয় যে শিল্পটিতে বাহ্যিক ব্যয়বৃদ্ধি (external diseconomies) হয় এবং শিল্পের প্রসার ঘটিলে শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানের গড় ব্যয়-রেখা ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা উপরের দিকে সরিয়া যায়। যেমন, শিল্পপ্রসারের ফলে উৎপাদনের উপাদানগুলির (inputs) দাম বাড়িয়া যাইতে পারে এবং সকল প্রতিষ্ঠানেরই উৎপাদন-ব্যয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইতে পারে।

এরূপ বাহ্যিক ব্যয়বৃদ্ধি হইলে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হইবে।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (Firm) শিল্প (Industry)



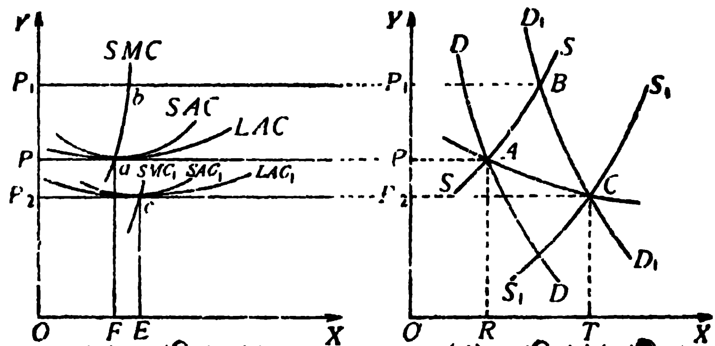
(ক) পরিমাণ (শতকে) (খ) পরিমাণ (কোটিতে)

উপরের ক-রেখাচিত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও খ-রেখাচিত্রে শিল্পের অবস্থা দেখানো হইয়াছে। প্রথমে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে OP দামে প্রতিষ্ঠান ও শিল্প ভারসাম্য প্রাপ্ত হইয়াছে ; এরূপ প্রতিষ্ঠানের যোগান হইল OF পরিমাণ এবং শিল্পের মোট যোগান হইল OR। এখন ধরা যাউক, চাহিদা বাড়িয়া DD হইতে D_1D_1 হইল। ফলে দাম বাড়িয়া OP_1 হইল। অবস্থিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বর্তমান সাজসরঞ্জামের সাহায্যে অধিক উৎপন্নের দিকে ঝুঁকিবে। উপরের ক-রেখাচিত্রে দেখা যাইবে যে প্রতিষ্ঠানটি OP_1 দামে P_1b পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে এবং অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করিতেছে। এখন নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান আসিয়া শিল্পে যোগদান করিয়া যোগান বৃদ্ধি করিবে। শিল্পের যোগান-রেখা SS স্বাভাবিকভাবেই ডানদিকে সরিয়া S_1S_1 হইবে। কিন্তু নূতন প্রতিষ্ঠানগুলি যোগান বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিলে নূতন ভারসাম্য দাম পূর্বেকার ভারসাম্য দামে নামিয়া আসিবে না, কারণ শিল্পপ্রসারের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। উপরের ক-রেখাচিত্র হইতে দেখা যায় দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা (LAC) এবং অন্যান্য ব্যয়-রেখা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। নূতন ভারসাম্য দাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে OP_2। এই দামে প্রতিষ্ঠান যোগান দিতেছে OE পরিমাণ এবং শিল্প যোগান দিতেছে OT পরিমাণ দ্রব্য। সুতরাং শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা AC ডানদিকে ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন।

৩। **ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্প (Decreasing Cost Industries) :** ক্রমহ্রাসমান শিল্পের ভিত্তি হইল যে সংশ্লিষ্ট শিল্পটি প্রসারলাভ করিলে উহার বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ হয়। যেমন, কোন শিল্প সম্প্রসারিত হইলে হয়ত কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের যোগান পূর্বাপেক্ষা কম দামে পাওয়া যাইতে পারে, কারণ যে-সকল শিল্প এই সকল উপাদান যোগান দেয় তাহারা বৃহদায়তনে

উৎপাদনের সুযোগ পায় বলিয়া উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া আসিতে পারে। যেক্ষেত্রে এইভাবে বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প উৎপাদন বাড়াইলে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী গড় ব্যয়-রেখা (LAC) ডানদিকে নিম্নের দিকে সরিয়া আসে। ফলে শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী যোগান-রেখা AC ডানদিকে নিম্নগতিসম্পন্ন হয়।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (Firm) শিল্প (Industry)



(ক) পরিমাণ (শতকে) (খ) পরিমাণ (কোটিতে)

উপরের রেখাচিত্র দুইটিতে ধরা হইয়াছে যে OP দামে প্রতিষ্ঠান ও শিল্প ভারসাম্য অবস্থায় আছে; প্রতিষ্ঠানের উৎপন্নের পরিমাণ হইল OF আর শিল্পের মোট যোগান হইল OR। এখন ধরা যাউক, চাহিদা বাড়িয়া DD হইতে D_1D_1 হইল। এখন স্বল্পকালীন অবস্থায় দাম বাড়িয়া OP_1 হইবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থিত আয়তন ও সাজসরঞ্জামের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইবে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান P_1b পরিমাণ উৎপন্ন করিবে। ক্রমশ নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে যোগদান করিতে থাকিবে। শিল্পের যোগান-রেখা SS ডানদিকে সরিয়া S_1S_1 হইবে এবং শিল্পের নূতন ভারসাম্য স্থাপিত হইবে C বিন্দুতে। বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ হইতে থাকায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইবে। দীর্ঘমেয়াদী গড় ব্যয়-রেখা LAC নিচের দিকে নামিয়া আসিয়া LAC_1 হইবে। এখন প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ হইবে OE, শিল্পের মোট যোগান হইবে OT এবং দাম হইবে OP_2। সুতরাং শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী যোগান-রেখা হইবে AC।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

1. **What do you mean by a supply curve? Explain how it is related to firm's costs in a competitive market.**

[যোগান-রেখা বলিতে কি বুঝায়? প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ইহা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত কিভাবে সম্পর্কিত?] (১১৬-১৭, ৩৫২-৫৩ পৃষ্ঠা)

2. **Explain the relation between supply curves of firms and the supply curves of the industry in a competitive market.**

[প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন একটি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখার সহিত সমগ্র শিল্পের যোগান-রেখার সম্পর্ক বুঝাইয়া দাও।] (৩৫৩-৫৬ পৃষ্ঠা)

৬। একচেটিয়া কারবারে ভারসাম্যের প্রকৃতি: ২২৩ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে গড় মোট ব্যয়-রেখার দিকে একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে উৎপাদনের গড় ব্যয়ের ন্যূনতম স্তরে আসিবার পূর্বেই একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ, ২২৩ পৃষ্ঠার রেখাচিত্র AC রেখার R বিন্দুতে উৎপাদন হইল একচেটিয়া কারবারীর সর্বাপেক্ষা লাভজনক উৎপাদন। কিন্তু উৎপাদন যদি আরও বৃদ্ধি করা হইত তাহা হইলে এককপ্রতি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বা গড় ব্যয় আরও কমিয়া যাইতে থাকিত এবং N বিন্দুতে আসিয়া ন্যূনতম হইয়া দাঁড়াইত। একচেটিয়া কারবারী ইহা করিল না কেন? উৎপাদনবৃদ্ধি না করিবার কারণ হইল যে উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে একচেটিয়া কারবারীর এককপ্রতি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া যাইত বটে কিন্তু সংগে সংগে দ্রব্যের দামও এরূপ হ্রাস পাইত যে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইত। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় থাকার অবস্থাতেই একচেটিয়া কারবারী ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিয়াছে।

একচেটিয়া কারবারে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের অবস্থাতেই ভারসাম্য আসিতে পারে

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় হইতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের কোন ভারসাম্য হয় না। কারণ, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বাজার-দামে কমবেশী যত খুশি বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া উৎপাদন-ব্যয় কমিতে থাকিলে প্রতিষ্ঠান ক্রমাগত উৎপাদন বাড়াইয়া অধিক মুনাফা করিবার চেষ্টা করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে অধিক সময় ধরিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের এই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় চলিতে থাকিলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ভাঙিয়া গিয়া অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবার দেখা দেয়।

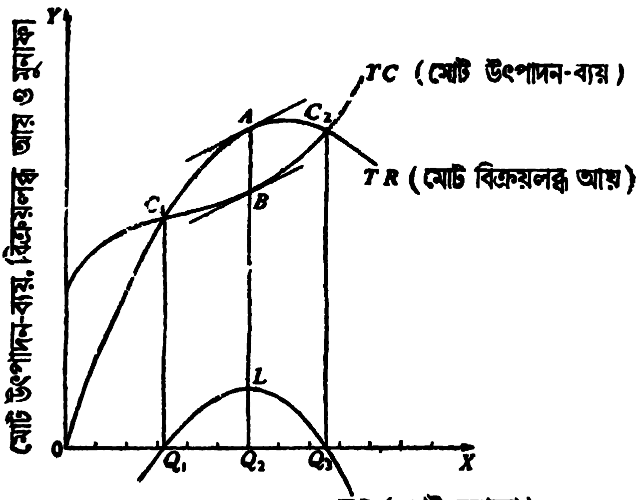
পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় এরূপ ঘটে না

উপরের দৃষ্টান্ত ও আলোচনায় দেখানো হইয়াছে যে গড় উৎপাদন-ব্যয় ক্রমহ্রাসমান থাকাকালীন অবস্থায় একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য ও সর্বাধিক মুনাফা কিভাবে হয়। ইহা ছাড়াও চাহিদার অবস্থা অনুসারে ন্যূনতম গড় উৎপাদন-ব্যয় অথবা ক্রমবর্ধমান গড় উৎপাদন-ব্যয়ের স্তরেও একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য হইতে পারে। তবে উৎপাদন-ব্যয় ক্রমহ্রাসমান হউক বা ন্যূনতমই হউক অথবা ক্রমবর্ধমানই হউক সাধারণত একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের দাম প্রতি একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বা গড় উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। সুতরাং একচেটিয়া কারবারে দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদকের অতিরিক্ত মুনাফা করা সম্ভব। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা করিতে সমর্থ হয় না, কারণ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা হইতে থাকিলে নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে আসিয়া প্রবেশ করে এবং ইহাদের প্রতিযোগিতার চাপে কোন প্রতিষ্ঠানেরই আর অতিরিক্ত মুনাফা করিবার সুযোগ থাকে না। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য হয় যখন—

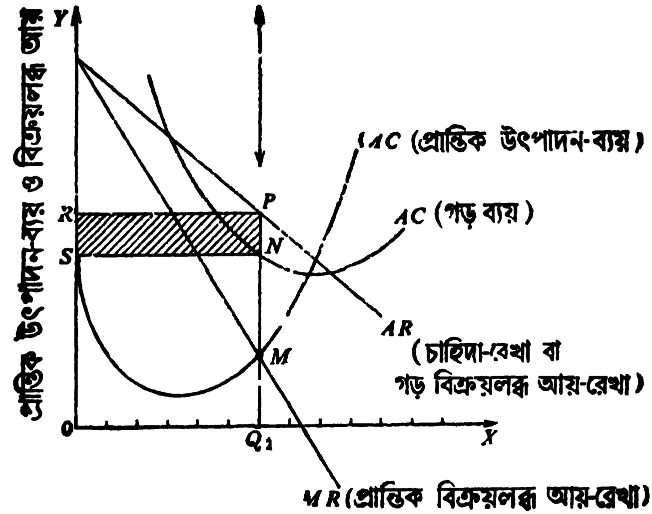
দীর্ঘকালীন অবস্থায় একচেটিয়া কারবারী অতিরিক্ত লাভ করে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগী মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিতে পারে

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় = প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় = দাম = গড় উৎপাদন-ব্যয় = গড় বিক্রয়লব্ধ আয় ($MC = MR = \text{Price} = AC = AR$)।

উপসংহার : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম ও উৎপাদন কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা দুই পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমটি অনুসারে উৎপাদনের যে-স্তরে মোট উৎপাদন-ব্যয় এবং মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের মধ্যে পার্থক্য সর্বাধিক হয় সেখানেই একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ঐ একই বিষয়—অর্থাৎ সর্বাধিক মুনাফার স্তর দেখানো হয় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সাহায্যে। উৎপাদনের যে-স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয় সেই স্তরেই একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। দুইটি পদ্ধতিই যে সমার্থক তাহা রেখাচিত্রটির দ্বারা সংক্ষেপে দেখানো হইল :



উপরের রেখাচিত্রটিতে TR রেখাটি হইল মোট বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা এবং TC হইল মোট উৎপাদন ব্যয়-রেখা। ঐ রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে উৎপাদনের পরিমাণ যখন OQ_2 তখন TC এবং TR রেখা দুইটির মধ্যে পার্থক্য (AB) সর্বাধিক হইয়াছে ; এখানে TC এবং TR উভয় রেখার গতি (slope) এক। আবার পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটির দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে ঐ OQ_2 পরিমাণ উৎপাদনের স্তরেই প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় উভয়ের পরিমাণ হইল Q_2M। এখন OQ_2 যখন উৎপাদন, তখন দাম হইল Q_2P এবং এককপ্রতি একচেটিয়া মুনাফা হইল NP এবং মোট মুনাফা হইল $NPRS$।



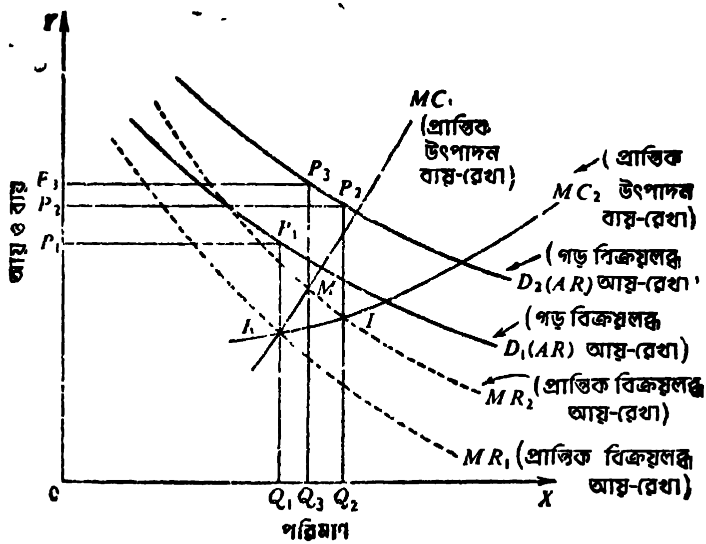
৩৫৮ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটিতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার হইল যে উৎপন্নের পরিমাণ যখন OQ_1 কিংবা OQ_3 তখন মোট উৎপাদন-ব্যয় TC এবং মোট বিক্রয়লব্ধ আয় TR সমান সমান। সুতরাং একচেটিয়া কারবারীর নীট মুনাফা হইল শূন্য ; এই কারণে C_1 ও C_2 বিন্দুকে 'সমাবস্থা বিন্দু' (break-even points) বলা হয়।

চাহিদার পরিবর্তন এবং একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্নের পরিমাণ ও দাম (Changes in Demand and Monopoly Output and Price):

চাহিদাবৃদ্ধির ফলে যোগান বৃদ্ধি পায় এবং দামও বৃদ্ধি পাইতে পারে

একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন উহার উৎপন্নের পরিমাণ ও দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ধরা যাউক, চাহিদা বৃদ্ধি পাইল—অর্থাৎ ক্রেতারা একই পরিমাণ দ্রব্য পূর্বাপেক্ষা অধিক দামে ক্রয় করিতে রাজী হইল। ইহার ফলে গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা বা চাহিদা-রেখা উপরে ডানদিকে উঠিয়া যাইবে এবং ইহার সংগে সংগে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখাও ডানদিকে উপরের দিকে সরিয়া যাইবে। সুতরাং পূর্বের তুলনায় ডানদিকে সরিয়া গিয়া প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখাকে ছেদ করিবে। ইহার অর্থ হইল, চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন বা যোগান হইবে। সাধারণত দামও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইবে (অবশ্য বিশেষ অবস্থায় দাম হ্রাসও পাইতে পারে)।

পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি বুঝিতে পারা যাইবে। চাহিদাবৃদ্ধির পূর্বে চাহিদা-রেখা হইল D_1, প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা হইল MR_1 এবং প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা MC_1 প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা MR_1-কে যখন K বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে তখন ভারসাম্য উৎপন্নের (equilibrium output) পরিমাণ হইল OQ_1 এবং ভারসাম্য দাম (equilibrium price) হইল OP_1।



এখন চাহিদাবৃদ্ধির পর নূতন চাহিদা-রেখা হইল D_2 এবং নূতন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা হইল MR_2। এই নূতন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা MR_2 প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা MC_1-কে উপরে M বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং নূতন ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ হইল OQ_3 এবং নূতন ভারসাম্য দাম হইল OP_3। দেখা যাইতেছে, চাহিদাবৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন এবং দাম উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব, আমরা বলিতে পারি যে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের চাহিদাবৃদ্ধি পাইলে উৎপন্ন বা যোগান এবং দাম উভয়ই সাধারণত বৃদ্ধি পায়। এখন প্রশ্ন হইল, চাহিদাবৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন ও দামবৃদ্ধির পরিমাণ কি হইবে? ইহার উত্তরে বলা যায়, উহা নির্ভর করিবে একদিকে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখার প্রকৃতি এবং অপরদিকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। যেখানে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা সোজা হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়—অর্থাৎ যেখানে উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পায় সেখানে চাহিদাবৃদ্ধির ফলে দাম বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎপন্নের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পাইবে। উপরের রেখাচিত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা MC_1 দ্রুত উর্ধ্বগামী। সুতরাং যখন চাহিদা D_1 হইতে বৃদ্ধি পাইয়া D_2 হইল তখন দাম দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া OP_1 হইতে OP_3 হইল এবং উৎপন্নের পরিমাণ সামান্য বাড়িয়া OQ_1 হইতে OQ_3-এ আসিয়া দাঁড়াইল।

এই বৃদ্ধির পরিমাণ কি হইবে

ইহা নির্ভর করে উৎপাদন ব্যয়-রেখার প্রকৃতি ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর

অপরপক্ষে যেক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের বিশেষ পরিবর্তন হয় না, সেক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে

এবং দাম সামান্যই বাড়িবে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা MC_2 অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে উপরের দিকে উঠিয়াছে—অর্থাৎ উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ধীরগতিতে উর্ধ্বমুখী হইয়াছে। সুতরাং চাহিদাবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া OQ_1 হইতে OQ_2 হইয়াছে এবং দাম অপেক্ষাকৃত কম বৃদ্ধি পাইয়া OP_1 হইতে OP_2 হইয়াছে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপরও উৎপন্ন ও দামের পরিমাণ নির্ভর করে। চাহিদা-বৃদ্ধির ফলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যদি পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পায় তবে দামবৃদ্ধির মাত্রা অধিক এবং উৎপাদনবৃদ্ধির মাত্রা কম হইবে। আর যদি চাহিদাবৃদ্ধির ফলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পূর্বাপেক্ষা অধিক হয় তবে দামবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম এবং উৎপাদন বা যোগান বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে।

এতক্ষণ চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে দাম ও উৎপন্নের অবস্থা কি দাঁড়ায় তাহা আলোচনা করা হইল। এই আলোচনা হইতে চাহিদা হ্রাস পাইলে একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্ন ও দামের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। অর্থাৎ, চাহিদা হ্রাসের ফলাফল চাহিদাবৃদ্ধির ফলাফলের সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে।

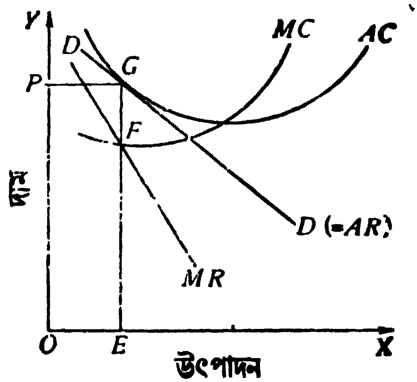
একচেটিয়া কারবার ও মুনাফা (Monopoly and Profit): এরূপ ধারণা হইতে পারে যে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান বা কারবারী সকল সময়ই অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এ-ধারণা সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। একথা ঠিক যে সাধারণত একচেটিয়া কারবারী স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু অবস্থাবিশেষ একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে অতিরিক্ত মুনাফা করা সম্ভব নাও হইতে পারে। একচেটিয়া কারবারী যোগান নিয়ন্ত্রণ করিলেও চাহিদা সাধারণত তাহার আয়ত্তাধীন থাকে না। সুতরাং চাহিদার অবস্থা এমন হইতে পারে যে অতিরিক্ত মুনাফা করা সম্ভব হয় না। একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের এককপ্রতি মুনাফা (per unit amount of profit under monopoly) নির্ভর করে উৎপন্ন দ্রব্যের গড় ব্যয় (average cost) এবং দাম বা চাহিদা এই দুইটির মধ্যে সম্পর্কের উপর। এখন অবস্থা এমন হইতে পারে যে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম গড় ব্যয়ের অধিক করিয়া ধার্য করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে স্বাভাবিক মুনাফাতেই (normal profit) সন্তুষ্ট থাকিয়া উৎপাদন করিতে হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

একচেটিয়া কারবারী সকল অবস্থায় মোটা মুনাফা লাভ করিতে পারে না

৩৬২ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে DD হইল চাহিদা-রেখা আর MR রেখাটি হইল প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা। অপরদিকে AC ও MC রেখা দুইটি হইল যথাক্রমে গড় ব্যয়-রেখা ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা। এখন দেখা যাইতেছে যে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (MR) এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (MC) F বিন্দুতে সমান হইয়াছে। সুতরাং OE পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া OP $(=EG)$ দামে বিক্রয় করিলেই একচেটিয়া কারবারীর

ভারসাম্য অবস্থা স্থাপিত হইবে। এই ভারসাম্য অবস্থায় একচেটিয়া কারবারী কোন নীট মুনাফা করিতে পারিতেছে না। চাহিদা-রেখা $DD\ (=AR)$ গড় ব্যয়-রেখা AC-কে G বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে এবং প্রতি একক দ্রব্যের দাম ও উৎপাদন-ব্যয় সমান সমান হইয়াছে। অন্যভাবে বলা যায় মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (total revenue) এবং মোট উৎপাদন-ব্যয় (total cost) উভয়ই $0EGP$ পরিমাণ। সুতরাং কোন অতিরিক্ত মুনাফা হইতেছে না। মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিতেছে, কারণ মোট উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা রহিয়াছে।

দীর্ঘকালীন অবস্থায় চাহিদার অবস্থা অনুসারে মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা হইতে পারে



উপরের রেখাচিত্রটি হইতে বুঝা যায় যে একচেটিয়া কারবারী OP ভিন্ন অন্য কোন দাম ধার্য করিলেই তাহার লোকসান হইবে। এখন আবার চাহিদা-রেখা DD যদি বামদিকে সরিয়া আসে—অর্থাৎ চাহিদা যদি হ্রাস পায় তবে একচেটিয়া কারবারীর লোকসান হইবে এবং দীর্ঘকালীন অবস্থায় সে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। অবশ্য স্বল্পকালীন অবস্থায় গড় মোট ব্যয় (Average Total Cost) উঠাইতে না পারিলেও, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অধিক দামে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইলে সে উৎপাদন চালাইয়া যাইবে।

স্বল্পকালীন অবস্থায় একচেটিয়া কারবারীর লোকসানও হইতেপারে

রেখাচিত্রের সাহায্যে একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা (Diagrammatic Illustration of Pricing under Monopolistic Competition) : (গ্রন্থের ২৩৮ পৃষ্ঠা)

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা বা বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা নিম্নগামী। যেখানে উৎপাদকের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (MR) এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (MC) পরস্পর সমান উৎপাদনের সেই স্তরেই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বাধিক হয়। সুতরাং বলা যায়, একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় উৎপাদক সেই স্তরে দাম এবং উৎপাদন স্থির করিবে যেখানে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হইবে ($MR=MC$)।

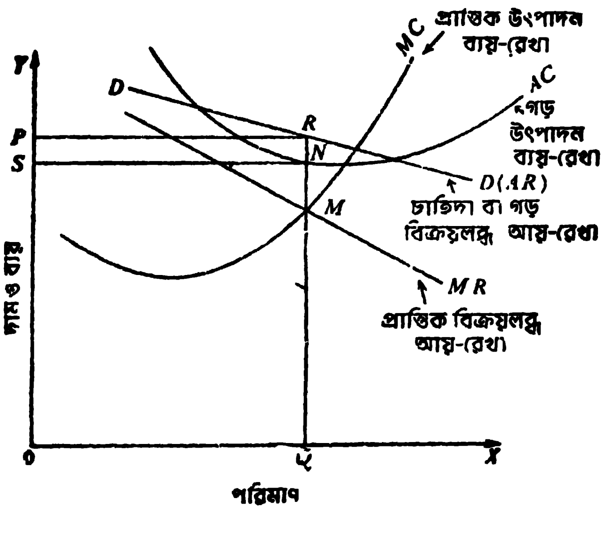
একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় চাহিদা-রেখা

কিন্তু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে, একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় গড় বিক্রয়লব্ধ আয়

(*AR*) বা দাম অপেক্ষা কম হয় ; কারণ, যখন গড় আয়-রেখা নিম্নগামী হয় তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় গড় বিক্রয়লব্ধ আয় বা দাম হইতে কম হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কিন্তু দাম এবং প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমানই থাকে ; কারণ, প্রতিষ্ঠানকে অধিক একক দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য দাম কমাইতে হয় না, কিন্তু একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতাকে অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতে হইলে দাম হ্রাস করিতে হয়। সুতরাং তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় গড় বিক্রয়লব্ধ আয় বা দাম অপেক্ষা কম হয়। এখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইলে উৎপাদকের সর্বাধিক মুনাফা হয় বলিয়া প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দাম হইতে কম হইবে এবং উৎপাদক তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়কে দামের সমান করিবার জন্য উৎপাদনবৃদ্ধি করিবে না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কিন্তু প্রত্যেক উৎপাদক সেই পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াইয়া চলিবে যেখানে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দামের সমান হয়।

একচেটিয়া প্রতিযোগীর প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দাম হইতে কম

বিষয়টিকে নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইল :



MC হইল প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা আর *AC* হইল গড় উৎপাদন ব্যয়-রেখা। *DD* হইল চাহিদা বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা এবং উহা নিম্নগামী। *MR* হইল প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা এবং ইহা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখার নিচে অবস্থিত। *M* বিন্দুতে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা *MC* এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা *MR* পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং *OQ* পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলেই মুনাফা সর্বাধিক হইবে। এই পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম হইবে *QR*। সুতরাং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় বিক্রয়লব্ধ আয় হইল দাম অপেক্ষা কম। উপরের

রেখাচিত্রে আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিবার আছে। দাম যখন QR তখন গড় উৎপাদন-ব্যয় হইল QN। সুতরাং প্রতি এককে অতিরিক্ত মুনাফা হইল NR এবং মোট অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাণ হইল $NRPS$। স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের এই প্রকার একচেটিয়া কারবারীর মত অতিরিক্ত মুনাফা হইতে পারে।[১] কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় (একচেটিয়া প্রতিযোগিতায়) উৎপাদকেব এইরূপ অতিরিক্ত মুনাফা সাধারণত হ্রাস পাইয়া স্বাভাবিক মুনাফায় দাঁড়ায়।

প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

এখন সমষ্টিগতভাবে সকল প্রতিষ্ঠানের কথা ধরিয়া সমগ্র শিল্পের ভারসাম্যের কথা সংক্ষেপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক, উৎপাদকের দ্রব্যের পৃথক চাহিদা-রেখা রহিয়াছে। এই চাহিদা-রেখা বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-:েখা নিম্নগামী এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর দামের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

শিল্পের ভারসাম্য

এখন এই চাহিদা-রেখার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এমনভাবে উৎপাদন ও দাম স্থির করিতে চেষ্টা করিতে থাকিবে যাহাতে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পর সমান হয়। এইভাবে সকলের উৎপাদনের ফলে যে মোট দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহা যদি আশানুরূপ দামে (anticipated price) ক্রেতারা ক্রয় করে তাহা হইলে শিল্পে অস্থায়ীভাবে ভারসাম্য অবস্থা আসিবে। মোট উৎপাদনের পরিমাণ যদি আশানুরূপ দামে ক্রেতারা ক্রয় করিতে না চায় তাহা হইলে সকলের দাম হ্রাস পাইবে, ইহার সহিত বিভিন্ন বিক্রেতার চাহিদা-রেখাগুলি নিচের দিকে সরিয়া আসিবে। বিভিন্ন উৎপাদক তাহাদের নূতন চাহিদা-রেখা অনুযায়ী উৎপাদন ও দামের পরিবর্তন করিবে। অপরদিকে আবার উৎপাদকের উৎপন্নের পরিমাণ যদি আশানুরূপ দামে ক্রেতারা যতটা ক্রয় করিতে চায় তাহা অপেক্ষা কম হয় তবে সকল বিক্রেতার দামই বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে সকল উৎপাদকের চাহিদা-রেখাগুলি সরিয়া উপরের দিকে উঠিয়া আসিবে। উৎপাদকরা আবার তাহাদের নূতন চাহিদা-রেখা অনুযায়ী উৎপাদন ও দামকে পরিবর্তিত করিবে। এইভাবে যে-পর্যন্ত না বিভিন্ন উৎপাদকের দাম ও চাহিদা-রেখাগুলি যে-স্তরে উৎপাদন ও ক্রয়ের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয় সেই স্তরে আসে, সে-পর্যন্ত উৎপাদন ও দামের হ্রাসবৃদ্ধি চলিতে থাকিবে। এই অবস্থাকে অস্থায়ী ভারসাম্যের (provisional equilibrium) অবস্থা বলা হয়। এই স্বল্পকালীন বা অস্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থায় বিভিন্ন উৎপাদকের অতিরিক্ত মুনাফা কিংবা লোকসানও হইতে পারে, কারণ স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদকদের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে না।

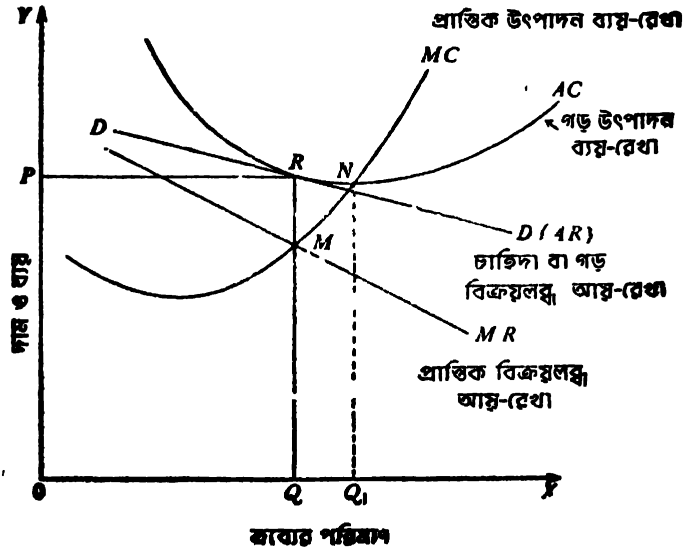
অস্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থা

---

১. The short-run equilibrium of the firm (under monopolistic competition) is exactly the same as that of a monopolist. The firm is not a passive price taker; it may juggle price and quantity until profit are maximised." R. G. Lipsey: *Positive Economics*

পুনরুল্লেখ করিয়া বলা যায়, একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক মুনাফাই হইবে। অবশ্য আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, শিল্প ত্যাগ ও শিল্পে প্রবেশের অবাধ সুযোগ রহিয়াছে এবং সমজাতীয় উৎপাদনের উপাদানগুলি সকলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইতে পারে। এই অবস্থায় শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলি যদি অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করিতে থাকে তাহা হইলে অনুরূপ দ্রব্য-উৎপাদনকারী নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে আসিয়া প্রবেশ করিবে, ফলে শিল্পের যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম হ্রাস পাইবে। প্রত্যেক উৎপাদকের বিক্রয় কমিয়া যাইবে ও চাহিদা বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা সরিয়া নিচের দিকে নামিয়া আসিবে এবং সকলের স্বাভাবিক মুনাফা হইতে থাকিবে। অপরদিকে শিল্পে যদি প্রতিষ্ঠানগুলির লোকসান হইতে থাকে তাহা হইলে অনেক প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট শিল্প ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। ইহার ফলে শিল্পের উৎপন্ন বা যোগানের পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং প্রত্যেক উৎপাদকের দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইবে ও চাহিদা-রেখা সরিয়া উপরের দিকে উঠিবে। সকলের মুনাফা আবার স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দীর্ঘকালীন অবস্থায় অতিরিক্ত মুনাফা বা লোকসান থাকে না এবং সকল প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক মুনাফা হয়—অর্থাৎ দাম এবং প্রতি এককের উৎপাদন-ব্যয় সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মত একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় অতিরিক্ত মুনাফা হইল সাময়িক; একমাত্র সম্পূর্ণ একচেটিয়া কারবারে অতিরিক্ত মুনাফা অনির্দিষ্ট কালের

দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে



জন্য থাকিতে পারে। উপরের রেখাচিত্রটি হইতে একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থা বুঝা যাইবে।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে আমরা দেখিয়াছি যে প্রতিষ্ঠানটি অতিরিক্ত মুনাফা করিতেছে। রেখাচিত্র হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রতিষ্ঠানের কোন অতিরিক্ত মুনাফা হইতেছে না। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘকালীন অবস্থায় *OQ* পরিমাণ দ্রব্য পর্যন্ত উৎপাদন করিবে, কারণ এখানে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান এবং দাম *QR* গড় উৎপাদন-ব্যয়েরও সমান। সুতরাং প্রতিষ্ঠানটির মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা হইতেছে।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

1. **Diagrammatically illustrate the equilibrium position of the firm under monopolistic competition both in the short and long run.**

[একচেটিয়া প্রতিযোগিতাধীনে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন—উভয় অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের অবস্থা রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।] (৩৬২-৬৩ পৃষ্ঠা)

চ। অলিগোপলিতে কোণবিশিষ্ট চাহিদা-রেখা—দামের অপরিবর্তনশীলতা (Kinked or Cornered Oligopoly Demand Curve—Price Rigidity):

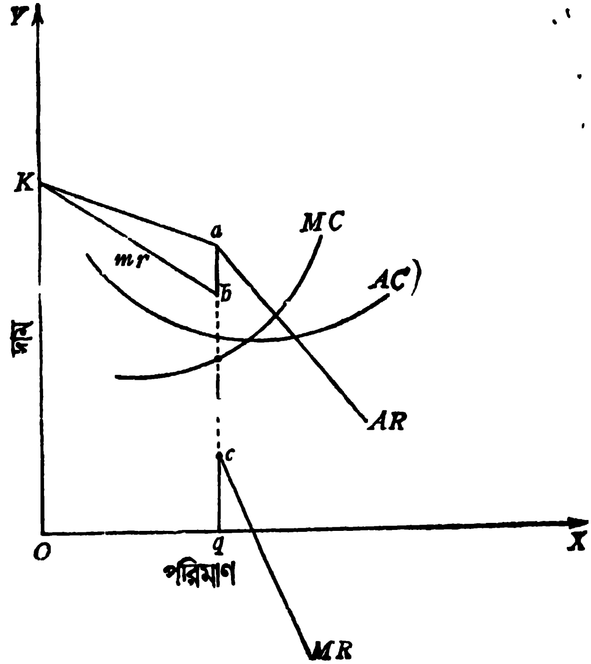
(গ্রন্থের ২৪০-৪২ পৃষ্ঠা) অলিগোপলিতে অনেক ক্ষেত্রে চাহিদা-রেখাকে কোণবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়; এই কোণ প্রচলিত দামের বিন্দুতে সৃষ্টি হইয়া থাকে। কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত দাম হইতে সরিয়া যাইতে চাহে না। সুতরাং অনেক সময়ই দেখা যায় অলিগোপলিতে দাম অপরিবর্তনশীল হয়। ব্যাখ্যা হিসাবে দেখানো হয় যে কোন প্রতিষ্ঠান যদি প্রতিষ্ঠিত দাম অপেক্ষা অধিক দাম ধার্য করে তাহা হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পূর্বের প্রচলিত দামেই বিক্রয় করিতে থাকিবে। ইহার ফলে দামবৃদ্ধিকারী প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কমিয়া যাইবে, কারণ ক্রেতারা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকিবে। অপরদিকে কোন প্রতিষ্ঠান যদি প্রচলিত দাম অপেক্ষা কম দাম করে তাহা হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংগে সংগে দাম কমাইবার দিকে ঝুঁকে, কারণ অন্যথায় বিক্রয় কমিয়া যায় এবং ক্রেতারা দামহ্রাসকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট সরিয়া যায়। সুতরাং দাম কমাইয়াও কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে অলিগোপলিতে প্রতিষ্ঠানবিশেষ প্রচলিত দামকে ধরিয়া রাখে—উহার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে চাহে না। এমন কি উৎপাদন-ব্যয়ের তারতম্য ঘটিলেও ঐ একই দামে বিক্রয় করিয়া চলে।

অলিগোপলিতে দাম অপরিবর্তিত থাকে

অলিগোপলিতে চাহিদা-রেখা কিভাবে কোণবিশিষ্ট হয় তাহা পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখা-চিত্রটি হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। ঐ রেখাচিত্রে প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখা হইল *KaAR* এবং উহার *a* বিন্দুতে কোণ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রান্তিক আয়-রেখা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; একাংশ হইল *Kb* এবং অপরাংশ হইল *cMR*।

চাহিদা-রেখার a বিন্দুতে আসিয়া—অর্থাৎ দাম যখন qa ও উৎপন্নের পরিমাণ যখন Oq—প্রান্তিক আয়-রেখা বিচ্ছিন্ন (discontinuous) হইয়া গিয়াছে ; বিচ্ছিন্ন অংশ হইল bc। এই রেখাচিত্রে ধরা হইয়াছে যে প্রচলিত দাম হইল qa। এখন কোন প্রতিষ্ঠান দাম বৃদ্ধি করিলেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দাম কমাইবে না ; ফলে দামবৃদ্ধিকারী প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কমিয়া যাইবে। অতএব, Ka চাহিদা-রেখা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইবে। অপরদিকে qa অপেক্ষা দাম কম করিলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও অনুরূপভাবে দাম কমাইবে, ফলে aAR চাহিদা-রেখা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হইবে—অর্থাৎ বিক্রয় বিশেষ বাড়িবে না। চাহিদা-রেখার a বিন্দুর বামদিক অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক এবং ডানদিক অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখা $KaAR$ কোণবিশিষ্ট হইয়াছে।

প্রচলিত দামের উপরে চাহিদা স্থিতিস্থাপক ও নিচে অস্থিতিস্থাপক



যেহেতু দাম হ্রাসবৃদ্ধি করিলে কোন প্রতিষ্ঠানের লাভ হয় না সেহেতু প্রচলিত দাম অপরিবর্তিতই থাকিবে। প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য দাম হইবে qa এবং ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ হইবে Oq। উৎপন্নের এই স্তরে প্রান্তিক ব্যয়-রেখা MC প্রান্তিক আয়-রেখার বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্য দিয়া গিয়াছে বলিয়া Oq পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলেই প্রতিষ্ঠানের লাভ সর্বাধিক হইবে। ইহা অপেক্ষা কম উৎপন্নের স্তরে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অনেক কম ; অপরপক্ষে Oq পরিমাণের

অধিক উৎপাদন করা হইলে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইবে।

কোণবিশিষ্ট চাহিদা-রেখাদ্বারা দাম কিভাবে ধার্য তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না

উপসংহারে বলা যায় যে, কোণবিশিষ্ট চাহিদা-রেখার সাহায্যে অলিগোপলিতে দাম একবার ধার্য হইয়া গেলে উহা অপরিবর্তিত থাকে কেন তাহা ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু অলিগোপলিতে দাম কিভাবে ধার্য তাহার ব্যাখ্যা ইহার দ্বারা করা যায় না।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

1. Write a note on Kinked or Cornered Oligopoly Demand Curve.
[অলিগোপলিতে কোণবিশিষ্ট চাহিদা-রেখার উপর একটি টীকা রচনা কর।] (৩৬৬-৬৮ পৃষ্ঠা)

ছ। দাম-নির্ধারণ সংক্রান্ত দুইটি তত্ত্ব (Two Theories Concerning Pricing): দাম-নির্ধারণ সম্পর্কে দুইটি তত্ত্বের কিছুটা আলোচনা করা যাইতে পারে।

১। দাম-নির্ধারণের পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয় তত্ত্ব (Full Cost Theory of Pricing): অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণের মূলনীতির আলোচনায় বলা হইয়াছে যে এইরূপ প্রতিযোগিতাধীনে অধিকাংশ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানই তাহাদের মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টায় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়কে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান করিয়া তুলিবার লক্ষ্যাভিমুখে চলে না (২৩৫ পৃষ্ঠা)। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার এই মূলনীতিই হইল দাম-নির্ধারণের পূর্ণ (বা মোট) উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের (Full Cost Theory of Pricing) ভিত্তি।

পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের ভিত্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অর্থবিদ্যাবিদ[১] বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নিকট কিভাবে তাহারা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের দাম ধার্য করে সে-সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে দেখা যায় যে 'প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়' এবং 'প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়'—এই দুইটি বাক্যাংশেরই সহিত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান পরিচিতই নয়। সুতরাং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্যে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়কে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান করিবার প্রচেষ্টার কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রাপ্ত উত্তর হইতে আরও জানা যায় যে প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট গড় উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতেই দাম ধার্য করিয়া বাজারে ছাড়িয়া থাকে—প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতে নহে।

তত্ত্বটির উদ্ভব

সংগৃহীত এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে দাম-নির্ধারণের যে-নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হয় তাহাই 'পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব' নামে পরিচিত। ইহাকে আবার স্বাভাবিক

১. Hall and Hitch

উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বও (Normal Cost Theory) বলা হয়। নিম্নে সংক্ষেপে তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করা হইল।

তত্ত্বটির প্রতিপাদ্য বিষয়

অধিকাংশ উৎপাদনক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (*AVC*) একটা স্তরের পর হইতে সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অর্থাৎ, দ্বিগুণ উৎপাদন করিবার জন্য মোট কাঁচামাল, শ্রম ইত্যাদির দরুন প্রত্যক্ষ বা পরিবর্তনশীল ব্যয়কে দ্বিগুণ করিতে হয়, তিনগুণ করিবার জন্য তিনগুণ করিতে হয়। এই প্রত্যক্ষ ব্যয়ের (direct cost) সহিত উৎপাদকগণ ধার্য ব্যয় ও 'স্বাভাবিক মুনাফা'র দরুন নির্দিষ্ট হারে একটি টাকা যোগ বা সংযোজন (mark-up) করিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উৎপন্ন দ্রব্যের দাম স্থির করিয়া থাকে।

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে দামধার্যের এই নীতির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, এক একক দ্রব্য উৎপাদনের প্রত্যক্ষ ব্যয় হইল ২০ টাকা। উৎপাদক যদি মনে করে যে এই ২০ টাকার সহিত ২৫ শতাংশ সংযোজন করিলে ধার্য ব্যয় উঠিয়া আসিয়া স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করাও সম্ভব হইবে তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান দ্রব্যটির দাম ধার্য করিবে ২৫ টাকায় (২০ টাকা+২০ টাকার ২৫ শতাংশ বা ৫ টাকা)।

এইভাবে ধার্য দামকে প্রতিষ্ঠান-নির্দিষ্ট দাম (administered price) বলিয়া অভিহিত করা হয়, কারণ উহা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান কর্তৃকই নির্দিষ্ট হয়। ব্যবসায়ের সুনাম বজায় রাখিবার জন্য প্রতিষ্ঠান সহজে নির্দিষ্ট দামের পরিবর্তন করিতে চায় না। মাত্র উৎপাদন-ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটিলে তবেই নূতন দাম ধার্য করিবার দিকে ঝুঁকে।

এই নির্দিষ্ট দামে কতটা বিক্রয় হইবে তাহার উপর অবশ্য প্রতিষ্ঠানের কোন হাত নাই। সুতরাং ইহাতে সর্বাধিক মুনাফা হইবে কি না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যদি হয় তবে তাহা নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার; উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার ফল নহে।

তত্ত্বটির সপক্ষে যুক্তি

পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের সপক্ষে বলা যায় যে, সাধারণত অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দামই দেখা যায়। উৎপাদকগণ প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সহিত পরিচিত নয় বলিয়া (গড়) মোট উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতেই দাম ধার্য করিয়া বাজারে ছাড়িয়া থাকে। আরও দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠাবান কোন প্রতিষ্ঠান সহজে একবার নির্দিষ্ট দামের পরিবর্তন করিতে চায় না।

বিপক্ষে যুক্তি

কিন্তু চাহিদার প্রভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার জন্য পূর্ণ উৎপাদন-তত্ত্বকে কোনমতেই পূর্ণাংগ তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন-ব্যয়ের কোন পরিবর্তন না ঘটা সত্ত্বেও অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কারবারী নূতন দাম ধার্য করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছে

পরিশেষে ইহাও বলা যায় যে কিভাবে প্রতিষ্ঠানের উপর 'স্বাভাবিক মুনাফা'সহ ধার্য ব্যয়ের হিসাব করে তাহার ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না। বলা হয় যে, উহা করা হয় শিল্পের ঐতিহ্য মানিয়া। অর্থাৎ, যদি কোন শিল্পে স্বাভাবিক মুনাফার-হার ৫ শতাংশ হয় তবে সকল প্রতিষ্ঠান ঐ হারেই স্বাভাবিক মুনাফার হিসাব করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে দাম নির্দিষ্টকরণের জন্য প্রত্যক্ষ ব্যয়ের উপর ধার্য ব্যয়ও স্বাভাবিক মুনাফার দরুন সংযোজনের (mark-up) কোন বিশেষ ধরাবাঁধা নীতি নাই। আবার কোন এক শিল্পে এই সংযোজনের হার হইল ৫ শতাংশ এবং অন্য এক শিল্পে ২০ শতাংশ—তাহার ব্যাখ্যাও তত্ত্বটি প্রদান করে না।[১] পরিশেষে বলা হয়, তত্ত্বটির সমর্থনে যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ নাই। বস্তুতপক্ষে যে-সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের বিরুদ্ধেই যায়।[২]

২। 'কব্ওয়েব্' উপপাদ্য (The 'Cobweb' Theorem): চাহিদা ও যোগানের বিশ্লেষণের সাহায্যে মাত্র স্থিতিশীল অবস্থার ব্যাখ্যাই করা যায় না, পরিবর্তনের গতিশীল অবস্থারও ব্যাখ্যা করা যায়। আলু শাকসব্জি প্রভৃতি অনেক কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ ও দাম বৎসরের পর বৎসর চক্রাকার গতিতে উঠানামা করে। ইহাদের ক্ষেত্রে উৎপাদকরা ভবিষ্যতের আশা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় বলিয়া যোগান ও দামের নিয়মিতভাবে হ্রাসবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। কোন কারণে এক বৎসর হয়ত সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদন কম হইল এবং দাম অধিক হইল। দাম অধিক হওয়ায় উৎপাদকরা পরবর্তী বৎসর অথবা তাহার পরের বৎসরের জন্য অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করিল। এই অধিক উৎপাদন যখন পরবর্তী বা তৎপরবর্তী বৎসরে বাজারে যোগান আসিবে তখন স্বাভাবিকভাবেই দাম হ্রাস পাইবে। এখন আবার দাম কম হওয়ায় অনেক উৎপাদক উৎপাদন বন্ধ বা হ্রাস করিয়া দিবে। ফলে পরের বৎসরে যোগান কমিয়া যাইবে এবং দাম বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে যোগান ও দাম চক্রাকার গতিতে চলিতে থাকে। 'কব্ওয়েব্' উপপাদ্যে উৎপাদন ও দামের এই চক্রাকার গতিতে পরিবর্তন ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইল।

কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও উৎপন্নের পরিবর্তন এবং 'কব্ওয়েব্' উপপাদ্যের ব্যাখ্যা

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার তিনটি রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখা *DD* দ্বারা বুঝানো হইয়াছে; কোন 'বৎসরে' বাজারে যে-যোগান আসে তাহা কি-দামে বিক্রয় হইবে উহা *SS* যোগান-রেখা দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। যে-কোন এক বৎসরের দামের ভিত্তিতে

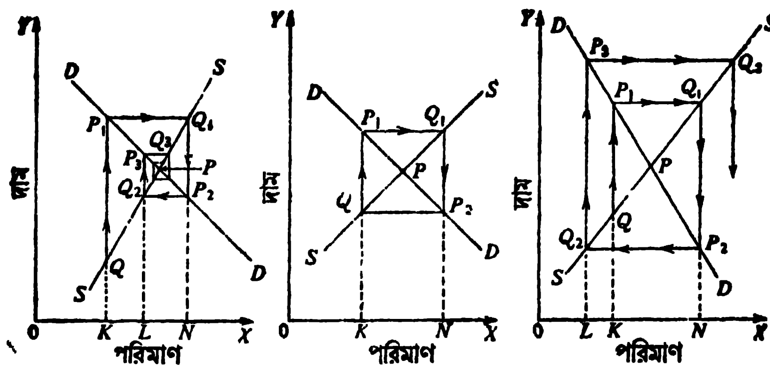
---

১. **Samuelson:** ***Economics*****: and Speight:** ***Economics—Science of Price and Incomes***

২. **"Such evidence as there is, seems to go against the full cost theory." Lipsey:** ***Positive Economics***

পরবর্তী বৎসরে উৎপাদন কত হইবে (এখানে 'বৎসর' বলিতে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত হইতে সুরু করিয়া উৎপাদন সম্পন্ন করিতে যে-সময় প্রয়োজন হয় সেই সময়কে বুঝাইতেছে) সে-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয়।

(ক) (খ) (গ)



প্রথমে (ক) এবং (গ) রেখাচিত্র দুইটিকে ধরিয়া আলোচনা করা যাউক। ধরা যাউক, কোন বৎসরে OK পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইল। এই অবস্থায় চাহিদা-রেখা DD হইতে বুঝা যায় যে, দাম হইবে KP_1। এখন আবার প্রশ্ন হইল, বর্তমান বৎসরের এই উচ্চ দাম KP_1-এর ভিত্তিতে পরবর্তী বৎসরে উৎপাদকরা কত উৎপাদন করিবে? ইহার উত্তরে বলা যায়, যোগান-রেখা SS-এর Q_1 বিন্দুতে উৎপাদন করিবে—অর্থাৎ ON পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইবে। কিন্তু চাহিদা-রেখা DD অনুসারে এই পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম হইবে NP_2। এই দামের ভিত্তিতে তৃতীয় বৎসরে উৎপন্নের পরিমাণ দাঁড়াইবে OL এবং দাম হইবে LP_2। এইভাবে উৎপন্ন ও দামের পরিবর্তন চলিতে থাকে।

উৎপন্ন ও দামের পরিবর্তন

এখন প্রশ্ন হইল এই পরিবর্তনের শেষ ফলাফল কি হইবে? উপরের (ক)-রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখা DD-র ঢালের (slope) তুলনায় যোগান-রেখা SS-এর ঢাল অধিক খাড়া (steeper)। এই অবস্থায় দাম ও উৎপন্নের চক্রাকার গতি ক্রমশ স্তিমিত হইতে হইতে ভারসাম্যে পৌছায়। (ক)-রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে দাম ও উৎপন্নের চক্রাকার গতি $QP_1Q_1P_2Q_2P_3Q_3$ পথ ধরিয়া শেষ পর্যন্ত P বিন্দুতে আসিয়া ভারসাম্য অবস্থায় পৌছাইতেছে।

পরিবর্তনের তিনটি ফল

কিন্তু সকল ক্ষেত্রে দাম ও উৎপাদনের ভারসাম্য স্থায়ী ভারসাম্যের দিকে আবর্তিত নাও হইতে পারে। (গ)-রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখা DD-র ঢাল অপেক্ষা যোগান-রেখা SS-এর ঢাল কম। এখানে দাম ও উৎপন্ন $QP_1Q_1P_2Q_2P_3Q_3$ পথ ধরিয়া

আবর্তিত হইয়া ভারসাম্য বিন্দু P হইতে ক্রমশ বাহিরের দিকে সরিয়া যাইতেছে। (খ)-রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখা DD এবং যোগান-রেখা SS উভয়ের ঢাল সমান। এখানে দাম ও উৎপন্ন $QP_1Q_1P_2$ পথে ভারসাম্য বিন্দু P-র সহিত একই ব্যবধান রাখিয়া আবর্তিত হইতেছে।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার তিনটি রেখাচিত্রে যে-অবস্থা প্রদর্শিত হইল তাহার মধ্যে (ক)-রেখাচিত্রে প্রদর্শিত অবস্থাকেই সাধারণত ঘটিতে দেখা যায় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে; (গ)-রেখাচিত্রে প্রদর্শিত অবস্থা তত্ত্বগত সম্ভাবনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এইরূপ মনে করিবার সপক্ষে একাধিক কারণ দেখানো হয়।

তৃতীয় ফলটি মোটামুটি তত্ত্বগত

প্রথমত, 'কব্‌ওয়েব্‌' তত্ত্বে চাহিদা ও যোগানের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে কি হইবে না-হইবে, তাহা দেখানো হইয়াছে; কিন্তু দাম ও উৎপন্নের আবর্তন 'বৎসরের পর বৎসর' সংঘটিত হওয়ার মধ্যে চাহিদা ও যোগানের অবস্থা পরিবর্তিত হইতে বাধ্য।[১]

দ্বিতীয়ত, 'কব্‌ওয়েব্‌' উপপাদ্যে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে সকল উৎপাদকই ভবিষ্যৎ দাম সম্পর্কে একই আশা পোষণ করে, সকলেই এই ভবিষ্যৎ আশার ভিত্তিতে সমভাবে কার্য করে এবং সকলেই একই সময় ভবিষ্যৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পরিশেষে, 'কব্‌ওয়েব্‌' তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে উৎপাদকেরা পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে কোন শিক্ষা গ্রহণ করিতে রাজী নয়। কিন্তু যদি এই অভিজ্ঞতা হয় যে এক বৎসরে দাম অধিক হওয়ার পর পরবর্তী বৎসরে দাম হ্রাস পায়, তাহা হইলে বহু উৎপাদকই পরবর্তী বৎসরের জন্য উৎপাদন সতর্কতার সহিত করিবে। এই সকল কারণে বলা হয় যে দাম ও উৎপন্নের চক্রাকার গতি তীব্র আকার ধারণ করে না; সাধারণত দাম ও উৎপন্নকে ভারসাম্য বিন্দুকে ঘিরিয়া সামান্যভাবে পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়।[২] ইহা ব্যতীত, ফটকা কারবারীর কার্যের ফলে দামের পরিবর্তন সুদূর-প্রসারী হইতে পারে না।[৩] যাহা হউক, 'কব্‌ওয়েব্‌' উপপাদ্যের সাহায্যে কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যচক্রের গতি কতকটা বুঝা যায়।

প্রকৃতক্ষেত্রে দাম ও উৎপন্নের চক্রাকার গতি তীব্র আকার ধারণ করে না

অতিরিক্ত অনুশীলনী

1. Write a note on Full Cost Theory of Pricing.
[পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের উপর একটি টীকা রচনা কর।] (৩৬৮-৭০ পৃষ্ঠা)

2. Write a note on the 'Cobweb' theorem.
['কব্‌ওয়েব্‌' উপপাদ্যের উপর একটি টীকা রচনা কর।] (৩৭০-৭২ পৃষ্ঠা)

---

১. "Before the cycle had been repeated many times the conditions of demand and supply are likely to change, and with them the positions of the demand and supply curves." Speight

২. "The 'Cobweb theorem' is doubtless a gross exaggeration .... A more correct representation would merely show a ring of small oscillations round the point of intersection of the supply and demand curves." Hanson

৩. "The intelligent profit-seeking action of speculators tends to create certain definite equilibrium patterns of price over time and space." Samuelson

জ। রেখাচিত্রের সাহায্যে উৎপাদনতত্ত্বের ব্যাখ্যা (Graphical Representation of the Theory of Production):

(গ্রন্থের ২৫৯-৬২ পৃষ্ঠা) ইতিপূর্বে উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদার যে-ব্যাখ্যা করা হইয়াছে রেখাচিত্রের সাহায্যে সহজেই তাহার বিশ্লেষণ করা যায়। এই বিশ্লেষণ উৎপাদনতত্ত্ব নামে অভিহিত এবং ভোক্তার চাহিদার নিরপেক্ষতা-রেখার বিশ্লেষণের অনুরূপ। ভোক্তার ক্ষেত্রে যে-পদ্ধতিতে ভোক্তার আচরণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে অনুরূপ পদ্ধতিতে উৎপাদকের আচরণ বিশ্লেষণ করা হইতেছে। উৎপাদনক্ষেত্রে এই তত্ত্ব উৎপাদনতত্ত্ব নামে অভিহিত।

উৎপাদনতত্ত্ব (Production Theory): প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (firm) উদ্দেশ্য হইল উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাত স্থির করিয়া উৎপাদন করা এবং উৎপন্নকে বাজারে বিক্রয় করিয়া সর্বাধিক মুনাফা করা। সুতরাং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে দুইটি সমস্যার সমাধান করিতে হয়: (১) উহাকে স্থির করিতে হয় কিভাবে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণকে সংমিশ্রিত করিয়া উৎপাদন সম্পাদন করিলে উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হয় এবং (২) কতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়।[১] এই দুইটি সমস্যা সমাধানের উপরই নির্ভর করে উৎপাদনের উপকরণের জন্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা, কারণ উৎপন্নের পরিমাণ এবং উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে অনুপাত দ্বারাই উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের জন্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা স্থিরীকৃত হয়। প্রতিষ্ঠানবিশেষ সমস্যা দুইটি সমাধানের জন্য কলাকৌশলগত (technical) ও অর্থনৈতিক (economic) এই দুই প্রকার তথ্যের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদনতত্ত্বের গোড়ার কথাই হইল এই কলাকৌশলগত তথ্য বা জ্ঞান (technological information)।

উৎপাদকের দুইটি সমস্যা

কলাকৌশলগত তথ্য বা জ্ঞান হইতে জানিতে পারা যায় যে উৎপাদনের উপকরণের বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা কত কত বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইবে। উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণ এবং তজ্জনিত উৎপন্নের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্কের এই সূত্রটিকে উৎপাদনকার্য (Production Function) বলিয়া অভিহিত করা হয়।[২] অর্থাৎ, উৎপাদনের উপকরণসমূহের প্রত্যেক নির্দিষ্ট সমন্বয়ের দ্বারা যে-পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয় তাহা যে কলাকৌশলগত সম্পর্ক হইতে জানিতে পারা যায় তাহাকেই উৎপাদনকার্য বলা হয়।[৩] উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, প্রতিষ্ঠানবিশেষ X এবং Y এই দুইটি উৎপাদনের উপকরণের সাহায্যে কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে। এখন উৎপাদনকার্য হইতে

উৎপাদনকার্যের ব্যাখ্যা

---

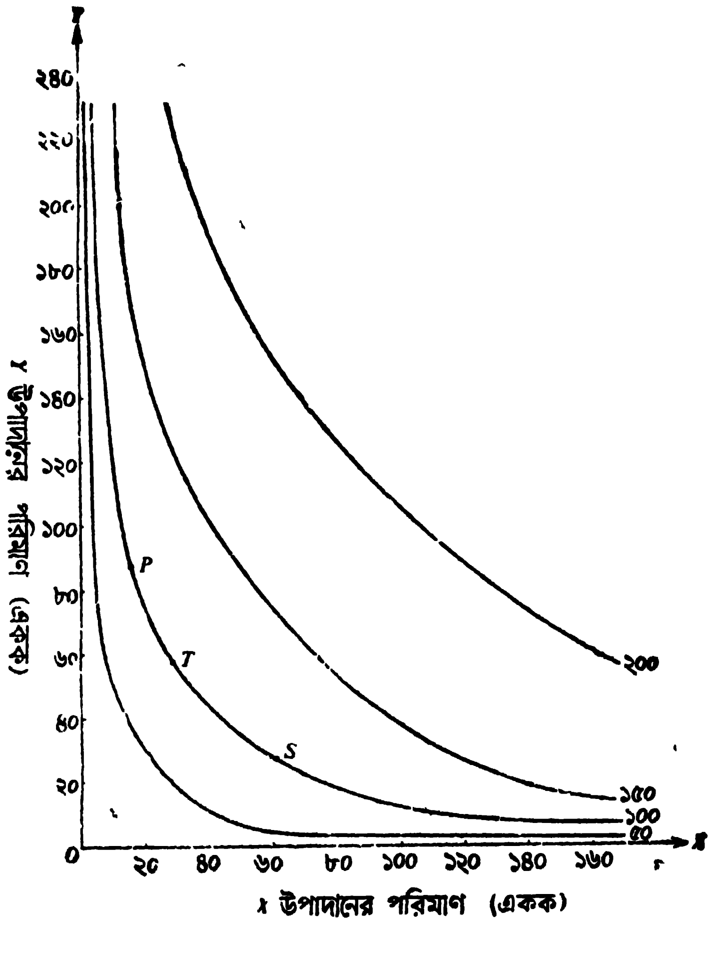
১. ১৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা দেখ।

২. এই আলোচনায় 'উপাদান' ও 'উপকরণ' শব্দ দুইটি সমার্থকভাবে ব্যবহার করা হইতেছে।

৩. Production Function is "the technical relationship telling the amount of output capable of being produced by each and every set of specified inputs (or factors of production). It is defined for a given state of technical knowledge." Samuelson

জানিতে পারা যায় যে X এবং Y বিভিন্ন অনুপাতে নিয়োগ করা হইলে কত কত বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইবে। যেমন, ২০ একক X এবং ৩০ একক Y উপাদান নিয়োগ করা হইলে হয়ত ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদিত হইবে। আবার, ২৮ একক X এবং ৫৮ একক Y উপাদান নিয়োগ করা হইলে হয়ত ১০০ একক দ্রব্য উৎপাদিত হইবে। যখন আবার ৪০ একক X এবং ১০০ একক Y উপাদান সংমিশ্রিত করিয়া উৎপাদন করা হয় তখন উৎপাদনের পরিমাণ হয়ত দাঁড়ায় ১৫০ একক। এইভাবে X এবং Y উপাদান দুইটির যে-কোন সংমিশ্রণে কত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইবে তাহা উৎপাদনকার্য হইতে জানা যায়। X এবং Y উপাদান দুইটির বিভিন্ন সংমিশ্রণে কত কত দ্রব্য উৎপাদিত হইবে তাহার সূচী প্রণয়ন করা হইলে উৎপাদনকার্যের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

সমোৎপন্ন রেখা (Equal-product Curves or Isoquants): উৎপাদনকার্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে সাধারণত একই পরিমাণ দ্রব্য বিভিন্ন উপায়ে



উৎপাদন করা যায়—অর্থাৎ উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণের সাহায্যে সমপরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন, ১০০ একক দ্রব্য ১৬ একক X এবং ৮৮ একক Y উপাদান অথবা ২৮ একক X এবং ৫৮ একক Y উপাদান অথবা ৬০ একক X এবং ২৮ একক Y উপাদানের সাহায্যে উৎপাদন করা যায়। অনুরূপভাবে, ১৫০ একক দ্রব্য ৩২ একক X এবং ১২০ একক Y উপাদান অথবা ৪০ একক X এবং ১০০ একক Y উপাদান অথবা ১৩৬ একক X এবং ২০ একক Y উপাদানের সাহায্যে উৎপাদন করা যায়। এই অবস্থাকে রেখার সাহায্যে দেখানো যাইতে পারে। যে-রেখার দ্বারা উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণের সাহায্যে সমপরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন দেখানো হয় সেই রেখাকে বলা হয় সমোৎপন্ন রেখা বা উৎপাদন নিরপেক্ষতা-রেখা (equal-product curve or isocost curve or production indifference curve)।

সমোৎপন্ন রেখা কাহাকে বলে

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে OY-অক্ষে Y উপাদানের একক এবং OX-অক্ষে X উপাদানের একক পরিমাপ করা হইতেছে। প্রথম সমোৎপন্ন রেখাটিতে দেখানো হইয়াছে যে X এবং Y উপাদান দুইটির বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা কিভাবে ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অন্যান্য সমোৎপন্ন রেখার দ্বারা অধিকতর পরিমাণ দ্রব্য কিভাবে উপাদানের বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা উৎপাদন করা যায় তাহা দেখানো হইয়াছে। যেমন, দ্বিতীয় রেখাটিতে দেখানো হইয়াছে যে ১০০ একক দ্রব্য উপাদানের কি কি বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা উৎপাদন করা যায়; দ্বিতীয় রেখার P বিন্দুর দ্বারা বুঝাইতেছে যে X উপাদানের ১৬ একক এবং Y উপাদানের ৮৮ একক সংমিশ্রিত করিয়া ১০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। আবার রেখাটির T বিন্দু দ্বারা বুঝাইতেছে যে X উপাদানের ২৮ এককের সহিত Y উপাদানের ৫৮ একক যোগ করিয়া উৎপাদন করা হইলে উৎপন্নের পরিমাণ হইবে ১০০ একক দ্রব্য। ঐ ১০০ একক দ্রব্যই উৎপাদিত হইবে যখন S বিন্দুতে X উপাদানের ৬০ একক এবং Y উপাদানের ২৮ এককের সংমিশ্রণে উৎপাদনকার্য সম্পাদিত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উৎপন্নের দিক হইতে P, T এবং S তিনটি বিন্দুই সমার্থক, কারণ তিনটি বিন্দুর দ্বারা নির্দেশিত উপাদান-সমন্বয়ের প্রত্যেকটির সাহায্যেই ১০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। কিন্তু অর্থব্যয়ের (money cost) দিক হইতে উপাদানের সকল সমন্বয়ই উৎপাদকের নিকট সমার্থক হয় না; উপকরণের যে-সকল সমন্বয় দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব তাহাদের মধ্যে একটি সমন্বয় দ্বারা উৎপাদন করা হইলে তবেই উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইয়া দাঁড়ায়।

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (Marginal Rate of Substitution [MRS]): ৩৭৪ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেকটি সমোৎপন্ন রেখা (equal-product curve) ডানদিকে নিম্নগতিসম্পন্ন এবং উৎসের দিকে উত্তল (convex to the origin)। এইরূপ আকৃতি হওয়ার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা যায়, উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত

সমোৎপন্ন রেখার প্রকৃতি

রাখিতে হইলে যখন একটি উপাদান কমানো হয় তখন অপর উপাদানটির পরিমাণ বাড়াইয়া প্রথমটির অভাবপূরণ করিতে হয়। উপরন্তু, যখন একটি উপাদানের পরিমাণ কমাইয়া এবং অপর একটি উপাদানের পরিমাণ বাড়াইয়া সমপরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করা হইতে থাকে তখন দেখা যায় যে দ্বিতীয় উপাদানের অতিরিক্ত এককের পরিবর্তে প্রথম উপাদানটির পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হারে কমাইতে হয়। পরিবর্তনের এই বৈশিষ্ট্যকে ক্রমহ্রাসমান পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (diminishing marginal rate of substitution) বলা হয়। এখন পরিবর্তনের প্রান্তিক হারের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যাইতে পারে। ধরা যাউক যে X এবং Y উপাদান দুইটির মধ্যে পরিবর্তনের প্রান্তিক হারের কথা বলা হইতেছে। এই অবস্থায় উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া অতিরিক্ত এক একক X উপাদান নিয়োগ করা হইলে উহার পরিবর্তে Y উপাদানের যতটা পরিমাণ ছাড়িয়া দিতে হয় তাহাকে বলা হয় X-এর জন্য Y-এর কলাকৌশলগত পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of technical substitution of Y for X)। অনেকে আবার ইহাকে উপাদানের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of factor substitution) বা উৎপন্নের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of product substitution) বলিয়া অভিহিত করেন। এই পরিবর্তনের প্রান্তিক হারই হইল ৩৭৪ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রদর্শিত সমোৎপন্ন রেখার ঢাল (slope)। সংক্ষেপে পরিবর্তনের প্রান্তিক হারকে এইভাবে দেখানো যায় :

ক্রমহ্রাসমান পরিবর্তনের প্রান্তিক হার

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার $(MRS) = \frac{-\Delta Y}{\Delta X}$। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, নিম্নলিখিতভাবে Y এবং X উপাদান দুইটি সংমিশ্রিত করিয়া ১০০ একক উৎপাদন করা যায়।

Y উপাদানের পরিমাণ (একক)	X উপাদানের পরিমাণ (একক)
৬৮	২৪
৬১	২৬
৫৮	২৮
৫৬	৩০

এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে X উপাদানটির অতিরিক্ত ২ একক বাড়াইয়া ২৪ হইতে ২৬ একক করা হইলে Y উপাদানটি ৭ একক কমাইয়া ৬৮ হইতে ৬১ একক করিতে হয়। এক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার হইল ৭Y : ২X। ইহার পর যখন X উপাদানটি আরও ২ একক বাড়াইয়া ২৬ হইতে ২৮ একক করা হয় তখন Y উপাদানটির ৩ একক কমাইয়া দিতে হয়; এখানে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার হইল ৩Y : ২X। X উপাদানটি আরও ২ একক বাড়াইয়া ২৮ হইতে ৩০ একক করা হইলে Y উপাদানের ২ একক কমাইয়া দিতে হয়। এই উদাহরণ হইতে দেখা

যাইতেছে যে X-এর জন্য Y-এর পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ক্রমহ্রাসমান; পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ৭Y : ২X হইতে ক্রমশ হ্রাস পাইয়া ২Y : ২X হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপন্নের পরিমাণ (১০০ একক দ্রব্য) অপরিবর্তিত রাখিয়া যতই X উপাদানটির একক বৃদ্ধি করা হয় ততই Y উপাদানটি ক্রমহ্রাসমান হারে কমাইতে হয়। এই ক্রমহ্রাসমান পরিবর্তন-হারের দরুনই সমোৎপন্ন রেখা উৎসের দিকে উত্তল (convex to the origin) হয়। এখন প্রশ্ন, পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ক্রমহ্রাসমান হওয়ার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে ক্রমহ্রাসমান পরিবর্তন-হার হইল ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের সূত্রের (The Law of Diminishing Returns) প্রতিফলন। এই সূত্রটি অনুসারে একটি উপাদান বা উপকরণ স্থির রাখিয়া অপর একটি উপাদান ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিলে উৎপাদনবৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হারে হয়। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়, যখন Y উপাদান হ্রাস এবং X উপাদান বৃদ্ধি এমনভাবে করা হইতে থাকে যে উৎপন্নের পরিমাণ সমানই থাকিয়া যায় তখন X-এর অতিরিক্ত এককের বদলে ক্রমহ্রাসমান হারে Y উপাদানের পরিমাণ কমাইতে হয়। ইহার কারণ হইল, X উপাদানটি বৃদ্ধি করিয়া চলিলে উহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয় এবং Y উপাদানটির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে উহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হয়; এই অবস্থায় X-এর অতিরিক্ত একক বৃদ্ধি করার ফলে যতটা পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ঐ পরিমাণ উৎপাদন কমাইয়া উৎপন্নের পরিমাণ সমান রাখিতে হইলে ক্রমশ কম হারে Y উপাদানটি হ্রাস করিবার প্রয়োজন হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে X এবং Y উপাদান বা উপকরণ দুইটি সীমাবদ্ধভাবে পরিবর্তনযোগ্য হইলেও একটি অপরটির সম্পূর্ণ পরিবর্ত (perfectly interchangeable) হইতে পারে না।[১] অবশ্য রাসায়নিক দ্রব্যের মত কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হইতে পারে যে উপাদানসমূহকে নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় অনুপাতে মিশ্রিত করিয়া উৎপাদনকার্য সম্পাদন করিতে হয়। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে উপাদানগুলির মধ্যে অনুপাতের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। তবে এরূপ দ্রব্যের দৃষ্টান্ত খুব বেশী পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধভাবে উপাদানগুলির মধ্যে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়।

উপাদানের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার এবং প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Marginal Rate of Factor Substitution [MRS] and Marginal Physical Product [MPP]): পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে উপাদানের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার উহাদের আপেক্ষিক প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের উপর নির্ভর করে। ধরা যাউক যে ৩৭৪ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের

১. "What the Law of Diminishing Returns really states is that there is a limit to the extent to which one factor of production can be substituted for another—or, in other words, that the elasticity of substitution between factors is not infinite." Joan Robinson: *Economics of Imperfect Competition*

দ্বিতীয় সমোৎপন্ন রেখার (উৎপন্নের পরিমাণ যখন ১০০ একক দ্রব্য) কোন বিন্দুতে X উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন হইল ৩০ একক দ্রব্য আর Y উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন হইল ২০ একক দ্রব্য। এই অবস্থায় X উপাদানের ১ একক যখন বৃদ্ধি করা হয় তখন Y উপাদানটির ১·৫ একক ছাড়িয়া দিলেই উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত (অর্থাৎ ১০০ একক) থাকিবে, কারণ X-এর ১ একক বাড়াইলে ৩০ একক দ্রব্য বাড়িবে এবং Y-এর ১·৫ একক ছাড়িয়া দিলেই ঐ ৩০ একক দ্রব্য কমিয়া যাইবে। এখানে X-র জন্য Y-এর পরিবর্তন-হার হইল ১·৫ : ১। ইহা হইল Y এবং X উপাদান দুইটির প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে অনুপাতের বিপরীত (reciprocal of the ratio of marginal products of Y and X) ; সংক্ষেপে বিষয়টিকে নিম্নলিখিত বর্ণনা করা যায় :

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার উপকরণের প্রান্তিক উৎপন্নের উপর নির্ভর করে

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (Marginal Rate of Substitution) =

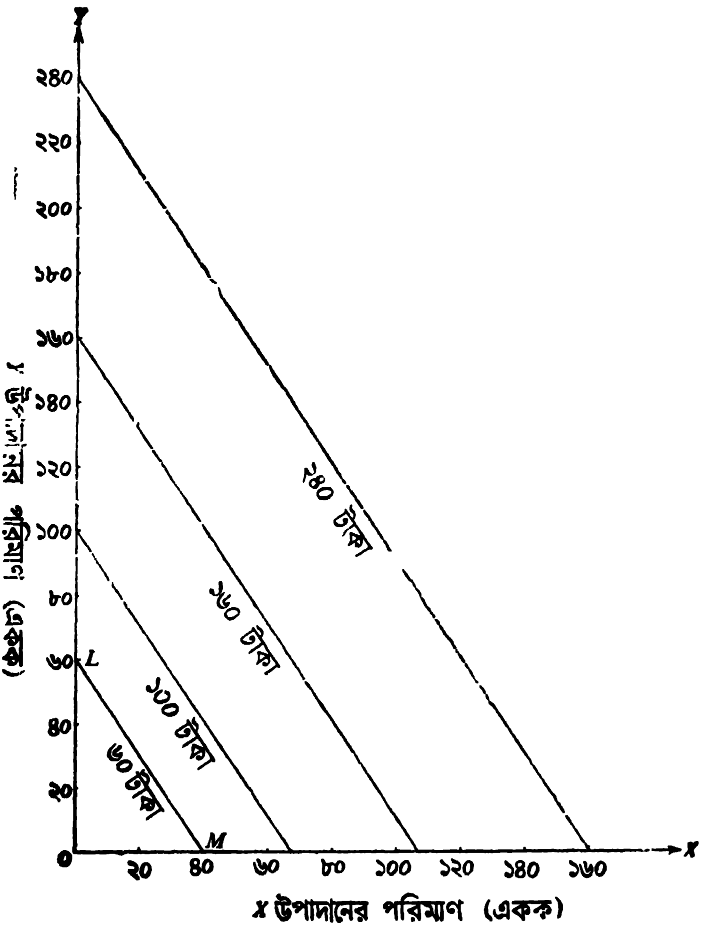
$$\frac{X \text{ উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } X\text{)}}{Y \text{ উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } Y\text{)}}\,।$$

ব্যয়-রেখা বা সমব্যয়-রেখা (Outlay Lines or Equal-cost Lines or Isocost Lines) : সমোৎপন্ন মানচিত্র (Isoquant Map) হইতে দেখা গেল যে বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উপাদানের বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা উৎপাদন করা যায়। যেমন, ৫০ একক দ্রব্য X এবং Y উপাদান দুইটির বিভিন্ন সমন্বয়ের সাহায্যে উৎপাদন করা সম্ভব। অনুরূপভাবে ১০০ একক, ১৫০ একক, ২০০ একক প্রভৃতি পরিমাণ দ্রব্যের প্রত্যেকটি বিভিন্ন অনুপাতে দুইটি উপাদান সংমিশ্রিত করিয়া উৎপাদন করিতে পারা যায়। কিন্তু উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে দেখিতে হইবে যে উপাদান দুইটিকে কোন্ অনুপাতে সংমিশ্রিত করিয়া নিয়োগ করা হইলে প্রত্যেকটি পরিমাণ দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা করিবার জন্য উপাদান দুইটির দাম জানা প্রয়োজন। ধরা যাউক, প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উপাদান দুইটি ক্রয় করিতেছে এবং X-এর প্রতি এককের দাম হইল ১·৫০ টাকা আর Y-এর প্রতি এককের দাম হইল ১ টাকা। এখন এই দামের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া উপাদান দুইটির কি কি বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করা যায় তাহার সূচী ও রেখা প্রণয়ন করা যায়। যেমন, ৬০ টাকার দ্বারা ৪০ একক X অথবা ৬০ একক Y উপাদান, অথবা ৩০ একক X এবং ১৫ একক Y, অথবা ২০ একক X এবং ৩০ একক Y, অথবা ১০ একক X এবং ৪৫ একক Y প্রভৃতি উপাদান দুইটির বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করা যায়। অনুরূপভাবে ১০০ টাকা, ১৬০ টাকা, ২৪০ টাকা ইত্যাদি বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া উপাদান দুইটির কি কি বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করা যায় তাহা রেখার সাহায্যে দেখানো যায়। এই রেখাগুলিকে ব্যয়-রেখা বা উপাদান-ব্যয় রেখা বা সমব্যয়-রেখা (Outlay Lines or Factor-cost Lines or Equal-cost Lines or Isocost Lines)

সমব্যয়-রেখার প্রকৃতি

বলিয়া অভিহিত করা হয়। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে এই রেখাগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

এই রেখাচিত্রে OY-অক্ষে Y উপাদানের পরিমাণ এবং OX-অক্ষে X উপাদানের পরিমাণ পরিমাপ করা হইতেছে। ধরা হইয়াছে X এবং Y উপাদানের



প্রতি এককের দাম হইল যথাক্রমে ১·৫০ টাকা এবং ১ টাকা। এখন ধরা যাউক যে ৬০ টাকা মোট ব্যয়ের পরিমাণ। যদি ৬০ টাকা সমস্তটাই Y উপাদান ক্রয় করিতে ব্যয় করা হয় তাহা হইলে OL পরিমাণ—অর্থাৎ ৬০ একক Y উপাদান ক্রয় করা যাইবে। অপরপক্ষে যদি ৬০ টাকার দ্বারা মাত্র X উপাদান ক্রয় করা হয় তাহা হইলে OM পরিমাণ—অর্থাৎ ৪০ একক X উপাদান ক্রয় করা যাইবে। এখন যদি L এবং M বিন্দুকে সংযোগ করিয়া LM সরলরেখাটি অংকন করা যায়

তাহা হইলে উপরি-উক্ত দামে ৬০ টাকার দ্বারা উপাদান দুইটির যত রকম সমন্বয় ক্রয় করা সম্ভব তাহা ঐ রেখার দ্বারা বুঝা যাইবে। এইভাবে অন্যান্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার দ্বারা উপাদান দুইটির কত বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করা যায় তাহা অন্যান্য রেখার দ্বারা দেখানো যায়। এই রেখাগুলি সমান্তরাল এবং সরল হইবার কারণ হইল যে প্রতিষ্ঠান বাজারের নির্দিষ্ট দামে যত খুশি তত পরিমাণ উপাদান দুইটি ক্রয় করিতে সমর্থ।

ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার

এই সমব্যয়-রেখার ঢাল (slope) হইতে উপাদান দুইটির মধ্যে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of outlay substitution) পাওয়া যায়। ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার বলিতে বুঝায় যে X উপাদানটির ১ একক বৃদ্ধি করিলে কত পরিমাণ Y উপাদানটি ছাড়িয়া দিলে মোট ব্যয় সমানই থাকিয়া যায়। যেমন, X-এর দাম ১.৫০ টাকা এবং Y-এর দাম ১ টাকা হইলে X-এর ১ একক বাড়াইলে Y-এর ১.৫ একক ছাড়িয়া দিলেই মোট ব্যয় সমান থাকিবে। এক্ষেত্রে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার হইবে ১.৫ Y : ১X। এই আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে দুইটি উপাদানের মধ্যে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার উপাদান দুইটির দামের অনুপাতের বিপরীত।[১] সংক্ষেপে বলা যায় Y এবং X এর মধ্যে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার

সমব্যয়-রেখার ঢাল উপাদানের দামের অনুপাতের উপর নির্ভর করে

$$\text{(Marginal Rate of Outlay Substitution)} = \frac{X\text{-এর দাম (Price of } X\text{)}}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y\text{)}} \text{।}$$

এখন আবার প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উপাদানের দাম হইল উপাদানের প্রান্তিক ব্যয় (marginal costs of the inputs)। ইহা হইতে বলা যায় যে Y এবং X উপাদান দুইটির মধ্যে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার $= \frac{X\text{-এর দাম (Price of } X)}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y)}$

$$= \frac{X\text{-এর প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost of } X \text{)}}{Y\text{-এর প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost of } Y \text{)}}$$

। অর্থাৎ, ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার হইল উপাদান দুইটির প্রান্তিক ব্যয়ের অনুপাতের বিপরীত।

ন্যূনতম ব্যয়সম্পন্ন সমন্বয় (The Least-cost Combination): উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল সমোৎপন্ন মানচিত্রের (Equal-product Map) সাহায্যে বুঝা যায় যে প্রত্যেকটি সমোৎপন্ন রেখায় নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য X

---

১. বিষয়টিকে নিম্নলিখিতভাবেও দেখানো যায়:

$$LM \text{ সমব্যয়-রেখার ঢাল (slope)} = \frac{OL}{OM} \text{।}$$

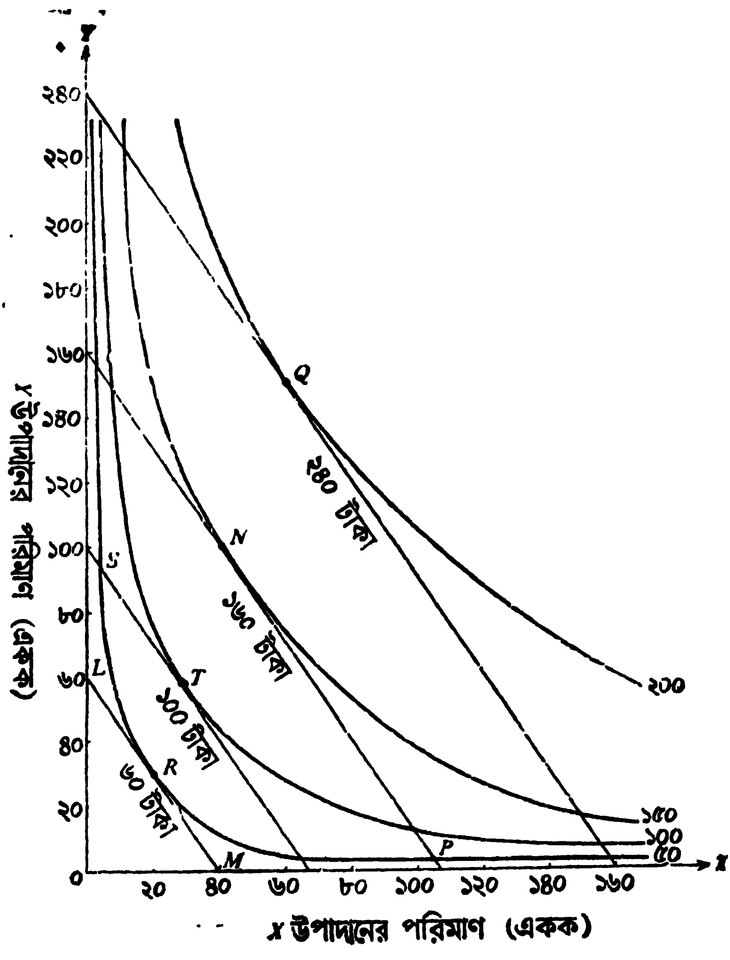
$$\text{এখন } OL = \frac{\text{৬০ টাকা}}{Y\text{-এর দাম}} \text{ এবং } OM = \frac{\text{৬০ টাকা}}{X\text{-এর দাম}} \text{।}$$

$$\text{সুতরাং } \frac{OL}{OM} = \frac{\text{৬০ টাকা}}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y\text{)}} \div \frac{\text{৬০ টাকা}}{X\text{-এর দাম (Price of } X\text{)}}$$

$$= \frac{X\text{-এর দাম (Price of } X\text{)}}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y\text{)}} \text{।}$$

এবং Y উপাদান দুইটির কি কি বিভিন্ন সংমিশ্রণে উৎপাদন করা যায়। অপরদিকে সমব্যয় মানচিত্রের (Equal-cost Map) সমব্যয়-রেখাগুলি (Equal-cost Lines) হইতে জানিতে পারা যায় যে উপাদানের দাম দেওয়া থাকিলে বিভিন্ন নির্দিষ্ট অর্থ-ব্যয়ের দ্বারা X এবং Y উপাদানের কি কি বিভিন্ন সংমিশ্রণ (combinations) ক্রয় করা যায়। এখন উৎপাদকের উদ্দেশ্য হইল ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয়ে উৎপাদন সম্পাদন করা। বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম করিবার জন্য কিভাবে X এবং Y উপাদান দুইটিকে সংমিশ্রিত করিতে হইবে তাহা সমোৎপন্ন মানচিত্রের সহিত সমব্যয়ের মানচিত্র সংযুক্ত করিলেই সহজে বুঝা যাইবে। নিম্নের রেখাচিত্রটিতে ইহাই করা হইয়াছে।

নিম্নের রেখাচিত্রটি হইতে বুঝা যায় যে X-এর দাম ১·৫০ টাকা এবং Y-এর দাম



১ টাকা হইলে এবং উৎপাদক ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে চাহিলে তাহার উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইবে R বিন্দুতে—অর্থাৎ যে-বিন্দুতে LM সমব্যয়-রেখাটি ৫০ এককের সমোৎপন্ন রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে (where equal-cost line is tangent to equal-product curve)। এই R বিন্দুতে ৩০ একক Y এবং ২০ একক X উপাদান সংমিশ্রিত করিয়া উৎপাদন সম্পাদন করা হইতেছে। সমোৎপন্ন রেখাটির অন্য কোন বিন্দুতে উপাদান দুইটির অন্য কোন সংমিশ্রণের দ্বারা ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করা হইলে উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইবে। যেমন, S বিন্দুতে উৎপাদন করিতে গেলে X এবং Y উপাদানটির এমন সমন্বয় ব্যবহার করিতে হয় যাহার দাম হইল ১০০ টাকা। আবার P বিন্দুতে উৎপাদন করা হইলে উৎপাদন-ব্যয় হয় ১৬০ টাকা। এই একই যুক্তিতে দেখানো যায় যে উৎপাদক ১০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে চাহিলে তাহার উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইবে যদি T বিন্দুতে ১০০ টাকা মোট ব্যয়ে ৫৮ একক Y উপাদান এবং ২৮ একক X উপাদান সংমিশ্রিত করিয়া উৎপাদন করা হইলে। অনুরূপভাবে ১৫০ একক এবং ২০০ একক দ্রব্যের ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয় হইবে যথাক্রমে N এবং Q বিন্দুতে।

সমোৎপন্ন রেখাকে যে-বিন্দুতে সমব্যয়-রেখা স্পর্শ করে সেই বিন্দুতে উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হয়

এই ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয় অবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে সমব্যয়-রেখা (Equal-cost Line) এবং সমোৎপন্ন রেখা (Equal-product Curve) উভয় রেখার ঢাল সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়—অর্থাৎ উপাদান দুইটির মধ্যে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of outlay substitution) এবং উপাদান দুইটির কলাকৌশলগত পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of technical substitution) সমানুপাতিক হয়। যেমন, পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে N বিন্দুতে দুইটি হার সমানুপাতিক। এখন আমরা জানি যে X-এর জন্য Y-এর কলাকৌশলগত পরিবর্তনের প্রান্তিক হার =

ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয়ের সর্ত হইল যে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ও কলাকৌশলগত পরিবর্তনের প্রান্তিক হার সমান হয়

$$\frac{X \text{ উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } X\text{)}}{X \text{ উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } Y\text{)}}।$$

অপরপক্ষে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার $= \frac{X\text{-এর দাম (Price of } X\text{)}}{Y\text{-এর দাম (Price of Y)}}$।

ইহা হইতে বলা যায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয়ের সর্ত হইল :

$$\frac{X\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } X\text{)}}{Y\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } Y\text{)}} = \frac{X\text{-এর দাম (Price of } X\text{)}}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y\text{)}}।$$

ইহার অর্থ হইল উপাদান দুইটির প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের অনুপাত উপাদান দুইটির দামের অনুপাতের সমান হয়।[১]

আবার উপরি-উক্ত সূত্রটি এইভাবেও দেখানো যায় :

$$\frac{X\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } X\text{)}}{X\text{-এর দাম (Price of } X\text{)}}$$

$$=\frac{Y\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } Y\text{)}}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y\text{)}}$$

অর্থাৎ, ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয়ের জন্য প্রত্যেকটি উপাদানের টাকাপ্রতি প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের পরিমাণ সমান সমান হইতে হইবে।

এখন আবার উপরি-উক্ত অনুপাতের সাহায্যে উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Cost of Output) বাহির করা যায় :

$$\frac{X\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } X\text{)}}{X\text{-এর দাম (Price of } X\text{)}}\,।$$

এই অনুপাতটি উল্টাইয়া

$$=\frac{X\text{-এর দাম}}{X\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন}}$$ করা হইলে প্রতি একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় পাওয়া যায়—অর্থাৎ উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ে (Marginal Cost) পৌঁছানো যায়। ইহা হইতে সহজেই বলা যায় যে

$$\frac{X\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } X\text{)}}{X\text{-এর দাম (Price of } X\text{)}}$$

$$=\frac{Y\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } Y\text{)}}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y\text{)}}$$

$$=\frac{১}{\text{প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Cost [} MC\text{])}}\,।$$

ইহা হইতে আবার বলা যায় যে—

উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Cost of Output [MC]) × X উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of X) $=X$-এর দাম (Price of X)।

অনুরূপভাবে, উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় $(MC)\times Y$ উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন $=Y$-এর দাম (Price of Y)।

সর্বাধিক মুনাফার অবস্থা (Best-profit Condition) : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে জানিতে পারা গেল যে বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয় কিভাবে স্থির করা হয়। এখন উৎপাদকের জানা দরকার যে কোন্ পরিমাণ দ্রব্য উপাদানের কত কত পরিমাণ নিয়োগ করিয়া উৎপাদন করিলে

১. "The ratio of the marginal physical products of any two inputs must equal the ratio of their factor-prices." Samuelson

মুনাফা সর্বাধিক হইবে। ইহার জন্য ন্যূনতম ব্যয়ের সর্তের সহিত সর্বাপেক্ষা লাভজনক উৎপন্নের সর্ত সংযোগ করিতে হইবে। এখন আমরা জানি যে উৎপাদকের মুনাফা সর্বাধিক হয় এবং ভারসাম্য আসে সেই অবস্থায় যেখানে তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (marginal revenue) তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের (marginal cost of output) সমান হইয়া দাঁড়ায়।

সুতরাং ভারসাম্য অবস্থাকে এইভাবে দেখানো যায় :

$$\frac{X\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন}}{X\text{-এর দাম}} = \frac{Y\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন}}{Y\text{-এর দাম}}$$

$$= \frac{১}{\text{প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় } (MC)} = \frac{১}{\text{প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় } (MR)}\text{।}$$

এখানে দেখা যায় যে $\frac{X\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন}}{X\text{-এর দাম}} = \frac{১}{\text{প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় } (MR)}$

এই ফরমুলা বা সূত্র হইতে দেখানো যায় যে—

প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় $(MR) \times X$-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন $= X$-এর দাম।

অনুরূপভাবে দেখানো যায় যে—

প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় $(MR) \times Y$-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন $= Y$-এর দাম।

উপাদানের জন্য চাহিদা উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের উপর নির্ভর করে

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে উৎপাদক X, Y প্রভৃতি উপাদানের প্রত্যেকটির সেই পরিমাণ ক্রয় করিবে যে-পরিমাণ ক্রয় করা হইলে উপাদানটির প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (marginal revenue product) উপাদানটির দামের সমান হয়।[১]

অতিরিক্ত অনুশীলনী

1. **Explain the proposition that a firm must equalise the marginal productivity per rupee spent on every factor to minimise its costs and this is true even when it has not decided on the best-profit output.**

[ব্যাখ্যা কর যে, উৎপাদন-ব্যয় সর্বাপেক্ষা স্বল্প করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যেক উপাদানের উপর টাকাপ্রতি প্রান্তিক উৎপাদন সমান করিতে হইবে এবং সর্বাধিক মুনাফার স্তরে উৎপাদন না করিলেও বক্তব্যটি সত্য।] (৩৮০-৮৪ পৃষ্ঠা)

2. **"The least-cost method of producing any given output can be described graphically as the tangency point between the relevant isoquant and the isocost line." (Lipsey). Explain.**

[বিশেষ কোন দ্রব্য উৎপাদনে ন্যূনতম ব্যয় পদ্ধতিকে জ্যামিতিক দিক দিয়া সমোৎপন্ন ও সমব্যয় রেখার যে-কোন স্পর্শককে বুঝাইতে পারে।] (৩৭৪-৭৫, ৩৭৮-৮০ পৃষ্ঠা)

3. **Write notes on : (a) Isoquants, (b) Least cost Combination of Factors.**

[টীকা রচনা কর : (ক) সমোৎপন্ন রেখা, (খ) ন্যূনতম ব্যয়সম্পন্ন সমন্বয়।] (৩৭৪-৭৫, ৩৮০-৮৪ পৃষ্ঠা)

---

১. ২৫৯-৬০ পৃষ্ঠা দেখ।